Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

9/332

মহাপুরুষ

বিজয়কৃষ্ণ

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

36

8/৩/২৩

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

LIBRARY
No. 9/332
Shree Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

LIBRARY
No. 9/332
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

ভট্টাচার্য্য সন্‌স্‌ লিমিটেড
১৮বি শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী, ১৯৫৬

প্রকাশক
সত্য ভট্টাচার্য্য
ভট্টাচার্য্য সন্‌স্‌ লিমিটেড
১৮বি শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১ কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

মূল্য
ছয় টাকা আট আনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার
LIBRARY
৭/৩৩২

ভূমিকা

ঊনবিংশ শতাব্দী ছিল বাঙ্গলাদেশের সুবর্ণযুগ। সেই শতাব্দীতে কি রাজনীতি, কি শিক্ষা, কি সমাজ-সংস্কার, কি সাহিত্য, কি ধর্ম্ম, সকল সংস্কার ও সংস্কৃতির দিক্ দিয়াই দেখা দিয়াছিলেন, এমন জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষগণ, যাঁহাদের শুভ আবির্ভাবে ধন্য হইয়াছে দেশ, ধন্য হইয়াছে জাতি, ধর্ম্ম ও সমাজ—সেই সব মহামানবের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ঋষি। একদিন ভারতের পুণ্য তপোবনে প্রাচীন ঋষিরা 'সত্যং শিবং সুন্দরং' এই তিনটি বাণী প্রকাশ করিয়াছিলেন সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী সাধকদের জন্য। বিজয়কৃষ্ণ এই তিনটি সংজ্ঞার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া শ্রীভগবানকে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলরূপে দর্শন করিয়াছিলেন এবং ভক্তির অমৃতরসে জীবনকে করিয়া গিয়াছেন—মধুময়, প্রেমময় এবং আনন্দময়। সত্য, শিব, সুন্দরের ছিলেন তিনি প্রকৃত উপাসক। আনন্দময়ের আনন্দধারা বিজয়কৃষ্ণের হৃদয়ে ছিল নিত্য প্রবাহিত।—জগতে যাহা কিছু স্থাবর-জঙ্গম আছে সমুদয়ের মধ্যে তিনি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

বিজয়কৃষ্ণের জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার সমদর্শী জীবন ছিল ত্রিবেণীসঙ্গমের মত ত্রিধারার সম্মিলন ক্ষেত্র। বাল্যজীবন, শিক্ষা, ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক ও অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক—এই ত্রিধারা লইয়া গঠিত ছিল তাঁহার ধর্ম্ম জীবন। প্রথম জীবন—আঠারো বৎসর শিক্ষাকাল, পরে পঁচিশ বৎসরকাল ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগযুক্ত, শেষ তেরো চৌদ্দ বৎসর কাল—নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব এবং অসাম্প্রদায়িক নবধর্ম্ম প্রবর্ত্তক।

তাঁহার সেই ধর্ম্ম, পূর্ণাঙ্গ হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। তিনি শ্রীরামানুজ ও শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগামী ছিলেন। তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার মধ্যে ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মজ্ঞান, অবতারবাদী, ভক্তিতত্ত্ব এবং সাকারবাদী সাকারতত্ত্ব প্রস্ফুটিত দেখিতে পাওয়া যায়। গোস্বামীমহাশয় গতানুগতভাবে কোন তত্ত্বই গ্রহণ করেন নাই।—সাধনার স্তরে স্তরে যখন যে তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, ভগবানের সাক্ষাৎ দান জানিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এজন্যই দেখিতে পাই—"পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তখন বিজয়ের প্রয়োজন হইয়াছিল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। সে সময়ে বিলাত হইতে মিস্ কলেট লিখিয়াছিলেন—"গোস্বামী মহাশয়ের কথা, তিনি কোথায় তাঁহাকে আহ্বান করিতে বলিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন বিজয়ের চরিত্র, এইরূপ সিংহবিক্রম ও প্রখর শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বশালী পুরুষই জাতির ইতিহাস গড়ে, ভাঙ্গে, ভাঙ্গিয়া আবার গড়ে। সুতরাং বিজয়কৃষ্ণের প্রচার পঁচিশ বৎসরাবধি ব্রাহ্ম ইতিহাস মুছিয়া ফেলিবার নয়। যাঁহারা মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিবেন তাঁহারা ভুল করিবেন। ইতিহাস কি মুছা যায়? তারপর শেষ জীবনের চৌদ্দ-বৎসরের ইতিহাসও মুছিয়া ফেলিবার নয়!"

"ব্রাহ্ম বিজয়কৃষ্ণ যেরূপ প্রচণ্ডভাবে হিন্দু পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, উপবীত গ্রহণ ও গুরুবাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন,—শেষ জীবনের হিন্দু ও বৈষ্ণব বিজয়কৃষ্ণ তাহা অপেক্ষা অধিকতর প্রচণ্ডবেগে উহাদিগকে নিজের জীবনে গ্রহণ করিয়া সমাজে উহাদের প্রতিষ্ঠাকল্পে পুনরায় ভীষণ উদ্যম করিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্য যাঁহারা ব্রাহ্ম বিজয়কৃষ্ণের পক্ষপাতী, তাঁহারা হিন্দু বিজয়কৃষ্ণকে তীব্রভাবে নিন্দা করেন, মরফিয়ার ক্রিয়া বলিয়া শেষ জীবনের জীবন্মুক্ত বা সমাধির অবস্থাকে ব্যঙ্গ করেন। আবার অন্যপক্ষে হিন্দু বিজয়কৃষ্ণের শেষ জীবনের মন্ত্রশিষ্যেরা তাঁহার প্রথম জীবনের ব্রাহ্ম অংশকে গভীর উপেক্ষার সহিত আলোচনার মধ্যেই আনেন না। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ দুইজন ছিলেন না। তাঁহার ধর্ম্মজীবনের ব্রাহ্ম ও হিন্দু বিভাগ থাকিতে পারে, এই দুই বিভাগের মধ্যে মারাত্মক বিরোধও থাকা সম্ভব; কিন্তু ধর্ম্মজীবনের এই দুইটি বিপরীত দিগ্‌গামী শাখাকে অবলম্বন করিয়া যে এক অবিচ্ছিন্ন, নানা দুর্য্যোগের মধ্যে ও অটল, মেরুদণ্ড দণ্ডায়মান তাহা কি ব্রাহ্ম, কি ভক্ত শিষ্য উভয়েই বিস্মৃত হন। বিজয়কৃষ্ণের শিষ্য আছে, নিন্দুক বোধ হয় আরো বেশী আছে, কিন্তু তাঁহার সমগ্রজীবনের প্রতি অপক্ষপাত দৃষ্টিসম্পন্ন—তাঁহার সমগ্র জীবনের মূলাধার গভীর ধর্ম্মবিশ্বাস ও প্রবল সংস্কারের ইচ্ছা দ্বারা অনুপ্রাণিত ভক্ত খুব বেশী নাই। এবং নাই বলিয়াই আশঙ্কা হয়, এত বড় একটি মহাপুরুষের জীবন হইতে তাঁহার দেশবাসী আশানুরূপ বলবীর্য্য লাভ করিতে পারিতেছে না।" সুপণ্ডিত শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী প্রণীত 'প্রভুপাদ শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী', নামক গ্রন্থ হইতে ঐ উদ্ধৃতাংশ পাঠকগণকে মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করিতে বলি।—

বিজয়কৃষ্ণ নিজের জীবন-চরিত্র প্রকাশের বিরোধী ছিলেন। আমরা তাঁহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রচার বিবরণ, ধর্ম্মতত্ত্ব, তত্ত্বকৌমুদী, সুলভসমাচার, বিবিধ সংবাদপত্র, বক্তৃতা ও উপদেশ, ও অন্যান্য গ্রন্থ হইতে যাহা কিছু জানিতে পারি তাহাই প্রামাণ্য। গোস্বামী মহাশয় কত স্থানে গিয়াছেন, কত ভ্রমণ করিয়াছেন, কত বিভিন্ন দেশে তাঁহার প্রচার বিবরণ, স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, আজ তাহার অনেক কিছুই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার লিখিত: "ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও আমার জীবনে ব্রাহ্মসমাজের পরীক্ষিত বিষয় ও কয়েকটি উপদেশ," নামক পুস্তিকায় লিখিয়াছেন:—"স্বীয় হস্তে আপনার বিষয় লিখিতে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইতে হয়, এজন্য যাহা লেখা নিতান্ত কর্ত্তব্য তাহারই উল্লেখ করিয়াছি। প্রচার বিবরণ আদ্যোপান্ত বিস্তাররূপে উল্লেখ করিলে সকলেরই রুচিকর হইত। কিন্তু সমস্ত বিবরণ উল্লেখ করিলে পুস্তকখানির আয়তন অত্যন্ত অধিক হইত সুতরাং অর্থাভাবে তাহা সম্যক্‌রূপে উল্লেখ করিতে পারি নাই।" ইহা আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে।

বিজয়কৃষ্ণের জীবনের শেষ যুগের ঘটনা সমগ্র অবগত হওয়ার কোনও উপায় নাই। যদি তিনি বলিতেন; তবেই জানা যাইত। একদিন তাঁহার কয়েকজন ভক্ত ও অনুগত শিষ্য একত্র হইয়া সশঙ্কিত ভাবে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, "আপনার জীবনের অনেক ঘটনাই অজ্ঞেয় রহিল, যদি আমরা জানিতে পারিতাম, তবে আমাদের এবং এ দেশের অনেক লোকের উপকার হইত।" তিনি বলিলেন, "রাম! রাম! জগতে কত মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবন-চরিত রহিয়াছে, কত সৎগ্রন্থ রহিয়াছে, তাহা পড়িয়া যদি লোকের উপকার না হয়, আমি কোন্ ছার যে আমার জীবনচরিতে লোকের উপকার হইবে?" এই বলিয়াই তিনি অন্য কথা পাড়িলেন; তাঁহাদের প্রস্তাব ঐখানেই চাপা পড়িল।

ঘটনাসূত্রে এবং প্রসঙ্গক্রমে যখন যাহা প্রকাশ হইয়াছে এবং কোনও বিশেষ প্রয়োজনে বিশেষ ব্যক্তিকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ব্যতীত অন্য ঘটনা কিছুই জানিবার উপায় নাই। যখন তিনি ঢাকার প্রচারাশ্রমে ছিলেন, তখন একদিন একজন হিন্দুস্থানী সাধু সেখানে উপস্থিত হইলেন। সাধুকে তিনি বড়ই সমাদর ও সম্মাননা করিলেন এবং তাঁহার নিকট বড়ই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। আমাদের শ্রদ্ধেয় কোন বন্ধু মহাশয়, সাধুকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন যে গোঁসাইজীর সঙ্গে তাঁহার কি সূত্রে কোথায় আলাপ হইয়াছিল। সাধু বলিলেন, "উনি এক সময় কোনও এক পাহাড়ে ধ্যানস্থ ছিলেন, হিমপাতে তাঁহার শরীর বরফের ন্যায় হইয়া গিয়াছিল, আমি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া ইঁহার শরীর রক্ষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছিলাম। এরূপ ঘটনা জীবনে কত আছে, কে বলিতে পারে?"
[নব্যভারত অগ্রহায়ণ, ১৩০৬]

বিজয়কৃষ্ণের সাহিত্য-সাধনাও স্মরণীয়। তাঁহার বক্তৃতার ভাষা যেমন ছিল যুক্তিপূর্ণ, সাধু ও উপদেশপূর্ণ, সহজ ও সরল গল্প ও কাহিনীর সমাবেশে সে সকল এমনি চিত্তাকর্ষক হইত যে' তাঁহার প্রার্থনা, বক্তৃতা ও উপাসনা বালক, যুবক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা পর্য্যন্ত উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেন। তাঁহার লিখিত 'যোগসাধন', 'আশাবতীর উপাখ্যান', 'বক্তৃতা ও উপদেশ' অতি মধুর ভাষায় লিখিত।—'সুলভসমাচার', 'ধর্ম্মতত্ত্ব' ও 'তত্ত্বকৌমুদী' প্রভৃতি পত্রে তাঁহার রচনার প্রচুর নিদর্শন রহিয়াছে।

বিজয়কৃষ্ণের জীবনে বহু অলৌকিক কাহিনী ও স্বপ্নের বিবরণ পাই,—বিদেহী আত্মার সূক্ষ্ম দেহধারণ ও জন্মান্তরীণবাদ, আত্মিকতত্ত্ব ও অবতার বাদ সম্বন্ধে ছিলেন তিনি বিশ্বাসী। আমরা এ বিষয়ে নিয়ে একটি পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতবাদ প্রকাশ করিলাম। তাহা এই—

From an article written by Giltay, LL. D. (Holland) on the occasion of the birthday celebrations of Professor Jung held in Calcutta in 1955 :—

In a recent article in the 'Dutch Journal for Psychology' I tried to show how even a Psycho-analysist as the American Thomas M. French in his study on "Some Applications of the Psychological Field Concept" although still using the classical terminology or Freud ('Id', 'Ego', 'Super Ego') adheres *re vera* to a new conception of the soul, which is very near to the spiritual conception of India.

বিজয়কৃষ্ণের প্রথম জীবনী লেখক, পূর্ব্ববাঙ্গালা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী কর, এজন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র। গোস্বামীপ্রভুর দেহত্যাগের এগারো বৎসর পর—১৩১৭ সালে, ঐ গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। তাহার পর—তাঁহার সম্পর্কে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে—লিখিয়াছেন গোঁসাইজার শিষ্য-প্রশিষ্য ও ভক্তমণ্ডলী। প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয়ের কৃপাভাজন শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর শ্রীশ্রীসদগুরুসঙ্গ, কয়েকখণ্ডে নানাতথ্য, দৈনন্দিন বিবরণ সম্বলিত সর্ব্বজন পরিচিত গ্রন্থ। তাহাতে প্রভুপাদের দেহাশ্রিত অবস্থার কতক সময়ের দৈনন্দিন বিবরণ আছে।

আমাকে শ্রীশ্রীকুলদানন্দের শিষ্য ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নানাভাবে নানারূপে সাহায্য করিয়াছেন। সংবাদপত্রে আমি গোস্বামী প্রভুর জীবনী লিখিতে উদ্যোগী হইয়াছি জানিতে পারিয়া, আমাকে বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, এবং সর্ব্বদা আমাকে উৎসাহবাণী, সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পার্শ্ববর্ত্তী নানাস্থানে ভ্রমণ—পুরী, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি স্থানে থাকিবার ব্যবস্থাদি করিয়া বিশেষরূপে সহযোগিতা করিয়াছেন, এইরূপ সাহায্য ও সহানুভূতির জন্য অন্তরের সহিত তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া তাঁহার সঙ্কল্পিত বিজয়কৃষ্ণ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া জাতির কল্যাণ করুন। ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি। নববিধান সমাজের শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'মন্দির' সম্পাদক শ্রীঅসীমানন্দ স্বামীর সাহায্য, সহানুভূতি ও উৎসাহ বাণী আমি আনন্দের সহিত স্মরণ করিতেছি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাস, শ্রীমান্ সুরথনাথ চক্রবর্ত্তী এবং আমার প্রীতি ও স্নেহভাজন বন্ধু ও সুহৃদগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ সামন্ত, শ্রীযুক্ত রাইমোহন সামন্ত, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় প্রভৃতির আগ্রহ, যত্ন এবং সক্রিয়সহযোগিতা এবং গোস্বামী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ৺ব্রজগোপাল গোস্বামী মহাশয়ে প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত শান্তিসখা গোস্বামী, শিকারপুর নিবাসী শ্রীযতীন্দ্রনাথ বাগচী, কৃষ্ণনগরের শ্রীমান্ সুধাংশুশেখর সেনগুপ্ত, বন্ধুবর শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণদাস পাল, শ্রীমান্ অসীমকুমার দাস, সতীর্থ শ্রীযুক্ত আদিনাথ সেন প্রভৃতি অনেকেই আমার ধন্যবাদভাজন।

আমার জীবন-সায়াহ্নে মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণের জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করিতে গিয়া আমি প্রতিমুহূর্ত্তে লাভ করিয়াছি সেই মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদ ও স্নেহপরশ। তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত বহুজীবনী গ্রন্থ হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। স্থানাভাববশতঃ গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশ ও নির্ঘণ্ট দেওয়া সম্ভব হইল না। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগার হইতে অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সাহায্য পাইয়াছি। বিজয়কৃষ্ণের উপদেশ ও বাণী সম্পর্কিত বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, কাজেই পরিশিষ্টে তাহা আর দিলাম না।

আমার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ সুধাংশু গুপ্ত, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় অনেক সময় আমাকে প্রুফ ইত্যাদি সংশোধন বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের উপর গোস্বামী-প্রভুর শুভ আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক।

সাধু ও ভক্ত মহাপুরুষের জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করা অতি কঠিন ব্যাপার। তাহা আমার দুঃসাহস বলিতে পারি, তবু যে এই পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষের জীবন-কাহিনী জনসমাজের নিকট উপস্থিত করিতে পারিয়াছি, সেজন্য আমি আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি।

আমার জীবনে গোস্বামী প্রভুর শিষ্য, প্রশিষ্য ও বহু অনুরাগী ভক্তবৃন্দের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল এবং আছে। তাঁহাদের অনেকের স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছি, অনেকের কথা প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থমধ্যে উল্লেখ করিয়াছি, আজ তাঁহা-দিগকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছি।

কলিকাতা
১৫ই জানুয়ারী, ১৯৫৬ } শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়-সূচী

LIBRARY 7/332

বিষয় — পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

পিতামাতা—বাল্যজীবন … ১—৩৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিক্ষারম্ভ; পাঠশালা, টোল-চতুষ্পাঠি, খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ ৩৫—৫৭

তৃতীয় অধ্যায়

কলিকাতা আগমন, সংস্কৃতকলেজে প্রবেশ, বেদান্তপ্রীতি, বিদ্যাসাগর, বিবাহ, ধৰ্ম্মমত পরিবর্ত্তন … ৫৮—৭৪

চতুর্থ অধ্যায়

মেডিকেলকলেজে অধ্যয়ন, প্রথম ছাত্রধর্ম্মঘট, ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা, সঙ্গতসভা, শান্তিপুরে নির্য্যাতন … ৭৪—৮৩

পঞ্চম অধ্যায়

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, তেজস্বিতা, স্বাধীনমত প্রকাশ … ৮৪—১০৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

পূর্ব্ববঙ্গে প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, ভ্রমণ … ১০৫—১০৯

সপ্তম অধ্যায়

ব্রাহ্মসমাজ, দ্বেষ-বিদ্বেষ, শান্তিপুর … ১১০—১২৮

অষ্টম অধ্যায়

শান্তিপুর—চিকিৎসা-ব্যবসায়—কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, নৌকায় ভ্রমণ, প্রচার … ১২৯—১৫৭

নবম অধ্যায়

কেশববাবুর ভারতআশ্রম, পীড়া, আরোগ্যলাভ, আশ্রমবাসিনী—মহিলাদের শিক্ষা … ১৫৮—১৭০

দশম অধ্যায়

উত্তরবঙ্গে প্রচার, দিনাজপুর, ফরিদপুর, কোচবিহার, কাকিনিয়া ১৭১—১৭৫

একাদশ অধ্যায়

যোগ ও ভক্তিমন্ত্রে দীক্ষা, বাগআঁচড়া, নির্জ্জন সাধনব্রত… ১৭৬—১৮৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয় পৃষ্ঠা

দ্বাদশ অধ্যায়

গয়াধাম, রঘুবরদাস বাবাজী, আকাশগঙ্গা, গুরুলাভ দীক্ষা, ... ১৯০—২১৭

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ব্রাহ্মসমাজের প্রচারনিবাস, মানসিক অশান্তি, জ্বালামুখী গমন ২১৮—২৩৫

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

পরমহংসের আদেশে সাধন দান, ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষের অভিযোগ—উত্তর, ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ ... ২৩৬—২৪৭

পঞ্চদশ অধ্যায়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ ... ২৪৮—২৭৩

ষোড়শ অধ্যায়

নবধর্ম্ম, ধূলট উৎসব, ঢাকা টর্ণেডো, কাকিনিয়া, কামাখ্যা ২৭৪—২৮৫

সপ্তদশ অধ্যায়

গেণ্ডারিয়া আশ্রম, ভজনকুটীর, পুত্রকন্যার বিবাহ, উৎসব ২৮৬—৩০২

অষ্টাদশ অধ্যায়

দ্বারভাঙ্গা, পীড়া, পদ্মাবক্ষে, শান্তিপুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ ৩০৩—৩১২

ঊনবিংশ অধ্যায়

শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমা, যোগমায়া দেবীর আগমন ও তিরোধান ৩১৩—৩২১

বিংশ অধ্যায়

গেণ্ডারিয়াআশ্রম, কলিকাতা, নবদ্বীপ, প্রয়াগ ... ৩২২—৩২৬

একবিংশ অধ্যায়

প্রয়াগধামে কুম্ভমেলা, সাধুসঙ্গম, কন্যা প্রেমসখীর বিবাহ ৩২৭—৩৩২

দ্বাবিংশ অধ্যায়

কলিকাতা, শ্রীনবদ্বীপধাম, ঢাকা—শেষ ধূলট ... ৩৩৩—৩৪০

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

বাসা পরিবর্ত্তন, হ্যারিসন রোড—পুরী যাত্রার উদ্যোগ ... ৩৪২—৩৪৬

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

পুরুষোত্তম যাত্রা, যাত্রাপথে, বানরবধ নিবারণ, পট্টডুরি, মহাপ্রস্থান ৩৪৯—৩৫৫

পরিশিষ্ট···কয়েকটি সঙ্গীত ... ৩৫৭—৩৫৮

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

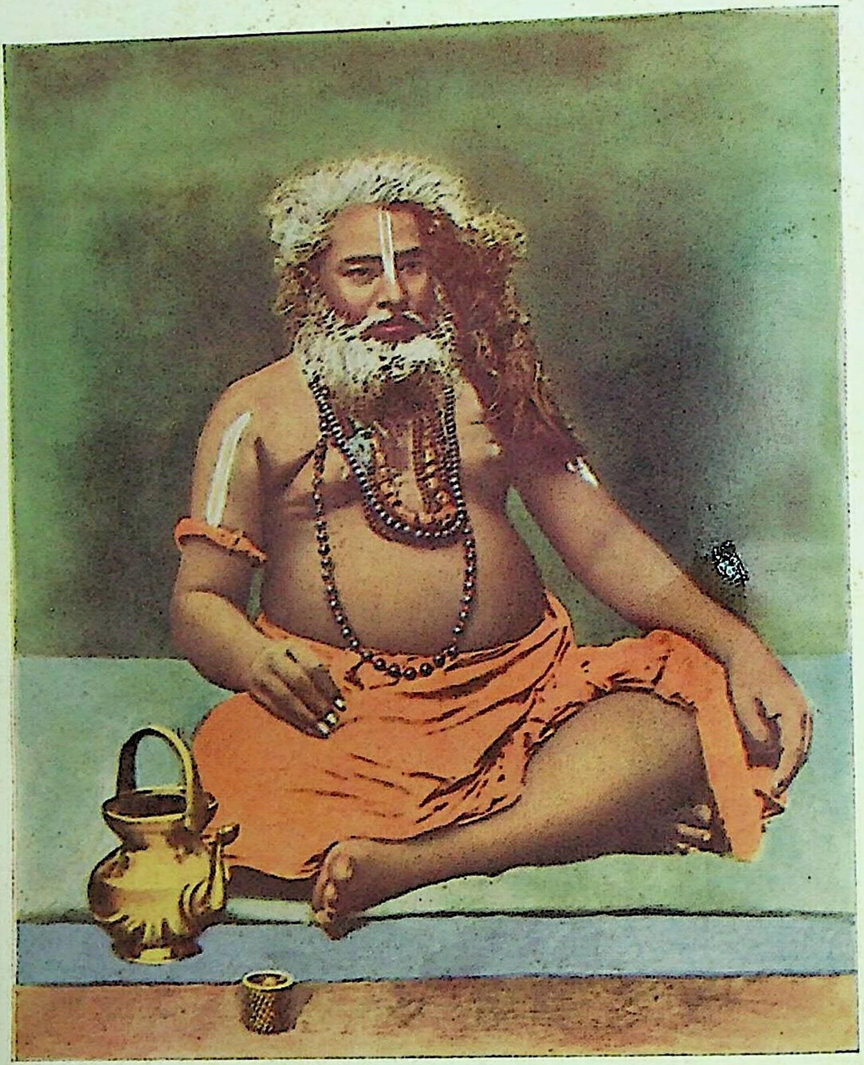

মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ

[বেঙ্গল অটোটাইপের সৌজন্যে]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার
৭/৬৩২

প্রথম অধ্যায়

পিতামাতা—বাল্যজীবন

যে পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষের পুণ্যজীবন-মহিমা কীর্ত্তন করিতে আমরা সাহসী হইয়াছি—সেই বরেণ্য সাধক, যোগী ও ধর্ম্ম এবং সমাজ-সংস্কারক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জন্মভূমি 'সুরপুরসমপুরী' শান্তিপুরে ছিল। কিন্তু তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন তাঁহার মাতুলালয়। নদীয়া জেলার অন্তর্গত শিকারপুর গ্রামে।

এক সময়ে শিকারপুর বিশেষ প্রসিদ্ধ পল্লী ছিল। তখন নানা জাতির লোক সেখানে বাস করিত। পূর্ব্বের সে গৌরব ক্ষুণ্ণ হইলেও—বর্ত্তমান সময়েও এ—পল্লী সমৃদ্ধ এবং জনসংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। বাড়ীর সংখ্যা প্রায় পাঁচশত। এক সময়ে এ-গ্রামে ব্রাহ্মণের বাস ছিল প্রায় দেড়শত। এখন পঁয়ত্রিশ ঘরের বেশী নাই। এই শিকারপুর পল্লীতে মাতুলালয়ে বিজয়কৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল। মাতামহ ছিলেন গৌরীপ্রসাদ জোয়াদ্দার। 'জোয়াদ্দার'—জোৎদার—নবাবি আমলের উপাধি। তাঁহাদের কৌলিক উপাধি হইতেছে বাগ্‌চি। গৌরীপ্রসাদের ভবনে বিজয়কৃষ্ণের জন্ম হয়।

গৌরীপ্রসাদের ছিল দুই সন্তান—জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্ণময়ী। কনিষ্ঠ-পুত্র বেণীমাধব। স্বর্ণময়ী বিজয়কৃষ্ণের জননী।

বাংলা ১২৪৮ সালের শ্রাবণ মাস—১৯শে তারিখ। ইংরাজী ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন।

গোস্বামী মহাশয়ের জীবনী-লেখকগণ বেশীর ভাগই "ঝুলন পূ্ণিমার দিন সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে বিজয়কৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হন বলিয়া লিখিয়াছেন।" প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে, তাঁহার জন্ম হইয়াছিল ঝুলন পূ্ণিমার দিন শেষ রাত্রে। "শ্রীশ্রীবিজয়-কথামৃতে বা শ্রীমদাচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুপাদের জীবনবৃত্ত"—প্রণেতা নবকুমার বাগচী বিশ্বাস লিখিয়াছেন—"১২৪৮ বঙ্গাব্দ (১৭৬৩ শকাব্দ, ১৮৪১ খৃষ্টাব্দ, ২রা আগষ্ট ১৯এ শ্রাবণ, সোমবার শুভ ঝুলন পূর্ণিমার দিন শেষ রাত্রে বিজয়কৃষ্ণের জন্ম হয়। তিনি গ্রন্থমধ্যে একখানি জন্ম পত্রিকাও প্রকাশ করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"শ্রীশ্রীবিজয়মঙ্গল" প্রণেতা প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণের ভক্ত শিষ্য সুপণ্ডিত স্বর্গত বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমেই : "পরম ভাগবত শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুপাদের জন্ম, দীক্ষা, তিরোভাবাদি স্থান ও সময়াদির স্মারকলিপি দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন : জন্মস্থান জেলা নদীয়া। গ্রাম শিকারপুর মাতুলালয়। জন্ম সময় ১২৪৮ সন, ১৭৬৩ শকাব্দ ১৯শে শ্রাবণ। ঝুলন-পূর্ণিমার শেষরাত্র। প্রতিপদে কর্কটলগ্নে মকররাশি ধনিষ্ঠা নক্ষত্র, আয়ুষ্মান যোগ ববকরণে দিনমান ৩২।৪২ ইত্যাদি। "শ্রাবণী পূর্ণিমা—অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভোরের স্নিগ্ধ বায়ুতে, উন্মুক্তক্ষেত্রে মুক্তিদাতা শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণের আকস্মিক আবির্ভাব ঘটিল। ১৭৬৩ শকাব্দ ১২৪৮ সন, ১৯এ শ্রাবণ, সোমবার ইং ১৮৪১ সাল, ২রা আগষ্ট।"

বিজয়কৃষ্ণের যে-জন্মকুণ্ডলী নবকুমার বিশ্বাস মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমি কলিকাতার বিখ্যাত জ্যোতিষী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সাংখ্যবেদান্ততীর্থকে দেখাইয়াছিলাম, তিনি লিখিয়াছেন : "জন্ম কুণ্ডলীতে দেখা যায় তাঁহার কর্কটলগ্নে জন্ম হইয়াছিল। উক্ত দিবস কর্কটলগ্ন আরম্ভ হইয়াছে আনুমানিক রাত্রি শেষ ৪ ঘটিকা ১১ মিনিট সময়। ধর্ম্মপতি সুরগুরু বৃহস্পতি পঞ্চমে অবস্থান করিয়া ধর্ম্মস্থানে পূর্ণ দৃষ্টি দিতেছেন। বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে অবস্থিতি দেখিয়া ইহাই অনুমিত হয় যে মহাত্মার জন্ম হইয়াছে সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে, ঐ সময় জন্ম হইলে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সঙ্গে ধর্ম্মপতি বৃহস্পতির অবস্থিতির সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। মহাত্মার এই জন্মকুণ্ডলী যথার্থ হইলে উক্ত দিবস সন্ধ্যায় বা তাহার পূর্ব্বে জন্ম হইবার কোন কথা উঠিতে পারে না। উক্ত দিবসে সন্ধ্যার সময় মকর লগ্নজাত মহাত্মার প্রায় ঐরূপ জীবন হইবার আদৌমাত্র সম্ভাবনা নাই।"

আমি গোস্বামী প্রভুর জন্ম সময় সম্বন্ধে বিভিন্ন জীবনী-লেখকের বিভিন্ন মত দেখিয়া শিকারপুর গ্রাম নিবাসী গোস্বামী প্রভুর সম্পর্কিত মাতুলভ্রাতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বাগ্‌চী মহাশয়কে প্রকৃত বিবরণ জানিবার জন্য পত্র দিয়াছিলাম, তাহার উত্তরে তিনি ১৫.২.৫৫. তারিখ একখানি পত্রে আমাকে লিখিয়াছেন : "আপনার পত্র পাইয়া সন্তোষ হইলাম। শ্রীশ্রী৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রভুজীর বিষয় যাহা জানিতে চাহিয়াছেন তাহা লিখিলাম :—প্রভুজীর জন্ম তাঁহার মাতুল ৺বেণীমাধব জোয়াদ্দারের বাড়ীর নিকট বাগানে শেষরাত্রে হইয়াছে। জন্মসময় শেষ রাত্রে। শিকারপুর গ্রামে তাঁহার জন্মস্থান। দহকুল শিকারপুর গ্রামের একটি ক্ষুদ্র পাড়ার নাম, তথায় প্রভুজীর বিবাহ হইয়াছিল। প্রভুজীর জন্মস্থানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY

তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্য ও ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা একটি সুন্দর মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। ঐ মন্দিরে দৈনিক হরিনাম সংকীর্ত্তন হইয়া থাকে। ঝুলন পূর্ণিমার দিন মন্দিরে নানারূপ উৎসব ও দরিদ্রনারায়ণের সেবা হইয়া থাকে। প্রভুজী আমার পিস্‌তুত দাদা ছিলেন।" আমি কাহারো নিকট হইতেই মূল জন্মকুণ্ডলীর সন্ধান পাই নাই।

বিজয়কৃষ্ণের মাতামহ গৌরীপ্রসাদ জোয়াদ্দার মহাশয় সেকালে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন শিকারপুরের সন্নিকটবর্ত্তী নীলকুঠির দেওয়ান। গৌরীপ্রসাদ যেমন প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তেমনি দান-ধ্যানে এবং পূজাপার্ব্বণে ও বিবিধ পুণ্যকার্য্যে অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। বিপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য দান করা ছিল, তাঁহার জীবনের এক পুণ্যব্রত। জোয়াদ্দার মহাশয় কোন এক বিপন্ন ব্যক্তির অর্থ সঙ্কটে তাঁহার জামিন হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি পলায়ন করায় উক্ত দিবস শেষরাত্রে তাঁহার বাড়ী ক্রোক করিবার জন্য দারোগা পুলিশ ও বরকন্দাজ দ্বারা ঘেরাও করা হয়। এ-বিষয়ে একটি কথা প্রণিধানযোগ্য, পুলিশ সন্ধ্যারাত্রে কখনও তল্লাসি করিবার জন্য বাড়ী ঘেরাও করে না। পুলিশ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ভোর বেলায় বাড়ী ঘেরাও করে এবং প্রভাত হইলে পরে তল্লাশি হইয়া থাকে। অতএব গোস্বামীপ্রভুর যে সব জীবনী লেখকগণ সন্ধ্যার সময় জোয়াদ্দার মহাশয়ের দ্রব্যাদি ক্রোক হয় লিখিয়াছেন—তাঁহারা অত্যন্ত ভুল কথা লিখিয়াছেন।

সে-সময় জোয়াদ্দার মহাশয়ের কন্যা আসন্নপ্রসবা স্বর্ণময়ী পিত্রালয়ে ছিলেন, তিনি ভীতা হইয়া গৃহের নিকটবর্ত্তী কচুবনে আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং ঐ কচুবনেই বিজয়কৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হ'ন। কেহ বলেন পিটুলি গাছের নীচে কচুবনে জন্মিয়াছিলেন, এসব সামান্য বিষয়ে বিতর্ক নিষ্প্রয়োজন। তবে একথা সত্য যে তিনি ঘরের বাহিরে বৃক্ষতলেই জন্মিয়াছিলেন।

জন্ম সময় সম্বন্ধে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহাই সত্য বলিয়া মনে হয়। এ-বিষয়ে একটি কথা উল্লেখ করাও প্রয়োজন, কেহ কেহ প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ দহকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—দহকুল শিকারপুরের অন্তর্ভুক্ত একটি ক্ষুদ্র পল্লী, কিছুদিন পূর্ব্বে নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে। দহকুল ছিল বিজয়ের সহধর্ম্মিণী যোগমায়া দেবীর পিত্রালয়। গোস্বামী প্রভুর জন্মস্থান শিকারপুর—দহকুল নহে।

এদিকে যখন লালপাগড়ীর হাঙ্গামা মিটিয়া গেল, তখন পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের স্বর্ণময়ী কোথায় গেলেন—কি হইল এই খোঁজ পড়িল। বাড়ীর লোকেরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাইলেন—একটি মৃত প্রায় শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া স্বর্ণময়ী দেবী মৌনী অবস্থায় বসিয়া আছেন।—বৃক্ষতলে স্তম্ভিতের মত। শিশুর দিব্যশ্রীমণ্ডিত কান্তি। তৎক্ষণাৎ সদ্যোজাত শিশুটিকে সহ প্রসূতিকে পার্শ্ববর্ত্তী গৃহস্থের বাড়ীতে নেওয়া হইল।

শিশু তখনও অচৈতন্য অবস্থায় আছে। উৎকণ্ঠিত পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনেরা তৎক্ষণাৎ বিজ্ঞ চিকিৎসককে আহ্বান করিলেন। কবিরাজ বুকে মালিস করিবার জন্য একটি অহিফেন মিশ্রিত ঔষধ দিলেন, অপরটি দিলেন খাওয়াবার জন্য মুসব্বর।

জননী স্বর্ণময়ী ভুল করিয়া অহিফেন-মিশ্রিত ঔষধটি শিশুকে খাওয়াইয়া দিলেন। তাহাতে ধনুষ্টঙ্কার হইয়া শিশুর জীবন সংশয় হইয়াছিল, কিন্তু বিধাতার বিচিত্র বিধান,—শিশু অহিফেন মিশ্রিত ঔষধ বমন করিয়া ফেলিল। শিশুর জীবন রক্ষা পাইল। অল্পক্ষণ পরে শিশু নয়ন মেলিয়া চাহিল। তখন পুরললনারা শঙ্খধ্বনি করিলেন—উলুধ্বনিতে পাড়া মুখরিত করিয়া তুলিলেন—আর পল্লীর বাড়ীতে বাড়ীতে তখনও সেই প্রভাতে ঝুলন পূর্ণিমার মধুযামিনীর উৎসব শেষ হয় নাই, তখনও বাড়ী বাড়ী খোল-করতাল-মৃদঙ্গ বাজিতেছিল, আর ঘন ঘন হইতেছিল—হরিবোল! হরিবোল ধ্বনি!

বিজয়কৃষ্ণের জন্ম সংবাদ যখন শিকারপুর হইতে শান্তিপুর আসিয়া পৌঁছিল, তখন শান্তিপুরের বাড়ীতে মহা আনন্দের রোল পড়িয়া গেল। পিতা আনন্দ চন্দ্র, জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও জ্যেষ্ঠতাত পুত্র ৺গোপীমাধব প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয়ের পত্নী কৃষ্ণকামিনী দেবী মহাসমারোহে উৎসব করিলেন। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-ভোজন দান ও দেবসেবায় তাঁহারা বহু অর্থ ব্যয় করেন।

বিজয়কৃষ্ণের বয়স যখন মাত্র ছয়মাস তখন মাতা স্বর্ণময়ী শিশুপুত্রসহ পিত্রালয় হইতে শান্তিপুর শ্বশুরালয়ে আসেন। বাড়ীর সকলে শিশুকে পরম স্নেহ ও আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। ছয়মাস বয়সের সময় পিতা আনন্দচন্দ্র গোস্বামী, শিশুর অন্নপ্রাশন ও নামকরণ ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। এই উপলক্ষে শান্তিপুরবাসী সমুদয় জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইয়াছিলেন। দীন, দরিদ্র, ভিক্ষুক সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল—সে-সময়ে বিজয়কৃষ্ণের রাশি নাম হইল দিগ্‌বিজয় এবং তাঁহার আসল নাম হইল বিজয়কৃষ্ণ।

ইহার আড়াই বৎসর পরে পিতা আনন্দচন্দ্র পরলোক গমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন। তখন জ্যেষ্ঠপুত্র ব্রজগোপালের বয়স ছিল পাঁচবৎসর ও কনিষ্ঠ বিজয়ের বয়স ছিল মাত্র আড়াই বৎসর।

বালক বিজয়কৃষ্ণের বাল্যজীবন, ক্রীড়া-কৌতুক, শৈশব সঙ্গী, ও বাল্যলীলা সম্বন্ধে বলিবার পূর্ব্বে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ পরম ভাগবত, আচার্য্য অদ্বৈত গোস্বামীর কথা বলিতেছি। বিজয়কৃষ্ণ অদ্বৈতাচার্য্যের কুলপাবন বংশধর। যাঁহার কীর্ত্তি-কথা বাঙ্গলার ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে অখণ্ড যোগসূত্রে সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

বিজয়কৃষ্ণের আদিপুরুষ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড় গ্রামে জন্ম-গ্রহণ করেন। পূর্ব্বে শ্রীহট্টের অন্তর্গত সুনামগঞ্জ মহকুমার প্রায় ছয় মাইল দূরে একটি নিবিড় অরণ্য মধ্যে এক ক্ষুদ্র হিন্দু রাজার রাজধানী ছিল। তাহা এখন দুর্ভেদ্য বিজন অরণ্যে পরিণত হইয়া "লাউড়ের জঙ্গল" নামে পরিচিত। লাউড়ের রাজধানী ছিল নবগ্রাম। এ-রাজ্যের রাজা ছিলেন ব্রাহ্মণ। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যে হিন্দুরাজা রাজত্ব করিতেন, কালক্রমে কোথায় গেল সে রাজধানী?—কোথায় গেল সে রাজা! এখন যদি কেহ নবগ্রাম রাজধানীর সন্ধানে যান দেখিতে পাইবেন অরণ্যের নিবিড়তম অন্তরালে কোথাও ভগ্ন গৃহাবশেষ, কোথাও ইষ্টকস্তূপ, কোথাও দীঘি সরোবর রহিয়াছে। দেখিলে সহজেই মনে হয় একদিন এখানে রাজধানী থাকা সম্ভব।

লাউড় নাম কেন হইল তাহার ইতিহাস বলিতেছি। শ্রীহট্টে যত হিন্দু রাজা ছিলেন তাদের মধ্যে জয়ন্তী বা জয়ন্তীয়া এবং লাউড় এবং গৌড়েশ্বরই ছিলেন প্রধান। গৌড় বলিতে মালদহের কাছে সেই প্রাচীন রাজধানী গৌড় যেন কেহ মনে না করেন। এ গৌড়—ছিল রাজা গৌড়গোবিন্দের রাজধানী। সেজন্য নাম হইয়াছিল গৌড়। লাড়ুগোবিন্দের রাজধানীর নাম ছিল লাউড়। জয়ন্তী রাজাও ক্ষত্রিয় ছিলেন কিন্তু 'পাহাড়িয়া বা পর্ব্বতবাসী' রাজা বলিয়া কেহ তাঁহার জলস্পর্শ করিতেন না। কিন্তু জয়ন্তী রাজকে পাহাড়িয়া বলিয়া উপেক্ষা করিলে কি হইবে, তিনি ছিলেন একজন ক্ষমতাশালী নৃপতি। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই বীর নৃপতি ইংরাজের নিকট মাথা নত করেন নাই। জয়ন্তীয়া পার্ব্বত্য রাজ্য। কথায় বলে "পান, পানি, নারী এ তিনই জন্ত্যা-জয়ন্তীপুরী।"

যে অদ্বৈতাচার্য্যের আবির্ভাবে মৃতপ্রায় বৈষ্ণবসমাজের দেহে নবজীবন সঞ্চারিত হইয়াছিল, যে অদ্বৈতপ্রভুর প্রভাবে শান্তিপুর একটি হিন্দুতীর্থ রূপে পরিণত হইয়াছে, সেই মহাপুরুষ অদ্বৈতাচার্য্যের জন্মস্থান এই লাউড়ের অন্তর্গত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবগ্রাম। অদ্বৈতপ্রভু শান্তিপুরবাসী বলিয়া পরিচিত হইলেও তাঁহার জন্মস্থান শান্তিপুর নহে—শ্রীহট্টের লাউড়।

"যেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাত।"

সেই নরসিংহ ছিলেন রাজা গণেশের মন্ত্রী। কৃষ্ণদাসের বাল্যলীলা সূত্র অবলম্বনে ১৪৯০ অব্দে অর্থাৎ ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে ঈশান নাগর 'অদ্বৈতপ্রকাশ' রচনা করেন। নৃসিংহ বা নরসিংহ ছিলেন :—

সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতি বিচক্ষণ।
যাঁহার মন্ত্রণা বলে শ্রীগণেশ রাজন।"
গৌড়িয়া বাদশাহে মারি গৌড়ে হৈল রাজা।

এই নরসিংহ অধিকাংশ সময় দেশ হইতে বিদেশে থাকিতেন বলিয়া তিনি গঙ্গাতীরে শান্তিপুরে একটি বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। নরসিংহ কিন্তু লাউড় দেশ একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। নৃসিংহ মিশ্রের একমাত্র পুত্র ছিলেন পণ্ডিত প্রধান কুবের পঞ্চানন। 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে আছে—

বঙ্গদেশে শ্রীহট্ট নবগ্রাম নাম।
কুবের পণ্ডিত তথা নৃসিংহ সন্তান॥

এই কুবের পণ্ডিতের বহু সন্তান হইয়া তাহাদের অকাল মৃত্যু হওয়ায় তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া শান্তিপুরে গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন—কিন্তু লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহের ছিলেন তিনি দ্বারপণ্ডিত, রাজার আহ্বানে দেশে ফিরিয়া গেলেন। সেখানে ১৩৫৬ শকাব্দে আনুমানিক ইংরাজী ১৪৩৪ সালে মাঘী সপ্তমী তিথিতে কুবের পণ্ডিতের পত্নী নাভাদেবী নবগ্রামে যে পুত্ররত্ন প্রসব করেন, তিনিই শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্য :

ছিলট দেশেতে হয় নবগ্রাম নাম।
বিমল নির্ম্মল হয় আত্মারাম ধাম॥

—অদ্বৈতমঙ্গল

নবগ্রামে জন্মিলেন শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
জন্মকালে ভুবনে ব্যাপিল মহানন্দ॥

—ভক্তিরত্নাকর।

পিতা, পুত্রের নাম রাখিলেন কমলাক্ষ মিশ্র। অদ্বৈত+আচার্য্য= অদ্বৈতাচর্য্য। ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন অদ্বৈত এবং আচার্য্য পদে বরিত হইয়াছিলেন বলিয়া পরে কমলাক্ষ নামের পরিবর্ত্তে অদ্বৈতাচার্য্য নাম হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞী সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর।

অদ্বৈতাচার্য্য কখন শান্তিপুরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন তাহার সঠিক বর্ণনা বা ইতিহাস প্রকৃতভাবে পাওয়া যায় না। এইরূপ জানা যায় যে এক বৈষ্ণব-বিদ্বেষী স্থানীয় রাজার অত্যাচার এবং অবিচার তাঁহার কাছে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, এজন্য তিনি শান্তিপুরে আসিলেন। 'অদ্বৈত মঙ্গলে' আছে ঃ 'গোপাল আজ্ঞায় প্রভু আসিল শান্তিপুর।' অদ্বৈতাচার্য্য দেশদেশান্তরে ভ্রমণ এবং নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া গঙ্গাতীরে শান্তিপুরে বাস করিতে লাগিলেন। দেশের সহিত আর কোন সংশ্রব রহিল না। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ, ধ্যান, ধারণা, নামকীর্ত্তন, তপস্যার মহত্ব, অহিংসনীতি, সেকালে অধঃপতিত বাঙ্গালার তান্ত্রিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের মধ্যে এক নূতন প্রেম ও ভক্তির উৎস উৎসারিত করিয়াছিল। এজন্য তাঁহাকে মহাবিষ্ণুর অবতার বলিতেও তাঁহার জীবনী-লেখকেরা কুণ্ঠিত হন নাই।

মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগতাদিকার্য্য।
তাঁহার অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈতাচার্য্য॥

*　　*　　*

যাঁহার তুলসী দলে যাঁহার হুঙ্কারে।
স্বগণ সহিত চৈতন্যের অবতারে।

অদ্বৈতাচার্য্যের তিরোধানের পরে তাঁহার বংশধরেরা একত্র একস্থানে একই বাড়ীতে একান্নবর্ত্তী পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করা সম্ভবপর নয় মনে করিয়া শান্তিপুরের বিভিন্ন স্থানে আপন আপন সুবিধানুযায়ী বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। শান্তিপুরের বর্ত্তমান গোস্বামীবংশের আদি পুরুষ অদ্বৈতাচার্য্য। অদ্বৈতাচার্য্যের পুত্র বলরামের অন্যতম পুত্র দেবকীনন্দন গোস্বামী প্রভু বর্ত্তমান "আতাবুনিয়া" গোস্বামী বাটির প্রতিষ্ঠাতা।

দেবকীনন্দন যে স্থানে প্রথম বাড়ী নির্ম্মাণ করেন, সেস্থানে তখন ছিল নিবিড় আতাবনের জঙ্গল। আতাগাছ কাটিয়া সেখানে বসতবাটি প্রস্তুত করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন বলিয়া ঐ বাড়ী "আতাবুনিয়া গোস্বামী বাটি" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে। এই বাড়ীর বিগ্রহ "শ্রীশ্রীশ্যাম-সুন্দরজিউ" সম্পর্কে এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে ওই বিগ্রহ অদ্বৈতা-চার্য্যের সময় হইতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন।

অদ্বৈতাচার্য্যের অধঃস্তন দশমপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ। ইঁহারা বারেন্দ্রশ্রেণীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রাহ্মণ। কৌলিক উপাধি হইতেছে 'মিশ্র'। ইঁহারা 'গোস্বামী' উপাধিতেই পরিচিত। 'গোস্বামী' শব্দ সাধারণতঃ গোঁসাই বলা হয়। 'গোস্বামী' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে 'প্রভু, ভগবান'। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, কায়স্থ প্রভৃতি বিবিধ জাতির মধ্যে অনেকের 'গোস্বামী' উপাধি আছে।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের পিতা প্রভুপাদ আনন্দচন্দ্র একজন সত্যনিষ্ঠ শাস্ত্রবিদ্ সাধক ব্যক্তি ছিলেন। গভীর পাণ্ডিত্য এবং অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান এবং প্রবল ধর্ম্মানুরাগ ছিল তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব। সেকালে সুরাপান, ব্যভিচার প্রভৃতি নানারূপ পাপক্রিয়া শান্তিপুরের সমাজকে অধঃপাতের দিকে অগ্রসর করিতেছিল। শান্তিপুরে পূর্ব্বপুরুষ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম, নিষ্ঠা ও সত্যবাদিতার এইরূপ শোচনীয় পরিণতি দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। কেমন করিয়া সমাজের উন্নতি সাধন করিবেন, তাহাই ছিল তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। সর্ব্বদা মনে করিতেন— "আমি ক্ষুদ্র মানুষ, আমার এমন কি শক্তি আছে যে জগতের কল্যাণ সাধন করিতে পারি? সেইজন্য ভক্ত সাধক আপনার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা নিবেদন করিতেন গৃহদেবতা শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের শ্রীচরণে।

পরম নিষ্ঠাবান্ ছিলেন আনন্দচন্দ্র। প্রত্যেক বিষয়ে পবিত্রতা ছিল তাঁর কাম্য। শুনিয়া বিস্মিত হইতে হয়, তিনি রাঁধিবার কাঠগুলি পর্য্যন্ত গঙ্গা জলে ধুইয়া রাঁধিতেন। এই নিষ্ঠার আধিক্যের জন্য লোকে তাঁহার নাম দিয়াছিল "লক্ড়ী বা খড়িধোয়া গোঁসাই।" রঙ্গপুর, ময়মনসিংহ, বাঁকুড়া, মানভূমি প্রভৃতি জেলার শিষ্যগণ তাঁহাকে "খড়িধোয়া গোঁসাই" বলিয়া সম্বোধন করিত। এখনও তাঁহার বংশধরেরা ঐ সব অঞ্চলে গমন করিলে "খড়িধোয়া গোঁসাইর" বংশধর নামে অভিহিত করেন। তাঁহার কণ্ঠে "দামোদর" নামে শালগ্রামশিলা কণ্ঠাভরণস্বরূপ শোভা পাইতেন। এখনও সেই শালগ্রাম শিলা শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের মন্দিরে রক্ষিত হইয়া নিয়মিত ভাবে পূজিত হইতেছেন!

অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন আনন্দচন্দ্র। ভক্তিশাস্ত্রে তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত সে-সময়ে অতি বিরল ছিল। "শ্রীমদ্ভাগবতাদি" যখন পাঠ করিতেন তখন তাঁহার বাহ্য জ্ঞান লোপ পাইত, অশ্রু, স্বেদ, পুলক 'কম্প ঘন ঘন' প্রভৃতি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ পাইত। তখন চক্ষুর জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া অবশেষে গ্রন্থের পাতা পর্য্যন্ত সিক্ত করিত, পুলকাদি অপরাপর সাত্ত্বিক ভাবে তাঁহার দেহে জাগিত শিহরণ। রোমকূপ হইতে রক্ত সঞ্চালিত হইয়া উত্তরীয় বসন রক্ত রাগে রঞ্জিত হইত। যখন আত্মহারা ভক্ত, ভাবে বিভোর চিত্তে 'রাধাশ্যাম', 'রাধাপ্যারী',

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' প্রভৃতি নামোচ্চারণ করিতেন, তখন ভক্তশিষ্য ও শ্রোতাদের চিত্ত বিগলিত হইত, তাঁহারাও সঙ্গে সঙ্গে নাম গানে বিভোর হইতেন।

একবার তাঁহার অধ্যাপক স্বর্গত রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবাচস্পতি মহোদয়ের অনুরোধে আনন্দচন্দ্র নাটোরের রাজবাটীতে "শ্রীমদ্‌ভাগবত" পাঠ করিতে গিয়াছিলেন, সেখানে সে-সময়ে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে শ্রাবণা দ্বাদশীর বিচার ও বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল,—তর্ক বাড়িতে বাড়িতে উভয় পক্ষে শেষটায় হাতাহাতি ঘটিবার উপক্রম হয়।

গোস্বামী মহাশয়ের পরিচারক মাধবদাস ধীরে ধীরে সে সভায় দাঁড়াইয়া অতি বিনীত ভাবে পণ্ডিত মহাশয়দের সম্বোধন করিয়া কহিল,—"ঠাকুর মহাশয়গণ আপনারা বিবাদ করিবেন না, এ-বিষয়ে আমাদের কর্ত্তাঠাকুর এইরকম মীমাংসা করিয়া থাকেন বলিয়া মীমাংসার কথা বলিলে, পরিচারকের কথায় পণ্ডিতমণ্ডলী নির্ব্বাক্ হইলেন। উপস্থিত জনগণ তাহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। বিস্ময়মুগ্ধ পণ্ডিতবর্গের মধ্যে কেহ ভৃত্যের এই মীমাংসার কথায় অসন্তুষ্ট হইলেন না। অল্পক্ষণ পরে গোস্বামী মহাশয় সভা মধ্যে উপস্থিত হইলেন এবং যখন ঐ বিষয় মীমাংসা করিয়া দিলেন, তখন সকলে দেখিলেন যে, ঐ পরিচারকের উক্তির সহিত গোস্বামী মহাশয়ের মীমাংসার অভেদ হইল। এই সময় নাটোরের মহারাজ বাহাদুর সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরিচারকের জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া এতদুর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে সভামধ্যেই স্বীয় গাত্রবস্ত্র (শাল) উন্মোচন করিয়া ঐ পরিচারককে প্রদান করিলেন।

আনন্দচন্দ্র অধ্যাপকের কথায়ই নাটোর শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠে আসেন। এই রাধামোহন গোস্বামী বিদ্যাবাচস্পতি শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি অষ্টাবিংশতি স্মৃতির টীকা করেন। অদ্যাপি সে টীকা বঙ্গদেশে পঠিত হইতেছে। নাটোরের রাজপরিবার ইঁহারই মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। অনেকের মতে শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর পরে, ইঁহার মত পণ্ডিত আর শান্তিপুরে জন্মগ্রহণ করেন নাই। প্রভুপাদ আনন্দচন্দ্র এইরূপ বিখ্যাত পণ্ডিতের ছাত্র ছিলেন।

সেকালে পুরীযাত্রা বড় সহজ ছিল না। নদী-নালা-বন-পর্ব্বত। পথে দস্যু-ডাকাত ও ঠেঙ্গাড়ের ভয়, যাত্রীরা ঠগীর হাতে পড়িয়াও প্রাণ হারাইত। বাঘ ভালুকের আক্রমণও ছিল বড় কম নয়। যাত্রীনিবাস ছিল বিপদসঙ্কুল, ডাকাতদের আড্ডা স্থান। ওলাউঠা, বসন্ত, প্রভৃতি রোগাক্রান্ত হইয়া কতজন পথেই প্রাণ হারাইত—এরূপ অবস্থায়ও আনন্দচন্দ্র শান্তিপুর হইতে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে করিতে পুরীধামে গমন করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছিলেন। সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল—জীবন বিপন্ন হইয়াছে—তবু তিনি প্রাণের দেবতা শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে দর্শন না করিয়া শান্তি লাভ করেন নাই। পুরী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর বিজয়কৃষ্ণের জন্ম হয়।

যোগৈশ্বর্য্যশালী মহাপুরুষ ছিলেন আনন্দচন্দ্র। এখানে তাঁহার দুই একটি গল্প বলিতেছি।

কয়েকবার অতি অল্প মাত্র প্রসাদ দ্বারা বহু ব্যক্তিকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছিলেন। রংপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে তাঁহার এই ঐশ্বর্য্য একাধিকবার প্রদর্শিত হইয়াছিল।

একবার ময়মনসিংহ জিলার অন্তঃবর্ত্তী সালিয়া গ্রামে শিষ্য দামো ঘোষের বাড়ীতে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমীর পারণের দিবস ঐ গ্রামস্থ শতাধিক শিষ্য গোস্বামী মহাশয়ের প্রসাদ গ্রহণের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। গৃহস্বামীকে পুনরায় রন্ধন করিবার আয়োজন করিতে দেখিয়া গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে আহ্বান করিয়া উক্ত কার্য্যে বিরত হইতে আদেশ করিলেন এবং বলিলেন, প্রভুর ইচ্ছায় এই প্রসাদ দ্বারাই সংকুলান হইবে। গৃহস্বামী ব্যাকুল হইলেন—একি অসম্ভব কথা! যে সামান্য প্রসাদ আছে তাহাতে উপস্থিত ব্যক্তিদের 'কর প্রসাদ' অর্থাৎ হাতে হাতে দিতে গেলেই কুলাইবে না।

এমন সময়ে সমাগত ব্যক্তিগণকে আহার করিবার জন্য বসিতে আহ্বান করিতে দেখিয়া ভক্ত শিষ্য দামো ঘোষ গললগ্নীকৃতবাসে করযোড়ে গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন,—"প্রভো! এতগুলি স্বজাতির নিকট আমাকে লাঞ্ছিত করিবেন না"।

গোস্বামী মহাশয় ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন: তোমার কোন চিন্তা নাই, দয়াময়ের ইচ্ছায় সব কুলাইবে। অবোধ শিষ্য গোস্বামী মহাশয়ের আশ্বাস-বাণীতেও বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না—কিরূপে ইহা সম্ভব হইবে! সে ভয়ে ও উদ্বেগে কাঁদিতেছিল, আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুক্ষণ মধ্যে তাহার ভ্রম দূর হইল; সে বিস্ময়ের সহিত দেখিল যে, সেই অল্প মাত্র প্রসাদ দ্বারা এতগুলি লোকের খাদ্য সংকুলান হইয়াও অন্নব্যঞ্জনাদি উদ্বৃত্ত রহিল, তখন শিষ্য তাঁহার অবিশ্বাসের জন্য, অত্যন্ত লজ্জিত হইল এবং গোস্বামী মহাশয়ের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল।

আর একবার ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কলাবাধা গ্রামে দোল পূর্ণিমার দিবস তাঁহার শিষ্য ৺বিগ্রহকে আবির দেওয়ার জন্য যত্নপূর্ব্বক কিছু আবির সংগ্রহ করিয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আনিয়াছিল—গোস্বামী মহাশয় তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। শিষ্য আসিয়া গোস্বামী মহাশয়ের সম্মুখে আবিরটুকু রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। ভাবাবেগে গোস্বামী মহাশয় সমুদয় আবিরটুকু শ্রীমদ্‌ভাগবতের উপর রাখিয়া দিলেন; ইহা দেখিয়া শিষ্য দুঃখিত-চিত্তে ভাবিতে লাগিল, অধমের আবির প্রভু ঠাকুরকে দিলেন না। গোস্বামী মহাশয় শিষ্যের মনোভাব জানিয়া মধুর বাক্যে শিষ্যকে ৺বিগ্রহ দর্শনের জন্য শ্রীমন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইতে বলিলেন। শিষ্য মন্দির দ্বারে উপনীত হইয়া দেখিল, তাহারই প্রদত্ত আবিরে ঠাকুরের সর্ব্বাঙ্গ মাখামাখি হইয়া গিয়াছে। তখন সে নিজ ভ্রমের জন্য অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিল এবং সেদিন হইতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে ভক্ত, ভাগবত ও ভগবান তিনই এক।

আনন্দচন্দ্র তিনবার বিবাহ করেন। প্রথম দুই পত্নী নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। দ্বিতীয়বার বিপত্নীক হইবার পর স্থির করিলেন আর বিবাহ করিবেন না—কিন্তু এক দৈবকারণে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোপীমাধব গোস্বামী মহাশয়ের অন্তিম অনুরোধে ঐ পণ উপেক্ষা করা ধর্ম্মপরায়ণ আনন্দচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তৃতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন—তৃতীয়া পত্নী স্বর্ণময়ী দেবীর গর্ভেই ব্রজগোপাল ও বিজয়কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন।

গোপীমাধবের মৃত্যুও হইয়াছিল বিস্ময়কর—! একদিন আহারে বসিলেন, সে-সময়ে শরীরে একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিলেন। শান্তিপুরের বৈষ্ণবংশের বিখ্যাত কবিরাজ গৌর সেনকে ডাকা হইল—তিনি গোপীমাধবের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন—"নাড়ীর অবস্থা ভাল নয়, আপনারা গোস্বামী মহাশয়কে তীরস্থ করিবার ব্যবস্থা করুন। পরিবারের লোকেরা ও প্রতিবেশীরা বিস্মিত হইলেন, এ কি কথা! কবিরাজ মহাশয় কি পরিহাস করিতেছেন নাকি? তাঁহাদের ইতস্তত করিতে দেখিয়া তিনি ভৎর্সনার স্বরে বলিলেন—'আমি বল্‌ছি, আর বিলম্ব করবেন না।'

তখন চারিদিকে লোকজন ছুটিল—শ্রীসঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায় আসিল। দেখিতে দেখিতে গোস্বামী মহাশয়ের বাড়ীতে বহুলোকের সমাগম হইল। প্রভুপাদ গোপীমাধব গোস্বামী মহাশয় দুই হাতে দুইটি শশা লইয়া খাইতে খাইতে চলিলেন—মরিবার জন্য গঙ্গা তীরে!

পথে যাইতে যাইতে দেখিলেন—শান্তিপুরের বিখ্যাত মোদক কৃষ্ণময় রসগোল্লা তৈরী করিতেছে, গোপীমাধবের ইচ্ছানুসারে সেখানে খাট নামানো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল। তিনি মোদকের দোকানে বসিয়া প্রাণ ভরিয়া রসগোল্লা খাইলেন। তারপরে তাঁহাকে গঙ্গাতীরে আনা হইল।

পবিত্রসলিলা গঙ্গাতীরে আসিয়া মৃত্যুর প্রাক্‌কালে কনিষ্ঠ ভ্রাতা আনন্দ-চন্দ্রকে তাঁহার পাশে ডাকিয়া আনিলেন এবং মৃদুকণ্ঠে কহিলেন—'ভাই আনন্দ! আমি চললাম কিন্তু দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি, তোমার দু'টি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে—তোমাকে আবার বিবাহ করতেই হবে। সন্তান জন্মালে তোমার কনিষ্ঠ সন্তানটিকে আমার পত্নীর হস্তে সমর্পণ করো।' এই তাঁর শেষ কথা। দেখিতে দেখিতে তিনি মৃত্যুর কোলে চির বিশ্রাম লাভ করিলেন।

আনন্দচন্দ্র ভ্রাতার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

বাংলা ১২৫১ সালে আনন্দচন্দ্র রংপুর জেলার অন্তঃপাতী আম্‌লাগাছী গ্রামের জমিদার তাঁহার প্রিয় শিষ্য মুকুন্দনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ীতে 'শ্রীমদ্ভাগবত' পাঠ করিতে করিতে ভাবাবেগে অচৈতন্য হইয়া পড়েন, তাঁহাকে তাঁহাদের গোপীনাথ-পুর নামক পল্লীর খামারবাড়ীতে আনা হইল। সেখানে তিনি শুভ অক্ষয়-তৃতীয়া দিবসে সমাধিযোগে নিত্যধামে মহাপ্রয়াণ করিলেন। এখনও শান্তিপুর-বাসীরা 'ঋষি গোস্বামী' নামে আনন্দচন্দ্রকে স্মরণ করেন।

উদাসীন সাধুপ্রকৃতির ছিলেন আনন্দচন্দ্র। অদ্ভুত ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল দেবতার প্রতি। দ্বিতীয়া পত্নীর কঠিন ব্যাধি। মৃত্যু আসন্ন। তিনি প্রতিদিন স্ত্রীকে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জিউর চরণামৃত পান করাইতেন।

যেদিন পত্নীর মৃত্যুকাল উপস্থিত, পূজায় বসিয়াছেন আনন্দচন্দ্র ;—মাতা জানকী দেবী ত্রস্ত ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—"আনন্দ! আনন্দ—উঠে এসো, "বৌমার যে অন্তিম অবস্থা!" তিনি ত্রস্ত স্ত্রীকে শ্যামসুন্দরের শ্রীচরণামৃত পান করাইতে আসিলেন! আসিয়া দেখিলেন পত্নী নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। তখন শব দেহের প্রতি তাকাইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'হায় হতভাগিনী, আজ শ্রীচরণামৃত পানের সৌভাগ্যও তোমার হইল না!"

এমনি ধর্ম্মে অটল বিশ্বাসী ভগবদভক্ত, ঋষি তুল্য ছিলেন—বিজয়কৃষ্ণের পিতা আনন্দচন্দ্র!

পৃথিবীতে যে-সকল মহামানব জন্মগ্রহণ করেন, দেখা যায় তাঁহাদের মাতা ও পিতা মহৎ হইয়া থাকেন।

বিজয়কৃষ্ণের মাতা স্বর্ণময়ী ধনীকন্যা। তাঁহার চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব ছিল যে তিনি পরম দয়াবতী এবং দানশীলা মহিলা ছিলেন। তাঁহার কাছে ছোট বড়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অস্পৃশ্য বলিয়া কোন বিচার-বিভেদ ছিলনা। দীন-দুঃখীর চক্ষে অশ্রুজল দেখিলে তিনি নিজেও কাঁদিয়া ফেলিতেন।

অনাথা স্ত্রীলোকেরা বাজারে শাক-সব্জী বিক্রয় করিতে গিয়াছে—ক্লান্ত দেহে দুপুরের রৌদ্রে বাড়ী ফিরিতেছে, তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইতেন। কাহাকেও অর্থ, কাহাকেও বস্ত্র, কাহাকেও গৃহ ব্যবহার্য্য তৈজসপত্র দান করিতেও কুণ্ঠিতা হইতেন না। এমন দিনও গিয়াছে, যখন তিনি অতিথি-অভ্যাগতগণকে সমুদয় আহারীয় দ্রব্য দিয়া পরিবারের সকলে উপবাসী রহিয়াছেন। নিজের পরিবার কাপড়খানি কোনও অনাথিনীকে দান করিয়া নিজে ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া রহিয়াছেন।

তিনি কৃপণদিগকে উল্লেখ করিয়া বলিতেন,—"ওদের নাম কত্তে নাই, ওরা পিঁপড়ের পায়ে বেড়ি দিয়ে রাখে, পরে রসগোল্লার রস চুরি করে খায়।'

স্বর্ণময়ী দেবী কোনদিন শুধু নিজ পরিবার পরিজনদের উপযোগী অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করিতেন না। বলিতেন—একার জন্য যে রাঁধে খায়, সে শেয়াল-কুকুরের সমান। জীবে প্রেম ছিল এই ভক্তিমতী নারীর জীবনের অপূর্ব্ব ধর্ম্ম ও প্রীতির আকর্ষণ। রন্ধনকার্য্য সমাপনান্তে তিনি অতিথিও অভ্যাগত ও পরিজনদের অন্ন-ব্যঞ্জন পরিবেশন করিবার পর—মনে পড়িত তাঁহার ইতর প্রাণীদের কথা, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ পিপীলিকা সকলকে দিতেন অন্ন ছড়াইয়া। এমন কি প্রেতযোনীর অস্তিত্বে বিশ্বাসিনী স্বর্ণময়ী তাহাদের জন্যও ভূগর্ভে অন্নব্যঞ্জন প্রোথিত করিয়া রাখিতেন।

স্বার্থচিন্তা তাঁহার ছিলনা। অভিমান, আত্মসম্মান, ধন, মান সুখের জন্য তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইতনা। আশ্চর্য্যের বিষয় গোস্বামীকুলবধূ হইয়াও তাঁহার মধ্যে ছিল সর্ব্বজনে সমপ্রীতি। নীচ জাতিয় ব্যক্তিও স্বর্ণময়ীর ভালবাসায় মুগ্ধ হইত। প্রকৃত পরোপকার বৃত্তি মানবের ভালবাসা হইতে প্রকাশ পায়। গৃহস্থালীর সর্ব্ববিধ কার্য্য শেষে দিনান্তে নিজে আহার করিতেন।

আশ্রিত ব্যক্তির প্রতি শিষ্ট ও সমব্যবহার ছিল তাঁহার চরিত্রের অঙ্গ। মধুর ছিল তাঁর বচন ও সম্ভাষণ।

এক সময়ে ইঁহার গৃহে রামলাল নামে একটি পরিচারিকার পুত্র পালিত হইত। রামলাল জাতিতে তন্তুবায় ছিল। স্বর্ণময়ী নিজ পুত্রদের সহিত তাহার কোনও রূপ প্রভেদ করিতেন না। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ একদিন কথাপ্রসঙ্গে জননীর ভালবাসার কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, আমার মা সকলকে সমভাবে ভালবাসিতেন। তিনি দাসীপুত্রকে তুল্যরূপে ভালবাসিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একখানা থালা, একটা ঘটি, একটা গ্লাস, একখানা পিঁড়ে তাহাকেও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। এ-বিষয়ে কেহ কোন কথা বলিলে তাহা তিনি শুনিতেন না। বরং দাসীপুত্র বলিয়া অবজ্ঞা করিলে বেদনা অনুভব করিতেন, বলিতেন, 'আহা! কৃষ্ণের জীব সকলই সমান। জীবে প্রেম, স্বার্থ ত্যাগ ও গৃহবিগ্রহ শ্যামসুন্দরের প্রতি অসীম ভক্তি ও সেবাকেই তিনি জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা বলিয়া মনে করিতেন।

জিনিষ পত্র কিনিতে কোনও দ্রব্যাদি লইয়া দরদস্তর করা ছিল তাঁহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। যে যাহা চাইত তাহাই প্রদান করিতেন। একবার শান্তিপুরে এক কাষ্ঠবিক্রেতার সহিত বিজয়কৃষ্ণ কাঠ লইয়া দরদস্তর করিতেছিলেন। কাষ্ঠবিক্রেতা বলে একদর এবং গোস্বামী মহাশয় অন্য দর বলিতেছিলেন। তাহাতে দর বনিতেছেনা দেখিয়া কাষ্ঠবিক্রেতা বলিল,— "আপনি মা ঠাকুরাণীকে ডাকুন, ইতিমধ্যে মাতা তথায় আসিয়া সমস্ত অবগত হইলেন এবং বলিলেন,—গরিব লোকের দুই চারিআনা মারিয়া কি তুই বড়লোক হবি? উহাদের সহিত গোল বাধাস্ না, উহারা যা চায় তাই দে। উহারা গরিব লোক। কিছু বেশী দিতে হয়, নতুবা উহাদের স্ত্রী পুত্রেরা কি খাইয়া বাঁচিবে?"

জননী স্বর্ণময়ীদেবী যে অতি সম্ভ্রান্ত ঘরের দুহিতা ছিলেন তাঁহার প্রত্যেকটি কার্য্যে তাহা প্রকাশ পাইত। মহৎচিন্তা, মহৎভাব, মহৎবংশে জন্মগ্রহণ করিলে আপনা হইতেই তাহা পুত্র কন্যাগণের ভিতর রক্তের ধারার সহিত সঞ্চারিত হয়। ইহার আর দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

একদিন তাঁহার পরিচারিকার পুত্রের সহিত বালক বিজয়কে তিনি এক পংক্তিতে আহারে বসাইয়া দেন, ইহা দেখিয়া একজন পরিচারিকা ভীতা হইয়া কহিল "মা এ করেছেন কি? গোঁসায়ের ছেলের সহিত একসঙ্গে খেতে দিয়েছেন লোকে বলবে কি?" শুনিয়া জননী স্বর্ণময়ী ক্রোধভরে বলিলেন—"চুপ কর্ আমার ছেলেকে মাটি করবি?"

একবার শান্তিপুরে কোথা হইতে একটা পাগলিনী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার বিমর্ষ মলিন মুখ, ধূলিধূসর কেশ—ছিন্ন বেশ। আপনার মনে সে কাঁদিতে কাঁদিতে পথ দিয়া যাইতেছিল। আমাদের দেশের দুষ্ট বালকের দল, পাগল দেখিলে তাহাকে নানারূপ উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করে, এখানেও তাহা হইল। উন্মাদিনী যে পথ দিয়া যায়, সেই পথেই দুষ্ট বালকের দল তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ঢিল ছুড়িতেছিল। নানারূপ গালি দিয়া ক্ষেপাইতেছিল, উত্যক্ত করিতেছিল। কিন্তু পাগলিনী কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া করুণ স্বরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাঝে মাঝে তাহার মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিতেছিল। দেবী স্বর্ণময়ী পাগলিনীকে এইরূপ অসহায়া দেখিয়া, স্নেহভরে হাত ধরিয়া নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন এবং তাহার মাথায় প্রচুর পরিমাণ তেল মাখাইয়া—কলসে কলসে জল ঢালিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এইরূপ জলের ধারা দিবার পর পাগলিনীর চৈতন্য হইল। সে চেতনা পাইয়া বলিল—"মা! তুমি আমায় জুড়াইয়া দিলে, আর কেউত আমায় এমনটি কল্লেনা। সবাই আমায় পাগল বলে ক্ষেপায়, জ্বালার উপর জ্বালা দেয়। তুমি কি দেবতা মা ?"

পরে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছিল পাগলিনী একটি পুত্র শোকাতুরা দরিদ্রা জননী। স্বর্ণময়ী পাগলিনীকে নিজের কাছে কয়েক দিন রাখিয়া সান্ত্বনা দিয়া তাহার বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

এই দয়াময়ী নারীর স্নেহধারা ছিল সূর্য্যের কিরণের মত, দেবতার বৃষ্টিধারার মত, প্রকৃতির বদান্যতার ন্যায়। সকলকে স্নেহভরে গ্রহণ করিতেন ও ভালবাসিতেন।

বিপন্নের সহায় ছিলেন স্বর্ণময়ী। একবার শান্তিপুরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয়। সেই অগ্নিদাহে অনেকেরই ক্ষতি হইয়াছিল। তাহাতে শান্তিপুরের কোন এক পতিতা নারীর যথাসর্ব্বস্ব পুড়িয়া ছারখার হইয়া গিয়াছিল। ঐ বারাঙ্গনার দুঃখ দেখিয়া পরদুঃখসন্তপ্তাহৃদয়া স্বর্ণময়ীর হৃদয় বিগলিত হইল, তিনি কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। তখনই নিজ বাটিতে এই বারাঙ্গনাকে স্থান দান করিলেন। সমাজ-পরিত্যক্তা হীন কার্য্যে আসক্তা ঘৃণিতা কুলটার দুঃখে যাঁহার হৃদয় এমন ভাবে ব্যথিত হইতে পারে, তাঁহার হৃদয় যে কত বড় উদার ও মহৎ তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আর একটি ঘটনা বলিতেছি ঃ একবার একজন বিপন্ন ব্যক্তি তাঁহার নিকট একখানি বস্ত্র প্রার্থনা করিয়াছিল, তখন তাঁহার নিকট কোন বস্ত্র না থাকায় স্বয়ং ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া তাঁহাকে নিজ পরিধেয় বস্ত্র দান করিয়াছিলেন।

তাঁহার ভাসুর পুত্র হরিমোহনের জন্ম হইলে সমাগত ধোপা, নাপিত, বাদ্যকর প্রভৃতিকে দান করিতে করিতে গৃহের সমুদয় ঘটি, বাটি ও বস্ত্রাদি সব শেষ হইয়া যায়। পরে বাজার হইতে ঘটি, বাটি ও বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। বাজার হইতে আম কাঁঠাল ক্রয় করিয়া রাস্তায় দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে দান করিতেন। তাঁহার নিকট পয়সা অনাদায় থাকিবে না জানিয়া কেহ তাঁহাকে ধার দিতে ভীত বা সঙ্কুচিত হইতনা।

এই মহিমময়ী পরম হিতব্রতধারিণী মহিলার মহাপ্রাণতার সম্বন্ধে আরও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায় সে-সমুদয় কাহিনী আমরা প্রসঙ্গক্রমে পরে বিবৃত করিব।

স্বর্ণময়ী একান্ত পুত্রস্নেহবৎসলা ছিলেন। বাল্যকালে ভূত-প্রেত—প্রভৃতির দৃষ্টি হইতে পুত্রদ্বয়কে নিরাপদ রাখিবার জন্য তাহাদের কপালে গোবরের টিকা দিতেন, সর্ব্বাঙ্গে থুৎকুড়ি দিতেন, দেবদেবীর কাছে মানত করিতেন, রক্ষা-কবচ দিতেন। শ্যামসুন্দরের কাছে প্রার্থনা করিতেন—বাছাদের রক্ষা করো প্রভু!

অসাধারণ ভগবৎ ভক্তি ছিল স্বর্ণময়ীর। শিব পূজার প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। একবার কাশীধামে গমন করিয়া বিশ্বেশ্বরকে স্বর্ণ চম্পক প্রদান করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রুতি শক্তি ছিল এইরূপ অসামান্য যে তিনি জ্ঞানী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের ন্যায় পূজা অর্চ্চনাদির মন্ত্র ও পদ্ধতি জানিতেন এবং অনর্গল বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহকারে সংস্কৃত স্তব স্তুতির আবৃত্তি করিতে পারিতেন।

মধ্যে মধ্যে স্বর্ণময়ী উন্মাদগ্রস্তা হইতেন। এ-বিষয়ে একটি ভৌতিক কাহিনী শোনা যায়। সে কাহিনী এই: স্বর্ণময়ীর মাতা পিতা অনেক দিন পর্য্যন্ত নিঃসন্তান অবস্থায় ছিলেন। একটি মুসলমান ফকিরের ঘরে ইঁহার জন্ম হয়। কথিত আছে বর দান কালে স্বর্ণময়ীর পিতা মাতা ফকিরের নিকট এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের প্রথম সন্তানটি তাঁহাকে দিবেন, কিন্তু সমকালে তাঁহারা এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে দ্বিধা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহাতে ফকির ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"এই সন্তান অনেক সময় স্ববশে থাকিবেনা।" এই ঘটনার পর বহুদিন কাটিয়া গেল, কোন বিপদ হইলনা, স্বর্ণময়ীর কোন ভাবান্তর হইলনা। এদিকে ফকিরেরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তারপর কতদিন কত বৎসর কাটিয়া গেল, ফকিরের মৃত্যু হইল। সেই ফকিরের মৃত্যুর পরে সময় সময় স্বর্ণময়ীর দেহে তিনি অনুপ্রবিষ্ট হইতেন বা চলতি কথায় 'ভর' করিতেন। তখন স্বর্ণময়ী ফকিরী ভাষায় নানাপ্রকার কথা বার্ত্তা বলিতেন এবং অধিকাংশ সময় উন্মাদিনীর মত থাকিতেন।

এইরূপ পাগলিনী অবস্থায় তিনি নানাস্থানে চলিয়া যাইতেন। একবার তিনি বনগ্রামের কোন জঙ্গলের মধ্যে এক ভীষণাকৃতি বন্যব্যাঘ্রের সহিত বাস করেন।

যাঁহার ক্ষণিক দর্শনে ভীষণ হিংস্রপ্রাণীরও সহজাত হিংসা বিদূরিত হয়, সেই পতিব্রতা পুণ্যশীলা জননী যে শিশুকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন এবং স্তন্য-দ্বারা লালন পালন করিয়াছিলেন সে শিশু-যে ভবিষ্যতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাপুরুষ হইবেন, তাহা শৈশবেই উপলব্ধি হইয়াছিল। সদানন্দময়ী ছিলেন স্বর্ণময়ী। মনে তাঁহার কোন কপটতা ছিল না। ভবিষ্যতের চিন্তাও কখন করিতেন না। কথা-প্রসঙ্গে প্রায়ই বলিতেন—'মানুষের জীবনের কি কোন বিশ্বাস আছে? নিঃশ্বাসের বিশ্বাস নাই। রাত পোহালে কাল কি হবে, সে কথা কে বলতে পারে?' ইঁহার সদ্গুণ, স্নেহময়ী মাতৃত্বে সকলে মুগ্ধ হইত। অনেকে ইচ্ছা করিয়া তাঁহার কাছে দীক্ষা লইতেন। শিষ্য-দিগকে আপনার পরিবারভুক্ত মনে করিতেন। শিষ্যদের বাড়ী যাইবার সময় তাহাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য খেলনা, থালা, বাটী ও বস্ত্রাদি লইয়া যাইতেন।

গোপীমাধব গঙ্গাতীরে মৃত্যুকালীন যে কথা বলিয়াছিলেন তাহাই হইয়াছিল। আনন্দচন্দ্র তাঁহার জীবিতকালে কনিষ্ঠ পুত্র বিজয়কে গোপীমাধবের স্ত্রী কৃষ্ণমণিকে দত্তক দিতে পারেন নাই—আনন্দচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্বর্ণময়ী দেবী পাঁচ বৎসর বয়সের শিশু বিজয়কে গোপীমাধবের পত্নী কৃষ্ণমণিকে দত্তক প্রদান করেন। শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার উমেশচন্দ্র রায় (মতিবাবু) স্বনামপ্রসিদ্ধ বড় গোস্বামী বাড়ীর সেবাইত—পরোপকারী সুপণ্ডিত কানাইলাল গোস্বামী প্রভৃতি পণ্ডিতগণের উপস্থিতিতে শাস্ত্রবিহিত যাগ-যজ্ঞ করিয়া বিধিমত লেখাপড়া করিয়া কৃষ্ণমণি, বিজয়কৃষ্ণকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। সেদিন হইতে বিজয় তাঁহার গর্ভধারিণী মাকে ডাকিতেন 'ছুছুমা' আর দত্তকগ্রহণকারিণী কৃষ্ণমণি দেবীকে ডাকিতেন 'মা জননী।'

সেকালে শান্তিপুরে মতিবাবুর ন্যায় বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও কর্ম্মকুশল ব্যক্তি বড় কম ছিল। এক সময়ে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ইঁহাকে বলিয়াছিলেন—'এ মতির জোড়া নাই'। বিজয়কৃষ্ণকে দত্তক দেওয়ার সময় তাঁহার ন্যায় খ্যাতনামা ব্যক্তি সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

দিব্যকান্তি শ্যামসুন্দর এই শিশুর অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্য-মণ্ডিত মুখশ্রী—পাড়া-প্রতিবেশী সকলের মন কাড়িয়া লইত। সেই সময়েই তাঁহার প্রাণে ফুটিয়া উঠিয়াছিল—শ্যামসুন্দরের প্রতি ভক্তি ও অনুরাগ।

বিজয়কৃষ্ণ শান্তিপুরের নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কাজেই পরিবারের স্বাভাবিক শিক্ষা ও আচার-অনুষ্ঠান পারিবারিক প্রভাব শিশু-জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আপনা হইতেই তাঁহার ভিতর বিকশিত হইয়াছিল। পিতামাতা ও পরিবারের অন্যান্য অভিভাবকগণের মত সকাল ও সন্ধ্যাবেলায় বিজয় তুলসীতলায় প্রদীপের কাছে ভক্তিভরে গড়াগড়ি দিত। বৈশাখ মাসে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিন্দু গৃহস্থের বাড়ী তুলসীবৃক্ষে ঝারা জল দেওয়ার রীতি আছে। বালক ঘটিতে জল ভরিয়া তুলসি গাছে জল ঢালিতেন।

বাড়ীর বড়দের অনুকরণ করিতেন—সন্ধ্যা-বন্দনা করিতে এবং সময় সময় কুলদেবতা শ্যামসুন্দরকে পূজা করিবার জন্য বায়না ধরিতেন। বিস্ময়কর বিবিধ ঘটনাপূর্ণ ছিল বিজয়ের বাল্য-জীবন। চরিত্রে সরলতা, সত্যবাদিতা সে যেন আপনা হইতেই—পুষ্প যেমন কোরক অবস্থায় লুকাইয়া রাখে তার শোভা ও সৌরভ—তেমনি বালক বিজয়ের হৃদয়-কোরকে ছিল ভক্তি, প্রেম ও নিষ্ঠা।

মাতা স্বর্ণময়ী প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করিয়া পবিত্রভাবে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের ভোগের জন্য অন্ন-ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া ভোগ দিতেন। বালক বিজয়েরও তেমনি ভোগ দিতে ইচ্ছা হইত। কেন শ্যামসুন্দরের পাশে যে রাধা আছেন তিনি কি করেন? পারেন না বিজয়কে পরিবেশন করে খাওয়াতে?

মাকে প্রশ্ন করিতেন—'বল্‌না তুই রাধাকে আমায় পরিবেশন করে খাওয়াতে?' মা হাসিয়া উত্তর দিতেন—ওরে পাগলা ছেলে তাকি কখনও হয় রে?' কেন হয় না? বলনা মা?

মা জেদী ছেলের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেন না। নীরবে হাসিতেন!

একবার জন্মাষ্টমীর পূর্ব্বে বিজয় জেদ ধরিলেন—শ্যামসুন্দরকে কোলে লইয়া দুধ খাওয়াইতে!

মা বলিলেন, জন্মাষ্টমীর দিন শ্যামসুন্দরের জন্ম হবে, সেদিন তুমি তাঁকে আদর করো, কোলে নিয়ে দুধ খাইয়ো।

দেখিতে দেখিতে জন্মাষ্টমী আসিল। বাজিয়া উঠিল উৎসবের বাজনা। বালক সারা রাত্রি দুধের বাটী লইয়া জাগিয়া রহিল উৎসুক মনে—কখন জন্ম হইবে শ্যামসুন্দরের, কখন তাঁহাকে কোলে লইয়া দুধ খাওয়াবেন! কখন সে শুভ মুহূর্ত্ত আসিবে।

মাকে বারবার বলিতে লাগিলেন—মা, শ্যামসুন্দরকে আমার কোলে তুলে দে—আজ ত জন্মাষ্টমী। আজ ত তাঁর জন্ম হবে!

স্বর্ণময়ী বলিলেন—তা বুঝি জানিস্ নে? কংসের কারাগারে জন্ম হয়েছে কৃষ্ণের—শ্যামসুন্দরের মামা কংস যে শিশুকে মেরে ফেলতে চায়। জানিস্ কেন কংস মামার এমন শত্রুতা?—বিধাতা পুরুষ ঠিক করে রেখেছেন কি না এই শিশুর হাতে যাবে তাঁর প্রাণ। তাই গভীর নিশীথ রাতে, ঝড়-বাদলায় বজ্রের গভীর ঘন ঘন কড় কড় গুর্ গুর্ রবে ভীত না হয়ে উছল তরঙ্গ-ভঙ্গে বয়ে চলেছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে যমুনা ছু'কূল প্লাবিত করে—ওরে পিতা বসুদেব যে নবপ্রসূত সেই শিশু কৃষ্ণকে কোলে লয়ে নন্দালয়ে নিরাপদে রাখবার জন্য ছুটে চলেছেন।

এ-প্রবোধ শিশু মানিল না—সে হাত-পা ছুঁড়িয়া আছাড় খাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

সুচতুর শিশু খুঁজিতে লাগিল সুযোগ। সে কি সহজে এ অপমান সইবে? পারিবে না সে জব্দ করিতে সকলকে!

একদিন চুপি চুপি বিজয় মন্দিরে গেলেন এবং একটা বাটীতে করিয়া দুধ ও ঝিনুক লইয়া বিগ্রহের মুখে দুধ ঢালিয়া দিলেন, পরে শ্যামসুন্দরকে আদর করিতে লাগিলেন। কথাটা গোপন রহিল না। এজন্য শ্যামসুন্দরকে পুনরায় সংস্কৃত করিতে হইয়াছিল।

বালকবালিকারা চলিতে শিখিলে—দৃষ্টি পড়ে তাহাদের বাহিরের দিকে, সুযোগ পাইলেই বাড়ীর বাহিরে তারা চলিয়া যায়। বিজয়ও তেমনি কতবার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। একদিন মাতা স্বর্ণময়ী বাড়ীর কোথাও বিজয়কে খুঁজিয়া পাইতেছেন না। বিপন্না জননী পাগলিনীর মত ছেলের খোঁজে ছুটিতে লাগিলেন। শেষটায় দেখিলেন বাড়ীর পাশের নিবিড় বনের মধ্যে এক বেল-গাছের তলায় দিগম্বর শিশু বন আলো করিয়া বসিয়া আছে। মাকে দেখিয়া ছু'হাত বাড়াইয়া তাঁর কোলে আসিলেন।

শান্তিপুরের শ্যামচাঁদ ঠাকুরের মন্দির প্রসিদ্ধ। অনেক সময় নানা দেশ-বিদেশের সাধু সন্ন্যাসীরা সেখানে আসিয়া থাকিতেন। বিজয়কৃষ্ণ অনেক সময় সাধু দেখিতে সেখানে যাইতেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা কাহাকেও কিছু না বলিয়া শ্যামচাঁদের মন্দিরে চলিয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজন তাঁহাকে কোলে বসাইয়া আদর করিয়া নানাপ্রকার সুস্বাদু মিষ্টান্ন খাওয়াইয়া নিজের আসনে শোয়াইয়া রাখিলেন।

পুত্রহারা জননী পাগলের মত চারিদিক পুত্রকে খুঁজিতে লাগিলেন। আত্মীয়গণও নানা স্থানে খোঁজ করিতে লাগিলেন।

—বাড়ীতে উঠিল ক্রন্দনের রোল।

খুঁজিতে খুঁজিতে পরদিন প্রাতে শ্যামচাঁদের মন্দিরে যখন বালককে পাওয়া গেল, তখন সকলের দেহে প্রাণ আসিল। জননী ছুটিয়া গিয়া তাঁহার বুকের ধনকে কোলে তুলিয়া লইলেন, এবং বুকে চাপিয়া ধরিয়া চুম্বন করিতে লাগিলেন।

বালক সেখানেই ঘুমাইয়া পড়াতে আসিতে পারেন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপ ভাবে যখন তখন কাহাকেও কিছু না বলিয়া যেখানে সেখানে এমন কি অনেক দূরেও চলিয়া যাইতেন বিজয়। জননী কত শাসন করিতেন, কিন্তু কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। বালকের পাড়া-বেড়ানো রোগ কিছুতেই গেল না। শেষটায় নিরুপায় হইয়া পুত্রকে বাঁধিয়া রাখিতেন।

মাতার এইরূপ বন্ধনে বালক খুব রাগিয়া যাইত। কোনও রকমে একবার বাঁধন খুলিতে পারিলে এমনি পালান পালাইতেন যে তাঁকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না।

বিজয়কৃষ্ণের বাল্যলীলার ঘটনা কৌতুকাবহ বিচিত্র ও সুন্দর। কখনও শ্যামসুন্দরের সঙ্গে খেলিবার জন্য মন্দিরের দুয়ারে আঘাত করিতেছেন—কিন্তু মন্দিরে প্রবেশ করিতে সকলে দিতেন বাধা। শ্যামসুন্দরের প্রতি এমনি ছিল তাঁর অনুরাগ, নানাভাবে-নানারূপে পাইত তাহা প্রকাশ।

একবার বাড়ীতে অভ্যাগত এক সন্ন্যাসীকে তাহার সঙ্গের শালগ্রাম শিলাকে পূজা করিতে দেখিয়া বিজয়ের সাধ হইল অমনি করিয়া পূজা করিতে—সন্ন্যাসীকে বলিলেন, 'দাওনা ভাই সন্নিসী ঠাকুর, তোমার ঠাকুরকে, আমিও তোমার মত স্নান করে পূজা করবো'। শালগ্রাম শিলা স্পর্শ করিতে হাত বাড়াইলেন—সকলে একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—বলিলেন এ কি সর্ব্বনাশ! বাধা পাইয়া অভিমানে শিশু কাঁদিতে লাগিল। বালককে ভুলাইবার জন্য সন্ন্যাসী এক খণ্ড প্রস্তর তাহাকে দিয়া বলিলেন—'এই নাও বাবা! দিব্যি ঠাকুর, ভাল করে পূজো করো।'

ঠাকুর পাইয়া শিশুর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। ফুল আনিল, ঠাকুরের সজ্জা হইল, চোক বুজিয়া ভক্ত শিশু সেই প্রস্তরখণ্ডকে পূজা করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে সেই সন্ন্যাসী আবার আসিলেন শান্তিপুরের বাড়ী। জিজ্ঞাসা করিলেন বিজয়কে, কোথায় তোমার ঠাকুর?

বিজয় তাঁহার ঠাকুর দেখাইলেন—বিস্মিত হইলেন সন্ন্যাসী। জননী স্বর্ণময়ীকে বলিলেন—মা, তোমার এ পুত্র সামান্য নহে—ঠাকুর জাগ্রত হইয়াছেন, বালকের পূজায়—আতঙ্কিতা হইলেন জননী। তৎক্ষণাৎ সেই শিলা খণ্ড সন্ন্যাসীকে ফিরাইয়া দিলেন।

বালক বিজয়কৃষ্ণ ধ্রুব ও প্রহ্লাদের পুণ্য অবদান কাহিনী শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন। ধ্রুবের প্রতি বিমাতার কঠোর বাক্যবাণ, প্রহ্লাদের প্রতি দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর নিদারুণ নিপীড়ন,—মায়ের মুখে এই সব পুণ্যকাহিনী শুনিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনিতে তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িত। এমনি ছিল ভক্তিপ্রবণ হৃদয় সুকুমার শিশুর!

বালক বিজয়ের মাথায় ছিল জটা। জটাতে তাঁহাকে বড় সুন্দর দেখাইত। মহিলারা আদর করিয়া তাঁকে বলিতেন—বিজয়! একবার তেঁতুল ঝুলাও ত! আনন্দে অমনি নাড়িতেন মাথা, ঝটাপট্ লটাপট্ করিয়া হইত জটার শব্দ। মহিলারা সব আনন্দে হাততালি দিতেন। বালক তাহাতে আরও উৎসাহ পাইয়া জটা ঝুলাইতেন!

পিতা আনন্দচন্দ্রের মৃত্যুর কিছুকাল পরে এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়াছিল। বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি। চন্দ্রালোকে ধরণী প্লাবিত। ছাতে শুইয়া বালক বিজয় অপলক নেত্রে একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন চন্দ্রের দিকে, বহির্জগতের সঙ্গে সমুদয় সম্বন্ধ যেন ঘুচিয়া গিয়াছিল। যেন কোন্ দূর-দূরান্তরে নীল আকাশের সুদূর পারে গ্রহ-উপগ্রহে চলিয়া গিয়াছেন। নীরব নিস্তব্ধ রজনী। আত্মীয়-স্বজনের অনেক ডাকাডাকির পর যেন চমক ভাঙ্গিল, ফিরিয়া আসিলেন মর্ত্ত্যলোকে।

সকলে প্রশ্ন করিলেন বিজয়কে—'কেন এমন চমকে উঠলে তুমি? বালক ধীরকণ্ঠে মধুর স্বরে মাকে এবং আত্মীয়-স্বজনকে কহিলেন—"জান মা, আজ বাবা আমায় চাঁদের রাজ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমাকে তাঁর কোলে বসিয়ে কত নদী, কত পাহাড়, কত সুন্দর সুন্দর ফুলবাগান দেখালেন এবং বললেন: "দেখ্ বাবা, আমার বংশে একজন খুব বড় সাধু ও বড় বৈষ্ণব হবে। তুই কি সেই বড় সাধু হতে পারবি?"

আমি বলিলাম,—'হাঁ বাবা, তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আমি পারবো। তারপরে আর তাঁকে দেখতে পেলাম না।'

সেকালে কৃষ্ণলীলার সুমধুর সঙ্গীত বাঙ্গলাদেশের হিন্দুসমাজে অত্যন্ত আদরণীয় ছিল। বালক বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার সমবয়সী বন্ধুজনের সহিত শ্রীকৃষ্ণ-লীলার গান গাইতে খুব ভালবাসিতেন।

ব্রজগোপাল ও বিজয়কৃষ্ণকে কৃষ্ণ বলরাম সাজাইয়া সঙ্গীগণ আপনাদের মধ্যে কেহ শ্রীদাম, কেহ সুদাম, কেহ সুবল, সাজিয়া মধুর ভাবে করিতেন কৃষ্ণলীলার অভিনয়। পাড়া-প্রতিবেশীরা এই অভিনয় দেখিয়া আনন্দ পাইতেন। অভিনয় শেষে দুই ভাই গলা-গলি করিয়া হাত ধরা-ধরি করিয়া গান করিতেন—

কানাই বলাই দুই ভাই।
পথ ছেড়ে দে বাড়ী যাই॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বড়ভাই ব্রজগোপাল বিজয়কৃষ্ণ হইতে মাত্র আড়াই বৎসরের বড় ছিলেন। কিন্তু দুই ভাইয়ের মধ্যে ছিল গভীর ভালবাসা। ব্রজগোপাল ছিলেন শান্ত প্রকৃতির। বিজয় ছিলেন চতুর চালাক। এজন্য অনেক সময় কনিষ্ঠের তাড়নাও সহিতে হইত তাঁহাকে।

রাত্রের শ্যামসুন্দরের ভোগের প্রসাদ দুই ভাইয়ের প্রাতঃকালীন খাবার জন্য মা যত্ন করিয়া রাখিয়া দিতেন। বিজয় তাঁহার ভাগ পাওয়া মাত্র খাইয়া ফেলিতেন—তারপর হয় দাদার ভাগ সবটা কাড়িয়া লইতেন, কিংবা দাদার ভাগ হইতে কিছু কিছু আদায় করিতেন। অনেক সময় দাদা ব্রজগোপালকে কাঁদাইবার জন্য নিজের ভাগের খাদ্য দ্রব্যাদি লুকাইয়া বলিতেন ঃ "দাদা, আমাকে একটু দাওনা! আমার ভাগ যে ফুরিয়ে গেছে! আমায় একটু দাওনা!—দাদা বিজয়ের দুষ্টামি বুঝিতে পারিতেন না, সরল মনে নিজের ভাগের অংশ দিতেন—তারপর খাওয়া শেষ হইলে নিজের ভাগ বাহির করিয়া দাদাকে দেখাইয়া দেখাইয়া খাইতেন এবং দুষ্টুমির হাসি হাসিতে থাকিতেন।

বালক বিজয়ের পশু পাখরী প্রতি ছিল অত্যন্ত ভালবাসা। তারও দুই একটি গল্প বলিতেছি। বিড়ালের প্রতি ছিল তাঁর গভীর আকর্ষণ। একদিন মধ্যাহ্নে বিজয় মাকে বলিলেন—'আমাকে একটা কালনার বিড়াল এনেদে!' মা তখন শ্যামসুন্দরের ভোগ রাঁধিতেছিলেন। তিনি বলিলেন—'এখন আমি কালনার বিড়াল কোথায় পাবরে?' শান্তিপুরের বিড়ালে তাঁর মন ধরিল না। তখন নানাভাবে মাকে বিপন্ন করিতে ছাড়িলেন না। চীৎকার ও কাঁদাকাটি উপদ্রব করিয়া বাড়ী মাতাইয়া তুলিলেন! পরে মাতা কোলে লইয়া অনেক করিয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন, এবং স্নান করাইয়া ভাত খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইয়া রাখিলেন। এমনি ছিল তাঁর ছেলেবেলার বায়না।

পায়রা পুষিতে বড়ই ভালবাসিতেন। বিজয়ের অনেক গুলি পায়রা ছিল। প্রতিদিন ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়া জননীর নিষেধ সত্ত্বেও কাঠা পুরিয়া ছোলা মটর আনিয়া আঙ্গিনায় ছড়াইয়া দিতেন। পায়রারা যখন খাবার খাইয়া বক্ বক্ বকম্; বক্ বক্ বকম্ করিয়া শব্দ করিতে করিতে নৃত্য করিত তখন তিনি আনন্দে হাততালি দিয়া নাচিতেন। নিজের অনেক পায়রা থাকিতেও মার কাছ হইতে পয়সা লইয়া পায়রা কিনিতে যাইতেন পাড়া-পাড়া—যাহার পায়রা থাকিত সে দিত—কিন্তু কেহই পয়সা লইতনা।

একটি মজার গল্প বলিতেছি—একবার মুসলমান পাড়ায় বেড়াইতে গিয়া একটি 'পড়া পাখী' দেখিতে পান, পাখীটি নানা বুলি বলিত। দেখিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজয়কৃষ্ণের উহার উপর লোভ হইল! তিনি সুযোগমত পাখীটি চুরি করিয়া এক গুপ্ত স্থানে আমগাছে খাঁচাটি ঝুলাইয়া রাখিলেন। পাখীর মালিক কোনরূপ সন্ধান পাইয়া পাখী লইতে আসিল। পাখীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে বিজয়কৃষ্ণ চুপ করিয়া রহিলেন। হাঁ-না কোন উত্তর দিলেন না। পাখী পালকের স্বর শুনিয়া "চাচা মুই গাছে আচু" বলিয়া ডাকিয়া উঠিল। তখন মালিক পাখী লইয়া গেল।

বিজয়কৃষ্ণের জীবজন্তুর প্রতি প্রীতি ও অসাধারণ দয়ার কথা সম্বন্ধে আর একটি গল্প বলিতেছি। পুরী থাকার সময়কার একটি কথা বলিতেছি। ভূতপূর্ব্ব 'সন্দেশ' সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী লিখিয়াছিলেন—"সাধুলোকের কথায় পরলোকগত পূজ্যপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের জীবজন্তুর প্রতি অসাধারণ দয়ার কথা মনে পড়ে। পুরীতে নরেন্দ্র-সরোবরের ধারে গোস্বামী মহাশয়ের সমাধির স্থানে একটি আশ্রম আছে। সেই আশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক মহাশয়দের নিকট এবিষয়ে অনেক আশ্চর্য্য কথা শুনিয়াছি। ইতর প্রাণীরা অনেক সময় যথার্থ দয়ালু লোককে চিনিতে পারে, এবং অন্য লোক দেখিয়া তাহাদের মনে যেরূপ ভয় আর অবিশ্বাস হয়, ঐ সকল দয়ালু লোকের সম্বন্ধে তাহা হয় না। গোস্বামী মহাশয়ের জীবনে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। বিড়ালের জন্য দুধ রোজকরা, গরু ছাগলকে নিয়মিত আহার দেওয়া এসকল ত ছিলই। ইঁদুর আরশুলা গুলি পর্য্যন্ত নাকি ক্ষুধার সময় তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইত! উহারা আসিয়া তাঁহার গা খুঁটিতে আরম্ভ করিলেই তিনি বলিতেন: "ওহে, ইহাদের আহার চাই, কিছু খাইতে দাও।" খাবার দেওয়া হইলে পর উহারা সন্তুষ্ট হইয়া যথাস্থানে চলিয়া যাইত। যে সাপকে আমরা দেখিবা মাত্র তাহার মাথা গুঁড়া করিয়া দিই, গোস্বামীমহাশয় সেই সাপকে পর্য্যন্ত যত্ন করিয়া দুধ ভাত খাওয়াইয়াছেন। একটা সাপ ধ্যানের সময় আসিয়া তাঁহার শরীর বাহিয়া উঠিত, কিন্তু কখনও কোন অনিষ্ট করিতনা।

সকলের চাইতে বানর গুলি তাঁহাকে বেশী করিয়া ভালবাসিত। আব্দার তাঁহার নিকট কম করিত না। তাঁহার গায়ে হাত দিয়া তাঁহাকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া নানা উপায়ে তাঁহার নিকট হইতে খাবার আদায় করিত। খাবার জিনিষ মনঃপুত না হইলে আবার আঁচড়াইয়া তাঁহাকে সাজাও দিত। তিনি ইহাতে রাগ করা দূরে থাকুক বরং হাসিয়া বলিতেন—'ওহে কি দিয়েছ? উহাতে ও হয় নাই! ভাল জিনিষ দাও।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বানরীগুলি তাঁহার নিকট ছান রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে অন্য কাজে মন দিত, কিছুমাত্র সন্দেহ করিত না। একদিন গোস্বামী মহাশয়ের পরিচিত একটা বানর তাহার বানরীকে লইয়া উপস্থিত হইল। বানরী কখন সেখানে আসে নাই। কাজেই তাহার সংকোচ বোধ হওয়া স্বাভাবিক। তাই সে দরজা অবধি আসিয়া আর কাছে আসিতে চাহিলনা। বানরটা আগে নানা উপায়ে তাহাকে উৎসাহ দিল। তবুও যখন সে আসিল না তখন বানর গোস্বামী মহাশয়ের কাছে আসিয়া তাঁহার হাতখানি টানিয়া নিজের হাতের ভিতর লইয়া বানরীর দিকে চাহিয়া রহিল, যেন তাহাকে এই কথা জানাইল যে—'দেখ, এবড় ভালমানুষ, কিছু করেনা। ইহার পর বানরী কাছে আসিতে আর কোন আপত্তি করিলনা। গোস্বামী মহাশয় এই সকল বানরকে বুড়ো দাদা, কানী, লেজকাটি ইত্যাদি নামে ডাকিতেন।

বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার দত্তকগ্রহিত্রী মাতা কৃষ্ণমণিকে ভালবাসিতেন না। তিনি আদর করিতে গেলে ছুটিয়া পালাইতেন। তাঁকে প্রথম মা বলিয়া ডাকিতেন না। পরে 'মা-জননী' বলিতেন। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিত," বিজয় কেন এমন করো ?" 'আমার মা ছেড়ে ওঁকে কেন মা বলতে যাবো ? এমনকি কৃষ্ণমণির নিকট থাইতে শুইতেও যাইতেন না। তিনি ডাকিলে উত্তর দিতেন—আমি আমার মার ঘর ছেড়ে কেন তোমার ঘরে যাব ?

কোন ভর্ৎসনা ও তিরস্কারেও যখন কোন ফল হইলনা তখন কৃষ্ণমণি নিরুপায় হইয়া শান্তিপুরের বিখ্যাত মতিবাবুকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন—আমি একান্ত নিরুপায় হইয়া পোষ্যপুত্র নামঞ্জুর করিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে স্বর্ণময়ী যখন বিজয়কৃষ্ণকে পোষ্যপুত্র দিলেন—তখন মতিবাবু ওরফে উমেশবাবু উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণমণি মনে করিলেন, স্বর্ণময়ী দেবীর জন্য এইরূপ হইতেছে তাই মতিবাবুর কাছে অভিযোগ করেন। কিছুদিনের পর কৃষ্ণমণি ও স্বর্ণময়ীর মতান্তর ও মনান্তর দূর হইয়া গেল। উভয়ের মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইল।

কৃষ্ণমণি এইবার বিজয়ের উপনয়ন কার্য্য যাহাতে মহাসমারোহে সম্পন্ন হয় সেজন্য শিয়বাড়ী যাইতে উদ্যোগী হইলেন। স্বর্ণময়ী দেবীকেও সে সময়ে ঘটনা-চক্রে শিয়বাড়ী যাইতে হইল। তখন তিনি বিজয়কৃষ্ণকে মাতুলালয় শিকারপুর পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজে জ্যেষ্ঠপুত্র ব্রজগোপালকে লইয়া শিয়বাড়ী চলিয়া গেলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুদিন পরে উপনয়নের উপযোগী বহু দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া কৃষ্ণমণি বাড়ী ফিরিলেন। মাতুলালয় হইতে বিজয়কে শান্তিপুরে আনিবার জন্য লোক গেল। কিন্তু উৎসব আনন্দের মধ্যে পড়িল মহাকালের ক্রূর দৃষ্টি। সে-সময়ে শান্তিপুরে ওলাউঠা রোগ সংক্রামক রূপে দেখা দিয়াছিল। একদিন হঠাৎ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া কৃষ্ণমণির মৃত্যু হইল। উৎসবের আনন্দ মহাকালের করাল নিঃশ্বাসে কোথায় মিলাইয়া গেল!

বিজয়কৃষ্ণের কোনও এক স্বার্থপর জ্ঞাতির কূটচক্রে কৃষ্ণমণির মৃত্যু সংবাদ যথাসময়ে শিকারপুরে পৌছিলনা। সেই জ্ঞাতির কৃষ্ণমণির পরিত্যক্ত সমুদয় সম্পত্তি হস্তগত করাই ছিল উদ্দেশ্য। তাহাই তিনি করিলেন।

শিকারপুরে কৃষ্ণমণির পরলোকে যাওয়ার সংবাদ পৌছিলে তাঁহার মাসীমাতা ভবতারিণী দেবী বিজয়কে লইয়া কৃষ্ণমণির শ্রাদ্ধ দিনে আসিয়া পৌছিলেন। সেই দুষ্ট প্রকৃতির স্বার্থান্ধ জ্ঞাতিভ্রাতা বিজয়কৃষ্ণকে কৃষ্ণমণির শ্রাদ্ধ শান্তি করিতে দেন নাই। তিনি সবই লুটিয়া লইয়াছিলেন—এমনকি বসিবার আসনখানি পর্য্যন্ত রাখিয়া যান নাই! বিজয়ের পরিবর্ত্তে সেই জ্ঞাতিসহোদয় কৃষ্ণমণির শ্রাদ্ধও করিয়াছিলেন।

স্বর্ণময়ী শিশ্যালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া সব শুনিলেন। আবার মায়ের কোলের ছেলে মার কোলে ফিরিয়া আসিল। কিছুদিন পরে বিজয়ের উপনয়ন সংস্কারও সম্পন্ন হইল। সেদিন হইতে জননী স্বর্ণময়ী বিজয়কৃষ্ণের ভরণ-পোষণ ও শিক্ষা সব বিষয়ের ভার লইলেন।

বিজয়ের উপনয়ন সংস্কার যখন হয়, তাঁহার বয়স ছিল মাত্র নয় বৎসর বালক বিজয়কে ব্রহ্মচারী বেশে অতি সুন্দর দেখাইত। মুণ্ডিত কেশ, গৈরিক-ধারী—বাল ব্রহ্মচারী। একাদশ দিন দণ্ড গৃহে বাস করিয়া ব্রাহ্মণোচিত সন্ধ্যা-বন্দনাদি অভ্যাস করিয়াছিলেন।

উপনয়নকালে আচার্য্য ছিলেন—অদ্বৈতবংশোদ্ভব পণ্ডিত কৃষ্ণগোপাল তর্করত্ন। বিজয়কে তিনি গায়ত্রী মন্ত্র প্রদান করিলেন। এই সাধু ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির আদর্শ ও শিক্ষাধীনে থাকিয়া বালক সে বয়সেই হইয়াছিলেন নিষ্ঠাবান্ ভক্ত। প্রতিদিন প্রভাতে গঙ্গাস্নান করিতেন, ঋক্ গান করিতেন, বালকের মুখে সুমিষ্ট বৈদিক সঙ্গীত ধ্বনি চারিদিকে মধুবর্ষণ করিত।

উপনয়নের পর—কুলপ্রথা অনুসারে বিজয় জননীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। স্ত্রীলোকের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে একজন সদাচারী ব্রাহ্মণকে 'উপগুরু' রূপে দীক্ষা দানের পদ্ধতি অনুযায়ী অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করিতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহু দিন হইতে এই রীতি এই পরিবারে প্রচলিত আছে। পণ্ডিত কৃষ্ণগোপালের প্রতি অনুরক্ত বিজয় উপগুরুপদে তাঁহাকে বরণ করিয়াছিলেন।

ত্যাগী, নির্লোভ এবং মহামনা ছিলেন পণ্ডিত কৃষ্ণগোপাল, গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তেজস্বী কৃষ্ণগোপাল উত্তর দিলেন—ব্রাহ্মণের বিদ্যা বিক্রয় কর্ত্তব্য নহে। এই বলিয়া সেই পদ গ্রহণ করেন নাই।

পণ্ডিত কৃষ্ণগোপাল বিজয়কে পুত্রের মত স্নেহ করিতেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ "শৈশবেই বালকের হৃদয়ে বিবিধ সদ্‌গুণের বিকাশ হইয়াছিল। পরপীড়ন, দারিদ্র্য, দুঃখ, আর্ত্তের ক্রন্দন—হাহাকার শুনিলে তাঁহার হৃদয় মমতায় ভরিয়া যাইত। বিজয় জাতিস্মরের ন্যায় স্বতঃই জীবে দয়া ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এই দুইটিকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। দীক্ষা গ্রহণের পর হইয়া উঠিয়াছিলেন হরিবোলা। সর্ব্বদা মধুর কণ্ঠে হরিবোল হরিবোল করিতেন। প্রতিদিন নিজ হস্তে সুরভি পুষ্প চয়ন করিয়া শ্যামসুন্দরের পূজা করিতেন। অপলকে বিগ্রহের দিকে চাহিয়া থাকিতেন।

বিজয়কৃষ্ণ বাল্যজীবনে আশ্চর্য্যভাবে কয়েকবার মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। একবার এক চোর অলঙ্কারের লোভে তাঁহাকে মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহার মতিভ্রম বশতঃ সে ভুলিয়া তাঁহাদের বাড়ীর কাছেই আসিয়া উপস্থিত হইল। পিতা আনন্দচন্দ্র সেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, বালক পিতাকে দেখিয়া আনন্দে লোকটার কোল হইতে নামিয়া আসিল এবং পিতার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। চোর বেগতিক দেখিয়া পলাইয়া গেল।

পিতা সুধাইলেন, 'ঐ লোকটা কে? ওর কোলে চড়ে কোথা গিয়েছিলে?'

পুত্র উত্তর দিলেন 'আমিত ওকে চিনি না বাবা।'

সেদিন হইতে সকলে লোকটার উপর রাখিলেন সতর্ক দৃষ্টি। পিতা মাতা পুত্রের কল্যাণে ভাল করিয়া শ্যামসুন্দরের ভোগ রাগ দিলেন ও শান্তি স্বস্ত্যয়ন করাইলেন।

পিতার মৃত্যুর পর বিজয়কৃষ্ণের জননী শিষ্য বাড়ী যাইতেন ও পিত্রালয়ে যাইতেন। সঙ্গী হইত—ব্রজগোপাল ও বিজয়কৃষ্ণ। একবার নৌকায় শিকারপুর হইতে শান্তিপুর আসিতেছিলেন। অনেক পথ আসিয়া দেখিলেন যে, নদীতে খানিকটা জায়গায় জল নাই, একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। তাঁহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার.

মহা ভাবনায় পড়িলেন। সেখান হইতে শান্তিপুর অতি নিকট, দুই তিন ঘণ্টার পথ। কিন্তু ঘুরিয়া যাইতে হইলে প্রায় তিন দিন লাগে। তাঁহারা কি করিবেন বসিয়া ভাবিতেছেন, এমন সময় এক বিরাট পুরুষ সেই স্থানে হঠাৎ আসিয়া শুষ্ক ভূমির উপর দিয়া নৌকা টানিয়া লইয়া চলিল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে নৌকা জলে ভাসাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল। বালক বিজয়কৃষ্ণ সেই বিরাট পুরুষকে দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতেছিলেন। প্রৌঢ় বয়সে তিনি পরিজনের কাছে অনেকবার এই গল্প করিয়া, তখন ভয়ে কেমন করিয়া কাঁপিয়াছিলেন অঙ্গভঙ্গী করিয়া তাহা দেখাইতেন।

একবার শৈশবে বিজয় জননীর সহিত বিবাহ উপলক্ষে গিয়াছেন কুটুম্বের বাড়ী। সেখানে একদিন রাত্রিতে তিনি একা ঘুমাইতেছিলেন। সেদিন ছিল অমাবস্যা রাত্রি। নিকটবর্ত্তী কোন এক নিবিড় অরণ্য মধ্যে ভগ্নমন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা ভীষণা কালীমূর্ত্তির নিকট একদল ডাকাত কালীপূজার আয়োজন করিয়াছিল। দেবীর নিকট দিতে হইবে নরবলি। নরবলি দিয়া তাহারা দেবীর চরণে প্রণাম করিয়া ডাকাতি করিতে যাইবে। পূজারি ছিল এক তান্ত্রিক-কাপালিক। দেবীর কাছে নরবলি দিবার জন্য চার দিকে লোক খুঁজিতে খুঁজিতে বালককে একা নির্জ্জন ঘরে ঘুমাইতে দেখিয়া—দুঃসাহসী ডাকাতেরা নিদ্রিত শিশুকে চুরি করিয়া লইয়া আসিল। তাহাদের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাহারা শিশুকে হরণ করিল এবং যথাসময়ে স্নানাদি করাইয়া বলি দিবার নিমিত্ত কালীর কাছে লইয়া গেল। একজন পাগল দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিতেছিল। কাপালিক পূজা শেষে যখন কৃপাণ তুলিয়াছে, বলি দিবে! সে সময়ে সে উন্মাদ তড়িদ্বেগে ছুটিয়া আসিল এবং তান্ত্রিকের হাত হইতে খাঁড়া কাড়িয়া লইল, এবং কাপালিক ও দস্যুদের এমন ভাবে আক্রমণ করিল যে, এই আকস্মিক আক্রমণে দস্যুদল প্রাণ ভয়ে ভীত হইয়া পলাইয়া গেল। অতঃপর সেই সাহসী ও মহাপ্রাণ উন্মাদ, শিশু বিজয়কে কোলে করিয়া কুটুম্ব-বাড়ীতে আনিয়া রাখিয়া গেল এবং পরিবারের অসতর্ক জনকে এবং মাতা স্বর্ণময়ীকে ভর্ৎসনা করিয়া অন্তর্হিত হইল! কে এই উন্মাদ? পরে অনেক খোঁজ করিয়াও তাঁহার সন্ধান মিলিল না।

শিকারপুরে এক দীঘির জলে মাতার অসতর্ক মুহূর্ত্তে বিজয় জলে ডুবিয়া গিয়াও রক্ষা পাইয়াছিলেন। জলে ডুবিয়াছে শিশু। সকলে হাহাকার করিতেছে। মাতামহ গৌরীপ্রসাদ ব্যাকুল প্রাণে জেলে আনিয়া সন্ধানের জন্য জাল ফেলাইয়াছেন—এমন সময় ওপার হইতে কে একজন বিজয়ের লম্বা চুল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধরিয়া গভীর জল হইতে তাহাকে টানিয়া তুলিয়া মাতার কোলে দিল শিশুকে। আশ্চর্য্যের বিষয় পেটে তার সামান্য জলও প্রবেশ করে নাই।—অলৌকিক-ভাবে শিশুর প্রাণরক্ষা পাইল।

ব্রজগোপাল ও বিজয়কৃষ্ণকে ও দুই একজন আত্মীয় পরিজনের সহিত নৌকারোহণে মাতা স্বর্ণময়ী চলিয়াছেন শিষ্যবাড়ী। দূর পথ। সেকালে যাতায়াত ছিল অতি ক্লেশকর। যানবাহনের সুবিধা ছিল না। নৌকাই ছিল সহজ সুগম যান।

এইবার স্বর্ণময়ী দেবী চলিয়াছেন রঙপুরে এক শিষ্য বাড়ী। পথে রাত্রি হইল। নদীর মধ্যে একটা চড়ার কাছে ঝাউবনের আড়ালে নিরাপদ মনে করিয়া সেখানে নৌকা বাঁধা হইল। এপথে দস্যু-ডাকাতের ছিল ভীষণ ভয়। জল-দস্যুরা এই পথে সর্ব্বদা নৌকা যাত্রীদের আক্রমণ করিত।

এমন সময় ভীষণ হারে-রে-শব্দ করিতে করিতে চারিদিক হইতে ছিপ্ নৌকা আসিয়া তাহাদের নৌকাখানি ঘিরিয়া ফেলিল। এপথে বিশেষ উত্তর বঙ্গের নৌ-যাত্রীরা দুলাল সর্দ্দার নামে এক দস্যুসর্দ্দারের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিত।

ডাকাতের সর্দ্দার হুকুম দিল—নৌকা লুঠ্ কর্। লোকদের কেটে নদীর জলে ফেলে দে। নৌকা যাত্রীরা সকলে শুনিলেন, প্রাণের ভয়ে, ইষ্টনাম জপিতে লাগিলেন। নিষ্ঠুর দস্যুসর্দ্দার এইবার আরও উচ্চৈঃস্বরে হুকুম দিল দেরী করিস নে।'—হঠাৎ বালক বিজয় বলিয়া উঠিল—'কেও—দুলাল দাদা?' চমকিয়া উঠিল সর্দ্দার! বিস্মিত হইল—এযে, বড় মধুর কণ্ঠ! এ স্বর যে তাহার বড় পরিচিত। কে ডাকে? কে ডাকে তাকে নাম ধরে? কে? আবার বালক বিজয় ডাকিল—দুলাল দাদা! ওঃ দুলাল দাদা? দুলাল সর্দ্দারের হাতের তরোয়াল ও বর্শা শিথিল হইয়া পড়িল। সে ইঙ্গিত করিল—দস্যুদের এই নৌকা লুঠ না করিতে। সাবধান! কেউ এ নৌকাতে হাত দিও না।

দস্যু সর্দ্দার নৌকার মধ্য হইতে পরিচিত কণ্ঠে তাহার নাম শুনিয়া নিকটে আসিয়া যাহা দেখিল তাহাতে বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া পড়িল,—সে দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে কর্কশ স্বর কোমল করিয়া বলিল, "কেও? গোঁসাইদাদা! এত রাত্রে এখানে নৌকা লাগিয়েছেন কেন? সঙ্গে কে?' উত্তর দিল বিজয়—"মা ও দাদা।" কি আশ্চর্য্য, এখনই ত সর্ব্বনাশ হ'য়ে যেত। শ্যামসুন্দর রক্ষা করেছেন।" তখনই দুলাল একজন দস্যুকে নৌকাতে রাখিয়া বলিল—"তুমি সঙ্গে যাও। দাদা গোঁসাইকে ও মা ঠাক্রুণকে নিরাপদে শিষ্যবাড়ী পৌছে দাও।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই দুলাল সর্দ্দার ছিল গোস্বামী মহাশয়দের প্রজা। জাতিতে জেলে। সে তাঁহাকে ভালবাসিত। বাল্যকালে রঙপুর অঞ্চলের খামারে আসিলে, দুলাল তাঁহাকে সর্ব্বদা কোলে পিঠে করিয়া রাখিত। গোস্বামী মহাশয়ও তাঁহাকে দুলাল দাদা বলিয়া ডাকিতেন। দুলাল ছিল এক বৃহৎ দস্যুদলের সর্দ্দার। সে-সময়ে তাহার নাম জানিত না, এমন লোক উত্তরবঙ্গে ছিল না। গোস্বামী মহাশয়ের পরবর্ত্তী জীবনে যখন রঙপুরে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে যান, তখন দুলাল তাঁহাকে একবার বলপূর্ব্বক কোলে করিয়া নিজ বাস পল্লীতে লইয়া গিয়াছিল।

ভগবান্‌কে স্মরণ করিলে তিনি তাঁহাকে সর্ব্বদা সাহায্য করেন। তাঁহাকে যে ভাবে, যে অবস্থায় যে নামেই স্মরণ কর না কেন, তিনি কৃপা করিবেনই, যে সময় অত্যন্ত বিপদ হয়, স্মরণ করো তাঁকে,—হৃদয়ে বল আসিবে—শান্তি আসিবে, বিপদ কোথায় চলিয়া যাইবে! সেই শিশু বয়স হইতে এ বিশ্বাস ছিল বিজয়ের অন্তরে সদা সর্ব্বদা জাগরূক।

ছেলেবেলার কথা বলিতে গিয়া কতদিন গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন, একবার গঙ্গার পারে বেড়াতে পথ হারিয়ে ফেল্‌লাম। রাত্রি হলো। আমি একা। পথের ধারে এক গাছের নীচে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলাম। বার বার বলছিলাম—'শ্যামসুন্দর আমাকে বাড়ী পৌঁছিয়ে দাও না ভাই! এমন সময় শ্যামসুন্দর সহসা বালক মূর্ত্তিতে এসে আমাকে পথ দেখিয়ে বাড়ী পৌঁছে দিলেন। কতবার তিনি ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বলিতেন :—'শ্যামসুন্দর আমার বাল্যের বন্ধু, যৌবনের সহচর এবং শেষের একমাত্র আশ্রয়স্থল।'

বিজয়কৃষ্ণ ছিলেন হৃদয়বান্ মহাপুরুষ। শৈশব হইতেই তাহার বিকাশ হইয়াছিল! কোমলতা ও কঠোরতা উভয় গুণের মিশ্রণ ছিল তাঁর চরিত্রে—দুর্ব্বল মানুষের প্রতি, নিদারুণ ব্যবহারে তাঁহার অন্তর পীড়িত হইত। সরল উন্নত তরুর মত মনুষ্যত্বের মহিমায় ছিলেন তিনি গৌরবান্বিত। কাহারও নিকট কোনদিন মাথা নত করেন নাই। তাঁহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

তাঁহার বয়স তখন মাত্র দশ বারো বৎসর। একবার তাঁহার গোয়ালা শিষ্যদের বাড়ী গিয়াছেন। গুরু দেখিলে কোথায় শিষ্যেরা আসিয়া তাঁহাকে ভক্তির সহিত গ্রহণ করিবে—কই তাত নয় বরং তাহারা তাঁহাকে দেখিয়া লুকাইয়া রহিল—কাহারো দেখা পাইলেন না। বিজয়কৃষ্ণ এবং তাঁহার সঙ্গী দুইজন কি করিবেন ভাবিতেছিলেন। শেষে একটা গাছের তলায় চুপ করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বসিয়া রহিলেন। তাঁহারা ভাবিতেছিলেন, এমন অন্যায় কেন করিল তারা। পরে একজন গ্রামের লোকের নিকট হইতে জানিতে পারিলেন—কর্তা গোঁসাইরা এই গোয়াল শিষ্যদের নিকট তিনশত টাকা চাহিয়াছিলেন—এক সামান্য দোষে ; গরীব গোয়ালারা তাহা দিতে পারে নাই—সেজন্য তাঁহারা এদের ধোপা নাপিত পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

বিস্মিত হইলেন বিজয়কৃষ্ণ ! একি অবিচার ! একি অত্যাচার ! তাঁহার বালকহৃদয় ব্যথিত হইল - তিনি শিষ্যদের বলিয়া পাঠাইলেন—'কোন ভয় নেই তোমাদের, এস আমার কাছে।' ভীতচকিত মনে সন্ত্রস্তভাবে তাহারা আসিল এবং গলবস্ত্র হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তৎক্ষণাৎ তাহাদের ঐরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া ধোপা নাপিত ডাকাইয়া তাহাদের মলিনত্ব দূর করাইলেন—নাপিত তাহাদের ক্ষৌর-কার্য্য করিল। তাঁহার এইরূপ মধুর স্নেহময় ব্যবহারে গোয়ালা শিষ্যেরা কাঁদিয়া ফেলিল এবং পাঁচশত টাকা তাঁহার পায়ের কাছে—অবনত মস্তকে আনিয়া রাখিল।

বিজয় জিজ্ঞাসা করিলেন—একি ! টাকা কেন ? টাকা দিয়ে আমি কি করবো ?

আপনি যদি এ টাকা না নেন্ তবে কর্তা গোঁসাইরা অসন্তুষ্ট হবেন ! বলিল গোয়ালা শিষ্যগণ।

দৃঢ়কণ্ঠে বিজয় বলিলেন—না-না সে হবে না—হতে পারে না। আমি টাকা নেব না !

তিনি যখন কিছুতেই লইলেন না। তখন তাহারা তাঁহার সঙ্গী অধিকারীর নিকট টাকা দিয়া বলিল—'গোঁসাই প্রভু বাড়ী গেলে এ টাকাটা দিবেন।' তাঁহারা সে টাকা লইলেন।

গোস্বামী মহাশয় বাড়ী পৌঁছিলে—অধিকারীরা তাঁহাকে টাকার কথা বলিলেন। কিন্তু একথা গোঁসাইরা তখনও জানিতে পারেন নাই।

কর্তা গোঁসাইরা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—'হাঁরে বিজয়, তুই কি আমাদের মান সম্মান সব নষ্ট করবি ?'

তখন তিনি ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন—'আমি টাকা নিতে রাজী হইনি বলে শিষ্যেরা অধিকারীর কাছে এই পাঁচশো টাকা দিয়েছে—নিন্ এ টাকা।

—আমি এ টাকা হ'তে এক কপর্দ্দক ও নিব না।

—গুরু শিষ্য সম্বন্ধ ত জমিদার প্রজার সম্বন্ধ নয়। স্নেহ ও ভালবাসার সম্বন্ধ। এমন অত্যাচার ও অবিচার করলে শিষ্যেরা কেন আমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মান্য করবে! আমরা কি তাহলে শিষ্যদের কাছে শ্রদ্ধা ভক্তি হারাব না?'

কর্ত্তা গোসাইরা কিন্তু টাকা পাইয়া মহা সন্তোষ হইলেন। কিন্তু বিস্মিত হইলেন বালকের দৃঢ়তায়।

মানুষের প্রতি মানুষের কোন অত্যাচার, কোন অবিচার বাল্য ও কিশোর কাল হইতেই সহিতে পারিতেন না বিজয়।

শৈশবে বিজয়কৃষ্ণ যাত্রা শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। শুধু কি শুনিয়াই তৃপ্ত হইতেন তা নয়, নিজেরা বাউল ও যাত্রার দল বাঁধিয়াছিলেন। সেই দলে 'সখি সংবাদ' অভিনয় করিতেন। তিনি বলেন—'আমি বয়ঃকনিষ্ঠ থাকায় ছোক্‌রা সাজিয়া গান গাইতাম কখনও বা স্ত্রীলোক সাজিয়া অভিনয় করিতাম। কখনও খাতা দেখিয়া বক্তৃতা বলিয়া দিতাম। দাদা, রামরক্ষিত মিত্র, কৃষ্ণপ্রসন্ন গোস্বামী ও রাজকৃষ্ণ চৌধুরী আমাদের দলে প্রসিদ্ধ বাজিয়ে ছিলেন। নানাস্থান হইতে বহু লোক ইঁহাদের নিকট বাদ্য শিক্ষার জন্য আসিত। আমাদের যাত্রা কেহ ডাকিয়া শুনিতে চাইত না; কারণ আমরা একবার যাহাদের বাড়ী যাইতাম, আমাদের দৌরাত্ম্যে তাহাদের পাগল হইয়া যাইতে হইত। পরে, সেইজন্য যখন কেহ ডাকিত না, আমরা নিজেরাই লণ্ঠন জ্বালিয়া সতরঞ্চি ঘাড়ে করিয়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রসহ জোরের সহিত প্রতিবেশীর বাড়ী যাইয়া যাত্রা গাহিয়া আসিতাম। আমাদের দৌরাত্ম্যের ভয়ে লোক দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিত; কিন্তু প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করা আমাদের পক্ষে সেরূপ কঠিন কথা ছিল না।"

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জন্মকালে শান্তিপুরের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা আমাদের জানা উচিত। নবদ্বীপ—নদীয়া আর শান্তিপুর—বৈষ্ণবদের পরম তীর্থ। এই স্থানে যুগে যুগে সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সে অতি আদিকালের ইতিহাসের সহিত জড়াইয়া আছে—পাল ও সেন রাজাদের কথা, পাঠান—মোগলের কথা, বগার অত্যাচার কাহিনী—এ সমুদয় ইতিহাস এতই সুবিদিত যে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনার কোন প্রয়োজন নাই। অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর অবসান কাল পর্য্যন্ত শান্তিপুরের সামাজিক ও নৈতিক ইতিহাস তেমন গৌরবের ছিল না।

বিজয়কৃষ্ণের শৈশবের ও যৌবনের শান্তিপুরে—ছিল 'বাবু লোকেরা' ডাকাত দলের সর্দ্দার। তান্ত্রিক বীভৎস অনুষ্ঠান, সুরাপান, নগ্নিকা পূজা, আফিং, গাঁজা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চণ্ডু গুলি প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন ছিল সাধারণ লোকের দৈনন্দিন ব্যাপার। তখনকার দিনে এ সমুদয় নীতি বিগর্হিত অসৎ কাজ প্রকাশ্য ভাবে সমাজে প্রচলিত ছিল। গোস্বামী মহাশয় নিজে বলিয়াছেন—"ভদ্রঘরের মহিলাদের মধ্যেও পান দোষ প্রবেশ করিয়াছিল। ইঁহারা দাসী দ্বারা দোকান হইতে মদ আনাইয়া পান করিতেন।"—এমন পাপ দৃশ্য তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ও তাহার প্রতিকারের জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন।

এইরূপ দুর্নীতির রাজত্ব ছিল সর্ব্বত্র। বয়োবৃদ্ধির সহিত বালক বিজয়কৃষ্ণের সরলতা, সত্যনিষ্ঠা, নির্ভীকতা এবং পাপের প্রতি এত দূর ঘৃণা ছিল যে একটি ঘটনা হইতেই তাহা প্রকাশ পাইবে।

যখন তিনি মাতুলালয়ে ছিলেন, তখন শুনিতে পাইলেন তাঁহার কোন এক নিকট আত্মীয় সেই বাটিতে বারবনিতা আনিয়াছেন। বিজয় তাহা শুনিয়া তাঁহার মাসতুত ভাইদের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। এ ঘটনার পর গ্রামবাসী দুশ্চরিত্র ব্যক্তিরা এইরূপ অন্যায় কাজ করিতে সাহস পান নাই।

দিবারাত্রির ন্যায় আলো-অন্ধকারের মিশ্রণে ছিল সেকালের শান্তিপুর। একদিকে বহু পণ্ডিত, ধার্ম্মিকপুরুষ ও নারীদের সম্মেলনে; উহাদের জ্ঞান-দীপ্তিতে শুক্লপক্ষের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সমুজ্জল ছিল শান্তিপুর। ধর্ম্মে, নিষ্ঠায় ও নীতিবিদগণের সমাবেশ ছিল, কিন্তু তাঁহারা আপনার মনে নিজের ধ্যান, ধারণা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা লইয়াই থাকিতে ভালবাসিতেন। অন্য দিকে ছিল গভীর অন্ধকার। সে অন্ধকারের দিকে লক্ষ্য ছিলনা তাঁদের। সংস্কারক বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার উৎসাহী, সাহসী ও নির্ভীক মনের বল দ্বারা সে কার্য্যে ব্রতী হইয়া অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন এক প্রকার কিশোর বয়সেই বলা যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজয়কৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ও সমকালে শান্তিপুরের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, ব্যবসায়—বাণিজ্য বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের সামান্য কিছু আভাস দিলাম। গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকালেও শান্তিপুর ছিল সমৃদ্ধিশালী নগরী, কবি বলিয়াছেন "নিবসতি করে লোক সংখ্যা নাহি তার। গোঁসাই, দরজি, তাঁতি হাজার হাজার।'—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ত্রিশ বৎসর কাল প্রতি বৎসর ১২ লক্ষ টাকার মশলিন শান্তিপুর হইতে ইউরোপে রপ্তানী হইত।

শান্তিপুরের প্রান্তবাহিনী গঙ্গার শোভা ছিল অতুলনীয়। সেকালে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নদীয়ার মহারাজা গিরিশচন্দ্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ শান্তিপুরের গঙ্গা বক্ষে নৌকায় ভ্রমণ করিতেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ শান্তিপুরের গঙ্গাতীরের শোভা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—শান্তিপুরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাতীরের যেমন শোভা, এমন আর কোথায় আছে! বিজয়কৃষ্ণ নিজে অতি রম্য ভাষায় জ্যোৎস্নাপুলকিত নিশীথে গঙ্গার অপূর্ব্ব শোভার কথা বলিয়াছেন।

নানারূপ প্রাকৃতিক বিপ্লবেও শান্তিপুরের পূর্ব্ব গৌরব বিলুপ্ত হইয়াছিল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে, বন্যার প্লাবনে, ঝড়-তুফান প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে শান্তিপুরেরও কম ক্ষতি করে নাই। প্রাচীন অট্টালিকাও বহু গৃহ ধ্বংস হইয়াছে। গঙ্গা দূরে সরিয়া গিয়াছেন। শান্তিপুরের তটবাহিনী আর নাই। বাণিজ্যের অবনতি হইয়াছে। ইহার অবনতির আরও কারণ আছে, বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রবাসে বাস—প্লেগে ও বিবিধ সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ। পূর্ব্বের বর্গীর হাঙ্গামা, দস্যু-ডাকাতের উপদ্রব, স্বাস্থ্য বিষয়ক কুসংস্কার প্রভৃতিও জনসংখ্যা হ্রাসের অন্যতম কারণ।

সেকালের বিদেশী পরিব্রাজকেরা শতমুখে শান্তিপুরের নাগরিক সমৃদ্ধির প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন—'Santipur has a great number of brick houses. সারি সারি অট্টালিকা গায় গায় শোভা পাইত। হলওয়েল সাহেব গোস্বামীদের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের বলিয়াছেনঃ "Gentoo Bishop".

অদ্বৈতাচার্য্যের বংশধরেরা প্রধানতঃ শান্তিপুরে বাস করিতেন। ক্রমশঃ বংশ বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা, ময়মনসিংহ, কোচবিহার, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি রঙপুর, বগুড়া, শ্রীহট্ট প্রভৃতি বাঙ্গালার নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়াছিলেন। হয়ত আবার কাল বিপর্য্যয়ে পশ্চিম-বাঙ্গালায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।

বৈষ্ণবগণের পুণ্য তীর্থ রূপে শান্তিপুর খ্যাতিলাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে অদ্বৈতাচার্য্যের সময় হইতে। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদস্পর্শে শান্তিপুর ধন্য হইয়াছিল। একদিন প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্যদেব ও অদ্বৈতাচার্য্যের মিলনে 'শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়' কবির এই বাণীকে সার্থক করিয়াছিল।

এই পুণ্যতীর্থে-পবিত্র অদ্বৈতবংশের বংশকুল-তিলক মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ জীবনের অধিকাংশ দিন যাপন করিয়াছিলেন। এখানেই তাঁর শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রথম উন্মেষ। এখান হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল—তাঁহার সমাজ-সংস্কার-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিতৈষণা, প্রেম ও ভালবাসা,—যে প্রেম ও ভালবাসার দ্বারা তিনি শুষ্কপ্রাণে রসসঞ্চার করিয়াছিলেন। শোক-দুঃখ-তাপিত দুঃখীজনকে দিয়াছেন শান্তির অমৃত-সঞ্জীবনী। নদীর স্রোতের মত চলিয়াছিল তাঁহার জীবন-ধারা উর্ব্বর ভূমিকে ফলপুষ্পে শোভিত করিয়া, উষর ক্ষেত্রে আনিয়া দিয়া মন্দাকিনীর পবিত্র ধারা, যে দুর্লভ সুধা ধারায় স্নাত হইয়াছে সহস্র সহস্র নরনারী। আর এদিকে এই মানব-প্রেমিক বন্ধুবৎসল মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ জীবনে কোন মানুষের মুখের দিকে চাহিয়া কোন দিন চলেন নাই।

তিনি নিজে একদিন বলিয়াছিলেন : "জীবন একখানি নৌকার ন্যায়, এক স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে, দুই পার্শ্বে নিত্য নূতন দৃশ্য দেখা যাইতেছে, কখনও মরুভূমি, কখনও পুষ্পবন, কখনও সমতলক্ষেত্র, কখনও বন্ধুর প্রদেশ, যখনই যাকে দেখিতেছি তখন তখনই তাকে বলিতেছি, যাহারা শুনিতেছে, তাহারা অনেক কথায়ই অসামঞ্জস্য দেখিবে। কিন্তু তাই বলিয়াত আর সত্য গোপন করা যায়না।"

শৈশব হইতেই বিজয়ের ছিল ইহা অন্তরের বাণী। সত্য পথের নির্ভীক যাত্রী ছিলেন তিনি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিক্ষারম্ভ, পাঠশালা-টোল-চতুষ্পাঠি, খেলাধুলা-আমোদ-প্রমোদ

বাঙ্গলাদেশে নবদ্বীপ সংস্কৃত শিক্ষার জন্য অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধ। সেকালে সেখানকার টোল, চতুষ্পাঠিতে নানা দেশ-বিদেশের বিদ্যার্থীরা আসিয়া কাব্য-ব্যাকরণ, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন এবং উপাধি লাভের পর নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। শান্তিপুরও সে গৌরবের অধিকারী ছিল। কিন্তু সেকালে এমনকি উনবিংশ শতাব্দীর অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত শিক্ষা ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

বিজয়কৃষ্ণের জন্ম সময়ে নদীয়া জেলার জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার সেরূপ হয় নাই। ১৮৫৬-৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রভুজীর বয়স যখন ১৬-১৭ বৎসর, সে সময়ে নদীয়া জেলায় মাত্র উনিশটি বিদ্যালয় সরকারি সাহায্যে পরিচালিত হইত। এ-সমুদয় বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র ১,৮০৫ জন। সে সময় ধনী ও জমিদারেরা এবং বিদেশী পাদ্রীসাহেবরা ও বণিকেরা কয়েকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে জন-সাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রতি অনুরাগ বাড়িতে থাকে। ১৮৪৫ সালে কৃষ্ণনগরে কলেজ স্থাপিত হয়।

বিজয়কৃষ্ণের শৈশব কালে শান্তিপুরে টোল ও চতুষ্পাঠিতে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। সেখানে কয়েকটি পাঠশালা, মক্তব, মাদ্রাসাও ছিল। কোন উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল না। মাতুলালয় শিকারপুরে একটি সাহায্যকৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল।

তাঁহার হাতে-খড়ি বা প্রাথমিক বিদ্যারম্ভ হইয়াছিল শিকারপুর। সেখানকার পাঠশালাতেই তাঁহার প্রথম শিক্ষার সূত্রপাত হইয়াছিল। বিজয়কৃষ্ণ শৈশবে অতি চঞ্চল প্রকৃতির বালক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্মরণ শক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। একবার যাহা শুনিতেন, তাহা আর ভুলিতেন না। যাহা পড়িতেন তাহাই মনে থাকিত। সেই জন্য যখন যে শ্রেণীতে পড়িতেন, সেই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিতেন। বালক বিজয়কৃষ্ণ যখন মাতার সহিত মাতুলালয়ে আসিতেন তখন সেখানকার পাঠশালায় পড়িতেন, আবার যখন শান্তিপুরে থাকিতেন, তখন স্থানীয় পাঠশালায় পড়িতেন বলিয়া পড়াশুনায় ব্যাঘাত হইত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, শিক্ষার সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সঙ্গ ও সমাজের প্রভাব বড় কম নয়।—মানুষের চরিত্র গঠনের স্থলে পারিবারিক, সামাজিক এবং কালের পরিবেশ উল্লেখযোগ্য। পারিপার্শ্বিক অবস্থার হাত হইতে কয়জন মুক্ত হইতে পারেন? এমনও দেখা গিয়াছে যে শিশুর জীবন ছিল শৈশবে নির্ম্মল ও সুন্দর এবং নানা ভবিষ্যত সম্ভাবনায় পূর্ণ,—কিন্তু সঙ্গ দোষ, কালপ্রভাবে তাহার জীবন হইয়াছে সর্ব্বপ্রকারে ব্যর্থ। আবার এমন শিশু আছে যাহারা নানারূপ বাধা বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া নিজ মহত্বের প্রভাবে উন্নত তরুর মত মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। সমাজের প্রভাব পিতামাতা পূর্ব্বপুরুষ ও পরিবারের প্রভাব গুরু ও অধ্যাপকের চরিত্র, শিশুদের চিত্তের উপর অনেক কার্য্যকরী হইয়া থাকে। বিজয়কৃষ্ণের জীবন গঠনের মূলে সে সমুদয় পরিবেশ অনেকখানি কার্য্যকরী হইয়াছিল তাহা তাঁহার জীবনে শৈশব হইতেই প্রস্ফুটিত হইতেছিল।

সেকালে শান্তিপুরে একজন নিষ্ঠাবান্ ধার্ম্মিক কায়স্থ সন্তান একটি পাঠশালা শ্যাম চাঁদনীতে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই পাঠশালার গুরু মহাশয়ের নাম ছিল —ভগবান্ সরকার। শিক্ষা দান সম্পর্কে এবং তাঁহার কৃতিত্ব সম্পর্কে বেশ সুনাম ছিল। আবার অন্যদিকে মানুষটি ছিলেন সত্য সত্যই সেকালের—"বেত্র হস্তে মাধব গোঁসাই।" সামান্য একটি ভুল যদি কোন পড়ুয়া করিত, তাহা হইলে তাহার আর রক্ষা থাকিত না। কঠোর হস্তে শাসন করিতেন, লক্‌লকে বেতখানি পড়িত পিঠে। তবু ছিলেন তিনি ছাত্রদের প্রিয়। তাহাদের কল্যাণকামী।

গুরুমহাশয় ছাত্রদের নানাপ্রকার কঠোর সাজা দিতেন। কখনও তাহাদিগকে 'নাড়ুগোপাল' সাজাইয়া হাতে পায়ে ইট দিয়া রাখিতেন। কখনো কখনো হাত পা বাঁধিয়া পিপীলিকার গাদায় বসাইয়া দিতেন। এমনি ছিল সেকালের পাঠ-শালার শাস্তিবিধানের চিত্র।

অন্যদিকে ভগবান্ গুরুমহাশয় ছিলেন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু, পরোপকারী, দেবদ্বিজে ভক্তিপূর্ণ, সেবাপরায়ণ, ব্রাহ্মণ বাড়ীর কোন উৎসবে নিজে উপস্থিত হইয়া হাট-বাজার, বাড়ী পরিষ্কার, উচ্ছিষ্ট মার্জনা পর্য্যন্ত করিতেন। এবিষয়ে কোন অভিমান তাঁহার ছিলনা। খাওয়া দাওয়া সম্পর্কেও তিনি ছিলেন নির্লোভ।

সেকালের প্রথামত গুরুমহাশয় পালপার্ব্বণ উপলক্ষে ছাত্রদের নিকট হইতে পার্ব্বণী আদায় করিতেন। চাল, ডাল, তামাক, তরিতরকারি, তেল, ঘৃত সব কিছুই গুরুমহাশয় ছাত্রদের নিকট চাহিয়া পাইতেন, তাহারা আনন্দে গুরু-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

মহাশয়কে ঐ সব অভিভাবকদের নিকট হইতে চাহিয়া আনিয়া দিতেন। নতুবা সামান্য অর্থ দ্বারা তাঁহার পরিবার কিরূপে প্রতিপালিত হইবে?

মাতুলালয় হইতে প্রায় ছয় বৎসর বয়সে শান্তিপুরে ফিরিয়া আসিলেন বিজয়; তখন মাজননী কৃষ্ণমণি তাঁহাকে পড়ুয়ার বেশে পাত্‌তাড়ি বগলে পাঠাইলেন ভগবান্ পণ্ডিতের পাঠশালায়।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি—ভগবান্ পণ্ডিত মহাশয় ছিলেন কঠোর হস্তে ছাত্রদের প্রতি দণ্ড বিধানকর্ত্তা। বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে একদিকে যেমন পড়ানায় গুরুমহাশয়ের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন তেমনি আর একটি ব্যাপারেও পণ্ডিতমশাই ছিলেন ছাত্র বিজয়কৃষ্ণের প্রতি প্রসন্ন। তিনি প্রায়ই গুরুমহাশয়কে নিমন্ত্রণ করিয়া ৺শ্যামসুন্দর বিগ্রহের ভোগের অন্ন-ব্যঞ্জনাদি আহার করাইতেন এবং শিষ্যদের প্রদত্ত বস্ত্রাদি বাড়ী হইতে গোপনে লইয়া গিয়া গুরুমহাশয়কে দিয়া আসিতেন। এসব কারণেও বিজয় ছিলেন গুরুমহাশয়ের অতি প্রিয় পাত্র। পাঠেও ছিলেন মেধাবী, কাজেই সব দিক দিয়াই গুরুমহাশয় বিজয়কে ভালবাসিতেন!

বিজয়কৃষ্ণের জন্মকালে বা পাঠ্যাবস্থায় শান্তিপুরে কোন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ছিলনা। সরকারি শিক্ষা বিবরণী হইতে জানিতে পারি,—১৮৫৬—৫৭ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলায় মাত্র তিনটি উচ্চইংরাজী বিদ্যালয় ছিল। "In the year 1856—57 there were only three aided Higher and Middle school in the District".

শান্তিপুরে কোনও উচ্চইংরাজী বিদ্যালয় ছিলনা বলিয়া শান্তিপুরের বিদ্যার্থী বালকদের প্রাথমিক শিক্ষা হইত পাঠশালা, টোল ও চতুষ্পাঠিতে। এই সময়ে ভগবান্ গুরুমহাশয়ই কৃতী শিক্ষক রূপে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

ছাত্রদের নানারূপ গালিগালাজ করিতেন। যাহা মুখে আসিত তাহাই বলিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্য প্রকৃতি ছিল পণ্ডিতমহাশয়ের, তিনি ছিলেন অসাধারণ ধার্ম্মিক পুরুষ। তিনি সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন।

ভগবান্ গুরুমহাশয়ের চরিত্র ছিল অতি অদ্ভুত রকমের, অল্পকথায়ই রাগিয়া যাইতেন তখন তাঁহার লঘু গুরু জ্ঞান থাকিতনা, 'গাতামাতা' বলিতেন। এই গুরুমহাশয়ের ন্যায় তপঃনিষ্ঠ ব্যক্তির নিকট হইয়াছিল বিজয়ের প্রাথমিক শিক্ষা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান্ গুরু মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছিল অতি আশ্চর্য্যভাবে। গোস্বামী মহাশয় এ বিষয়ে স্বহস্তে লিখিয়াছেন ঃ

"একদিন বলিলেন, "ওরে ছোঁড়ারা, কাল সকালে আসিস্ একসঙ্গে গঙ্গায় নাইতে যাইব। সেখানে আমি দেহত্যাগ করিব। রাত্রিতে এই সংবাদ শান্তিপুরময় ব্যাপ্ত হইল। পরদিন প্রাতে পাঠশালা স্ত্রী-পুরুষ বালক-বৃদ্ধ লোকে পরিপূর্ণ। গুরুমহাশয় সকলকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পুত্রটিকে সঙ্গে লইয়া ধীরে ধীরে গঙ্গা যাত্রা করিলেন। গঙ্গায় গিয়া প্রথমে স্নান আহ্নিক করিয়া সকলকে প্রণাম করিয়া গঙ্গার জলে জপ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল। ক্রমে হাজার হাজার লোকে গঙ্গার ঘাট পরিপূর্ণ হইল। জয়ধ্বনিতে যেন গঙ্গার তরঙ্গ উঠিল। এইরূপে জপ শেষ করিয়া গুরু মহাশয় বলিলেন, ছেলেসব, আমি কায়স্থ, তোমরা অনেকে ব্রাহ্মণ। আমি কত তাড়না করিয়াছি ! এখন বাপ সকল, আমার মাথায় তোমাদের পা দাও। আর দেরী নাই। ঐ দেখ, আমার রথ এল।' ইহা বলিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। প্রাণ দেহকে ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠের দিকে ধাবিত হইল। আশ্চর্য্য, মৃতদেহ পড়িয়া গেল না। সমস্ত ব্রাহ্মণ ছাত্র, যেমন পিতামাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে হয়, তদ্রূপ কার্য্য করিলেন।'

ভগবান্ গুরুমহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পাঠশালাটি উঠিয়া গেল। তখন তিনি সেখানকার অন্য একটি পাঠশালায় কিছুদিন পড়েন। এ-গুরুমহাশয়ের নাম ছিল বদন। এই বদন গুরুমহাশয়ও পিটুনি দিতে ছিলেন দক্ষ। তাঁহার ছাত্রদের পিটুনি দিবার এক অদ্ভুত রীতি ছিল—তিনি বেত মারিবার পূর্ব্বে রাম, দুই, তিন বলিয়া বেত মারিবার সংখ্যা গণিতেন। একদিন বিজয়কৃষ্ণ পণ্ডিত মশাইকে বলিলেন—'আপনি বেত মারবার সময় রাম বলে আরম্ভ করে শেষে দুই, তিন বলেন কেন ? রাম, কৃষ্ণ, হরি বলে গণলেইত বেশ হয়।'

গুরুমহাশয় নীরবে কথাটি শুনিলেন। ওই সামান্য কথাটি হইতেই বুঝিতে পারি অতি শৈশব হইতেই তাঁহার হৃদয়ে নামের মাহাত্ম্য স্ফূরিত হইয়াছিল।

সে-সময়ে হেজেল নামে একজন পাদ্রী সাহেব শান্তিপুরের এক ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্ব দিকে বানকের কুঠিনামে নীলকুঠির একটি পরিত্যক্ত বাড়ী লইয়া এক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রজগোপাল ও বিজয়কৃষ্ণ সেই বিদ্যালয়ে গিয়া ভর্ত্তি হইলেন। সেখানে ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গলা এই তিনটি বিভাগ ছিল। গোস্বামী মহাশয়েরা দুই ভাই সংস্কৃত বিভাগে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। সে সময়ে ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় ১২০০ শত। এখানে পাঠকালে বিজয়কৃষ্ণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

একটি বন্ধুলাভ হইয়াছিল—তিনিও ছিলেন শান্তিপুর বেজপাড়ার বৈদ্য বংশের ছেলে, নাম অঘোরনাথ গুপ্ত। এই অঘোরনাথ পরে সাধু অঘোরনাথ নামে বাঙ্গলাদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

শান্তিপুরে তখন খৃষ্টান মিশনারীদের বিশেষ প্রভাব ছিল। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন মিশনারি সোসাইটির হিল, ওয়ার্ডেন্ ও ট্রার্ভলৈ, শান্তিপুরে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেন। তাঁহারা শান্তিপুরবাসীদের সম্বন্ধে বলেন ঃ—"এখানকার লোকেরা খুব সরল এবং সাধারণ বাঙ্গালীর তুলনায় তাহারা অধিক আগ্রহের সহিত সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করে। শান্তিপুর খৃষ্টীয় মিশনারীদের উপযুক্ত প্রচারক্ষেত্র হইতে পারে কিনা সে সম্পর্কে এই সব পাদ্রীরা অনুকূল মন্তব্য পাঠাইয়াছিলেন। সে-সময়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে, শান্তিপুরের লোকসংখ্যা ছিল ৫০,০০০। ২০,০০০ ছিল বাড়ী। অনেক পুরাণো অট্টালিকা ছিল। শান্তিপুরের কাছাকাছি বহু জনপূর্ণ গ্রাম আছে, সেই সব গ্রামেও প্রায় ১০,০০০ হাজার লোকের বাস। গুপ্তিপাড়া শান্তিপুর হইতে ৬॥ মাইল দূরে গঙ্গার অপর তীরে অবস্থিত।

একথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে বিজয়কৃষ্ণের জন্মের পূর্ব্বে হইতেই শান্তিপুর খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকদের ছিল প্রচারকেন্দ্র এবং তাহার প্রভাব ঊনবিংশ শতাব্দীতেও হ্রাস হয় নাই।

বিজয় যখন হেজেল সাহেবের বিদ্যালয়ে পড়েন, তখন পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত হয়। বিদ্যালয়ের সব ছাত্রদের ইচ্ছা হইল যে একদিন রেলগাড়ী করিয়া বেড়াইয়া আসে। কিন্তু ছেলেরা এ-বিষয়ে কেহই সাহসী হয় না সাহেবকে বলিতে,—তখন বিজয়কৃষ্ণ অগ্রণী হইয়া সাহেবের নিকট কথাটা বলিলেন। সাহেব খুসী হইলেন এবং ছাত্র ও অধ্যাপকদের নিয়া নিজ ব্যয়ে রেল ভ্রমণ করাইয়া তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিলেন।

এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক যে পিতার মৃত্যুর পর পারিবারিক অবস্থা-বৈগুণ্যে ব্রজগোপাল ও বিজয়ের অনেক সময় মাতার সহিত তাঁহাদের শিষ্যবাড়ী যাইতে হইত, সেজন্য দুই ভাইয়ের একটু বেশী বয়সে অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল।

হেজেল সাহেবের বিদ্যালয়ে প্রায় বিশ জন অধ্যাপক শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী ছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহারা দুই ভাই সংস্কৃত বিভাগে পড়িতেন। এই বিভাগে ভাটপাড়া নিবাসী পণ্ডিত জগদীশ ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃত পড়াইতেন। এতদ্ব্যতাত শান্তিপুর নিবাসী পণ্ডিত বনমালী ভট্টাচার্য্য, রামেশ্বর লাহিড়ী, ইংরাজী শিক্ষক তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। এই সময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বসেল সাহেব নামে অপর একজন খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক আর একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন, ফলে হেজেল সাহেবের স্কুলটি উঠিয়া গিয়াছিল। এই নূতন স্কুলে খৃষ্টানদেরই ছিল আধিপত্য।

বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত করিয়া দুই ভাই আসিলেন গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের টোলে অধ্যয়ন করিতে,—তখনকার দিনে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের টোলের খুব নাম ছিল। টোলের নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক ছাত্রকেই প্রথমে ব্যাকরণ শিক্ষা করিতে হইত, ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি হইলে সাহিত্য পড়ানো হইত। বিজয় এই টোলে 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ' পড়েন।

ছাত্র-জীবনে বিজয়কৃষ্ণের সতীর্থ যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পরবর্ত্তীকালে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। কৃষ্ণপ্রসন্ন গোস্বামী, রামরক্ষিত মিত্র, গোলোককিশোর গোস্বামী, জয়গোপাল গোস্বামী প্রভৃতি সতীর্থগণ এবং অধ্যাপক পণ্ডিত কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী তর্করত্ন, পণ্ডিত বনমালী ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি সকলেই বিজয়কৃষ্ণের ছাত্রজীবন ও কিশোর জীবন সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন।

আমরা সংক্ষেপে তাঁহাদের কথা কিছু কিছু উল্লেখ করিলাম। সতীর্থ রাম-গোপাল গোস্বামী বলেন ঃ "বিজয় শৈশব হইতেই ছিলেন দয়ালু প্রকৃতির। গৃহহীন, অন্নহীন, দুঃখী, কাঙ্গাল, ভিখারী দেখিলে জলখাইবার পয়সা খুলিয়া তাহাদিগকে দান করিতেন। একবার রামলাল কুম্ভকার নামে একটি বালকের মাতা ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হন। সংস্কারবশতঃ কেহই রোগীর সেবা করিতে গেল না, কিন্তু নির্ভীক বিজয় সেই রোগীর শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।"

বিজয় যে 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ'খানা পড়িতেন, সেই হাতের লেখা ব্যাকরণের পুঁথির উপর গোবৎস এবং শ্রীকৃষ্ণ বলরাম মূর্ত্তি নানা বর্ণে চিত্রিত ছিলেন। বিজয় ভায়া আবৃত্তি করিবার পূর্ব্বে ঐ কৃষ্ণ বলরাম চিত্র দর্শন করিতেন। ঐ সময় তাঁহার দরদরিত ধারে অশ্রু পড়িত। আমাদের অধ্যাপক মহোদয় এই ব্যাপার দর্শন করিয়া বলিতেন—"এ বয়সেই এই অনুরাগ, এ কোন শাপভ্রষ্ট মহাপুরুষ, কখনও গৃহে থাকিবে না। আবার কখনও কখনও বলিতেন, এ ক্ষেপা ছেলে দেখছি।"

বাল্যজীবনেই তাঁহার দানশীলতা অঙ্কুরিত হইয়াছিল। জলখাবারের জন্য মাতার নিকট হইতে একটি করিয়া পয়সা পাইতেন, ঐ পয়সা দ্বারা নিজের জন্য জলখাবার না কিনিয়া টোলের পূর্ব্বধারে রাধানাথ প্রামাণিক নামে একটি প্রাচীন দুঃখী লোক বাস করিতেন, তাহাকে দান করিতেন, কোনদিন বা চাল আনিয়া রাধানাথকে দিয়া যাইতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজয়ের অন্যতম সতীর্থ জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় বলেন—"শৈশবেই বিজয়ের হৃদয়ে ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। টোলের দক্ষিণাংশে হরিনারায়ণ গোস্বামীর বাটী। সে বাটীতে শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। ঐ বিগ্রহের নাম কৃষ্ণচন্দ্র। বিজয় গোস্বামী ভায়া টোলের পাঠ শেষ হইলে প্রতিদিন ঐ শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে যাইতেন। দেখিতাম বিজয়কৃষ্ণ শ্রীমূর্ত্তির দিকে অনিমেষ লোচনে চাহিয়া রহিয়াছেন। দৃষ্টি স্থির, নয়নে দুই এক বিন্দু অশ্রু, হৃদয় ভাবরাজ্যে অনুপ্রবিষ্ট। ডাকিলাম নিরুত্তর। অধ্যাপক মহাশয়কে বিজয়ের এই কথা বলায় তিনি বিজয়কে তিরস্কার স্বরূপ বলিলেন :—"হাঁরে তুই প্রতি দিন ঠাকুর দেখতে যাস্ কেন? পড়াশুনা ত্যাগ করে ঠাকুর দেখতেই ব্যস্ত। আগে পড়াশুনা কর, বেশ ব্যুৎপত্তি জন্মাক, তারপর ও সকল করিস্।"

পণ্ডিত জয়গোপাল আরও বলিয়াছেন :—'অধ্যাপক মহাশয়ের টোলঘরে আমরা চাঁদা করিয়া সরস্বতী পূজা করিয়াছি। পূজা শেষ হইলে আমরা ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন ছাত্র বাগ্‌দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলাম। পুষ্পাঞ্জলি প্রদানকালে বিজয়ের হৃদয়ে প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। অশ্রুধারায় বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। অধ্যাপক গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্যাপার দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়া গেলেন, বলিলেন :—এ বয়সেই যেরূপ ভক্তি দেখিতেছি, ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই অদ্বৈতবংশের নাম উজ্জল হইয়া উঠিবে।"

অদ্ভুত ছিল জীবজন্তুর প্রতি তাঁর প্রেম। একবার একটি লোকের বাঁটুলের দ্বারা আহত হইয়া অশ্বত্থ গাছ হইতে একটি ঘুঘু পাখী রক্তাক্ত কলেবরে মাটিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিল। সেই পথে যাইতেছিলেন বিজয়—এই নৃশংস দৃশ্যে তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইল, বালক হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং নিকটবর্ত্তী 'চোরপুকুর' হইতে জল আনিয়া পাখীর মুখে ও গায়ে প্রদান করিলেন। মরণোন্মুখ পাখী দুই একবার কণ্ঠনালী নড়াইয়া পক্ষী জন্ম শেষ করিল। মৃত পক্ষী হস্তে বিজয় কাঁদিতে লাগিলেন। তৎকালীন জজপণ্ডিত পীতাম্বর তর্কবাগীশ মহাশয়ের বাড়ীর নিকট ঘটিয়াছিল এই ঘটনা। তিনি সস্নেহে বালককে কোলে টানিয়া লইয়া বহু চেষ্টায় তাঁহাকে শান্ত করিলেন। পাগুবাসী নামে যে লোকটি বাঁটুলের দ্বারা পাখীটিকে মারিয়াছিল, সে এই করুণ দৃশ্য দেখিয়া চিরদিনের জন্য শিকার ত্যাগ করিয়াছিল।

বিজয়ের যে সতীর্থদলের কথা বলিতেছি—তাঁহারা কেহই শান্ত সুবোধ ছেলে ছিলেন না। দল বাঁধিয়া নানাস্থানে নানারূপ দৌরাত্ম্য করিয়া বেড়াইতেন। এ-দলের অগ্রণী ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ। বাল্যকালে ঘোড়া ধরিয়া চড়িবার সখ ছিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইঁহাদের খুব। গোস্বামী প্রভুর বাড়ীর উত্তর দিকে একটা জঙ্গল ছিল—তাহার নাম ছিল 'কুচুইবন'। সেখানে বিজয় ও তাঁহার সঙ্গিগণ ঘোড়া ধরিয়া রাখিতেন। অনেক সময় পনেরো, কুড়ি দিন এমন কি এক মাস কালও ঘোড়া লুকাইয়া রাখা হইত।

একবার মালিপোঁতা নামক পল্লীর জমিদার অম্বিকা বাবুর ঘোড়া লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন এই দুরন্ত কিশোর দল। অম্বিকা বাবু জানিতে পারিলেন যে, গোঁসাইপাড়ার ছেলেদের এই কাজ, তাহারাই তাঁহার ঘোড়া ধরিয়া রাখিয়াছে। তিনি বিজয়ের বন্ধুদের যখন ঘোড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সকলে মিথ্যা কথা বলিলেন—বলিলেন না বিজয়। বিজয়কে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, তখন তিনি অকপটে—অকুতোভয়ে ঘোড়া বাঁধিয়া রাখিবার কথা স্বীকার করিলেন। শান্তিপুর তখন মহকুমা ছিল। এত বড় দুঃসাহসী ছিল এই দল যে, সেকালে জবরদস্ত হাকিম ঈশ্বর ঘোষাল মহাশয়ের আস্তাবল হইতে তাঁহাদের দুঃসাহসী সঙ্গী পেশা ধোপা হাকিমের ঘোড়া চুরি করিয়া আনিয়াছিল। সকলে একে একে তাহাতে চড়িয়াছেন। বিজয় যেমন চড়িয়াছেন—তখনই পরিচিত অশ্বের হ্রেষারব শুনিয়া ঘোষাল মহাশয়ের সহিস ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাদের ধরিয়া ফেলিল। ভয়ে সকলে পলাইয়া গেল। পলাইলেন না বিজয়। বিজয়কে সেই অবস্থায় ডেপুটির নিকট নেওয়া হইলে, ডেপুটি ঘোষাল মহাশয় প্রশ্ন করিলেন—'কেন তোমরা আমার ঘোড়া নিয়েছিলে?' বিজয় উত্তর দিলেন: 'আমাদের ঘোড়ায় চড়বার সখ হয়েছিল তাই!'

কিশোর বিজয়ের সত্যনিষ্ঠায় এবং নির্ভীক বাক্যে ঈশ্বর বাবু সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন—যখন তোমাদের ঘোড়ায় চড়বার সখ হবে, তখন আমাকে জানিও। সহিস ঘোড়া সাজিয়ে দিবে। ঈশ্বর বাবুর অভিপ্রায় অনুসারে যখনই তাঁহাদের ঘোড়ায় চড়বার সখ হইত, জানাইলে সহিস জিন ও লাগাম দ্বারা অশ্ব সাজাইয়া দিত, মহানন্দে বিজয় ও তাঁহার সঙ্গীর দল ঘোড়ায় চড়িতেন।

সেকালে নীলক্ষেত লইয়া প্রায়ই চলিত দাঙ্গা-হাঙ্গামা। শান্তিপুরের প্রতাপশালী জমিদার মতিবাবু এবং অপর জমিদার চট্টোপাধ্যায়দের সঙ্গে প্রায়ই চলিত দাঙ্গা-হাঙ্গামা। সেই অনুকরণে কুচুবনকে নীলক্ষেত করিয়া দুই দলে বিভক্ত হইয়া ইঁহারা করিতেন কৃত্রিম দাঙ্গাহাঙ্গামা। এই কৃত্রিম দাঙ্গায় লাঠি, বর্শা, দা, ছুরি প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। একদিন দাঙ্গা খেলিতে খেলিতে বিজয় দলের একটি কাঁসারীর ছেলেকে এমন ছুরির খোঁচা মারেন যে তার শরীরের এক স্থানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গভীর ক্ষত হইয়া অবিশ্রান্ত ধারায় রক্ত পড়িতে থাকে, বালকের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া সঙ্গীদল পলাইয়া গেলেন— বিজয় পলাইলেন না, তিনি অটল অচলভাবে বন্ধুর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

মুহূর্ত্তমধ্যে বালকের মাতা—"কে খুন করিল? কে খুন করিল"? বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আহত বালক বিজয়কৃষ্ণের প্রতি এতদূর অনুরক্ত ছিল যে পাছে তাহার বাবা-মা আসিয়া বন্ধুকে গাল মন্দ দেন, এই আশঙ্কায় কে তাহাকে আঘাত করিল, সে কথা কাহাকেও বলে নাই। এদিকে বালকের পিতামাতার কানে এই সংবাদ গেলে,—অমনি তাঁহারা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিলেন। বিজয় আহত বালকের পাশে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেছিলেন। বালকের বাবা মার কাছে অকপটে নিজের দোষ স্বীকার করিলেন। তাঁহারাও বিজয়ের নির্ভীক সত্যবাদিতা এবং বন্ধুর প্রতি ভালবাসা, সেবা ও যত্ন দেখিয়া কোন রূঢ় ব্যবহার তাহার প্রতি করিলেন না এমন কি একটি কটু কথাও বলিলেন না।

বিজয়ের মা স্বর্ণময়ীর কাছে এ-সংবাদ পৌছিয়াছিল। তিনি সেখানে আসিয়া বালকের পিতামাতাকে মিষ্ট বাক্যে শান্ত করিলেন এবং কিছু খাদ্য সামগ্রী দিয়া তাঁহাদের বাড়ী রাখিয়া আসিলেন। বন্ধুবৎসল বিজয় তাঁহার কর্ত্তব্য সেইখানেই শেষ করেন নাই। তিনি তাঁহার আহত বন্ধুকে প্রতি দিন দেখিয়া আসিতেন ও সঙ্গে লইতেন শ্যামসুন্দরের প্রসাদ। বন্ধুকে নিজের হাতে প্রসাদ খাওয়াইয়া তবে তিনি বাড়ী ফিরিতেন। এমনি ছিল বিজয়ের বন্ধুপ্রীতি।

সেকালে কালনার ঝুলনের মেলা প্রসিদ্ধ ছিল। ছেলেরা দল বাঁধিয়া ঝুলন দেখিবার জন্য কালনা যাইত। গঙ্গা পার হইয়া কালনা যাইতে হইলে নৌকা চাই। নৌকা কোথায় পাইবে? সে জন্য তাঁহারা যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা বলিতেছি :—রাত্রিকালে শান্তিপুরের গঙ্গার ঘাটে মাঝিদের যে-সব নৌকা বাঁধা থাকিত, সেই সব নৌকা খুলিয়া লইয়া ছেলের দল যাইতেন কালনা, আবার প্রত্যূষের পূর্ব্বেই যথাস্থানে নৌকা আনিয়া বাঁধিয়া রাখিতেন এবং পরে যার যার বাড়ী ফিরিয়া যাইতেন।

এইরূপ যাতায়াত চলিতেছে একদিন বাধিল ভীষণ প্রমাদ। বিজয় ও তাঁহার সঙ্গীদল কালনায় পৌছিয়াছেন। সেখানে পৌছিবার পর দেখিতে দেখিতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল, গভীর মেঘগর্জ্জন ও বিদ্যুতের ঝলকে সকলে ভীত হইয়া পড়িলেন। এই অবস্থায় সেই রাত্রিতে কাহারও নৌকা লইয়া শান্তিপুরে ফিরিতে সাহস হইল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেদিন সারারাত্রি অবিশ্রান্ত ধারায় বর্ষণ হইল। পরদিন প্রাতে আকাশ পরিষ্কার হইলে মাঝিদের ভয়ে কেহই নৌকায় আসিতে সাহস করিলেন না। ঝুলন মেলায় তাঁহাদের সকল পয়সা খরচ হইয়াছিল। হাতে পয়সা না থাকায়, খেয়া পার হইয়া শান্তিপুর আসাও কষ্টকর হইল। কিন্তু বিজয় খেয়াঘাটে আসিয়া, নিজেদের অবস্থা এক মাঝিকে বলিলেন; বলিলেন যে সমস্ত রাত্রি আমাদের অনিদ্রায় কেটেছে। আমাদের হাতে একটি পয়সাও নাই, এখন তুমি যদি দয়া করে আমাদের ওপারে পৌঁছে দেও তবে খুব উপকার হয়। ভাই মাঝি তোমার দয়ার উপর নির্ভর করছি।

মাঝি বিজয়ের মধুর বাক্যে মোহিত হইল এবং বিনা পয়সায় তাঁহাদের খেয়া পার করিয়া দিল।

বিজয় বিষণ্ণ মনে বাড়ী ফিরিলেন।

এদিকে মাঝিরা—চারিদিকে নৌকার সন্ধান করিতেছিল। তাহারা দরিদ্র। নৌকা চুরি হইলে কি করিয়া খাইবে তাহারা। উত্তেজিত মাঝিরা অপরাধীদের ধরিতে পারিলে প্রহার করিতেও ছাড়িত না। এইরূপ অবস্থায়—

মার কাছে আসিয়া বিজয় তারা যে অন্যায় কাজ করিয়াছেন সে-কথা বলিলেন।

মা বলিলেন—কাজটাত ভাল করনি বাবা? তৎক্ষণাৎ কিছু পয়সা দিয়া বলিলেন,—যাও মাঝিদের পয়সা দিয়ে দোষ স্বীকার করে গিয়ে ক্ষমা চাও।

এমন মা না হইলে কি এমন ছেলে হয়?—বিজয় গেলেন গঙ্গার তীরে। মধুর বাক্যে সকলের হইয়া ক্ষমা চাহিলেন মাঝিদের কাছে। মাঝিরা সন্তুষ্ট হইল, গোল মিটিয়া গেল।

এখন কথা হইতেছে যে কালনার কোন্ কোন্ স্থানের ঝুলন মেলা দেখিতে বিজয়ও তাঁহার বন্ধুগণ যাইতেন? আমার এ প্রশ্নের উত্তরে কালনা হইতে পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্ আশুতোষ মণ্ডল আমাকে কালনা হইতে লিখিয়াছেন—"গৌরীদাস পণ্ডিতের বাড়ীই এখানকার অন্যতম এবং প্রাচীনতম প্রসিদ্ধ জায়গা কিন্তু এখানে কোনো দিন ঝুলন হয় না, আগেও হইত না। নিয়ম নাই। বর্দ্ধমানাধিপতি রাজা তেজচন্দ বাহাদুর এখানে লালজি বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং তিনিই এখানে লালজির ঝুলন উৎসব সমারোহের সহিত করিতে আরম্ভ করেন, সে নাকি দু'শো বছর আগের কথা। অদ্যাবধি লালজির ঝুলন উৎসব সমারোহের সহিত হইয়া থাকে। ১৩ দিন চলে। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে শ্যামচাঁদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হন – বৰ্দ্ধমান রাজা একটি মহিলাকে মাতাজী বলিতেন তাঁহারই বাড়ীতে। সেখানেও সমারোহের সহিত ঝুলন হয়। শ্রীশ্রীগোঁসাই বাল্যকালে এই দুই জায়গায় ঝুলন দেখিতেন মনে হয়। গোঁসাইকে এখানকার লোক তেমন চেনে না, সুতরাং তিনি কোথায় আসিতেন না আসিতেন, তাঁহার খোঁজ করে কে? প্রয়োজন বোধ করেন না।"

নানারূপ উপদ্রব করিতে—দুষ্টুমি করিতে বিজয়ের দল ছিল অগ্রণী। শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী সুতাগড় প্রভৃতি পল্লী হইতে গোয়ালিনীরা প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় ছানা লইয়া ময়রার দোকানে চলিয়াছে —

বিজয়ের বাড়ীর পাশ দিয়া পথ। তাহাদের লাঞ্ছনা দিবার জন্য মন্ত্রণা দিতেন বিজয়ের দল ছোট ছোট শিশুদের, তাহারা পথে গর্ত্ত করিয়া রাখিত আবার দুই পথের উপর আড়াআড়ি করিয়া দড়ি বাঁধিয়া রাখিত। যেমন গোয়ালিনীরা সেই পথ দিয়া আসিত, অমনি দুইজন শিশু দুই দিক হইতে দড়ি ধরিয়া দিত টান। গাছের আড়ালে পথের পাশে এমন ভাবে শিশুরা লুকাইয়া থাকিত যে গোয়ালিনীরা তাহাদের দেখিতে পাইত না। এই কৌশলে তাহাদের ছানার হাঁড়ি মাটিতে পড়িয়া যাইত, তাহারা হোঁচোট খাইয়া পড়িয়া যাইত—শেষটায় গোয়ালিনীরা কান্না জুড়িয়া দিত। বিজয় এই অন্যায় কাজের জন্য ব্যথিত হইতেন এবং মার কাছ হইতে টাকাকড়ি আনিয়া গোল মিটাইয়া দিতেন।

কখনো বা সঙ্গীদলসহ মাঠে গিয়া মটরশুঁটি তুলিয়া আনিতেন। কৃষাণরা গালাগালি করিত, সেদিকে তাহারা ভ্রূক্ষেপও করিতেন না।

শান্তিপুরে দেবীরায়ের আম বাগান ছিল বৃহৎ ও সুন্দর। আম গাছের নিবিড় ছায়ায় বিজয় ও তাঁহার সঙ্গীগণ করিতেন বনভোজনের আয়োজন! প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়ী হইতে বাসনকোসন ও খাদ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতেন। রন্ধন করিতেন বিজয়। সে-বয়সেই অতি চমৎকার রাঁধিতে পারিতেন তিনি। সকলের সঙ্গে আনন্দে হৈ চৈ করিয়া হইত বনভোজন শেষ। ভোজন শেষে ডাকিয়া আনিতেন রথডাঙ্গার পাড়ার মুচীদের ছেলে মেয়েদের—ভেড়ীপাড়ার বালকবালিকাদের, তাহাদের মধ্যেও খাদ্য বিতরণ করিয়া সকলে পাইতেন আনন্দ।

কিছুকাল বিশ্রামের পরে সেই আম্রকুঞ্জবনে আরম্ভ হইত খেলাধূলা। 'গোষ্ঠ-লীলার' অভিনয়। কেহ সাজিতেন শ্রীদাম, কেহ সাজিতেন সুদাম। বিজয় সাজিতেন কৃষ্ণ। দাদা ব্রজগোপাল সাজিতেন বলরাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজয় ও তাঁহার সঙ্গীদলের মধ্যে একটি বালক ছিল। তাহার নাম ছিল রামযাদু, সে ছিল বৈষ্ণব। বিজয় তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাহার মা ছিল ভিখারিণী। সে ভিক্ষা দ্বারা অতিকষ্টে কোনরূপে কায়ক্লেশে সংসার চালাইত। মাতা রামযাদুকে প্রায় ভিক্ষায় পাঠাইত। কিন্তু পাছে ভিক্ষার জন্য দূরে যাইতে হয়, সেজন্য বিজয় বাড়ী হইতে তাহাদের জন্য চাউল, ডাল কখনও কখনও তাহার পরিবার জন্য কাপড়, পিরাণ, দোলাই প্রভৃতি আনিয়া দিতেন। এমনি ছিল বন্ধুপ্রীতি।

বিজয়ের শৈশবকালে শান্তিপুরের স্থানে স্থানে প্রায়ই রামায়ণ কথকতা হইত। তারণ গোস্বামী মহাশয় ছিলেন শান্তিপুরের একজন বিখ্যাত কথক। তিনি অতি সুমধুর ভাষায় সুমিষ্ট সঙ্গীত সহকারে কথকতা করিতেন। ছেলেরা সকলেই তাঁহার কথকতা শুনিতে ভালবাসিতেন। কথকঠাকুরের জন্য বিজয় স্বহস্তে মালা গাঁথিয়া লইয়া যাইতেন। ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে বিজয় প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইতেন। অশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত। এই অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া কথকঠাকুর বলিতেন —"এই বালকের প্রেমের সঞ্চার হইয়াছে।"

শান্তিপুরের গঙ্গাতীরে বক্তার ঘাটে সে সময় লছমন দাস নামে একজন বৈষ্ণব সাধু বাস করিতেন। সাধু লছমন দাসের নাম অনুসারে তাঁহার আশ্রমের কাছে গঙ্গার একটি ঘাট ছিল। সে ঘাটের নাম হইয়াছিল "লছমন ঘাট'। বাবাজীর যে ক্ষুদ্র কুটীর ছিল, সেই কুটীরের চারিদিকের দৃশ্য ছিল অতি মনোহর। কুটীরের চারিদিকে অশ্বত্থ বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা সবুজ সুন্দর পত্র-পল্লবে সমাচ্ছন্ন থাকায় দেখাইত যেন ক্ষুদ্র বিহঙ্গের নীড়। স্থানটি ছিল স্নিগ্ধ ও শান্তিপূর্ণ বিজন প্রকৃতির কোলে অবস্থিত। 'মুক্ত-প্রকৃতি যেন সমস্ত সৌন্দর্য্য দিয়া আশ্রমখানিকে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সম্মুখে কলনাদিনী গঙ্গা তাঁর নির্ম্মল পবিত্র জলরাশি বুকে লইয়া নাচিতে নাচিতে বহিয়া যাইতেন, সকালে ও সন্ধ্যায় অবসর ও সুযোগ পাইলেই বিজয় ও তাঁহার বন্ধুর দল বাবাজীর কুটীরের কাছে আসিতেন এবং পরমানন্দে সূর্য্যের উদয় ও দিনান্তের সূর্য্যের বিদায়ক্ষণ দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা আসিয়া দেখা দিত। গঙ্গার শুভ্রবুকে কে যেন একখানি কালো আবরণী ফেলিয়া দিত।

অতি সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন লছমন দাস বাবাজী। বিজয়কৃষ্ণ বাবাজীর গান শুনিতে বড়ই ভালবাসিতেন। সুললিত কণ্ঠে বাবাজী যখন দোঁহাবলী পাঠ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS শ্রীউমাশংকর সরকার

করিতেন, তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। 'চক্ষুমুদিত থাকিত, নয়নদ্বয়ে দর দরিত ধারা বহিত। কিছুতেই উঠিতে চাহিতেন না।

বাবাজী বলিতেন,—"বিজয়ের অবস্থা অতি মনোহর, হৃদয় প্রেমরসে পূর্ণ।' বাবাজী বিজয়কে দেখিলেই বলিতেন—"একজন মহাপুরুষ। এখনই এর নির্ম্মল ভক্তিলাভ হয়েছে। এ কথা শুনিলে বিজয় সেখান হইতে পলায়ন করিতেন। লজ্জা হইত তাঁর। বাবাজী গাহিতেন : 'আজ হোলি খেলিব শ্যাম তোমার সনে, একাকী পেয়েছি তোমায় নিধুবনে।'

সেকালে বিজয়ও তাঁহার সঙ্গী বালকেরা যে সব খেলা খেলিতেন, তাহাও হয়ত একালের অনেকে জানেন না। খেলিবার স্থান ছিল বিজয়ের বাটী, অন্নদাঠাকুরের বাগান, মধু ভট্টাচার্যের বাড়ীর প্রাঙ্গণ, সিংহদিগের বাড়ীর বহির্ভাগ, শ্যাম চাঁদনীতলা প্রভৃতি স্থান। তাঁহাদের খেলা ছিল খোড়ান্থটি, দাণ্ডাগুলি নক্সা ইত্যাদি। বিজয়ের দ্বিতল গৃহে কোজাগরী পূর্ণিমার দিন সারারাত্রি চলিত খেলা।

শান্তিপুরের ধুলট উৎসব সে-সময়ে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত। বিজয় ও তাঁহার বন্ধুদের লইয়া ধূলট উৎসব আরম্ভ করিলেন। ছেলের দল এমনি মাতিয়া উঠিল যে এক মাস কাল তাহাদের ধূলি ছড়ানোর উপদ্রবে সে পথে লোক চলাচল বন্ধ হইয়া গেল। জনসাধারণ হাকিম ঈশ্বর বাবুর কাছে নালিশ করিল যে—হুজুর, গোঁসাইপাড়ার ছেলেদেঁর ধূলা খেলার জন্য ঐ পাড়ার পথ চলা বন্ধ হয়েছে। পাড়া প্রায় জনহীন হয়ে পড়েছে।"

ঈশ্বরবাবু তখন কনেষ্টবলদের হুকুম দিলেন—"তোমরা দূর হতে ছেলেদের তাড়িয়ে দিবে। সকলেই ভদ্রসন্তান, সাবধান কোন অত্যাচার করোনা। পুলিশের সতর্ক দৃষ্টিতে তাঁহাদের সখের ধূলট খেলা ভাঙ্গিয়া গেল।

সেকালে বিজয়ের সঙ্গীগণ কৃপণদিগের জব্দ করিবার জন্য—তাহাদের বাড়ীতে বাড়ীতে কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি প্রতিমা রাখিয়া আসিতেন তাঁহাদের ঐ সকল দেব-দেবীমূর্ত্তি বাধ্য হইয়া পূজা করিতে হইত এবং তাঁহারা সে উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া সানন্দে মিষ্টান্ন ভোজন করিয়া আসিতেন।

বিজয় ও তাঁহার সঙ্গীগণ চড়ক পূজাও করিতেন। সে সময় যথারীতি তাঁহাদের গাজন বসিত, সন্ন্যাসী থাকা হইত। চড়ক পূজার সঙ্গে সঙ্গে গাজনের মেলা ছিল অতি প্রসিদ্ধ। বিজয়কৃষ্ণ হইতেন মূল সন্ন্যাসী। শিয়ালকাঁটার গাছ বিছাইয়া দিতেন গড়াগড়ি। এই দুর্দ্দান্ত কিশোরদল শ্মশান হইতে মড়ার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাথাগুলি আনিয়া অগ্নিকুণ্ডে ফেলাইয়া আগুন সন্ন্যাস করিতেন। শিব গড়িয়া শিব পূজা করিতেন। চড়কের সময় বাঁশের চড়কগাছ তৈরী করিয়া বিজয় তাঁহার বন্ধুগণসহ পাক খাইতেন।

ক্রীড়া-কৌতুক বিষয়ে অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তি ছিল বিজয়ের। তখনকার দিনে বৈশাখ মাসে পথিকদিগের জন্য নানা বিভিন্ন স্থানে ছায়াশীতল তরুচ্ছায় জলছত্রাদির ব্যবস্থা ছিল। বিজয়কৃষ্ণ সেই দুপুরে প্রখর রৌদ্রতাপ উপেক্ষা করিয়া নিজের হাতে রৌদ্রতাপ দগ্ধ তৃষ্ণার্থ পথিকদের জল দান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন।

বিজয়ের স্নেহের ও ভালবাসার এমনি অপূর্ব্ব আকর্ষণ ছিল যে, তাঁহার বন্ধুগণ নিজ নিজ বাড়ী হইতে পলাইয়া আসিয়া বিজয়ের বাড়ীতে আশ্রয় লইতেন। স্নেহময়ী জননী স্বর্ণময়ী দুরন্ত বালকদের ডাকিয়া তাঁহার নিজের কাছে শোয়াইয়া রাখিতেন। আর আদর করিয়া নানা রূপকথা শুনাইতেন। বলিতেন ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, দুয়োরাণী-সুয়োরাণী, রাক্ষস-রাক্ষসী, কত কি কাহিনী। তাঁহার রূপকথা বলিবার শক্তি ছিল অসাধারণ। গল্প শুনিতে শুনিতে বালকদের চোখ দু'টি ঘুমে ঢুলিয়া আসিত—অজ্ঞাতসারে হুঁ দেওয়া বন্ধ হইত। বিজয়কৃষ্ণের জননী এমনি সুকৌশলে বিজয় ও তাঁহার বন্ধুদের গল্প বলিতে বলিতে বাতাস করিতে করিতে ঘুম পাড়াইয়া পরে মন দিতেন গৃহকার্য্যে। তারপর বেলা শেষে শ্যামসুন্দরের রক্ষিত বৈকালিক শীতলা প্রসাদ খাওয়াইয়া যার যার বাড়ী পাঠাইয়া দিতেন।

ভক্তবীর বিজয়কৃষ্ণের শৈশব হইতেই ছিল অসাধারণ সেবাপরায়ণতা, নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়াও তিনি পরের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিতেন। এখানে একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি: শান্তিপুরে গঙ্গাস্নান উপলক্ষে বহু যাত্রীর সমাগম হইয়াছে। বিসূচিকা রোগ প্রসার লাভ করিয়াছে যাত্রীদের মধ্যে। একটি স্নানযাত্রী বালকের বিসূচিকা রোগ হইয়াছে, আত্মীয়স্বজন সকলে প্রাণভয়ে পলাইয়াছে। কে দেখে বালককে? ব্যথিতা মাতা একান্ত অসহায় ভাবে সন্তানের পাশে বসিয়া কাঁদিতেছিলেন। বালক রোগ-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করিতেছে! জল-জল, কে তার মুখে তুলিয়া দিবে এক ফোঁটা তৃষ্ণার জল!

বিজয় এই করুণ দৃশ্য দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং গ্রাম হইতে পাল্কী আনিয়া পণ্ডিত গোলোককিশোর গোস্বামীর নাটমন্দিরে আনিলেন। চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল, সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিল বিজয় ও তাঁহার বন্ধুদল। বালক রোগমুক্ত হইল। বিদায়কালে বালকের মাতা, বিজয়ের হাত দু'খানি ধরিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাঁদিয়া ফেলিলেন। কত আশীর্ব্বাদ করিলেন। সকলে অবাক্-বিস্ময়ে সেই পবিত্র দৃশ্য দেখিলেন। বিজয়ের সেই কিশোর বয়সেই হৃদয়ে এমনি করিয়া করুণার মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত ছিল।

প্রভুপাদের পিতা আনন্দচন্দ্র শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন। শিশু বিজয় নিস্তব্ধ হইয়া চাহিয়া থাকিতেন। শ্যামসুন্দরের আরতির বাজনা বাজিলে বালক শ্রীমন্দিরে কাঁশর বাজাইবার জন্য ছুটিয়া আসিত। আরতি অন্তে নিত্য কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে বিজয় দুই হাত তুলিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিতেন।

তাঁহার অদ্ভুত খেলা ছিল। তিনি দুই হাতে চক্ষু ঢাকিয়া তাঁহার সাধের শ্যামসুন্দরের সহিত খেলা করিতেন। বলিতেন "শ্যামসুন্দর টু" অমনি পলাইয়া যাইতেন। আবার খানিকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বিগ্রহের প্রতি তাকাইয়া —"ওঃ ছিঃ। ছিঃ! ছিঃ! আমায় দেখতে পেলেনা ?" বলিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিতেন।

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর বিগ্রহের প্রতি ছিল তাঁহার অসাধারণ ভক্তি। শ্যামসুন্দর বিগ্রহকে খাওয়াতে, শোয়াইতে, স্নান করাইতে ও মালা প্রভৃতি পরাইয়া দিতে হয় বলিয়া বালক তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেন 'কিছু পারনা তুমি নিজে করতে ?' একবার দোলের সময় ঠাকুরকে সজ্জিত করিতে করিতে অলঙ্কারের ঘর্ষণে শ্রীঅঙ্গে আঁচড় পড়িয়া যাওয়ায় ব্যথিত বিজয় কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন।

শ্যামসুন্দরের প্রতি তাঁহার বালসুলভ হিংসাও বেশ ছিল। একবার ফুল দোলের সময় শ্যামসুন্দরকে ফুলসাজে সজ্জিত হইতে দেখিয়া বালক সেই গুলি নিজে পরিবার জন্য বায়না ধরেন। কেহ সে বায়না পূরণ করিতে আসিলনা দেখিয়া সে সঙ্গিগণ সহ নানা স্থান হইতে পুষ্প-চয়ন করিয়া আনিয়া বাসনা পূর্ণ করিল। বিজয় হাতে মাথায় ও গলায় ফুল পরিয়া শ্যামসুন্দরকে দেখাইয়া গর্ব্ব অনুভব করিতে লাগিলেন।

একদিকে যেমন বিজয়ের হৃদয় নানা মহৎ ভাবে পূর্ণ ছিল, তেমনি অত্যন্ত কৌতুক-প্রিয় ছিলেন। শুধু যে নিজ পরিজনেরাই তাঁহার উপদ্রবও ব্যঙ্গ সহ্য করিত তাহা নহে, পাড়াপ্রতিবেশীরাও তাঁহার সেই বিদ্রূপ ও কৌতুকের হাত হইতে উদ্ধার পাইত না। অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য বলেন ঃ বালক কাহাকেও খেপাইতেন, কাহাকেও ভেংচাইতেন। প্রতিবাসী রামলালকে দেখিলে তাহাকে হাততালি কিংবা তুড়ি দিতে দিতে তাহার অনুসরণ করিয়া—

"তাঁতি তাঁত বুন্‌তে মন,
তুটো কেষ্ট কথা শোন্"

ম. বি.—৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া বালককে ক্ষেপাইতেন।

কলহপ্রিয়া স্ত্রীলোকদিগের ভাষার অনুকরণ করিয়া তাহাদিগকে জ্বালাতন করিয়া তুলিতেন। গাছের উপর লুকাইয়া থাকিয়া দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের মস্তকে থুতু দিতেন।

শৈশব হইতেই বিজয়ের ছিল সংস্কারপন্থী মন। দেশের সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতি দমন কুপ্রথা ও কুসংস্কার নিবারণ, লোকের দুঃখ ক্লেশ দূরীকরণে ছিল তাঁহার অসীম উৎসাহ। নানা দুর্নীতি দূর করিবার জন্য একটি দল গঠন করিয়াছিলেন।

সেকালে বর্ষা আসিলে ঘনবর্ষণের ফলে পথঘাট হইত পিছিল ও কর্দ্দমাক্ত! লোকে পথ চলিতে পারিত না। পদে পদে হুঁচোট খাইত! তাহারা কাদায় লুটোপুটি খাইত। লোকের এই দারুণ ক্লেশে ব্যথিত হৃদয় বিজয় সঙ্গিগণ সহ কোদাল হাতে মাটি কাটিয়া ভরাট করিতেন। নালা কাটিয়া রাস্তার বদ্ধ জল বাহির করিতেন এবং সাধ্যমত জনসাধারণের এইরূপ সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেন। পাড়াপ্রতিবেশী সকলে তাঁহার এইরূপ কল্যাণকর কার্য্যের জন্য শতমুখে প্রশংসা করিত। পল্লী-উন্নয়ন ও সংস্কার সম্বন্ধে এমনি ছিল তাঁর উৎসাহ ও উদ্যম।

তখনকার দিনে শান্তিপুরে স্ত্রী-পুরুষের স্নানের ঘাট পৃথক না থাকায় স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই একঘাটে স্নান করিতে হইত। সেকালে ত আর সেমিজ-কামিজ পরিবার রীতি ছিল না—কাজেই সূক্ষ্মবসনপরিহিতা নারীদের লজ্জা নিবারণ বড় একটা হইতনা। যাহাতে স্ত্রীলোক পুরুষদের স্নান করিবার ঘাট পৃথক করা হয় সেজন্য বিজয়কৃষ্ণ হইলেন বন্ধুজনসহ মনোযোগী এবং নিজের হাতে পৃথক ঘাট করিয়া দিলেন। তথাপি পাছে স্ত্রী পুরুষ একঘাটে স্নান করে, এজন্য বিজয় নিজ সঙ্গিগণ সহ উপস্থিত থাকিয়া তাহার প্রতিরোধ করিতেন। ইহাতে কতিপয় দুষ্ট লোক বিজয় ও তাঁহার দলের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করিল, এমনকি তাঁহাদের মারপিট করিতেও উদ্যত হয়, কিন্তু তাহাদের সেই দুষ্ট অভিসন্ধি পূর্ণ হইতে পারে নাই। শান্তিপুরবাসী সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা এই কার্য্যে বালকদের সহায় হইলেন এবং তখনকার ডেপুটি বাবু ও ছোট আদালতের হাকিম বাহাদুরের কানে কথাটা উঠিলে, তাঁহারা এই কার্যের সহায়ক হইলেন এবং উদ্যোগী হইয়া স্ত্রী-পুরুষের স্নানের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র ঘাট নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। যদি কোন দুষ্ট লোক অশান্তির সৃষ্টি করে এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে সেই জন্য তথায় কিছুদিন দুইজন করিয়া পুলিশ প্রহরী রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

সেকালে শান্তিপুরে যদুপাল নামে এক বালক দুর্নীতিপরায়ণ ছিল। তাহাকে বিবিধ সদুপদেশপূর্ণ মিষ্ট কথায় কিছুতেই তাহার চরিত্রের পরিবর্ত্তন করিতে না পারায় একদিন বিজয় ও তাঁহার কতিপয় সঙ্গী 'বাচ খেলার' প্রলোভন দেখাইয়া যদুপালকে নৌকায় তুলিয়া "মাঝ গঙ্গায়" গেলেন এবং তিরস্কার করিতে করিতে বলিলেন: "যদি আজ হইতে তুমি সমস্ত কু-অভ্যাস জন্মের মত ত্যাগ না কর তাহা হইলে এখনই তোমাকে জলে ফেলে দিব।"

বালক অত্যন্ত ভীত হইয়া গঙ্গা জল স্পর্শ করিয়া শপথ করিল আর সে এমন কাজ করিবেনা। তখন বিজয় সান্ত্বনা দানে তাহাকে ছাড়িয়া দেন। সেদিন হইতে বালকের চরিত্র সংশোধিত হইয়াছিল। তাঁহার এক খেলার সাথী ছিল মগুপায়ী। বিজয়কৃষ্ণের কথায় সমুদয় বন্ধুদল তাহার সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছিল। কেহ তাহার সহিত কথা কহিতনা, খেলিতনা, মিশিতনা। সেই বালকটি মনের দুঃখে দেশত্যাগী হইল। কতদিন চলিয়া গিয়াছে, বিজয় তাহাকে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছেন। ১২।১৪ বৎসর পরে একদিন ঐ বন্ধু শান্তিপুরের বাটীতে আসিয়া গোস্বামী মহাশয়ের বাড়ীর বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে আহ্বান করিল। গোস্বামী মহাশয় তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া পরিচিত বলিয়া বোধ করিলেন, কিন্তু তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। পরে পরিচয় হইলে সে বলিল: "আপনার শাসন ও কৃপাতেই আমার এই অবস্থা।' সে পরবর্ত্তী জীবনে পরম বৈষ্ণব ও ভক্ত হইয়াছিল।

শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি পর্ব্বদিনে বিজয় কঠোরতার সহিত উপবাস করিতেন। মালাতিলকে অতি সুন্দর দেখাইত তাঁহাকে।

শান্তিপুরের সমাজে চরিত্রবান লোকের সংখ্যা খুব বেশী ছিলনা। কিন্তু এই কিশোর, উদ্ভিন্ন যৌবনে ছিলেন নির্ম্মল শতদলের মত পবিত্র। কোনরূপ চপলতা তাঁহার চরিত্রে ছিল না। তাঁহার চরিত্র ছিল দৃঢ়, ছিল অসাধারণ সংযম ও পবিত্রতা।

থাক নামে এক চরিত্রহীনা স্ত্রীলোক কিছু দিন তাঁহাদের বাড়ীতে পরিচারিকা ছিল। বিজয় টোল হইতে বাড়ী ফিরিয়া বাহিরে অপেক্ষা করিতেন। মা বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া যাইতেন।

সেই কিশোর বয়সেই তাঁহার মহৎ ও সাধু ব্যবহার, ধর্ম্মে নিষ্ঠা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শান্তিপুরের ঘরে ঘরে প্রচারিত হইয়াছিল। কোনও ব্রত পার্ব্বণ প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণ ভোজন বা দান করিতে হইলে গৃহস্থেরা বিজয়কে আহ্বান করিতেন। তাঁহাকে ভোজন করাইয়া দান করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিতেন।

রোগীর সেবা, দরিদ্রের খাদ্য-সংস্থান, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীদের সেবা করিতে সাধারণ লোকেরা, এমনকি আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীরা পর্য্যন্ত ভীত হইত—সেইখানে বিজয় সদলবলে উপস্থিত হইয়া পীড়িতের সেবা ও মৃতের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। একদিনের একটি ঘটনা বলিতেছি :

'আগুন! আগুন!' চীৎকার উঠিয়াছে চারিদিকে। গেল! গেল! সব গেল! বলিয়া উঠিয়াছে হাহাকার ধ্বনি! পাড়ার লোকের ঘুম ভাঙ্গিল, বিজয়কৃষ্ণ গভীর নিশীথে জাগিয়া দেখিলেন তাঁতিপাড়ায় আগুন লাগিয়াছে। সাপের জিহ্বার মত লক্‌লক্ করিতেছে অগ্নির শিখা! স্ত্রীলোক-শিশু পুরুষ ও বৃদ্ধ সকলে কাঁদিতেছে। কে এই বিপদের হাত হইতে রক্ষা করিবে?

এমন সময় সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! বিজয় তাঁহার সঙ্গিদল লইয়া ছুটিয়া আসিয়াছেন আগুন নিবাইতে। প্রাণভয় তুচ্ছ করিয়া এই তরুণ দল কেহ ইঁদারা হইতে কলসী কলসী জল তুলিতে লাগিলেন। কেহ কেহ ছুটিয়া গেলেন সেই প্রজ্জলিত অগ্নির মধ্যে নির্ভীক ভাবে। কলসী কলসী জল ঢালিতে লাগিলেন। তাঁহাদের চেষ্টাতে সেই রাত্রে আগুন নিবিল। যাহা পুড়িয়া ছাই হইবার তাহা হইয়া গেল—কিন্তু অনেক দরিদ্র-পরিবারের ঘর-বাড়ী রক্ষা পাইল। এমনি ছিল মহাপ্রাণ বিজয়ের। চারিদিকে এই দলের প্রশংসায় মুখরিত হইল শান্তিপুর।

'ওরে বোনো! ওরে বোনো!—শোন্ শোন্' আর্দ্রবস্ত্রে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া ডাকিলেন পুত্র বনমালী ভট্টাচার্য্যকে তাঁহার মাতা!

পুত্র উৎকণ্ঠিত ও কৌতূহলি হইয়া বলিলেন : 'এত হাঁপাচ্ছ কেন? বলনা মা কি হয়েছে?'

মা বলিলেন—'বর্ষার সময় বাঁওড়ের বাঁধ কাটা হয়। বেগে গঙ্গার জল প্রবেশ করেছে বাঁওড়ের মধ্যে—একটি ছেলে ডুবে যাচ্ছিল সেই খড়ভাঙ্গা স্রোতে। বিজয় যে তাকে কি ভাবে বাঁচিয়েছে, ওরে বোনো, যা দেখে আয়। নয়ন সার্থক কর্।'

বনমালী ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন সব। শুনিলেন সকলের মুখে বিজয়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশংসা। বালক বাঁচিল। মা হাসিমুখে তাকে কোলে লইয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন।

সে-বয়সেই নেতৃত্ব করিবার শক্তি ছিল তাঁহার অসাধারণ। শতাধিক সঙ্গী ছিল। তাঁহারা বিজয়ের আদেশে সব কাজ করিতে পারিত। বিজয়ের ন্যায় তাঁহারাও ছিল চরিত্রবান্, মহৎ ও উদার হৃদয়সম্পন্ন। বিদ্রোহ, দলাদলি অনৈক্য তাঁহাদের ভিতর ছিল না। বিজয়ের কথা ছিল বেদবাক্য।

সেকালে আমাদের দেশের জমিদারেরা ছিলেন ভীষণ অত্যাচারী। অনেকে ত ছিলেন ডাকাতদলের সর্দ্দার—দয়ামায়া কিছু ছিল না। পাষাণের মত নির্ম্মম কঠিন ছিলেন তাঁরা। শান্তিপুরে তখন এক প্রবল অত্যাচারী জমিদার ছিলেন। লোকটি ছিলেন সত্য সত্যই অসুর প্রকৃতির।

লোকের উপর তিনি অতিশয় উৎপীড়ন করিতেন। একদিন বিজয় সমবয়স্কগণের সহিত খেলিতে খেলিতে জমিদার বাবুর কাছারি বাড়ীর সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হন। তখন সেখানে একটি নিষ্ঠুর ব্যাপার ঘটিতেছিল। জমিদারবাবু টাকা আদায় করিবার জন্য একজন প্রজার উপর পীড়ন করিতেছিলেন। তাঁহার আদেশে তাঁহার কয়েকজন অনুচর, লোকটিকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার বুকের উপর একটা বাঁশ রাখিয়া দুই দিক হইতে বুকে বাঁশ ডলা দিতেছিল আর লোকটার নাক মুখ দিয়া ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠিতেছিল। যাতনায় সে অজ্ঞান হইয়াছিল। বালকগণ দূর হইতে এই ব্যাপার দেখিয়া সকলেই পলায়ন করিল। কেবল বিজয়কৃষ্ণ পলাইলেন না। এই ব্যাপার দেখিয়া তিনি জ্ঞানহারা হইয়া গেলেন, ক্রোধে তাঁহার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া গিয়া চীৎকার করিয়া জমিদারবাবুকে বলিলেন: "তুমি মানুষ নও? রাক্ষস, ডাকাত। লোকটা যে মরে গেল। ভাল চাওত ওকে এখনই ছেড়ে দাও।"

বিজয়কৃষ্ণ যখন এই সকল কথা বলিতেছিলেন, তখন তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল। শরীরের প্রত্যেক রোমকূপ হইতে রৌদ্রের ন্যায় জ্যোতিঃ বাহির হইতেছিল। এই কথা বলিয়াই তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বালকের মুখ হইতে যে কথা বাহির হইল, তাহাতেই পাপীর অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। অত্যাচারীকে শাসন করিবার জন্য বিজয়কৃষ্ণের মুখ দিয়া যেন ঈশ্বর তাঁহার বজ্রবাণী প্রকাশিত করিলেন।

পীড়নকারী পাপিষ্ঠগণ তখনই লোকটাকে ছাড়িয়া দিল। কিছুকাল পরে বিজয়কৃষ্ণের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিয়া জমিদার বাবু বলিলেন,—"ওহে বালক, তোমার ত খুব সাহস। আমার নামে দেশের সমস্ত লোক কাঁপে, আর তুমি কিনা আমাকে ধমক দিয়ে কথা বললে ?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন, "কিসের ভয় ? তুমি ত মানুষ—কিন্তু ডাকাতের মত কাজ করেছ। ডাকাতকে 'ডাকাত' বলতে ভয় কি ? আমি গোঁসাইদের ছেলে, আমি কাকেও ভয় করি না। "অত্যন্ত তেজের সহিত এই কথা বলিয়া তিনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। জমিদারবাবু অবাক হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ জমিদারবাড়ীর কাছারি হইতে বাহির হইয়া আসিলে তাঁহার সহচর বালকগণ তাঁহাকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বিজয় তোর কি সাহস ভাই। তুই এতবড় দুর্দ্দান্ত জমিদারের সঙ্গে কথা কইলি ? তাকে ধমকে এলি ?'

বিজয়কৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন—'কিসের ভয় ?'

মানুষ যদি একবার কোন অন্যায় পথে অগ্রসর হয়, তখন তাহার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। বরাবর যে জমিদার মহাশয় ঐরূপ ভাবে প্রজার উপর উৎপীড়ন করিয়াছিলেন কিছুতেই তাঁহার চরিত্রের কোনরূপ সংশোধন হইল না।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কিছুদিন পরে জমিদারবাবু একটি অনাথা ব্রাহ্মণ বিধবার প্রতি অত্যাচার করিয়া অভিশাপগ্রস্ত হন। বিধবা দ্বাদশীর দিন রান্না চড়াইয়াছেন, এমন সময়ে খাজনার জন্য জমিদার বাবু লোক দিয়া তাঁহাকে অতিশয় অপমান করেন। তাঁহার আদেশে তাঁহার লোক লাথি মারিয়া উননের উপর হইতে বিধবার বগুনা ফেলিয়া দেয়। এইরূপে উপদ্রুতা হইয়া সেই অসহায়া বিধবা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে ভগবানকে ডাকিয়া বলিলেন, "ঠাকুর তুমিই ইহার বিচার করিও। আমি অনাথা, তুমি ভিন্ন আমার আর কে আছে ?" এই বলিয়া সেই রমণী সেদিন অনাহারে রহিলেন। দুঃখিনী বিধবার মর্ম্মান্তিক কাতরবাক্য ভগবানের নিকট পৌঁছিল। বিধাতা শীঘ্রই এই অত্যাচারী জমিদারের প্রতি কঠোর শাস্তি বিধান করিলেন। একটি ফৌজদারী মোকদ্দমায় জমিদার বাবু কারারুদ্ধ হইলেন। সেই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয়! দেনার দায়ে তাঁহার জমিদারী নিলাম হইয়া গেল।

অতিথিসেবা করিতে তাঁহার ছিল অত্যন্ত আগ্রহ। মায়ের মতন পরকে খাওয়াইয়া পাইতেন আনন্দ। যখন তাঁহার আট নয় বৎসর বয়স সে সময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের কোন এক পর্ব্ব উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণ-ভোজনের পূর্ব্বে একজন বৈষ্ণব আসিয়া বাড়ীতে ভিক্ষা চাহিলেন—কেহ কেহ বাবাজীকে বলিলেন, একটু অপেক্ষা কর; ব্রাহ্মণ ভোজন হইয়া গেলে ভিক্ষা পাইবে। বাবাজী অপেক্ষা করিলেন না। ভিক্ষা না লইয়াই তিনি চলিয়া গেলেন। বালক বিজয়কৃষ্ণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন। ক্ষুধার্ত্ত আহার না পাইয়া চলিয়া গেল! এই বেদনা তাঁহার প্রাণে সহিল না। তিনি বাবাজীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। কিছু দূরে গিয়া বাবাজীকে ধরিয়া তাঁহার বাসস্থানের ঠিকানা জানিয়া আসিলেন। পরে ব্রাহ্মণ-ভোজন শেষ হইলে একজনের পরিমাণ খাদ্যবস্তু লইয়া গিয়া বাবাজীর আশ্রমে দিয়া আসিলেন। অতঃপর মধ্যে মধ্যে তাঁহার আশ্রমে খাবার দিয়া আসিতেন। এমন মধুর চরিত্র ছিল তাঁর। সেবাধর্ম্মী ছিল তাঁর মন।

ছেলেবেলাতেই কীর্ত্তন শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন গান শুনিয়া। সঙ্গীরা বলিত—'ওরে বিজয়ের ভাব লেগেছে।' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিত। তাঁহাকে বাড়ী নিবার জন্য টানাটানি করিত। তিনি ভাবে বিভোর থাকিতেন—কোন কথা বলিতেন না।

শান্তিপুরের একজন ভক্ত সাধক তাঁহার এইরূপ কীর্ত্তন-প্রীতি দেখিয়া বলিয়াছিলেন—'এ বালক কালে মহাভক্ত হইবে।'

সাধুর সেই বাণী যে সত্য হইয়াছে তাহা কি আর বলিতে হয়!

যাত্রা গান শুনিতে অনেক রাত্রি হইত। সঙ্গীরা অনেকে শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেন না। কিংবা দৈবাৎ সঙ্গীদের সঙ্গ হারাইয়া ফেলিলে এক বিদেহী আত্মা মনুষ্য-মূর্ত্তি ধরিয়া অন্ধকার রাত্রিতে লণ্ঠন হাতে তাঁহাকে বাড়ী পৌছাইয়া দিত। এ-প্রসঙ্গে গোস্বামী প্রভু নিজে বলিয়াছেন,—"একদিন রাত্রিতে বাড়ী হইতে অনেক দূর এক স্থানে বারোয়ারি গান শুনিতে গিয়া ঘুমাইয়া পড়ি। জাগিয়া দেখি, যাত্রা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আসরে কেহ নাই। এমন সময় একজন লোক আসিয়া বলিল, 'বাড়ী যাবে না?' আমি বলিলাম যাব বৈকি? তার সঙ্গে চলিলাম। সে যে পথে নিয়া যাইতেছিল—সে বলিল বাঁধা পথ দিয়া গেলে অনেক ঘুরিয়া যাইতে হইবে। সে একটি জঙ্গলাকীর্ণ পরিত্যক্ত জীর্ণ বাড়ীর পাশ দিয়া চলিল। চারিদিকে বন। বড় বড় গাছ। লোকটি বলিল—"এ গাছে অনেক বানর থাকে। তারা হয়ত যাবার সময় ডাল নাড়বে। তুমি তাতে ভয় পেয়ো না।—এমন সময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কে যেন উপর হতে বলে উঠলো—তুমি কেন একে মিছে কথা বলছো। আমি সত্য কথা বলে দি।' তখন আমার পথ প্রদর্শক বলিল,—"যার জন্ম এত যন্ত্রণা ভোগ করিস্ এখনও সে দুষ্ট প্রকৃতি দূর হোল না?" এমন সময় গুরুগম্ভীর কণ্ঠে কে যেন বৃক্ষের উপর হইতে বলিল—"পরলোক দেখ! পরলোক দেখ! এই সকল দেখিয়া শুনিয়াত আমি অবাক্! বাড়ী আসিলাম। মা এতক্ষণ আমার জন্ম অপেক্ষা করিতেছিলেন। পরলোকগত আত্মা আমাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া নিকটবর্ত্তী এক তাল গাছের উপর উঠিয়া গেল। মা তাকে স্বচক্ষে দেখিলেন। পরে বলিলেন—'ইনি আমাদের কুলদেবতা ৺শ্যামসুন্দরের পূজারি ছিলেন। ইঁহার নাম ছিল পুরন্দর পূজারী। সেবার জিনিষ অপহরণ করিবার অপরাধে এই দশাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।'

মৃত্যু ও পরলোক সম্বন্ধে তাঁহার সেই কিশোর বয়স হইতেই একটা ঔৎসুক্য বিদ্যমান ছিল। মনে ভাবিতেন মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায়? কি হয় তার পরিণাম?

বিজয়কৃষ্ণের একজন প্রিয় সুহৃদের শৈশবে মৃত্যু হইলে পর মনে এই প্রশ্ন জাগিল—যে আমার নিত্য সঙ্গী ছিল, প্রিয়তম বন্ধু ছিল—সে আজ কোথায় গেল? দেহের সঙ্গে সঙ্গে কি সবই শেষ হয়! এই গুরুতর প্রশ্নের সমাধান বাল্যে ও কৈশোরে যাহা করিতে পারেন নাই—পরবর্ত্তীকালে সাধক ও সিদ্ধ জীবনে তিনি পাইয়াছিলেন সে উত্তর, মৃত্যুর মধ্যে অমৃতলোকের সন্ধান।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, ভূত প্রেত ও অপদেবতা আছে কিনা?

যদি তাহাদের অস্তিত্ব থাকে, তবে তাহারা বাস্তববাদী বিজ্ঞানের জালে ধরা পড়িতে বাধ্য হইবেন। সম্প্রতি ইউরোপে ও আমেরিকার কয়েকজন বৈজ্ঞানিক এক সম্মেলনে সমবেত হইয়া ভূত, প্রেত ও অপদেবতার কাহিনী আলোচনা করিতেছেন। অলৌকিক ব্যাপার, অর্থাৎ মানুষের প্রত্যক্ষ কারণ ব্যতীত যে সকল ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, সেই সকল ব্যাপার লইয়া উন্নত ধরণের বৈজ্ঞানিক পর্য্যালোচনার জন্ম একটি আন্তর্জাতিক পরিকল্পনার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। পৃথিবীতে বিভিন্ন রাষ্ট্রে যে সকল ভৌতিক কাহিনী প্রচলিত আছে, সেগুলি তালিকাভুক্ত করিবার কাজ পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। এই কাজের উদ্দেশ্য, রহস্যময় ভৌতিক কাহিনীগুলির সত্যতা নির্দ্ধারণ। এ-বিষয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিকদের মনোযোগ ও বিস্ময় আকৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা সহজে নিরস্ত হইবেন না। তাঁহাদের চর্চা ও গবেষণা আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত পথ ধরিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবে ইহা অবধারিত। বৈজ্ঞানিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

গবেষণা দ্বারা যদি ভূত, প্রেত ও অপদেবতাদের কীর্ত্তিরহস্য উদ্ঘাটিত হয়, তবে মানবের অজ্ঞাত একটি সত্যের প্রকাশ পাইবে।

হিন্দু জন্মান্তরবাদী। পরলোক বিশ্বাসী। ভূত-প্রেত, ব্রহ্মদৈত্য, প্রভৃতি অপদেবতার অস্তিত্ব প্রত্যয় করে। পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ন্যায় মহাপুরুষেরা জীবনে বহুবার প্রেত দর্শন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বিবরণ বলিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় অধ্যায়

কলিকাতা আগমন, সংস্কৃতকলেজে প্রবেশ, বেদান্তপ্রীতি বিদ্যাসাগর-বিবাহ-ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন

বিজয়কৃষ্ণ যখন হেজেল সাহেবের বিদ্যালয়ে পড়িতেন, সে-সময়ে অঘোরনাথ গুপ্ত ছিলেন তাঁহার সহাধ্যায়ী। অঘোরও ছিলেন শান্তিপুরের অধিবাসী। সে-কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। শান্তিপুরের এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্যপরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতা ছিলেন যোগধর্ম্মপরায়ণ সাত্ত্বিক হিন্দু। বিজয়কৃষ্ণ ও অঘোরনাথ সমবয়স্ক ছিলেন। অঘোরেরও জন্ম হইয়াছিল ১২৪৮ সালের ১৩ই অগ্রহায়ণ। ইঁহাদের বংশের উপাধি রায়, কিন্তু তিনি গুপ্ত উপাধিই ব্যবহার করিতেন। বিজয়ও অঘোর দুইজন ছিলেন অকৃত্রিম বন্ধু। পরবর্ত্তী জীবনেও তাঁহার পরিচয় পাই।

হেজেল সাহেবের বিদ্যালয়ে পাঠ শেষ হইলে সেখান হইতে গোবিন্দ ভট্টাচার্য্যের টোলে পড়িতে আসিলেন বিজয়। তাঁহার নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পাঠ করেন এবং এক বৎসরের মধ্যেই দুরূহ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ শেষ করিলেন। শান্তিপুরে তখন বনমালী ভট্টাচার্য্যের চতুষ্পাঠিতে কাব্যের অধ্যাপনা হইত। তাঁহার কাছে বিজয় কাব্য অধ্যয়ন করেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার বিদ্যানুরাগ, প্রখর স্মৃতিশক্তি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, এই যুবক একদিন বাঙ্গলার একজন খ্যাতিমান্ পুরুষ হইবে। বিজয় সেখানেই ষড়দর্শন অধ্যয়ন করেন। তাঁহার অন্তর্ম্মুখী প্রতিভা ও অনুভূতির প্রভাবে সহজেই ষড়দর্শনের নিগূঢ় মর্ম্মকথা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন।

সেকালে কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় শান্তিপুরের একজন শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক পণ্ডিত ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার চতুষ্পাঠিতে প্রথম বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। বেদান্তের প্রতি তাঁহার এমনি অনুরাগ হইয়াছিল যে পরে উত্তমরূপে বেদান্ত শিক্ষা বা অধ্যয়নের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র কাশী যাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। মাতা স্বর্ণময়ীকে তাঁহার মনের বাসনা ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকে সম্মত করিলেন এবং সপ্তদশ বর্ষীয় যুবক জননীর নিকট হইতে মাত্র একশত টাকা সম্বল লইয়া প্রায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চারিশত মাইল দূরবর্ত্তী বারাণসী ধামে রওয়ানা হইলেন। যে সময়ে লোকে হয় নৌকায় কিংবা পদব্রজে কাশী যাইত। বিজয় সেই তরুণ বয়সে চলিলেন পদব্রজে বারাণসীধামের দিকে; একাকী লোকে সে সময় পথে মৃত্যু অসম্ভব নহে মনে করিয়া যাইত কাশীধামে। তখন রেল হয় নাই। কাজেই পথে নানা বিপদ ঘটিত। বেদান্ত শিক্ষার প্রতি তাঁহার এমন অদম্য উৎসাহ ছিল যে জীবনের মায়া তুচ্ছ করিয়া যাত্রা করিলেন কাশীধামে।

পথ চলিতে লাগিলেন দিনের পর দিন—কখনও কোন সরাইয়ে, কখনও ধর্ম্মশালায়, এমনকি সময় সময় বৃক্ষতলেও আশ্রয় লইতেন। একদিন পাটনা ছাড়াইয়া রাজপথের অদূরে একটি দেবালয়ে সন্ধ্যার পর গিয়া আশ্রয় লইলেন। বিজয়ের তখন গলায় মালা, কপালে তিলক ফোঁটা, মাথায় দীর্ঘ শিখা আর জটার মত বড় লম্বা চুল। যেখানে যে অবস্থায়ই থাকেন, ধর্ম্মানুরাগী বিজয় একদিনের জন্যও ত্রিসন্ধ্যা অবহেলা করিতেন না। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ,—প্রতিভা ও লাবণ্যমণ্ডিত মুখশ্রী দেখিয়া পূজারী পরম সমাদরে তাঁহাকে মন্দিরে আশ্রয় দিলেন। বিজয় সেখানে সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

সেই দেবালয়ের পূজারী ছিলেন মেদিনীপুরবাসী একজন ব্রাহ্মণ। তিনি ছিলেন একজন ডাকাত। কোন পথিক আশ্রয়ের জন্য আসিলে পূজারী তাঁহাকে পরম যত্নের সহিত আশ্রয় দিতেন এবং যত্ন করিয়া আহারাদির ব্যবস্থা করিতেন পরে অতিথি নিদ্রিত হইলে তাহাকে হত্যা করিতেন। বিজয়কৃষ্ণকে অতিথি পাইয়া পূজারী কৌশলে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন এ—ব্যক্তি নিঃসম্বল নয়, তাহাতে তাঁহার আনন্দ হইল।

রাত্রিতে আহারাদির পর—পূজারী জিজ্ঞাসা করিলেন : আপনার নিবাস কোথায়? নাম কি?'

বিজয় উত্তর দিলেন—বাড়ী শান্তিপুর। নাম বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। এই ভাবে পিতামাতা, পূর্ব্বপুরুষ সকলের পরিচয় বিজয়ের নিকট হইতে জানিয়া লইয়া পূজারী সহসা বিজয়কৃষ্ণের পায়ে পড়িয়া বলিলেন :—'প্রভু! আমি আপনার মহৎ পিতার পাপিষ্ঠ, অতি নরাধম শিষ্য। তাঁহার পবিত্র নাম কলঙ্কিত করে জীবিকা অর্জ্জন কচ্ছি। আমি নরঘাতক, মহাপাপী, অতিথিকে যত্নে আশ্রয় দিয়ে শেষে নিদ্রিতাবস্থায় হত্যা করে তার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিই। এই জঘন্য বৃত্তিই আমার পেশা। প্রভু আমি আপনার পায়ে পড়ে অনুরোধ করি, আপনি আর কাশী যাবেন না—দোহাই আপনার পিতামাতার; পথে আমার মত বহু নরাধম আছে যারা দেবালয়ের পূজারী রূপে আছে। পথযাত্রীকে হত্যা করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্বস্ব কেড়ে নেয়। এই তাদের ব্যবসায়। আপনি বাড়ী ফিরে যান। আমি আজ হতে এ-পাপ কার্য্য হতে নিবৃত্ত হলেম। এই বলিয়া বিজয়কৃষ্ণের পায়ে লোটাইয়া পড়িলেন পূজারী।

পূজারীর কথায় বিস্মিত হইলেন বিজয়কৃষ্ণ। পরদিন প্রত্যূষে পূজারী তাঁহাকে বাড়ী ফিরিবার পথে অনেক দূর সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইয়া হইয়া সহজ পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

বিধাতার অসাধারণ কৃপায় মহৎ জীবন রক্ষা পাইল। পূজারী যদি পরিচয় জিজ্ঞাসা না করিতেন এবং তাঁহার যদি অনুতাপ উপস্থিত না হইত, তবে পরিণামে তাহা কি দাঁড়াইত, সেকথা ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে!

কাশী যাওয়ায় বাধা পড়ায় সুফল ফলিল এবং বন্ধু অঘোরনাথের সহিত টোলে পড়া ছাড়িয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য কলিকাতা আসিলেন। সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইয়া বিজয়কৃষ্ণের মনে হিন্দু শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য অত্যন্ত আগ্রহ জন্মে। তিনি বেদান্ত অধ্যয়ন করিবার জন্যই কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে পড়িতে আসিলেন। বিজয় ও অঘোর দুইজনে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইলেন।

১৮২৪ সালে সংস্কৃতকলেজের মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হইয়া এবং উক্ত সনের জানুয়ারী মাস হইতে উহার পঠন-পাঠন আরম্ভ হয়। প্রথম সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইত। সেকালে সংস্কৃত কলেজের প্রথম অবস্থায় দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক ছাত্র গ্রহণ করা হইতনা। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য সন্তান ছাড়া অন্য জাতীয় ছাত্রদেরও সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। পরে ১৮৪৬ সালে ১২ বৎসরের স্থলে ১৫ বৎসর ভর্ত্তির বয়স করা হয়। ছাত্রদের কোন বেতন দিতে হইত না। দরিদ্র ছাত্রদের ও দূরাগত ছাত্রদের কলিকাতাতে বাসা খরচের জন্য কিছু কিছু খরচ দেওয়া হইত।—টোল ও চতুষ্পাঠির মত—প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে প্রতিপদ, অষ্টমী, ত্রয়োদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অন্যান্য পর্ব্বাহে পাঠ বন্ধ থাকিত।

১৮৪২-৪৩ সালের শিক্ষা বিষয়ক সরকারি বিবরণী হইতে জানা যায় যে বিভিন্ন শ্রেণীতে প্রবেশের জন্য নিম্নলিখিত রূপ বয়ঃসীমা নির্দ্দিষ্ট হয়। ব্যাকরণ শ্রেণীতে ১৫ বৎসর বয়স্ক বালক প্রবেশ করিতে পারিতেন, সাহিত্য, অলঙ্কার, কাব্য, বেদান্ত প্রভৃতি শ্রেণীতে ১৮, ২০, ২২ বয়স্ক কিশোর ও তরুণেরা প্রবেশ করিতে পারিতেন। বিজয়কৃষ্ণ ও অঘোরনাথ যখন সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন তখন ব্যাকরণ, কাব্য, সাহিত্য, অলঙ্কার, বেদান্ত, স্মৃতি ও ন্যায় অধীত হইত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

তাঁহারা যখন কলিকাতা সংস্কৃতকলেজে ভর্ত্তি হইলেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃতকলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি মাসিক দেড়শত টাকা বেতনে সংস্কৃতকলেজের প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হইয়াছিলেন (২২শে জানুয়ারী ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে)।

ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ছিলেন বিদ্যাসাগর। তাঁহার হাতে একদিকে যেমন সংস্কৃতকলেজের প্রত্যেক বিভাগ পুনর্গঠিত হইয়াছিল, তেমনি নানাদিক দিয়া উহার শাসন-শৃঙ্খলার দিকে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। কলেজের শাসন-শৃঙ্খলার দিকে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল, প্রাচীন পন্থানুযায়ী ছুটির ব্যবস্থা বন্ধ করিলেন—পূর্ব্বে কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাত্রদের সংস্কৃত কলেজে পড়িবার অধিকার ছিল, তাহা দূর করিয়া দেশে শিক্ষা বিস্তার ও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য যে কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের হিন্দুকেই সংস্কৃত কলেজে পড়িবার অনুমতি দিলেন। তিনি ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রথম কায়স্থ ঘরের একটি ছাত্রকে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুদেরই সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিতে আরম্ভ করেন।

বিজয়কৃষ্ণ কত বৎসর বয়সে কলিকাতা আগমন করিয়া সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন, তাহার নির্দ্দিষ্ট সন তারিখের কথা কেহ উল্লেখ করেন নাই। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এবং শিবনাথ শাস্ত্রী উভয়ে সংস্কৃতকলেজে বিজয়কৃষ্ণের ও অঘোরের সহাধ্যায়ী ছিলেন। শিবনাথ ১৮৫৬ সালের মধ্যভাগে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। যোগেন্দ্রনাথ ১৮৫৮ সনে সংস্কৃতকলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। আমাদের মনে হয় বিজয়কৃষ্ণ সতেরো বৎসর বয়সে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বিজয় হইতে ছয় বৎসরের ছোট ছিলেন। এবং একাদশ দ্বাদশ বৎসর বয়সে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন। শিবনাথ বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও প্রতিভাশালী ছাত্ররূপে এক শ্রেণীতে প্রবেশ করা অসম্ভব নহে।

বিজয় ও অঘোর সংস্কৃতকলেজে ভর্ত্তি হইবার কিছুদিন পর—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর সংস্কৃতকলেজের নূতন অধ্যক্ষ ই. বি. কাওয়েল সাহেবকে সংস্কৃতকলেজের কাজ বুঝাইয়া দিয়া স্বাধীন কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদায়গ্রহণ করিলে সংস্কৃতকলেজে ই. বি কাওয়েল সাহেব আসিলেন। তিনি সাধুতার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। সকলে তাঁহার প্রশংসা করিতেন। কাওয়েল সাহেব ছাত্রদের বড় ভালবাসিতেন। তাহারা খেলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছে দেখিলে আনন্দিত হইতেন। তিনি যখন সংস্কৃতকলেজের অধ্যক্ষ সে-সময়েও বিজয়কৃষ্ণ সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন।

বিজয় যখন সংস্কৃত কলেজে পড়িতেন তখন কলিকাতার বিবিধ সামাজিক ও ধর্ম্ম আন্দোলনের মধ্যে থাকিয়াও পূর্ব্বতন কোন সংস্কার পরিবর্ত্তন করেন নাই। তখনও তাঁহার কণ্ঠে ছিল তুলসীমালা, মস্তকে শিখা ও কপালে তিলক রেখা। ব্রাহ্মণোচিত ত্রিসন্ধ্যা ইত্যাদি অনুষ্ঠান নিয়মিত ভাবে করিতেন। তিনি ধীর স্থির প্রশান্ত চিত্তে অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিতেন। বাহিরের কোন আন্দোলনের ঢেউয়ের আঘাত তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং সদাচার বিকৃত করিতে পারে নাই।

তখনকার দিনে খৃষ্টান পাদ্রীদের প্রভাব বিশেষ রূপে যুবকসমাজের উপর বিস্তার করিতেছিল। বিজয়ের দুইজন অন্তরঙ্গ বন্ধু রামময় ভট্টাচার্য্য ও কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য্য খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। ইঁহারা ছিলেন তাঁহার কুলপুরোহিত দিগ্বিজয়ী স্মার্ত্ত পণ্ডিত নসী শিরোমণি মহাশয়ের পুত্র।

সেকালের বঙ্গসমাজের কথা বলিতে হইলে ডক্টর ডফ্ সাহেবের কথা বলিতে হয়, কেননা তাঁহার অধ্যবসায়, ধর্ম্মোৎসাহ ও প্রচার কৌশলে বাঙ্গালার অনেক শিক্ষিত যুবক খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ডফ সাহেবের শিক্ষাদান প্রণালী, ধর্ম্ম, নীতিবিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা অনেক পরিমাণে প্রচলিত কুসংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অথচ ধর্ম্ম ও নীতির সংশ্রব থাকাতে কোন অনিষ্ট উৎপন্ন হয় নাই। এদিকে হিন্দু কলেজের ধর্ম্মহীন শিক্ষা ও ছাত্রগণের সমূহ অনিষ্ট করিয়াছিল।

এদিকে আবার ডিরোজিওর শিষ্যগণ মিলিত হইয়া "Atheuium" নামে একখানি মাসিক ইংরাজী পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্রিকার প্রধানতম লক্ষ্য ছিল হিন্দুসমাজকে আক্রমণ করা। মাধবচন্দ্র মল্লিক নামক একজন ছাত্র লিখিয়াছিলেন: "If there is anything that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism". যদি অন্তরের অন্তরতম স্থল হইতে কোন কিছু কে আমরা ঘৃণা করি, তবে তাহা হিন্দুধর্ম্ম। এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল কলিকাতা শিক্ষিত যুবসমাজের অবস্থা।

সংস্কৃতকলেজে প্রবেশ করিবার পর, কলিকাতায় থাকিবার কোনও সুবন্দোবস্ত করিতে না পারিয়া তিনি সাঁতরাগাছি গ্রামে তাঁহার জ্যেঠতুতো ভগ্নীপতি কিশোরীলাল মৈত্রের মাতুলালয় চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময় গোস্বামী মহাশয়কে যে কিরূপ দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কলেজে আসিবার জন্য প্রত্যহ পদব্রজে তাঁহাকে তিন চার মাইল পথ অতিক্রম করিয়া, নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া আসিতে হইত। কোন প্রকার বাধা বিঘ্ন তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। একদিন তাঁহার রক্তবমন হইতে লাগিল। তাহাতে একজন ডাক্তার বলিলেন, 'যদি বাঁচিতে চাও তবে মোটেই হাঁটিও না।'

ঊনবিংশ শতাব্দীর এই মধ্যযুগ সংস্কার ও সংস্কৃতির যুগ। বিজয়কৃষ্ণ, অঘোর নাথ, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় যখন সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন, সে-সময়ে বাঙ্গালী সমাজে নানাভাবে পরিবর্ত্তন চলিয়াছিল, সংস্কার ও ধর্ম্মান্দোলন। রাষ্ট্রীয় জগতেও যেমন সিপাহী-বিদ্রোহের জন্য চারিদিকে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল, তেমনি বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন, জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, সুরাপান নিরারণ, স্ত্রী-শিক্ষা, দেশাত্মবোধের উন্মেষ—নীলের হাঙ্গামা, হরিশের আবির্ভাব, সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়,—বাঙ্গলাসমাজকে প্রবলরূপে আন্দোলিত করিয়াছিল। সে-সময়ে বাঙ্গলাদেশে বিদ্বান, পণ্ডিত, চিন্তাবীর, কবি, সাহিত্যসেবী, স্বদেশসেবক, পরোপকারী—ধর্ম্মপ্রচারক অনেক মনীষী ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। এমন সব মহাপুরুষের অভ্যুদয় হইয়াছিল যাঁহারা কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর স্বদেশপ্রেমিক রূপে জনসাধারণের নেতারূপে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

বাঙ্গালাসাহিত্যে তখন 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার প্রকাশ হইয়াছে—দেশবাসী তাঁহার উপন্যাস পড়িয়া নূতন যুগের অরুণালোক প্রতিভাত হইতেছে দেখিতে পাইয়াছে। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সে-যুগের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন—'সে সময়ে বাঙ্গলাসমাজে চারিটি প্রবল শক্তি দেখা দিল। প্রথম শক্তি কেশবচন্দ্র সেনের অভ্যুদয়, দ্বিতীয়শক্তি বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব, তৃতীয় শক্তি দীনবন্ধু মিত্রের নাট্য-প্রতিভা, চতুর্থ শক্তি সোম-প্রকাশের অভ্যুদয়। একালের মধ্যে বঙ্গবাসীর চিত্তকে বিশেষরূপে জয় করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ই এই যুগের প্রধান পুরুষ এবং ব্রাহ্মসমাজ এই কালের মধ্যে বঙ্গসমাজকে বিশেষ রূপে আলোড়িত করিয়াছিল।'

১৮৫৭-৫৮ সালে হয় সিপাহী বিদ্রোহ। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় বিজয় কলিকাতাতেই ছিলেন, এবং সেই বিদ্রোহের স্মৃতি তাঁহার বেশ মনে ছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্রোহের হাঙ্গামা ভারতের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। মিউটনীর সময় কিছু দিনের জন্য তিনি শান্তিপুরে গিয়াছিলেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬১-৬২ সাল পর্যন্ত বাঙ্গলাদেশে রাষ্ট্রীয় ও সমাজ-সংস্কার আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। সংস্কৃতকলেজে বেদান্ত অধ্যয়ন ও বেদান্তচর্চা করিতে করিতে ঘোর বৈদান্তিক হইয়া উঠিলেন বিজয়কৃষ্ণ। এ-প্রসঙ্গে তিনি নিজে লিখিয়াছেন :

"পূর্ব্বে বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মে আমার বিশেষ আস্থা ছিল। সে ভক্তির অবস্থা স্মরণ করিতেও হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়। হিন্দুধর্ম্মে পূর্ণবিশ্বাসী ব্যক্তির যে যে লক্ষণ থাকা উচিত, তাহা সমস্তই আমাতে বর্ত্তমান ছিল। দেশের স্ত্রী পুরুষ সকলেই আমাকে অন্তরের সহিত প্রীতি করিতেন। কিন্তু অসত্য, কুসংস্কার, চিরদিন মনুষ্য হৃদয়কে অধিকার করিতে পারে না। যে হিন্দুশাস্ত্র ধর্ম্মেরসংরক্ষক, সেই হিন্দুশাস্ত্রই আমার আন্তরিক কুসংস্কারের উন্মূলক হইল। হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আমি ঘোর বৈদান্তিক হইয়া পড়িলাম, তখন সমস্ত পদার্থ ব্রহ্ম—অহংব্রহ্ম, এই সত্য বিশ্বাস করিতাম। উপাসনার আবশ্যকতা স্বীকার করিতাম না।"

তখন গোস্বামী প্রভু সর্ব্বদা মনে করিতেন—জীবাত্মা যে পৃথক্ ও বহু ইহা সাংখ্যশাস্ত্রের মত। এই মতই বেদান্ত দর্শন ব্যতিরেকে অন্যান্য দর্শনকারগণ অনুমোদন করেন। একই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার পৃথক পৃথক জীবাত্মাই বহিঃ-প্রকৃতির স্বরূপ ইহা বহুভাবে বিরাজ করিতেছে। যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি হইতে তাহার প্রতিরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ উদিত হয়, সেইরূপ প্রতি জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। অতএব অহংব্রহ্ম—ব্রহ্মবাদ গ্রহণ করিলেন, হইলেন অদ্বৈতবাদী। পূজা অর্চ্চনা প্রভৃতির প্রতি হইলেন বীতশ্রদ্ধ। নানা সংশয় ও মতবাদের দ্বারা তাঁহার মন প্রভাবান্বিত হইল।

সংস্কৃত কলেজেও তিনি আপনার শ্রেণীতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া অধ্যাপক ও সহাধ্যায়ী বন্ধুগণের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা লাভ করিয়াছিলেন।

সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নকালে বিজয়কৃষ্ণের শুভ পরিণয় হইয়াছিল। বিবাহ হইল মাতুলালয় শিকারপুরের নিকটবর্ত্তী পল্লী দহকুল গ্রামে।

দহকুল গ্রামে বাস করিতেন রামচন্দ্র ভাতুড়ী। রামচন্দ্র ভাতুড়ী অকালে প্রাণত্যাগ করেন। বিধবা স্ত্রী ও দুইটি অনূঢ়া কন্যা লইয়া ভাতুড়ী মহাশয়ের স্ত্রী মুক্তকেশী দেবী বড়ই বিপদে পড়িয়াছিলেন। বড়কন্যা যোগমায়ার বয়স ছিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

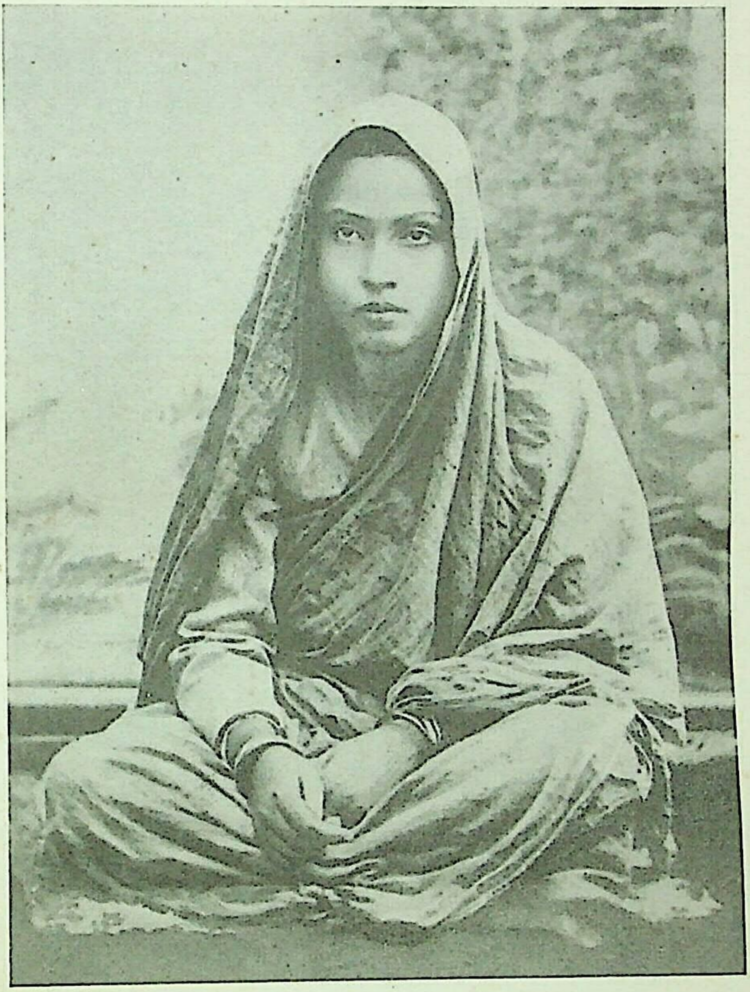

যোগমায়া দেবী

[বেঙ্গল অটোটাইপের সৌজন্যে]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছয় বৎসর আর কনিষ্ঠা কন্যা নবকুমারী ছিলেন ছয়মাস বয়সের কোলের শিশু। একবার বিজয়কৃষ্ণের জননী, দেবী স্বর্ণময়ী পিত্রালয়ে গিয়া শুনিলেন রামচন্দ্র ভাদুড়ীর মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার পরিবার, দুইটি শিশু কন্যা নিয়া অত্যন্ত বিপন্না হইয়া পড়িয়াছেন। নিজের চক্ষে বিধবা মহিলার এই শোচনীয় দুর্দ্দশা দেখিয়া করুণাময়ী, স্বর্ণময়ীর হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি এই দুঃস্থা-মহিলাকে বিপদ মুক্ত করিবার জন্য প্রথমে মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পরে ভাদুড়ী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠাকন্যা যোগমায়ার সহিত বিজয়কৃষ্ণের বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলেন।

১২৫৯ সনের ভাদ্র মাসে বুধবার, কৃষ্ণাদ্বাদশী তিথিতে দহকুল গ্রামে যোগমায়ার জন্ম হইয়াছিল।

বিধবা মুক্তকেশী দেবী আপনার পরম সৌভাগ্য মনে করিয়া এই বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। বিবাহের সময় যোগমায়া দেবীর বয়স ছিল মাত্র ছয় বৎসর,—বিজয়কৃষ্ণের বয়স ছিল আঠারো বৎসর। সেকালের সমাজে এইরূপ বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল।

শ্রীমতী যোগমায়া ছিলেন শ্যামাঙ্গিনী—হাস্যময়ী-মধুরভাষিণী বালিকা। ১২৬৬ সাল শুভদিন শুভক্ষণে এই পরিণয় হইল। বর ও বধূর বয়সের বৈষম্য ছিল বারো বৎসর।

স্বর্ণময়ী দেবীর হৃদয় এত বড় উদার ছিল যে, পাছে শান্তিপুর হইতে বরযাত্রী বেশী গেলে বিধবা কন্যার মাতার অসুবিধা হয় সেজন্য বিজয়ের সঙ্গে গিয়াছিলেন বরযাত্রী রূপে জ্যেষ্ঠভ্রাতা ব্রজগোপাল এবং একজন বয়স্ক জ্ঞাতি বরকর্ত্তারূপে।

এই বিবাহের পর হইতে বিজয়কৃষ্ণের শ্বশ্রূঠাকুরাণী, কনিষ্ঠা কন্যাসহ শান্তিপুরে আসিলেন এবং গোস্বামী মহাশয়দের পরিবারভুক্ত হইলেন। বিজয়-কৃষ্ণের বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহাকে কৌতুক করিয়া বলিতেন—"বিজয় বিবাহে তিনটি যৌতুক পেয়েছে।' বালিকা যোগমায়া, শ্বশুরবাড়ী আসিলেন। এ-যেন পুতুলের বিবাহ। নানাপ্রকার কৌতুককর ঘটনা ঘটিত বিবাহের পর। ব্রজগোপাল ও বিজয়কৃষ্ণ প্রায় সমবয়সী ছিলেন, কাজেই বালিকা যোগমায়ার সরল সহজ বাল্যলীলা দেখিয়া তাঁহারা কৌতুক অনুভব করিতেন। লজ্জা কি বুঝিতেন না যোগমায়া। বালিকা খেলা করিতেছে, এমন সময় কেহ হয়ত বলিলেন –বৌ, দেখ অই যে ভাসুর আসছেন! অমনি ক্রীড়ারতা বালিকা, পরিবার কাপড়খানি খুলিয়া মাথায় দিতেন ঘোমটা—সারাদেহ থাকিত অনাবৃত।

বিজয় পড়িতেছেন—এমন সময় বধূ ছুটিয়া আসিয়া দুই হাতে তাঁহার চোখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাপিয়া বলিত—'বল দেখি আমি কে ?' বিজয় হাসিতেন, বালিকাও আনন্দে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিত। মধ্যে মধ্যে যোগমায়া বিজ্ঞের ন্যায় প্রশ্ন করিত।

একদিন যোগমায়া বিজয়কে প্রশ্ন করিলেন—'বলত তোমায় আমি কি বলে ডাক্‌বো ?' গম্ভীর ভাবে একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া বিজয় উত্তর দিলেন—'আর্য্য পুত্র' বলে ডাক্‌বে। বিজয়কৃষ্ণ সংস্কৃত হিন্দুশাস্ত্র, 'রামায়ণ', 'মহাভারত', পুরাণ প্রভৃতি পাঠে একান্ত অনুরাগী ছিলেন, কাজেই সীতা, সাবিত্রীর মত সেকালের মহীয়সী মহিলাদের স্বামীকে 'আর্য্যপুত্র' সম্ভাষণ এ-কথাটাই তাঁহার মনে পড়িল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যোগমায়া বহুদিন স্বামীকে সম্বোধন করিতে হইলে "আর্য্যপুত্র" বলিয়াই সম্বোধন করিতেন, পরে অবশ্য আর তাহা করিতেন না।

আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশী পুরুষ ও মহিলারা বালিকা যোগমায়ার সরল ব্যবহারে ও হাস্যকর কার্য্যে পরম কৌতুক বোধ করিতেন। যোগমায়া ছিলেন সরলতার প্রতিমূর্ত্তি—সদানন্দময়ী।

এসময়ে মাঝে মাঝে বিজয়কৃষ্ণকে শিষ্যবাড়ী যাইতে হইত। রঙপুর জেলার অন্তঃপাতী আমলগাছি একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। সেই গ্রামে গোস্বামী মহাশয়ের অনেক শিষ্য ও শিষ্যা ছিলেন। একবার তিনি সেখানে গিয়াছেন, সে গ্রামের একজন ধনবতী ও ধর্ম্মপরায়ণা শিষ্যা ছিলেন—তাঁহার নাম ছিল গোবিন্দময়ী দাসী। গোবিন্দময়ী তাঁহার চরণ পূজা করিতে লাগিলেন। কুলপ্রথানুসারে শিষ্যা তাঁহার চরণ পূজা করিলেন, গোস্বামী প্রভুও মন্ত্রপাঠ করাইতে লাগিলেন। মন্ত্রপাঠ শেষ হইলে গোবিন্দময়ী কৃতাঞ্জলিপুটে চরণে প্রণতা হইয়া বিজয়কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"গুরুদেব ! প্রভো ! আমি ত্রিতাপে দগ্ধ হইতেছি। আপনি দয়া করে আমাকে উদ্ধার করুন।"

"আমি উদ্ধার করিব ? আমি কে ? কি শক্তি আমার আছে, শিহরিয়া উঠিলেন তিনি। ক্ষুদ্র মানুষ আমি, আমার কি ক্ষমতা আছে ? উদ্ধার করিবার ! কেন তবে এই মিথ্যা অভিনয় করিতেছি ?

একদিন লালাবাবুর যেমন হঠাৎ বৈরাগ্য হইয়াছিল একটি রজকবালিকার, পিতার প্রতি সম্বোধন শুনিয়া !

'উঠ বাবা, বেলা যায়।'

সেই পথে শিবিকারোহণে চলিয়াছিলেন লালাবাবু। শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, একি বাণী ! একি আহ্বান ! উঠ বাবা ! বেলা গেল ! বেলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

গেল! তাইত বেলা যে গেল! মহা ধনী, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি লালাবাবু শিবিকা হইতে নামিলেন, হইলেন গৃহত্যাগী ভিখারী, বৈষ্ণব, মাধুকরী ব্রতে চলিল জীবন-যাত্রা, ভক্তির পবিত্র পুণ্যপ্লাবনে আকাঙ্ক্ষা কামনা, ধনজন পরিজন কোথায় ভাসিয়া গেল! হইলেন দীনাতিদান ভক্ত বৈষ্ণব।

তেমনি বিজয়ের মনে জাগিল দ্বিধা! কে যেন এইরূপ কপটতাচরণের বিরুদ্ধে আঘাত করিল তাঁর অন্তরে, অমনি আপনা হইতে বলিয়া উঠিলেন—'না না আর এইরূপ আচরণ কখন করিবনা!'

বিজয়কৃষ্ণ বলেন: "এই ঘটনার পূর্ব্বে আমি একদিন রঙপুর জেলায় কোন এক শিষ্য বাড়ী যাইতেছিলাম—পথে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। শুনিলাম অপূর্ব্ব দৈববাণী। আমাকে কে যেন ডাকিয়া বলিল। "পরলোক চিন্তা কর।"—পরলোক চিন্তা কর" কে বলিল এই কথা? কোথা হইতে আসিল এই সতর্কবাণী জানিনা ত! ভয়ে শিহরিয়া উঠিলাম! আমার ভয়ে জ্বর হইল!" কে এই বক্তা? অনুসন্ধান করিলেন চারদিকে, সন্ধান মিলিল না।

এই সময়ে গোস্বামী মহাশয় বগুড়া জেলার সাতশিমলা নাড়ীপাড়া গ্রামে যান। সে গ্রামে তাঁহার এক শিষ্য ছিলেন, তাহার নাম ছিল হারাধন নন্দী। তাহার বাড়ী হইতে বগুড়া আসিলেন। সে সময়ে বগুড়া জেলার শিববাটী নিবাসী কিশোরীনাথ রায়, হারাধন বর্ম্মন ও গোবিন্দচন্দ্র পাঁড়ে নামে তিনজন সাধুপ্রকৃতি ব্রাহ্মের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ইঁহাদের সহিত আলাপ করিয়া, তাঁহাদের সঙ্গলাভে পরম প্রীতি লাভ করেন। এই তিনজন মহৎপ্রাণ ব্যক্তির নিকটই তিনি প্রথম ব্রাহ্মসমাজের কথা শুনিলেন। ইতিপূর্ব্বে কেবল এইমাত্র শুনিয়াছিলেন, "কলিকাতায় ব্রহ্মজ্ঞানী নামে একদল আছে তাঁহারা যথেচ্ছাচারী হইয়া সুরাপান ও অখ্যাদ্য মাংস ভোজন করে, ম্লেচ্ছজনোচিত ব্যবহার তাহাদের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।" এজন্য তিনি ব্রাহ্মদের প্রতি ছিলেন বীতশ্রদ্ধ। কিন্তু বগুড়ার এই তিনজন ব্রাহ্মের সরলতা, বিনয় ও চরিত্রের মাধুর্য্যে তিনি মুগ্ধ ও বিস্মিত হইলেন। এতকাল মনের মধ্যে জনশ্রুতিমূলক ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধে যে কথা শুনিয়া আসিতেছিলেন, তাহা দূর হইল। বিজয়কৃষ্ণ বলেন—"তাঁহাদের সহিত যুক্তি তর্কে আমি পরাস্ত হইলাম।" বগুড়া সহরে থাকিতে থাকিতে এই তিনজনের সহিত অকৃত্রিম বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইলাম। কিন্তু তাঁহারা যেমন ব্রাহ্ম ছিলেন, তেমনি রহিলেন তিনি বৈদান্তিকই রহিয়া গেলেন। কিশোরীনাথ, হারাধন বর্ম্মণ এবং গোবিন্দচন্দ্র এই তিন জন ব্রাহ্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে কলিকাতা গিয়া ব্রাহ্মসমাজে যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি যেন বিশেষ করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপাসনা ও প্রার্থনা শ্রবণ করেন। এই কথা তাঁহারা গোস্বামী মহাশয়কে বার বার বলিয়াছিলেন।

বগুড়া হইতে গোস্বামী প্রভু কলিকাতা আসিলেন। এ-সময়ে বিজয়কৃষ্ণ দারুণ অর্থসঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার এক বন্ধু তাঁহার সমুদয় অর্থ চুরি করিয়া লইয়া জুয়া খেলিয়া সর্ব্বস্ব হারাইয়া পলাইয়া গেল। কপর্দ্দকহীন হইয়া দারুণ অর্থসঙ্কটে পড়িলেন, সংস্কৃতকলেজের ছাত্র তিনি, কলিকাতা থাকিয়া পড়িতেই হইবে—প্রবল অনুরাগ ছিল তাঁর অধ্যয়নের! কপর্দ্দকহীন গোস্বামী মহাশয় পড়িলেন অকূল সাগরে। কি করিবেন? কে দিবে আশ্রয়? অনেকের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন কেহ সাহায্য করিলেন না! এসময় তিনি তাঁহার দুরবস্থা জানাইয়া সেকালের এক প্রসিদ্ধ ধনী ও দয়ালু ব্যক্তির নিকট গেলেন এবং আপনার দুরবস্থার বিষয় বর্ণনা করিয়া সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। সেই দয়ালু ব্যক্তি সব কথা শুনিলেন, এবং বলিলেন: "দেখ আমি কয়েকজন ভদ্রসন্তানের অসাধু ব্যবহারে প্রতিজ্ঞা করেছি আর কাকেও বাটীতে স্থান দিব না।"

এইরূপে নিরাশ ও ভগ্নহৃদয় হইয়া ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একখানি আবেদনপত্র পাঠাইলেন, তাহাতে তাঁহার দৈন্য অবস্থার বিষয় বর্ণিত ছিল। শোনা যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার আবেদন পত্রখানি পাইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়াও তিনি বিরক্ত হইলেন না,—ভাবিলেন—দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মপরায়ণ সাধু, জ্ঞানশীল ও অতীব সহৃদয় ব্যক্তি, নানাজনের কাছে নানা ভাবে প্রবঞ্চিত হইয়া এইরূপ ব্যবহার করা অসম্ভব নহে। গোস্বামী মহাশয় নিজে লিখিয়াছেন—"এ কার্য্যে তাঁহার প্রতি আমি বিরক্ত হইলাম না। কারণ বগুড়াস্থ বন্ধুত্রয় ঠাকুরবাবুর বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। মনে করিলাম অনেক লোকে ইঁহাদিগকে প্রবঞ্চনা করে, এজন্য আমার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন না।"

সেকালে বিজয়ের কিরূপ শোচনীয় দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহা তাঁহার নিজের ভাষায়ই বলিতেছি।—"দিবসে উপবাস, রাত্রিতে গোলদীঘিতে কলেজের বারান্দায় শয়ন, এই অবস্থায় তিন চারি দিবস অতিবাহিত করিলাম। কলিকাতায় অনেক বন্ধু-বান্ধব ছিলেন, কিন্তু বিপদ কালে তাঁহাদের নিকট গমন করিলে কোন প্রকার অবজ্ঞা দেখিয়া পাছে বন্ধুতা বিনষ্ট হয় এই আশঙ্কায় তাঁহাদের নিকট গমন করিলাম না।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একদিন অনাহারে থাকিয়া ক্ষুধা ও পিপাসা নিবারণের জন্য গোলদীঘির মাটিও জলপান করিয়াছিলেন।—এমন অবস্থায় কেমন করিয়া কলেজে যাইবেন? কখনও গাছের তলায় বসিতেন, কখনও দীঘির চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

একদিন হতাশ হৃদয়ে বেড়াইতেছেন, সে-সময়ে একজন ভদ্রলোক তাঁহার বিষণ্ণ ও শুষ্কমুখ দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা, আজ বুঝি তোমার কিছু খাওয়া হয় নি?"

বিনা দ্বিধায় বিজয় বলিলেন—"না, আজ আমার কিছু আহার হয় নাই। তখন ভদ্রলোকটি পকেট হইতে একটি সিকি বাহির করিয়া তাঁহাকে দিয়া বলিলেন: "বাবা এই সিকিটি দিয়ে কিছু কিনে খাও।"

বিজয় বলিলেন, 'আপনার এই অযাচিত দান এ যে ভগবানেরই কৃপা।'

ইহার পর যেমন রেলিং ঘুরিয়া বাহির হইতেছিলেন এমন সময় তাঁহার সেই বন্ধু দ্রুতপদে তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন—'ভাই আমি জুয়া খেলে সব হারিয়েছি, আজ কয়েক দিন উপাস করে কাটাচ্ছি। তুমি আমাকে স্থান না দিলে কোথায় যাব?'

গোস্বামী মহাশয় বলিলেন—সেকথায় আর কাজ নাই। যাহার জন্য আমার এত কষ্ট, এই সময় সেই বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বন্ধুতার অনুরোধে তাঁহাকে কোন ভৎর্সনা না করিয়া দুইজনে ঐ সময় বেচু:চাটার্জি ষ্ট্রীটে একজন ভদ্রলোকের বাসায় অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। এই ভদ্রলোকটি সুরাপান সভার সভাপতি। এখন যাঁহাদিগকে বড় ব্রাহ্ম বলিয়া দেখিতেছি, সেই সময়ে তাঁহাদিগকে উদরপূর্ণ করিয়া সুরা সেবন করিতে দেখিয়াছি। তাঁহারা আমাকে সুরাপায়ী করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন, অতি প্রাচীন সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগকে তিরস্কার পূর্ব্বক সুরার নিন্দা করিতাম। আমি অদ্বৈতবংশ-গোস্বামী, আমি সুরাপান করিলে অথবা অন্য কোন পাপাচার করিলে আমার নির্ম্মল পিতৃকুল কলঙ্কিত হইবে, কেবল এই সংস্কারে অনেক সময় আমাকে কুসঙ্গ নরক হইতে উদ্ধার করিয়াছে।

সেই অবধি তাঁহারা আমাকে গোপন করিয়া সুরাপান করিতেন। সুরাপান নিবারণ বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মের শাসন অতি চমৎকার! ইংরাজি ভাষা শিক্ষা এবং ইংরাজদিগের সহবাস, খৃষ্টানধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব, বিলিতি সভ্যতার বাহিক আকর্ষণ এই সকল কারণে সুরাপান ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত কারণ গুলির একটিরও সাহায্য না পাওয়াতে ঘোর পাড়াগেঁয়ে অসভ্য হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুরাপায়ীদিগকে বিলক্ষণ গালি বর্ষণ করিতাম। তখন আমি অসভ্য না থাকিলে নিশ্চয়ই প্রধান প্রধান লোকের ন্যায় আমিও সুরাপায়ী হইতাম, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।'

ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই অধঃপতনের কাহিনী, সে সময়কার কবিতা ও গানে, সংবাদপত্রে, নাটকে, উপন্যাসে, মাসিক সংবাদপত্রে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এমনকি স্বর্গত সাধু ও সজ্জন—রামতনু লাহিড়ী মহাশয়কেও সঙ্গগুণে মদ্য স্পর্শ করিতে হইয়াছিল। তিনি সেকালের একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন :—সে সময় হাওড়াতে রেভারেণ্ড হাউ (Rev. Hough) নামে একজন খৃষ্টের প্রচারক বাস করিতেন। রামমোহন রায়ের বন্ধু আডামের সাহায্যে হাউ মহোদয়ের ভবনে একদিন বালিকাদিগের এক সম্মিলন হয়। তাঁহার কন্যা, কুমারী হাউ দক্ষিণারঞ্জনের প্ররোচনাতে লাহিড়ী মহাশয়কে এক গ্লাস সেরি পান করিতে দিলেন। দক্ষিণা আসিয়া তাঁহাকে কাণে কাণে বলিল, "ইংরাজসমাজের এই নিয়ম যে ভদ্রমহিলারা কিছু আহার বা পান করিতে দিলে, তাহা আহার বা পান না করা অসভ্যতা, অতএব পান না কর, একবার ওষ্ঠাধর স্পর্শ করাও।" লাহিড়ী মহাশয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাই করিলেন। এইরূপে সেকালের কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে সুরাপানের দ্বার মুক্ত হইয়াছিল।

বিজয়ের এইরূপ মানসিক অশান্তির সময় একদিন তাঁহার বগুড়ার বন্ধু তিন জনের কথা মনে পড়িল, তাঁহারা তাহাকে একবার ব্রাহ্মসমাজে যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সে-সময় বুধবার সমাজে প্রার্থনা হইত। সন্ধ্যাবেলা ব্রাহ্মসমাজে গেলেন। দেখিলেন—সমাজের আলোকমালা,—শুনিলেন তালমান সংযুক্ত মধুর সঙ্গীত, ভক্তিভাবে স্তোত্র পাঠ। বহুসংখ্যক লোক গম্ভীর ভাবে শুনিতেছেন সব। এই সকল দর্শন ও শ্রবণ করিয়া তাঁহার ব্রাহ্মসমাজ স্বর্গধাম বলিয়া মনে হইল। পরে ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বক্তৃতা করিতে লাগিলেন।

বিজয় বলেন—"পাপীর দুর্দ্দশা—ঈশ্বরের বিশেষ করুণা" এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া আমার পূর্ব্বকার ভক্তিভাব স্মৃতিপথে উদিত হইল, এতদিন যে ইষ্ট-দেবতার পূজা করি নাই তজ্জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল, সমস্ত শরীর গদ্‌গদ্-ঘর্ম্মে কম্পিত হইতে লাগিল, অশ্রুজলে হৃদয় ভাসিতে লাগিল, চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিয়া অন্তরে ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিলাম যে "দয়াময় ঈশ্বর! প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মে আমার বিশ্বাস হয় না, অন্যান্য কোন ধর্ম্মেও আমার বিশ্বাস নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার ন্যায় হতভাগ্য বোধ হয় পৃথিবীতে আর কেহ নাই। যখন পৌত্তলিক ধর্ম্মে বিশ্বাস ছিল তখন ইষ্টদেবতার পূজা করিয়া অপার আনন্দ ভোগ করিতাম এখন তাহা হইতেও বঞ্চিত হইয়াছি। প্রভো! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তুমি আমাকে রাখ, আর আমি কোথাও যাইব না, তোমার দ্বারে পড়িয়া রইলাম।" এই প্রার্থনা করিবার পর মনে শান্তি পাইলাম। তাঁহার মনে হইল দয়াময় ঈশ্বর তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজে আনিয়াছেন, তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্যই যেন দেবেন্দ্রনাথ এইরূপ হৃদয়ভেদী বক্তৃতা করিলেন। মনে মনে দেবেন্দ্রবাবুকে ধর্ম্মজীবনের গুরু বলিয়া ভক্তিযোগে প্রণাম করিয়া আসিলেন।

সে-সময়ে—সেদিন হইতে তাঁহার হৃদয়ে অপূর্ব পরিবর্ত্তন দেখা দিল। ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা কিছু উপলব্ধি করিতেন তাহা লিখিয়া রাখিতেন। সেই লেখাগুলিসংগ্রহ করিয়াই 'ধর্ম্মশিক্ষা', পুস্তক খানি প্রকাশ করা হয়। বিজয়কৃষ্ণ বলেন :—যখন পুস্তকখানি প্রকাশ করি, তখন মনে করিয়াছিলাম, ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত হয়ত আমার পুস্তকের মিল হইবেনা; কিন্তু যখন ভক্তিভাজন কেশববাবু পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অনুমোদন করিলেন, তখন আমার আহ্লাদের সীমা-পরিসীমা রহিলনা। বিশ্বাস আরো দৃঢ় হইল। দয়াময় পরমেশ্বর যে গুরু হইয়া অজ্ঞানকে জ্ঞান দান করেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এসময়ে গোস্বামী মহাশয়ের হৃদয়ে এই সত্য প্রতিভাত হইল যে "পরমেশ্বর সমস্ত মনুষ্যকে সৃজন করিয়াছেন, তিনি সকলের পিতা মাতা; এই জন্য প্রত্যেক নর-নারীকে ভ্রাতা ভগ্নী বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর সকলেরই অন্তরে বাস করেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না। সুতরাং মনুষ্য মনুষ্যকে ঘৃণা করিলে মহাপাপ হয়।—একদিন বিজয়কৃষ্ণ এই বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন, সেখানে একটি একাদশবর্ষীয় বালক ছিল, সে বলিয়া উঠিল— "যদি তুমি জাতিভেদ না মান, তবে পৈতা রেখেছ কেন?

বালকের কথা তাঁহার ঠিক্ বোধ হইল, তখনই তাঁহার সাক্ষাতে উপবীত ত্যাগ করিলাম। বালকটি তখনি আমার মাতার নিকট এই উপবীত ত্যাগের কথা প্রকাশ করিয়াছিল। মাতাঠাকুরাণী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে গমন করিলেন দেখিয়া পুনর্ব্বার উপবীত গ্রহণ করিলাম। এই ঘটনাটী ঘটিয়াছিল শান্তিপুর।

ব্রাহ্মসমাজে দেবেন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া প্রাণে যে শান্তি লাভ করিয়াছিলেন সে কথা বগুড়া গিয়া তাঁহার তিনবন্ধুকে বলায় তাঁহারা অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছিলেন। সেখানে কিছু দিন থাকিয়া সংস্কৃতকলেজ পরিত্যাগ করিয়া মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য কলিকাতা আসেন। কলিকাতায় আসিবার সময় কিছুদিন শান্তিপুর অবস্থান করেন। সে সময়েই ঐ উপবীত ত্যাগের ঘটনাটি ঘটিয়াছিল।

এখানে আমাদের প্রসঙ্গক্রমে বিজয়কৃষ্ণের সংস্কৃতকলেজ পরিত্যাগের কথা বলিতে হইতেছে।

এ সম্পর্কে আমরা তাঁহার সহাধ্যায়ী পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কথাই উদ্ধৃত করিতেছি। বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন—"আজ আমি যে দুইজন ভক্তের পূজা করিতে বসিয়াছি ইঁহারা উভয়েই আমার সহপাঠি ও যৌবন সুহৃৎ। ইহা আমার পক্ষে অল্প গৌরবের বিষয় নহে। বিজয়, অঘোর, শিবনাথ, উমেশ আমি—এই পাঁচজনের মধ্যে একসময় সুদৃঢ় প্রণয় বন্ধন ছিল। সংস্কৃতকলেজের ঘোর নাস্তিকতার সময়—আমরা পাঁচজন বন্ধু ভাগবত বলিয়া পরিহাসিত হইতাম। সেই ঠাট্টা বিদ্রূপের মধ্য দিয়া আমাদের ভগবদ্ভক্তি দিন দিন উপচিত হইতে লাগিল। গৃহে ও কলেজে নিরন্তর নির্য্যাতনে আমাদের পরস্পর প্রেম দিন দিন অধিকতর ঘনীভূত হইতে লাগিল। বিজয় আমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। সুতরাং তিনি আমাদের দলের একরূপ নেতা ছিলেন। আমরা নির্য্যাতন ভয়ে কয়জনে মিলিত হইয়া নির্জ্জনে উপাসনা করিতাম। তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম অপেক্ষা অধিকতর পরিমার্জ্জিত মনে করিয়া আমরা আদিব্রহ্ম-সমাজমন্দিরে নিয়মিত রূপে যাইতাম। কিন্তু তখন ধারণা ছিল যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে—হিন্দুধর্ম্মের সার সংগ্রহ মাত্র। এই ক্ষুদ্র সাধকদল পরস্পরের সাহায্য ও আচার্য্যগণের উপদেশে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। কৈশোরের সে সরলতা, সে পবিত্রতা কখন ভুলিবনা। বিজয় ও অঘোর উভয়েই আমাকে যে কিরূপ ভালবাসিতেন, তাহা আমি বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারিব না।"

"বিজয় কাব্যের শ্রেণী হইতে আমাদিগকে ছাড়িয়া মেডিকেল কলেজে গিয়া ভর্ত্তি হইলেন। অঘোর অলঙ্কারের শ্রেণী পর্য্যন্ত উঠিয়া কলেজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। আমি শিবনাথ ও উমেশকে অলঙ্কার শ্রেণীতে রাখিয়া স্মৃতির শ্রেণীতে উঠিয়া গেলাম। পরে এম্.এ. ক্লাসে শিবনাথ ও আমি উভয়ে আবার মিলিত হইয়া ১৮৭২ সালে দুইজনে এম্. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজ হইতে বাহির হইলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজয় ও অঘোর নিম্নশ্রেণী হইতে কলেজ পরিত্যাগ করায়, সংস্কৃতকলেজ হইতে কোন উপাধি পান নাই। অথবা সাধু হইবেন বলিয়াই বুঝি বা তাঁহাদিগকে কোন উপাধি-ভূষণে বিভূষিত করেন নাই।"

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাসে'—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তীকালের বিজয়ের সহপাঠি যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি বহু কৃতী ছাত্রের নাম আছে—বিজয়কৃষ্ণের নামের কোন উল্লেখ নাই।

সংস্কৃতকলেজে অধ্যয়নকালে বিজয়কৃষ্ণের সমুদয় বিবরণ জানিবার জন্য আমি কলেজের অধ্যক্ষকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম, সেই চিঠির উত্তরে তিনি আমাকে যাহা লিখিয়াছেন এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

Phone : 34-1767
D.O. No 1327/M—18

Sanskrit College
1, Bankim Chatterjee Street,
Calcutta
16th December, 1954

Dear Sir,

In reply to your letter dated the 7th December, 1954 regarding furnishing some particulars about late Bijoy Krishna Goswami who was a student of this College, I regret to say that the records mentioned by you being very old, are not traceable at present.

It is, however, observed that some useful information in the subject of your investigation is available in Brajendra Nath Bandopadhya's History of the Sanskrit College.

Sri Jogendra Nath Gupta
37/A, Mahanirvan Road,
Calcutta-29

Yours faithfully
S. Bhaduri, 16-12
Principal
Sanskrit College, Callcutta.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থ অধ্যায়

মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন—প্রথম ছাত্রধর্ম্মঘট, ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা, সঙ্গতসভা—শান্তিপুরে নির্য্যাতন

শিষ্যগণই ছিল গোস্বামী বংশের জীবিকা-নির্ব্বাহের অবলম্বন। বিজয়কৃষ্ণ যখন সে ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলেন, তখন সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্ম অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসা-ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা-উপার্জ্জন করা স্থির করিলেন। এ-সময়ে তিনি কিছুদিন বগুড়া হইতে মাতার সহিত পরামর্শ করিবার জন্ম শান্তিপুরে আসিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ দুইটি কারণে মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন। প্রথমতঃ গুরুগিরি করিয়া অর্থোপার্জ্জন দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করা তাঁহার মত-বিরুদ্ধ ছিল। একদিন শান্তিপুরের একজন ডাক্তারের কোন এক দরিদ্র রোগীর প্রতি নির্য্যাতন দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিল। মনে ভাবিলেন লোকসেবাই হইতেছে মানুষের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করিলে মানুষের সেবাও করিতে পারিবেন—অর্থ উপার্জ্জনও হইবে। এই মহৎ উদ্দেশ্য মনে করিয়া তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের বাঙ্গালা বিভাগে ভর্ত্তি হইলেন।

প্রথমতঃ কলিকাতা সংস্কৃতকলেজে আয়ুর্ব্বেদ পড়াইবার জন্ম একটি বৈদ্যক :শ্রেণী ছিল। তাহাতে আয়ুর্ব্বেদ পড়ানো হইত। ১৮৩৪ সনের বার্ষিক বিবরণীতে তদানীন্তন সেক্রেটারী ট্রেয়ার সাহেব লিখিয়াছেন—বৈদ্য-জাতীয় ছাত্রেরা ন্যায়শ্রেণীতে ভর্ত্তি না হইয়া বৈদ্যকশ্রেণীতে ভর্ত্তি হইত—সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় শিক্ষার্থীদিগকে বক্তৃতা দেওয়া হইত।—১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। সে-সময়ে যে হিন্দু যুবক শব-ব্যবচ্ছেদ করেন তাঁহার নাম মধুসূদন গুপ্ত। মধুসূদন কলিকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজ সংশ্লিষ্ট বৈদ্যক শ্রেণীর একজন অধ্যাপক ছিলেন। এ-বিষয়ে মেডিকেল কলেজের বিবরণীতে লিখিত আছে :—"When the Medical College was started the first Hindu who performed dissection on humanbody was Pandit

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Madhusudan Gupta who was formerly a lecturer of the Medical Institution at the Sanskrit College and subsequently became Superintendent and Lecturer of the vernacular class. Babu Raj Krishna Dey was the first student to disect human body. Since then the prejudice against disecting the human body by Hindu students disappeared quickly." মধুসূদন গুপ্ত ১৮৩৬ সনে 'লণ্ডন ফার্ম্মাকোপিয়া' এবং ১৮৫২ সালে এনাটোমি বা শারীর-বিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৮৫৬ সনের ১৫ই জুন মধুসূদন গুপ্তের মৃত্যু হয়। গোস্বামী প্রভুর জীবনী লেখকগণ কেহ কেহ এইরূপ লিখিয়াছেন যে, মেডিকেল কলেজের বাঙ্গালা বিভাগে প্রবেশ এবং গোস্বামী মহাশয়ের শব-ব্যবচ্ছেদের জন্য কেল্লা হইতে তোপ দাগা হইয়াছিল, একথা সম্পূর্ণ অমূলক। এজন্যই মধুসূদন গুপ্তের প্রসঙ্গ তুলিলাম।

১৮৫২ সালে গভর্ণমেণ্ট "নেটিব ডাক্তার" তৈরী করিবার জন্য বাঙ্গলা বিভাগ খুলিলেন। বাঙ্গলার পল্লীতে চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই—নেটিব ডাক্তার বা দেশীয় ডাক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ হইবে বলিয়া গভর্ণমেণ্ট এই বাঙ্গলা বিভাগের প্রতিষ্ঠা করেন—[This class of Doctors was a great blessing in the villages of Bengal as they afforded Medical aid to members for low fees."]

সে-সময়ে মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন (Surgeon—Major W. C. B. East-well M. B. C. M. (Glasgow) M. R. C. (London) F.R.C.P. London) (1857-1859) ডক্টর চিবার্স। তিনি যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন তাহা হইতে জানা যায় বিজয়কৃষ্ণ যখন মেডিকেল কলেজের বাঙ্গালা বিভাগে অধ্যয়ন করেন তখন সর্ব্বসমেত প্রায় ৩০৪ জন ছাত্র ছিলেন। ছাত্র-সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছিল। সে-সময়ে ইংরাজী ও বাঙ্গলা বিভাগ এক বাড়ীতেই ছিল। কলেজ বাড়ীতে তখন দুই বিভাগের পড়াশুন হইত। ১৮৪৮ সালে মতিলাল শীল একখণ্ড জমি দান করেন—সেখানে হাসপাতালের (Medical Hospital) শিলাবিন্যাস হইয়াছিল ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে। মেডিকেল কলেজের সংশ্লিষ্ট এই হাসপাতাল সর্ব্ব প্রাচীন। এই হাসপাতালেই তখন ছাত্রগণ রোগীদের পরিচর্য্যা করিতেন।

ছাত্রদের বাঙ্গলা ভাষায় শিক্ষা দিতে হইত। তখন বাঙ্গলা ভাষায় ডাক্তারি শিক্ষার কোন বই ছিল না। ১০০ শত ছাত্রকে মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া বৃত্তি দেওয়া হইত। মহাত্মা রামকমল সেন—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পিতামহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাঙ্গালা ভাষায় Anatomy, Materia Medica প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বইয়ের বাঙ্গালা ভাষাতে অনুবাদকারীকে ১,০০০ এক হাজার টাকা পারিতোষিক দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

"গোস্বামী মহাশয় মেডিকেল কলেজের বাঙ্গলা বিভাগের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। স্বাভাবিক সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবশতঃ শিক্ষক এর প্রমুখাৎ শ্রুতিবিষয় কখনও তাহাকে পরিশ্রম করিয়া আয়ত্ত করিতে হইত না। একবার যাহা শ্রবণ করিতেন তাহা অন্যান্য ছাত্রগণের নিকট আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া আয়ত্ত করিয়া লইতেন। বঙ্গীয় বিভাগে যে কয় বৎসর অধ্যয়ন করিতে হয়, তাহাও তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।" [ধর্ম্মতত্ত্ব—১২৮১।]

মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নকালে শুনিতে পাইলেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হয়। ইহা শুনিয়া বিজয়কৃষ্ণের দীক্ষিত হইতে অত্যন্ত অভিলাষ হইল। দীক্ষিত হইলে ধর্ম্মভাব বর্দ্ধিত হইবে। সুতরাং অবিলম্বে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রবাবুর নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। অঘোরনাথ গুপ্ত ও বিক্রমপুর পঞ্চসার গ্রাম নিবাসী গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ও ঐ দিবস তাঁহার সহিত একত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। (১২৬৭।৬৮ বঙ্গাব্দ ১৮৬০।৬১ খ্রীঃ)।

দীক্ষা সময়ে তাঁহাকে অনেক সুন্দর সুন্দর উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল। এই সময় হইতেই তিনি আসনে বসিতে অভ্যাস করেন। তাঁহার এ-সময়কার অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—"উপবীত ত্যাগ না করাতে আমার মনে অত্যন্ত অশান্তি হইতে লাগিল। এমন কি, প্রতিদিন প্রার্থনার সময়ে হৃদয় কম্পিত হইত। লোকে বলিত, পইতা কি গায়ে কামড়ায়? বাস্তবিক ইহা কালভুজঙ্গের ন্যায় প্রতিদিন দংশন করিতে লাগিল। উপবীত রাখা অসত্য ব্যবহার। অসত্য ব্যবহার করিলে ঈশ্বর দর্শন হবে না। এইভাবে আমার প্রাণ অস্থির হইত। একদিন ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে 'মহাশয়! উপবীত রাখা উচিত কিনা, মৎস্য মাংস ভক্ষণ করা উচিত কিনা?' তিনি উত্তর করিলেন—"উপবীত রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। উপবীত না রাখিলে সমাজের অনিষ্ট হয়। এই দেখ আমি উপবীত রাখিয়াছি। মৎস্য মাংস না খাইলে শরীর রক্ষা হয় না, মশা, মাছি, ছারপোকা যখন মার তখন অন্য হত্যায় দোষ কি? এই দুই উত্তরই আমার মতের সহিত ঐক্য হইল না। মনে করিলাম এখনও ব্রাহ্মসমাজে কুসংস্কার রহিয়াছে। কিন্তু দেবেন্দ্রবাবু আমাকে যে পাপ কূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার দূষিত মতের জন্য তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা হইল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে সময়ে কতিপয় পূর্ব্ববঙ্গবাসী মেডিকেল কলেজের উৎসাহী এবং সংস্কার-পন্থী ছাত্র একত্র হইয়া "হিতসঞ্চারিণী" নামে একটি সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। আমরা অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিয়াছি যে সেই সভার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন—রামপ্রসাদ সেন, ইনি কবি অতুলপ্রসাদ সেনের পিতা। ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে পরে উপাচার্য্য হইয়াছিলেন। ইঁহার নিবাস ছিল দক্ষিণ বিক্রমপুরের বর্দ্ধিষ্ণু পল্লী মগর নামক গ্রাম। পরবর্ত্তী জীবনে ডাক্তার রামপ্রসাদ বিশেষ খ্যাতিমান চিকিৎসক হইয়াছিলেন। অন্য যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে করুণাময় সেন, অতুলচন্দ্র রায় প্রভৃতির নাম প্রসিদ্ধ। করুণাময় ছিলেন বিক্রমপুর সোণারঙ্গ নিবাসী, অতুলচন্দ্র ছিলেন দক্ষিণ বিক্রমপুরের অধিবাসী। করুণাময় কলিকাতায়—অতুলচন্দ্র সরকারি ডাক্তার হিসাবে সর্ব্বত্র যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই সভার কোন বার্ষিক বিবরণী আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

একদিন "হিতসঞ্চারিণী" সভায় আলোচিত হইল যে,—যাহা সত্য বুঝিব—তাহা প্রতিপালন না করা, মহাপাপ ও কপটতা। সেদিনকার এই আলোচনায় গোস্বামী মহাশয় মনে করিলেন যে এইরূপ অবস্থায় উপবীত ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। তাহার পরেই উপবীত ত্যাগ করিলেন। তাঁহার মনে হইল যে একটা গুরুতর পাপভার হইতে মুক্ত হইলেন। তিনি এ-বিষয়ে গোপন রাখিলেন না। শান্তিপুরের বাটীতেও পত্র লিখিলেন। এ সংবাদে শান্তিপুরে ভয়ানক আন্দোলন আরম্ভ হইল। অনেকে তাঁহাকে বলিলেন—কাজটা কি ভাল হইল, কেন উপবীত ত্যাগ করিলে। দেবেন্দ্র ঠাকুরের ত উপবীত রয়েছে। অতএব অনেকে তাঁহাকে উপবীত গ্রহণ করিতে বলিলেন। কিন্তু তেজস্বী নির্ভীক ও সত্যনিষ্ঠ গোস্বামী মহাশয় 'হিতসঞ্চারিণী' সভার আলোচনার পর ১৮৬২ খৃঃ অঃ উপবীত ত্যাগ করিলেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ মাতুল বিখ্যাত "সোমপ্রকাশ" সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ পর্য্যন্ত বিজয়কৃষ্ণের উপবীত ত্যাগের প্রশংসা করিয়া "সোমপ্রকাশে" প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্ম-সমাজ উপবীত ত্যাগের বিরোধী বলিয়া ব্রাহ্মসমাজকে বিশেষরূপে দোষারোপ করিয়াছিলেন। এবিষয়ে গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছিলেন—'যে সোমপ্রকাশ সম্পাদক এখন জাতিভেদ রাখিতে বিশেষ যত্ন করিতেছেন, তখন তিনি আমাকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন।' বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার সংবাদ তাঁহার বন্ধুমহলে অল্প সময়ের মধ্যেই প্রচারিত হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহাধ্যায়ীগণেরও বেশ কৌতূহল হইয়াছিল—তাঁহারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিলেন—'ওরে শুনেছিস্ বিজয় নাকি ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েছে। চল্না দেখে আসি।' বন্ধুগণ বিজয়কৃষ্ণকে দেখিতে গিয়া—তাঁহাকে নানারূপ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া আসিল—বিজয় রহিলেন অটল ও অচল—বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপও করিলেন না কাহারো কথায়। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও সে দলের ছিলেন একজন। বিদ্রূপকারী সহাধ্যায়ী দল চলিয়া গেলে বন্ধুর অনুরোধে তিনি বিজয়কৃষ্ণের বাসায় রহিয়া গেলেন।

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার লিখিত আত্মচরিতে লিখিয়াছেন: "উমেশ যোগেন্দ্র ও অপরাপর ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে আমি আমাদের পূর্ব্বতন সহাধ্যায়ী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অঘোরনাথ গুপ্ত এই বন্ধুদ্বয়ের বাসাতে মধ্যে মধ্যে যাইতে লাগিলাম। ইঁহারা একসময় আমাদের সঙ্গে এক শ্রেণীতে পড়িতেন, কিন্তু তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক হইয়াছিলেন। একদিন রাত্রে বিজয় ও অঘোর আমাকে আর ভবানীপুরে যাইতে দিলেন না, নিজেদের বাসাতে রাখিলেন। আমার স্মরণ আছে যে, সে রাত্রে তাঁহাদের বাসাতে অন্য জাতীয়া স্ত্রীলোকের রাঁধা ভাত মাটির সানকেত খাইয়া সমস্ত রাত্রি এত গা ঘিন্ ঘিন্ করিতেছিল যে ভালো করিয়া ঘুমাইতে পারি নাই।" * * অথচ এই সময়ে গ্রামের কতিপয় ব্রাহ্ম, ভবানীপুরের দুই চারিজন ব্রাহ্ম ও বিজয় অঘোর ভিন্ন আর কোনো ব্রাহ্মের সহিত আমার আত্মীয়তা ছিল না।'

যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে বিদ্যাভূষণ) এ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন: 'অঘোর যখন চেতলায় বাসা ছিল—আমি মধ্যে মধ্যে তথায় গিয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিতাম। অঘোর আমাকে পাইয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইতেন।—আমাকে আদর করিয়া, আমাকে খাওয়াইয়া, আমার অনুবর্ত্তন করিয়া তিনি যেন কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করিতেন না। * * * বিজয়ের ভালবাসার গভীরতা উপলব্ধি করা যাইত না। তখন বন্ধুজনের বিপদ্ভঞ্জনের জন্য তিনি বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইতেন। কোন বাধা বিপত্তি তখন তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিত না। অঘোরের হৃদয় গলিত সোণা—ইহাতে প্রেমের ছবি সহজে অঙ্কিত হইত। কিন্তু বিজয়ের হৃদয় শোধিত সুবর্ণ। ইহাতে অঙ্কপাত হইত না বটে, কিন্তু ইহা খোদিত করিলে ইহাতে স্থায়ী অঙ্কপাত হইত।"

গোস্বামী মহাশয়ের তিন বৎসর মেডিকেল কলেজে পড়া শেষ হইয়াছে। শীঘ্রই উপাধি গ্রহণের পরীক্ষা হইবে। সে-সময়ে কলেজের অধ্যক্ষ চিবার্স

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS শ্রীউমাশংকর সরকার

সাহেবের সহিত বাঙ্গলা বিভাগের ছাত্রগণের ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। টিবার্স সাহেব বাঙ্গালা বিভাগের একজন ছাত্রকে ঔষধ চুরির মিথ্যা অপবাদে অপরাধী করিয়া পুলিশের হস্তে সমর্পণ করেন। ইহাতে কলেজের ছাত্রগণ বিশেষভাবে অপমানিত বোধ করেন! তেজস্বী বিজয়কৃষ্ণের প্রাণে ইহাতে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। তিনি হইলেন নেতৃস্থানীয়, ছাত্রেরা তাঁহার নেতৃত্বাধীনে একসঙ্গে কলেজ ত্যাগ করিলেন। যে-সব ছাত্র প্রথমে ধর্ম্মঘটে যোগ দেয় নাই—তাহাদিগকে দলে আনিবার জন্য গোলদীঘিতে দাঁড়াইয়া বিজয়কৃষ্ণ ওজস্বিনী ভাষায় যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। তাহার ফলে বাঙ্গলা বিভাগের সমুদয় ছাত্রই ধর্ম্মঘটে যোগদান করিলেন। এই বিরোধ যখন চরমে উঠিল,—সংবাদপত্রেও এ-বিষয়ে আন্দোলন হইতেছিল, তখন গোস্বামী মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট গমন করিয়া কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহার, বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের বৃত্তি কাটা ইত্যাদি নানা বিষয় বিবৃত করেন। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর, প্রথমে ছাত্রদের ব্যাপার বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু বিজয়ের যুক্তি ও প্রকৃত অবস্থা জানিয়া ছোটলাট সাহেবের কাছে সমস্ত ঘটনা জানাইয়া বিবাদের মীমাংসা করিয়া দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপদেশে বিজয় আনুপূর্ব্বিক সমুদয় বিবরণ লিখিয়া আনিলেন, তাহাই স্বীয় মন্তব্যসহ তখনকার দিনের বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার ছোটলাট স্যার এস্‌লি ইডেনের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

তৎক্ষণাৎ প্রতিকারের ব্যবস্থা হইল। বিচারে ছাত্রগণ নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইল এবং ছোটলাটের আদেশে বিনা দণ্ডে পুনর্ব্বার তাহারা কলেজে গৃহীত হইয়াছিল। যে-সকল ছাত্রের বৃত্তি কাটা গিয়াছিল তাহাদের সমুদয় বৃত্তি দেওয়া হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৃষ্টি এই ঘটনার পরে মেডিকেল কলেজের দিকে পড়িয়াছিল।—কলেজের নানা দিকে উন্নতি হইল—এবং বাঙ্গলাবিভাগ পৃথক হইয়া কেম্বেল মেডিকেল স্কুলে পরিণত হইল।

এইরূপ গোলযোগ ও অশান্তি মিটিয়া গেলে তিনি মেডিকেল কলেজ পরিত্যাগ করিলেন। কিছুকাল পরে তাঁহার সহিত মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক এবং খ্যাতিমান চিকিৎসক রূপে পরিচিত আজম খাঁর দেখা হইল। আজম খাঁ বলিলেন: "গোঁসাই ঈশ্বর তোমার প্রতি সন্তুষ্ট, তাই তুমি রক্ষা পেয়েছ, তুমি কলেজ ছেড়ে ভাল করেছ, নতুবা তোমাকে ঘোর বিপদে পড়তে হ'তো—কেননা তুমি ছিলে ধর্ম্মঘটের নেতা।' তুমি আবার যদি মেডিকেল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলেজে পড়তে আসতে তাহলে অধ্যক্ষ সাহেব কোনরূপ কৌশলে বা ছলে বিপদে ফেলতেন।'

বর্ত্তমান সময়ে স্কুল-কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে ধর্ম্মঘট প্রাত্যহিক ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছে কিন্তু সে প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে ছাত্রদের মধ্যে ধর্ম্মঘট ছিল অসম্ভাবিত ও অসমসাহসিকতার পরিচায়ক। ছাত্র ধর্ম্মঘটের প্রথম প্রবর্ত্তক হিসাবেও বিজয়কৃষ্ণের নাম স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

কেশবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠাপিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 'সঙ্গতসভার' নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে 'সঙ্গতসভা' স্থাপিত হয়। সঙ্গতসভা নামটি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, শিখদের ধর্ম্মপ্রসঙ্গ সভার নামানুসারে এই সভার নাম সঙ্গতসভা রাখেন। ইহার আদি শাখা ছিল—একটি আচার্য্য কেশবচন্দ্রের কলুটোলার বাড়ীতে, অন্য দুটি সিমলা ও কলুটোলার অন্যত্র। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের বাটিতে প্রথম বৎসর যে আলোচনা হয় তাহা তিনি স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়া "ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান" নামে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। [১৭৮২ শক-শ্রাবণ ও ভাদ্র—অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় প্রকাশ করেন, ১৮৬২ খৃঃ 'সঙ্গত' ১ম ও ২য় ভাগ—নববিধান প্রকাশ সমিতি হইতে প্রকাশিত হয়]

বিজয়কৃষ্ণ 'সঙ্গতসভার' সাম্বৎসরিক উৎসবের অধিবেশন উপস্থিত হইলে "অনুষ্ঠান" নামক একখানি পুস্তক উপহার পাইলেন; তাহাতে লিখিত ছিল 'উপনয়নের সময় উপবীত গ্রহণ করিবেনা।' ইহা পাঠ করিয়া তাঁহার মনে হইল উপবীত ত্যাগের যখন সঙ্গত সভার মত তখন এই সভায় যাইতে হইবে।

বিজয়কৃষ্ণ পূর্ব্ববাঙ্গলাবাসী একজন ভ্রাতার সহিত সঙ্গতসভায় গমন করেন। সেখানে ব্রাহ্ম ভ্রাতাদের সহবাসে অসীম আনন্দ উপভোগ করিতেন। গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন: ইহার পূর্ব্বে কেশব বাবুর সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না। এক্ষণে সঙ্গতসভার সভ্য হইয়া এই সভায় নিত্য নূতন সত্যলাভ করিয়া কেশববাবুর নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইতে লাগিলেন। এই সময়ের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন, "সঙ্গতসভা" এবং ব্রাহ্মসমাজ হইতে আসিয়াই মনে হইত আবার কখন সঙ্গতে গমন করিব, সমাজে গমন করিব, ব্রাহ্মভ্রাতাদের সহিত সম্মিলিত হইব। তখন আমি প্রধান ব্রাহ্মদের নিকট অপরিচিত ছিলাম, এজন্য তাঁহাদের বাটীতে ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে কোন অনুষ্ঠান হইলে আমাকে নিমন্ত্রণ করিতেননা। কিন্তু নিমন্ত্রণ করেন নাই বলিয়া অভিমান করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বসিয়া থাকিতে পারিতামনা। সেখানে গমন করিলে ব্রহ্মনাম শ্রবণ করিব, ভ্রাতাদের সহিত সম্মিলিত হইব, এইভাব মনে করিয়া সর্ব্বত্রই গমন করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতাম। তখন প্রত্যেক ব্রাহ্মকেই জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলিয়া মনে হইত।"

সঙ্গতসভার বিধান ছিল—প্রত্যেক মানুষই পরমেশ্বরের সৃষ্টি, মানুষ মানুষের ভাই, কাজেই কোনরূপ অস্পৃশ্যতা থাকা উচিত নয়। জাতি, সমাজ ও ধর্ম্ম বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিহার করিয়া করিতে হইবে—সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় এবং সর্ব্বজাতি সম্মেলন। কোন ভেদ, কোন পার্থক্য থাকিবেনা।—পৃথিবীতে গড়িয়া তুলিতে হইবে শান্তির রাজ্য। তখনকার দিনের সঙ্গতসভার সহিত বর্ত্তমান কালের সভাসমিতির তুলনা হইতে পারে না। তদানীন্তন পবিত্রচেতা, সত্যনিষ্ঠ ও প্রকৃত ধর্ম্মানুরাগী ব্রাহ্মগণের ভগবানকে লাভ করিবার জন্য, ধর্ম্মোপদেশকে দৈনন্দিন জীবনে পালন করিবার জন্য যে আবেগময় উৎসাহ, তাহা যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সঙ্গতসভারূপে পরিণত হইয়াছিল।" সঙ্গত-সভার তদানীন্তন ব্রাহ্মযুবকগণ বিষয় আকাঙ্ক্ষা, কাম, ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ, ঈর্ষা প্রভৃতি মানসিক প্রবৃত্তি সকলের শরণাগত, অনুগত দাস হইয়া তাহাদের সেবা ও উপাসনা করাকে আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতা বলে। স্বার্থপরতা হইতে মুক্ত হওয়াই সংসার হইতে মুক্ত হওয়া। সঙ্গতসভার তদানীন্তন ব্রাহ্মযুবকগণ এ-সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেন। এই আলোচনায় প্রায় সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইত। অধিক রাত্রি হইলে অনেকে গৃহে গমন করিতেন, কিন্তু গোস্বামী মহাশয় ও কয়েকজন ধর্ম্মানুরাগী ব্রাহ্ম প্রায় সমস্ত রাত্রি থাকিতেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"বিজয়বাবু ও আমি কত সময় একত্র ধর্ম্মালোচনা ও ধ্যান-ধারণায় যাপন করিয়াছি। অনেক সময় আলোচনা এমন জমাট হইয়া উঠিত যে, আমরা নিদ্রা ভুলিয়া যাইতাম। অনেক সময় আলোচনান্তে গভীর ধ্যানে বসিতাম এবং প্রাতঃকালে তোপ পড়িলে তবে আমাদের ধ্যান ভঙ্গ হইত। কখন কখন আলোচনান্তে আমরা গৃহ গমনের জন্য রাস্তায় বাহির হইতাম এবং রাস্তায় ল্যাম্পপোষ্টের নিকট দাঁড়াইয়া কথা বলিতে বলিতে পূর্ব্বাকাশে উষার কিরণ-রেখা দেখা দিত ও পক্ষীর কলধ্বনি শুনা যাইত।"

উপবীত ত্যাগের পরে এবং মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষা দিয়া ডিপ্লোমা না লইয়া বিজয় শান্তিপুরে গেলেন। তিনি সেখানে যাওয়া মাত্র মহা আন্দোলন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপস্থিত হইল। গোস্বামী প্রভু বলেন—"শান্তিপুর শুদ্ধ লোক আমার উপর খড়্গাহস্ত হইয়া উঠিল। পথে বাহির হইলে কেহ গালি দিত, কেহ ধূলি নিক্ষেপ করিত, কেহবা প্রহার করিতে উদ্যত হইত। যাঁহারা ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারাও বাতুল বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল। ব্রাহ্ম হিন্দু সকলেই আমাকে যৎপরোনাস্তি অপমান করিতে লাগিলেন। এদিকে মাতাঠাকুরাণী উপবীত আনিয়া প্রদান করিলেন, পায়ে পড়িয়া উচ্চৈস্বরে কান্দিতে লাগিলেন!"

"মাতাঠাকুরাণীর এইরূপ ব্যবহারে আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে চেতন হইয়া বলিলাম যে, "যদি আমাকে পুনর্ব্বার উপবীত গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব। আমি আর অসত্যকে ধারণ করিব না।" মাতা আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বাললেন যে, "তুই আর পইতা গ্রহণ করিস্ না, যখন তোর পইতা হয় নাই তখন যেরূপ ছিলি এখনও তাহাই মনে করবো তুই বেঁচে থাক্।"

মাতৃস্নেহের পবিত্র সুরধুনিধারার কোমলস্পর্শে বিজয়কৃষ্ণের মনের ক্ষোভ দূর হইল। প্রাণে শান্তি পাইলেন। জননী স্বর্ণময়ীর কাছে প্রচলিত সমাজ-বিরোধী ক্রিয়ানুষ্ঠান অপেক্ষা ও পুত্রের কল্যাণকামনাই হইল সকলের চেয়ে বড়। মাতা, পুত্র স্নেহপরবশ হইয়া যাহা সহ্য করিলেন, শান্তিপুরের হিন্দুসমাজ তাহা সহ্য করিল না।

সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ জ্যেষ্ঠভ্রাতা ব্রজগোপাল গোস্বামীকে একটি প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিতে বলিলেন, নিরুপায় ব্রজগোপাল আর কি করিবেন? তিনি তাহাই করিলেন এবং প্রকাশ্য সভা ডাকিয়া বিজয়কৃষ্ণকে ত্যাগ করিলেন। সমাজ এইরূপ পরিত্যাগেই সন্তুষ্ট হইল না। শান্তিপুরের গোস্বামিগণ ব্রজগোপাল গোস্বামীকে ডাকাইয়া বলিলেন—'কেবল বাড়ী হইতে নয় গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দেও।" ব্রজগোপাল কি করিবেন? নিরুপায় হইলেন। প্রধান প্রধান গোস্বামিগণ বিজয়কৃষ্ণকে বলিলেন ঃ "তুমি শান্তিপুর ত্যাগ কর, নতুবা তোমার দৃষ্টান্তে অনেকের অনিষ্ট হইবে।'

বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন ঃ—"আপনাদের আশীর্ব্বাদে যদি শান্তিপুরে বাস করিয়া ইহার কিছু উপকার করিতে পারি, তাহা হইলে আমার জীবন সফল হয়। আমার বিশ্বাস যে, হয়ত কালেতে এই ঠাকুরঘর ব্রাহ্মসমাজ হইতে পারে।"

তাঁহার কোন কথাই তাঁহারা ভাল করিয়া শুনিলেন না বা বুঝিতে চাহিলেন না। সমাজপতি গোস্বামিগণ বিজয়কৃষ্ণকে সমাজচ্যুত করিয়া সকলে প্রস্থান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন। সেইবারেই শান্তিপুরে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল, কিন্তু তাহাতে কোন উপকার হইল না। তিনি লিখিয়াছেন—"ব্রাহ্মদিগের জীবনে ব্রহ্মোপাসনা ও সত্যপালনের দৃঢ়তা থাকিলে শান্তিপুরের বিশেষ উপকার হইত। ব্রাহ্মদিগের জীবনের প্রতি দৃষ্টি না থাকাতে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনেকের অশ্রদ্ধা হইল। বিশুদ্ধ জীবনই ধর্ম্মপ্রচারের প্রধান অবলম্বন।"

গোস্বামী মহাশয়কে একে একে তাঁহার আপন আত্মীয়-বন্ধু সকলেই পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহাকে একজন শুধু ত্যাগ করিলেন না—তিনি তাঁহার ভগ্নীপতি কিশোরীলাল মৈত্র মহাশয়। তিনি তাঁহাকে লইয়া কলিকাতা আসিলেন। তাঁহাদের বাসা ছিল পটলডাঙ্গা স্ট্রীটে—কলিকাতা আসিবার পর প্রতিদিন সেখানে পারিবারিক উপাসনা হইতে লাগিল। গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন—"এক মাসের পর আমার পূজনীয়া জ্যেষ্ঠা ভগ্নী বলিলেন যে পৌত্তলিক উপাসনা অপেক্ষা ব্রহ্মোপাসনাই তাঁহার ভাল বোধ হয়। তিনি ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে উপাসনার প্রতি তাঁহার গাঢ় অনুরাগ হইল। এখন হইতে ভাই ভগ্নী ও আমি পিতার চরণ পূজা করিয়া কৃতার্থ হইতে লাগিলাম। মৈত্র মহাশয় যেরূপ সাংসারিক কষ্টে পড়িয়াছিলেন, উপাসনার গাঢ় অনুরাগ না হইলে সপরিবারে কথনই সেই কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেন না। ধর্ম্মের জন্য মানুষ কত দুঃখ সহ্য করিতে পারে তাহা তাঁহাদের জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।" গোস্বামী মহাশয়ের ভগ্নীর নাম ছিল শ্রীমতী দেবী।

যদি তাঁহার উপাসনায় প্রগাঢ় অনুরাগ না থাকিত, তাহা হইলে তিনি পাঁচটি সন্তান লইয়া এইরূপ ক্লেশ সহ্য করিতে পারিতেন না। গোস্বামী মহাশয় বলেন ঃ যদি পৌত্তলিক মতে মৈত্র মহাশয় পুত্রের বিবাহ দিতেন তবে সহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হইতেন। সত্যের অনুরোধে তৃণবৎ সে অর্থ পরিত্যাগ করিলেন। ধর্ম্মরাজ্যের ইহা অতি রমণীয় দৃশ্য। ইঁহাদের কষ্ট দেখিয়া আমার যন্ত্রণা যৎসামান্য বলিয়া মনে হইত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চম অধ্যায়

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, তেজস্বিতা, স্বাধীন মত-প্রকাশ

যিনি দেহে ও মনে সত্যনিষ্ঠ নহেন, যাঁহার হৃদয় দুর্ব্বল, যিনি লোকভয়ে ভীত, সমাজের ভয়ে শঙ্কিত, সেইরূপ স্বাধীনতাবিহীন ব্যক্তি—কখনও সত্যব্রতী ও সত্যের পূজারী হইতে পারে না।—বিজয়কৃষ্ণ ছিলেন সত্যনিষ্ঠ নির্ভীক পুরুষ। তিনি নিজে যেরূপ স্বাধীন ও সত্যসন্ধ ছিলেন তেমনি তাঁহার বন্ধুগণের প্রতি ও অনুগতদিগের মধ্যে দেখিতেও চাহিতেন তেমনি সত্যনিষ্ঠা, স্বাধীনচিন্তা ও স্বাধীনমত। যাঁহারা গোস্বামী প্রভুর সঙ্গ করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, মানুষ মানুষকে যতদূর স্বাধীনতা প্রদান করিতে পারে, তিনি তাহার আদর্শ দেখাইয়াছেন।

—শান্তিপুরে নানাভাবে নির্য্যাতিত হইবার পর বিজয়কৃষ্ণ সপরিবারে কলিকাতা আসিয়া বাস করিতে থাকেন। এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজ অনেক দিক্ দিয়াই জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি শান্তিপুর হইতে কলিকাতা আসিয়া দেখিলেন—উন্নতিশীল যুবকদল প্রবল উগ্যমে সভাতে যোগদান করিয়া উপবীত ত্যাগ, সমাজ-সংস্কার, স্ত্রী-শিক্ষা সব দিকেই আরম্ভ করিয়াছেন নূতন নূতন আন্দোলন।

"এই সময় নূতন ও পুরাতন শক্তির একটি আশ্চর্য্য সম্মিলন নিবন্ধন দিন দিন সুশিক্ষিত যুবকগণ ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। একদিকে দেবেন্দ্র-নাথের বহু-দর্শন, প্রগাঢ় ধ্যান-পরায়ণতা, সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা, গাম্ভীর্য্য, ধীরতা প্রভৃতি মহদ্‌গুণ; অপর দিকে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সাহস, পরাক্রম, নির্ভীকতা, কার্য্যতৎপরতা, জীবন্ত প্রার্থনা এবং বিজয়কৃষ্ণের ও তাঁহার সহযোগিগণের ধর্ম্মানুরাগ, প্রচার ব্যাকুলতা, সংস্কারপ্রিয়তা, অসামান্য উগ্যম, উৎসাহ প্রভৃতি মিলিত হইয়া সমাজে একটি প্রবল শক্তি উৎপন্ন করিয়াছিল।

সে-সময় ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলন-স্রোত নানা দিকে প্রবাহিত হইতেছিল, দেশে জাগিয়া উঠিতেছিল এক নূতন উগ্যম, আশা ও উৎসাহ। বাঙ্গলার সর্ব্বত্র এই ধর্ম্মের কথা জানিবার জন্য সে কি ব্যাকুলতা! সে কি আগ্রহ! কিন্তু কে শোনায় ধর্ম্ম-পিপাসু নরনারীদের কাছে ব্রাহ্মসমাজের বাণী? কাজেই প্রচারের আবশ্যক হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে একদিন সঙ্গতসভায় বিজয়কৃষ্ণ শুনিয়া আসিলেন—যশোহর জেলার অন্তঃপাতী বাগ্‌আঁচড়া নামক পল্লীতে অনেকগুলি লোক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন, কে সেখানে যাইবে এমন লোক পাওয়া যাইতেছে না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে সে পল্লীর শোচনীয় দুর্দ্দশার কথা স্থানীয় লোকেরা নিবেদন করিয়াছিল কিন্তু তথায় যাইবার জন্য কোন যোগ্য লোক পাওয়া যাইতেছে না। বিজয়কৃষ্ণ সেখানে যাইতে সম্মত হইলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে বলিলেন যে মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আর অল্প সময় আছে, এখন অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া গেলে কিরূপে পরিবার প্রতিপালিত হইবে ?'

বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন—"যিনি মরুভূমিতে তৃণ-গুল্ম রক্ষা করেন, সমুদ্রের গভীর নীরমধ্যে প্রাণীপুঞ্জকে প্রতিপালন করিতেছেন, কোন্ অবিশ্বাসী বলিবে যে তিনি অনাহারে দুঃখী পরিবারকে বিনাশ করিবেন ?' গোস্বামী মহাশয় যখন প্রচারক হইবার জন্য তাঁহার মনের ভাব সুস্পষ্ট ভাবে দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিলেন, তখন ভক্তিভাজন কেশব বাবু বলিলেন যে, "প্রচারক হইতে হইলে পরীক্ষা দিতে হইবে।' আমি তাহাতে সম্মত হইলাম। ঈশ্বরেচ্ছায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম।'

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর প্রথমে তাঁহাকে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে অধ্যেতার কার্য্য এবং কোন্নগর, নেবুতলা, পটলডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতিতে উপাসনার কার্য্য করিতে হইল। এ-সময়ে তিনি অনেক সময় গোলদীঘিতে দাঁড়াইয়া বক্তৃতার দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য বহুলোক সমবেত হইত। সর্ব্বত্রই বিনা আপত্তিতেই কাজ হইত, কেবল শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মগণ সংস্কৃত ভাষাতে উপাসনা করিতে অসম্মত হইয়া গোলযোগ করিতেন। বিজয় বলেন—ব্রহ্মসমাজে এই প্রথম মতভেদ দর্শন করিলাম। কিন্তু এই সামান্য মতভেদে ভ্রাতৃভাবের বিন্দুমাত্র অভাব বোধ হয় নাই।"

গোস্বামী মহাশয়ের বক্তৃতা ও উপদেশের ভাষা ছিল কবিত্বপূর্ণ। কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজে এক রবিবার প্রাতঃকালে উপাসনা কালে যে সুমধুর ভাষায় বক্তৃতা করেন, তাহার সামান্য কিছু অংশ দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে উদ্ধৃত করিলাম ঃ

"দেখ মধুকরেরা পুষ্প হইতে পুষ্পে গিয়া মধু লইতেছে; হে মনুষ্য! তুমি এই মধুসাগরের মধ্যে নিমগ্ন। এখানে আসিলে আর ফিরিতে ইচ্ছা হইবে না। ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, এ রাজ্যে বাস করিয়া যদি তুমি সংসারে যাও তাহা হইলে সংসার তোমার নিকট নূতন বলিয়া বোধ হইবে। যদি তুমি ইহার মধ্যে থাকিয়া সংসারে বিহার করিতে পার, তাহা হইলে সমস্ত দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুই থাকিবে না। যে শোভা দেখিতেছ,—চন্দ্রের আলোক, পুষ্পের সৌরভ, সকল তাঁহারই। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তাঁহার শোভা দর্শন কর। পুষ্পের সৌরভে, পতিপ্রাণা সতীর অন্তরের পবিত্রতায়, সাধু আত্মা দেখিয়া, বালকের হাস্যবদনের মধ্যে তাঁহাকেই দর্শন কর। এই যে শোভা তোমার সম্মুখে প্রকাশিত, এ তাঁহারই শোভা। এ শোভা দর্শন করিলে তোমার প্রাণ সজীব ও সুখী হইবে, তোমার প্রাণে আরাম হইবে। তাঁহার রূপ নাই, অথচ সৌন্দর্য্য আছে। সেই সৌন্দর্য্য দর্শন করিলে জীবন সার্থক হয়। বোধ হয় এরূপের ন্যায় সৌন্দর্য্য কখন দেখি নাই। কি অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য, তাহা বর্ণনাতীত। এই যে সৌন্দর্য্য তাহা কল্পনা নহে। এই ত আমার জ্ঞান রহিয়াছে, চক্ষু কর্ণ ও সকল ইন্দ্রিয়ই জাগ্রত; তবে এ কিরূপে স্বপ্ন হইতে পারে। তাঁহার এরূপ শোভা সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম।”

বিজয়কৃষ্ণের মধুর ভাষা, আন্তরিকতা এবং ভক্তি-ব্যাকুল-কণ্ঠে তাঁহার ভাষণ সকলকে মুগ্ধ করিত। শব্দসম্পদ, যুক্তিপূর্ণ বাক্য-প্রয়োগ ছিল তাঁহার বক্তৃতার বিশেষত্ব।

১৭৮৫ সকের (১৮৬৪ খৃঃ) ভাদ্রমাসে বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইলেন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রচারকদের জন্য মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে বলিলেন : “পবিত্র প্রচার ব্রত গ্রহণ করিয়া বৃত্তি লওয়া তাঁহার পক্ষে সঙ্গত মনে হয় না।’ তিনি বলিলেন— “ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করাই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের একমাত্র উপায়। অর্থের সম্বন্ধ অনুচিত বলিয়া গোস্বামী মহাশয় ঘোর প্রতিবাদ করিলে উহা স্থগিত হইয়া যায়। পরে ১১ই পৌষ তিনি দেবেন্দ্রনাথের উপদেশ অনুসারে বাগআঁচড়ায় যাত্রা করেন। (১৮৬৩—৬৪ইং বাঙ্গলা ১২৭০)।

কলিকাতা হইতে বাগআঁচড়া পুর্ব্বোত্তর দিকে প্রায় ৩৫ ক্রোশ দূর। যাতায়াত একেবারেই সুগম ছিল না। শিয়ালদহ হইতে রেলপথে আসিলেন হাঁমিদপুর নামক ষ্টেশনে। সেখান হইতে পরদিন বেলা দুইটার সময় পৌছিলেন গোপালনগর নামক পল্লীতে, সেখানে এক পান্থশালায় রাত্রি যাপন করিয়া—পরদিন প্রাতঃকালে গোশকটে করিয়া বেলা অপরাহ্ণে প্রায় দুইটার সময় আসিয়া পৌছিলেন বাগআঁচড়া পল্লী। তিনি সেখানে মল্লিক—পরিবারের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মল্লিক-পরিবারস্থ প্রায় সকল লোকই ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল ছিলেন। সেখানে গিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পল্লীগ্রামের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় দেখিলেন তাহা তাঁহার নিজের ভাষায়ই বলিতেছি :—"প্রবল জ্বররোগে দেশ জনশূন্য হইয়াছে। দেশের ভয়ানক দুরবস্থা, লোকালয় সকল ঘোর অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। অরণ্যস্থ অট্টালিকায় হিংস্র জন্তুগণ ভীষণ গর্জ্জন করিয়া ক্রীড়া করিতেছে। যে কয় ঘর মনুষ্যের বাস আছে, তাহাতে দিবানিশি রোদনধ্বনি শ্রবণে প্রাণ উদাস হইয়া যায়। দিবা দ্বিপ্রহরে গভীর অরণ্যে বৃক্ষ ছায়ায় ঘু ঘু পক্ষী দুঃখসূচক রব করিয়া গ্রামবাসীকে উদাসীন করিয়া তুলিতেছে। দিবসে শৃগালগণ প্রকাশ্য পথে মৃতদেহ লইয়া টানাটানি করিতেছে। এই ভয়ানক স্থানেই বিজয়কৃষ্ণ প্রচারক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। সে-সময়ে ম্যালেরিয়া জ্বরে গ্রামকে গ্রাম উজাড় করিয়া দিয়াছিল।" প্রাণের ভয়-ভীতি তুচ্ছ করিয়া আসিলেন গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য বাগআঁচড়া গ্রামে।

তিনি দেখিলেন স্থানীয় লোকদের কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হইবার জন্য যত আগ্রহ, ধর্ম্ম গ্রহণের জন্য তত নহে। যেজন্যই হউক ইঁহারা কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার নিমিত্ত আগ্রহশীল। কিন্তু বাগআঁচড়ার লোকেরা ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে কিছুই জানেনা, তথায় একদিন "ঈশ্বরের করুণা" বিষয়ে অতি সহজ, সরল মনোজ্ঞ ভাষায় একটি বক্তৃতা করিলেন। তাঁহারা সেই বক্তৃতায় ব্রাহ্মধর্ম্মের বিষয় অবগত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমৎসুক হইলেন। সেখানে নয় দিনের মধ্যে তেইশটি পরিবারকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন"ইঁহারা প্রায় সকলেই নির্ধন, কিন্তু ইঁহাদের ধর্ম্মবল সম্রাট হইতেও অধিক হইয়া উঠিল। ইঁহারা প্রায় সকলেই লেখাপড়া জানেন না, তথাপি প্রীতি, ভক্তি, কৃতজ্ঞতাতে ইঁহাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। যাঁহারা ভূরি ভূরি পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া বিদ্বান্ বলিয়া পরিণত হইয়াছেন, যাঁহাদের অর্থের জন্য কষ্ট পাইতে হয় না, তাঁহারা একবার বিদ্যাবুদ্ধিহীন নিঃস্ব লোকদিগের ধর্ম্মবল প্রত্যক্ষ করিয়া শিক্ষা করুন যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল ধনী ও পণ্ডিতের জন্য নহে; ইহা পৃথিবীর সমুদায় মনুষ্যবর্গের চির সম্পত্তি।"

বাগআঁচড়ার ব্রাহ্মগণের বিষয় সমকালীন 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রে লিখিত হইয়াছিল যে—তাহারা ক্রেতাদের সহিত ক্রয় দ্রব্যের মূল্য নিরূপণ প্রথা এককালে পরিত্যাগ করিয়াছিল। কেহ কিছু ক্রয় করিতে আসিলে সরলভাবে এককালে বলিয়া উঠিত, এ দ্রব্যের মূল্য এত, ইচ্ছা হয় গ্রহণ কর, না হয় করিও না আমরা ব্রাহ্ম আমরা দর করি না—যাহারা মোকদ্দমা করিতেছিল তাহারাও অসত্যের ভয়ে মোকদ্দমা ত্যাগ করিয়াছিল। যাহারা গর্ব্বিত বচনে সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন যে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধারণ লোকদিগের সরল অকপট হৃদয় ব্রাহ্মধর্ম্মের আধ্যাত্মীকি ভাব সকল গ্রহণ করিতে পারে না, তাহারা বাগআঁচড়াস্থ দুঃখী বিদ্যাহীন ব্রাহ্মদিগের অবস্থা অবলোকন করিয়া বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহাদিগের বিবেচনা ভ্রম-মূলক কিনা।

গোস্বামী মহাশয় পল্লীসমাজের প্রকৃত অবনতির কারণ কোথায় তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। শিক্ষা ব্যতীত যে জাতির উন্নতি হইতে পারে না, তাহা তাঁহার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বাগআঁচড়ার অবস্থা দেখিয়া দৃঢ়ভাবেই অনুভব করিয়াছিলেন। সে গ্রামের অধিবাসীদের লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন ঃ 'ইহাদের মধ্যে জ্ঞানের চর্চ্চা না হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থায়ী হইবে না, একারণে সেখানে বিদ্যালয় সংস্থাপন করিলাম, কিন্তু অর্থাভাবে বিদ্যালয় স্থায়ী হইল না। জ্ঞানের চর্চ্চা না হওয়াতে বাগআঁচড়ার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল। ধর্ম্মে গাঢ় অনুরাগ থাকিলেও ঘোর মূর্খ ধর্ম্মপথে স্থির থাকিতে পারে না, নতুবা মূর্খতা দ্বারা ধর্ম্মের বিশেষ হানি হয়। মহাত্মা চৈতন্যের ভক্তিময় ধর্ম্ম, অধিকাংশ মূর্খলোকের হাতে পড়িয়া কলঙ্কিত হইয়া গেল। বাগ্‌আঁচড়ার অবস্থাও সেইরূপই হইতেছে। কতকগুলি লোক ব্যভিচারকে ধর্ম্মের নামে প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিতেছে। অনেকেই প্রতিদিন উপাসনা করে না, অথচ দেবদেবীর পূজাতে উৎসাহ দিয়া থাকে। জ্ঞানচর্চ্চা ভিন্ন এই সকল অভদ্র ব্যবহার হইতে কিরূপে রক্ষা পাওয়া যায়? প্রত্যেক ব্রাহ্ম আচার্য্য যদি ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রচারের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিতেন, তাহা হইলে এই দুঃখী লোকদিগের বিশেষ উপকার হইত। দুর্ভিক্ষে ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে অন্নদান না করিলে, মহামারীতে পীড়িত ব্যক্তিকে ঔষধ পথ্য প্রদান না করিলে লোকে নিষ্ঠুরতা বলে, কিন্তু জ্ঞানহীন মূর্খদিগের আন্তরিক দুর্দ্দশা, ধর্ম্মহীন পাপদগ্ধ মনুষ্যের হৃদয় যন্ত্রণা দূরীভূত করিতে না পারিলে কেহই নিষ্ঠুরতা মনে করে না। দুঃখ দূর করাই যদি দয়ার কার্য্য হয়, তবে পাপযন্ত্রণা দূর করা অপেক্ষা পৃথিবীতে দয়ার কার্য্য আর কিছুই নাই। যাহারা কখনও পাপের যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে তাহারাই জানে অন্নদান অপেক্ষা স্বর্গীয় উপদেশের মূল্য কত অধিক। যে পাপের যন্ত্রণা ভোগ করে সেই সেই ব্যক্তিই পাপদগ্ধ মনুষ্যের জন্য অশ্রুপাত করে। বাগ্‌আঁচড়ার শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিলে ক্রন্দন না করিয়া থাকা যায় না। একজন বিশুদ্ধজীবন ব্রাহ্ম, বিদ্যালয় করিয়া সেখানে অবস্থিতি করিলে বিশেষ উপকার হয়।"

গোস্বামী মহাশয় পরে এই গ্রামে দীর্ঘ উনিশ বৎসর কাল বাস করিয়া পল্লীর বিবিধ উন্নতি সাধন করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাগআঁচড়ায় অবস্থান কালে প্রাণনাথ মল্লিক নামক একজন ব্রাহ্ম গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন,—"যদি উপবীত রাখা কপটতার চিহ্ন ও মহাপাপ তবে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য বেদান্তবাগীশ মহাশয়, বেচারাম বাবু ইঁহারা উপবীত পরিত্যাগ না করিয়া বেদীর কাজ করেন কেন? তাঁহাদের দৃষ্টান্তে অনেকে উপবীত রাখা সঙ্গত মনে করিবে।'

গোস্বামী মহাশয় বলেন—এই সরল ব্রাহ্মভ্রাতার কথা শ্রবণ করিয়া আমি মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলাম। মনে করিলাম ব্রাহ্মসমাজে এমন অসত্য ব্যবহার থাকা উচিত নহে। যদি ব্রাহ্মসমাজের এই কুরীতি সংশোধিত না হয়, তবে যে সমাজে অসত্যের প্রশ্রয় দেয় তাহার সহিত যোগ দিব না। বিজয়কৃষ্ণ এই মর্ম্মে এক আবেদন পত্র লিখিয়া কেশবচন্দ্রের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। কেশববাবু এই আবেদন পত্রের বিষয় ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট নিবেদন করিলে তিনি উহার অনুমোদন করিলেন। দেবেন্দ্র বাবু ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে কেশব বাবু প্রণীত 'অনুষ্ঠান' নামক পুস্তিকা পাঠ করিয়া উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও বেচারাম চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কাজ করিতেন। তাঁহারা উভয়েই ছিলেন উপবীতধারী। দেবেন্দ্রনাথ, গোস্বামী মহাশয়ের পত্র পড়িয়া তাঁহার প্রস্তাব অনুমোদন পূর্ব্বক বলিলেন যে, বেচারাম বাবু ও বেদান্তবাগীশ মহাশয় কিছুতেই উপবীত ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। দেবেন্দ্র বাবু কেশবকে বলিলেন—দুইজন উপবীতত্যাগী আচার্য্য পাইলেই আমি তাঁহাদিগকে বেদীর কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারি। কেশববাবু উপবীত ত্যাগী দেবেন্দ্র বাবুর কথা শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় ও অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে আচার্য্যের পদে ব্রতী করিলেন।

এ সময়েও গোস্বামী মহোদয় ছিলেন বাগআঁচড়া গ্রামে।

বাগআঁচড়া হইতে একে একে কুমারখালি, শিলাইদহ, যশোর, খুলনা, পাবনা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচার করিয়া অবশেষে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের অভিপ্রায় অনুসারে গোস্বামী মহাশয় ১৭৮৬ শকের ১লা বৈশাখ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

এই সকল স্থানে প্রচার করিতে গিয়া গোস্বামী মহাশয় যে কিরূপ ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ধর্ম্মের জন্য যে কোন কঠোরতাই তিনি সহ্য করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি যখন বাগআঁচড়া হইতে যশোহর যাত্রা করেন। তখন তাঁহার ইচ্ছা ছিল সেখানে একদিন মাত্র থাকিবেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইল না। যশোহরের শিক্ষিত ভদ্রলোকগণ ও উকীলসম্প্রদায় তাঁহাকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। সেখানে সকলের সঙ্গে একযোগে বিশেষ ভাবে কীর্ত্তন ও উপাসনাদিতে এমন ভাবে মত্ত হইয়াছিলেন যে সেখানে একদিনের পরিবর্ত্তে তিন দিন যাপন করিলেন। এমন অবস্থা হইল যে—বিজয়কৃষ্ণ যখন যেখানে যাইতেন সেখানেই ভদ্রলোকেরা তাঁহাকে পাইয়া আর সহজে ছাড়িতে চাহিতেন না।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্ত রৌদ্র নাই, বৃষ্টি নাই, ঝড়-ঝঞ্ঝা কোন দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না—শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা উপেক্ষা করিয়া চলিতেন পদব্রজে। এমন কি নৌকা, গাড়ী বা অন্ত কোন যানবাহনেও তিনি সহজে আরোহণ করেন নাই।

বাগআঁচড়া থেকে চলিয়াছেন শিলাইদহ, পাবনা প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে—চলিতে চলিতে সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে হাট, বাজার কি কোন স্থানে চটিতে রাত্রি যাপন করিতেন। একদিন সন্ধ্যার সময় আসিয়া পৌছিলেন ফুলতলার এক চটিতে। সেখানে এক মুদীর দোকানে উপস্থিত হইলেন। মুদি শান্তিপুরের গোঁসাইকে পাইয়া মহা আনন্দিত হইল।

সে ভাবিল, আমার আজ পরম সৌভাগ্য—শান্তিপুরের গোস্বামী প্রভুর প্রসাদ পাইব। তিনি তাঁহার গৃহে আহার করিবেন। এ কি কম সৌভাগ্যের কথা!

মুদী অতি সযত্নে তক্তপোষের উপর তোষক পাতিয়া তাহার উপর ধবধবে চাদর দিয়া, পরিপাটি বিছানা করিয়া দিল এবং ঘৃত, দুগ্ধ, মুগের ডাল প্রভৃতি আহারের দ্রব্য সংগ্রহ করিতে লাগিল।

মুদির মনের ভাব জানিতে পারিয়া গোস্বামী প্রভু মুদিকে ডাকিয়া বলিলেন,—"দেখ ভাই, আমি শান্তিপুরের গোঁসাই, সে কথা সত্য—কিন্তু আমি ব্রহ্মজ্ঞানী, আমার জাত নেই, আমি সকল জাতের ভাত খেয়ে থাকি। তখন সেই মুদি বিরক্ত হইয়া কহিল,—'তাহলে আপনাকেও আমি আমার ঘরে রাখতে পারবো না।' তৎক্ষণাৎ গোস্বামী মহাশয় বাহিরে চলিয়া আসিলেন এবং সারারাত্রি এক বট গাছের তলায় কাটাইলেন।

আশ্চর্য্য সত্যনিষ্ঠা ছিল বিজয়কৃষ্ণের। তিনি যদি কোন কথা না বলিয়া যে ভাবে ছিলেন, সেই অবস্থায় থাকিতেন, তাহা হইলে পরম সুখে থাকিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিতেন। তাহাতে সত্য গোপন করা হয়, মনে করিয়া গোস্বামী মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজের পরিচয় দিয়া অনাহারে বটবৃক্ষের তলে বাস করিয়া সমস্ত রজনী অতিবাহিত করিলেন, তথাচ সত্য গোপন করিলেন না। উক্ত মুদি জাতি সম্বন্ধে তাঁহার নিকট কোন প্রশ্ন করে নাই। তিনি যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরিচয় না দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার দোষ হইত না, কিন্তু তাহাতে সত্য গোপন করা হইবে মনে করিয়া তিনি নিজেই পরিচয় দিয়া বৃক্ষতলে অনাহারে রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন, তথাপি সত্যের অনাদর করেন নাই। এমনি ছিলেন তিনি সত্যানুরাগী মহান্ পুরুষ।

পল্লীতে পল্লীতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া দেশবাসীকে সত্যবাদী, ধর্ম্মপরায়ণ, চরিত্রবান্, ঈশ্বরবিশ্বাসী করিতেছিল তাঁহার কি অদম্য উৎসাহ!

সেইবার বাগআঁচড়া ফিরিবার পথে গোস্বামী মহাশয়ের সহিত দৈবাৎ তখনকার দিনের বিখ্যাত স্কুল ইন্‌স্পেক্টার উড্রো সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়। সাহেব চলিয়াছেন পাল্কী চড়িয়া স্কুল পরিদর্শনে। তিনি ছোট একটি ডাক-বাংলোতে পথশ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। সেই পথ দিয়া চলিয়াছেন প্রভুজী। সাহেব এই সৌম্য শান্ত তরুণ যুবককে যাইতে দেখিয়া আহ্বান করিয়া বলিলেন,—আপনি কি এখানে থাকেন?

আজ্ঞে না!

গোঁসাইজী বলিলেন—আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক। ধর্ম্মপ্রচার করতে এসেছি।

উড্রো সাহেব কহিলেন—আমার লোকজন সব পেছনে পড়ে রয়েছে। চা পানের কোন সুবিধা করতে পারি নি। একথা শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় নিকটবর্ত্তী গ্রামে যাইয়া চা প্রস্তুত করিয়া আনিয়া দিলেন। চা পানে সাহেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বার বার তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

কেহ কোন বিষয়ে প্রার্থনা করিলে, ধনী, দরিদ্র সকলকে আতিথেয়তার দ্বারা তৃপ্ত করিতে তাঁহার ছিল একান্ত অভিলাষ, কখনও কোন প্রার্থীকে তিনি বিমুখ করেন নাই।

এই ভাবে বাগআঁচড়ার দান দরিদ্র ও ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিদের জন্য সেখানে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া কলিকাতায় আসিলেন।

সে-সময়ে বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব চলিতেছিল। বিজয়কৃষ্ণ সেখানে গেলেন এবং সেখানে উপাসনা ও বক্তৃতা করিয়া বর্দ্ধমানবাসীদিগকে ধর্ম্মানুরাগী এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুরাগী করিয়া ও সেবায় নিযুক্ত হইতে উৎসাহিত করিয়া আবার চৈত্রমাসে প্রচারার্থে পাবনা গমন করেন। সেখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি যে সমুদয় সারগর্ভ বক্তৃতা করেন তাহার মধ্যে—'ঈশ্বরের অস্তিত্ব', 'পরকাল', 'মুক্তি', 'উপাসনার আবশ্যকতা' প্রভৃতি বক্তৃতা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে সহরের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সকলে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং বক্তৃতা শুনিয়া বিমোহিত হইলেন।

পাবনাতে শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র তলাপাত্র নামক একজন ধর্ম্মানুরাগী ও ধনী ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার আহ্বানে বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার বাড়ীতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সভ্যতা ও আত্মোন্নতি বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার পরে পাবনার অন্তর্গত দেওয়ানগঞ্জের ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনা করেন এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন এবং নিকটবর্ত্তী চিৎলা নামক প্রসিদ্ধ পল্লীতে দুই দিন থাকিয়া বক্তৃতা দেন—'ঈশ্বর সহবাস ও ব্রাহ্মধর্ম্ম অসীম বিশ্বরাজ্যের একমাত্র ধর্ম্ম, বিষয়ে বক্তৃতা দিয়া সেখানকার ধর্ম্মানুরাগী ছোট বড়-ধনী ও দরিদ্রসমাজের প্রাণে জাগাইয়া দিয়াছিলেন ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, সত্যনিষ্ঠা এবং সামাজিক বিবিধ কুসংস্কার দূর করিয়া দেশের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হইবার জন্য উদ্যম ও আকাঙ্খা।

সেখান হইতে আসিলেন কুমারখালি। সেখানকার অধিবাসী ছিলেন কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ বা হরিনাথ মজুমদার। তিনি কুমারখালিতে থাকিয়া "গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিতেন। তিনি ছিলেন কবি, গায়ক ও সাধক। সঙ্গীত রচনায় তাঁহার ছিল অসাধারণ শক্তি। বিজয়কৃষ্ণ যখন কুমারখালি ধর্ম্ম প্রচারে আসিলেন, কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হইল। এখানে বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিলেন পরম আনন্দ ও উৎসাহের সহিত। কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের সহিত মিলনে তাঁহাদের উভয়ের হৃদয় ও মন খুলিয়া গিয়াছিল। কাঙ্গাল নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি বিজয়কৃষ্ণের বক্তৃতার পূর্ব্বে মধুর কণ্ঠে গাহিয়াছিলেন ঃ

রাগিণী বিভাস—ঝাঁপতাল

এসহে হৃদয়রঞ্জন, বস মম হৃদিমাঝে,
তুমি বস আমার কাছে, আমি বসি তোমার কাছে॥
হৃদয়ে পূরিয়া রাখি, প্রাণভরে তোমায় দেখি,
আঁখিতে মিশায়ে আঁখি অনিমিষে চেয়ে থাকি,
আমার মাঝে তোমায় দেখি, তোমায় দেখি আমার মাঝে।

কুমারখালির জনগণের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহৎ উদ্দেশ্য প্রচার করিয়া নৌকারোহণে ও পদব্রজে গেলেন—শিলাইদহ। সে-সময়ে পদ্মাতীরে প্রধান আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথঠাকুর বাস করিতেছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে পরমানন্দে গ্রহণ করিলেন। চৈত্রমাস। দারুণ গ্রীষ্ম। এ-সময়ে ধর্ম্মপ্রচার করিতে গেলে পীড়িত হওয়ার সম্ভাবনা ইহা মনে করিয়া স্নেহপরায়ণ দেবেন্দ্রনাথ, গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন—'দেখ বিজয়, এখন প্রখর রৌদ্র, অতএব এ-সময় পথে পথে ভ্রমণ করা ভাল নয়, তুমি কলিকাতা ফিরে যাও। দেবেন্দ্রনাথের উপদেশ অনুসারে তিনি ১৭৮৬ শকের ১লা বৈশাখ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতায় আসিয়া আদিব্রাহ্ম-সমাজের বাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন। এখানে আমাদের একটু পূর্ব্বানুবৃত্তি করিতে হইতেছে। গোস্বামী মহাশয়ের ও অন্যান্য কতিপয় ব্রাহ্মের আবেদনে উপবীতত্যাগী উপাচার্য্যের পদে ১২৭১ সনের (১৭৮৬ শক) ৬ই ভাদ্র বিশেষভাবে উপাসনার পর প্রধান আচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে বরণ করিলেন। উক্ত অনুষ্ঠান সম্বন্ধে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাতে নিম্নলিখিত রূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিগত ৬ই ভাদ্র শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং শ্রীযুক্ত অন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। এই ব্রাহ্মদ্বয় যেরূপ উৎসাহ ও নিষ্ঠাসহকারে এতৎকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ পালন করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে তাঁহাদিগকে উক্ত পদের বিশেষ উপযুক্ত বোধ হয়। কাহারও অকারণ প্রশংসা করা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পক্ষে সম্ভবেনা। কিন্তু এই তুই ব্যক্তি ধর্ম্মের জন্য যেরূপ ক্লেশ, যতদূর অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বসাধারণ সকল ব্রাহ্মের অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে দৃষ্টান্তস্বরূপ জ্ঞান করা উচিত। তাঁহাদিগের মত একশত ব্রাহ্ম প্রাপ্ত হইলে ভারতবর্ষের যে অশেষ মঙ্গল হয় তাহার আর সন্দেহ নাই।"

প্রধান আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ উক্ত অভিষেক উপলক্ষে গোস্বামী মহাশয়কে নিম্নলিখিত উপদেশ প্রচার করেন :

"সৌম্য তুমি, অদ্য ঈশ্বর প্রসাদে উপাচার্য্য পদে অভিষিক্ত হইলে। তুমি এই ভার কায়মনোবাক্যে বহন করিবে। ব্রহ্মজ্ঞান ও কর্ত্তব্যজ্ঞান উপার্জ্জনে সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিবে; এবং সর্ব্বসাধারণ মধ্যে তাহা বিতরণ করিবে, এবং সদুপদেশ এবং সাধু চেষ্টার দ্বারা ঈশ্বরের পদে সকলের মনকে আকর্ষণ করিবে। গুরুজনকে ভক্তি করিবে, বৃদ্ধদিগকে সমাদর করিবে ও সকলকে যথোপযুক্ত সম্মান দিবে। স্বাধীন হইয়া বিনয়ী হইবে। পরের অত্যুক্তি সকল সহ্য করিবে, কাহারও প্রতি দ্বেষ করিবে না। অন্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি তোমার প্রতি অসাধু ব্যবহার করে, তুমি সাধুভাব অবলম্বন করিয়া তাহাকে শিক্ষা দিবে। পাপাচারী ব্যক্তির প্রতি পাপাচার করিবেনা, কিন্তু সর্ব্বদা সাধুই থাকিবে। সম্পদে বিপদে, স্তুতি নিন্দাতে, মান অপমানে অবিচলিত থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবে। ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন। তোমার শরীর বলিষ্ঠ হউক, অভিপ্রায় মহান্ হউক, ধর্ম্ম নিঃস্বার্থ হউক, হৃদয় পবিত্র হউক ; জিহ্বা মধুময় হউক, তোমার চক্ষু ভদ্ররূপ দর্শন করুক। ওঁ শান্তি শান্তি, শান্তি, হরি ওঁ।"

বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার জীবনে প্রধানাচার্য্যের প্রত্যেকটি কথা পালন করিয়া গিয়াছেন। সেদিন হইতে বিজয়কৃষ্ণ ও অন্নদাপ্রসাদ উপাচার্য্যের কার্য্য করিতে থাকেন।

এসময়ে একটি ঘটনা ঘটিল, তাহা আমরা বিজয়কৃষ্ণের কথায়ই বলিতেছি—'একদিন দুই প্রহর বেলায় ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় তলে বসিয়া রহিয়াছি, এমন সময় একব্যক্তি গরদের বস্ত্র, অঙ্গুরী ও একখানি পত্র লইয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইল। পত্রখানি দেবেন্দ্রবাবুর হস্তাক্ষরে লিখিত, কিন্তু তাঁহার বৈবাহিকের স্বাক্ষরিত। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল যে, অদ্য সায়ংকালে আমার পৌত্রের নামকরণ হইবে। আপনি উপাচার্য্যের কার্য্য করিবেন এবং প্রেরিত বস্তু সকল গ্রহণ করিবেন।" বরণের দ্রব্য গুলি দেখিয়া গোস্বামী মহাশয় ভাবিলেন ব্রাহ্মসমাজে যদি এইরূপ পৌরোহিত্য প্রথা প্রচলিত হয় তাহা হইলে নিতান্ত গর্হিত হইবে। ইহা বিবেচনা করিয়া গোস্বামী মহাশয় একখানি পত্র লিখিয়া প্রতিপ্রেরণ করিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন: "আমি বরণ গ্রহণ করিলাম না বলিয়া দেবেন্দ্রবাবু প্রভৃতি সকলেই আমার প্রতি বিরক্ত হইলেন। ব্রাহ্মসমাজে এই প্রথম বিরক্তির ভাব দর্শন করিলাম। এজন্য আমার মনে এত দুঃখ হইয়াছিল যে, দেবেন্দ্রবাবুর নিকট ক্রন্দন না করিয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না।'

একদিন দেবেন্দ্রবাবু প্রচার সম্পর্কে আলাপ ও আলোচনা প্রসঙ্গে গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন:—দেখ বিজয়, আমি তোমাকে যেখানে যাইতে বলিব, সেখানে যাইতে হইবে।' এই কথায় স্বাধীনচেতা বিজয়ের মন হইল বিদ্রোহী। একি আদেশ! মনে মনে ভাবিলেন যে জীবন ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করিয়াছি, সে জীবনে কিরূপে মনুষ্যের দাসত্ব করিব?

নির্ভীক বীর সাধক বিজয়কৃষ্ণ দেবেন্দ্রবাবুকে বলিলেন—"ঈশ্বরের আদেশ শুনিয়া প্রচারক্ষেত্রে গমন না করিলে জগতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

স্বাধীনভাবে প্রচার করিতে দিন, প্রচারের মধ্যে যেন সংসারের প্রভুত্ব প্রবেশ না করে।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া দেবেন্দ্রবাবু লজ্জিত হইয়া বলিলেন যে, "আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, সকল স্থানে গমন করিতে পারি না। এজন্য যেখানে আমার যাইতে ইচ্ছা হয় সেখানে যদি তুমি গমন কর, তাহা হইলে আমার মনে বিশেষ আনন্দ হয়।'—স্বাধীনভাবে ঈশ্বরের সত্য প্রচার কর; বীজ বপন কর, ঈশ্বরের কৃপাতে সুফল উৎপন্ন হইবে। ফলের জন্য চিন্তা করিও না, ফলদাতা ঈশ্বর, তিনি তোমার সহায় থাকুন।"

এইরূপ দুই এক বিষয়ে দেবেন্দ্র বাবুর সহিত মতানৈক্য হওয়ায় মনে মনে বিশেষ দুঃখ বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছিলাম তখনত কাহারো নিকট পরিচিত ছিলাম না, একাই চলিয়াছিলাম সংসার পথে। কাহারো মতের প্রতি ত দৃষ্টিপাত করি নাই, কিন্তু যতই অনেকের নিকট পরিচিত হইতেছি, ততই মতভেদের আশঙ্কায় ভীত হইতেছি। সকলেই যদি ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ করিয়া জীবনপথে বিচরণ করেন, তাহা হইলে কোন গোলযোগ হয় না। মনুষ্য ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আপনার মত জগতে প্রচার করিতে গেলেই পরস্পরের মতের সহিত বাদানুবাদ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই সময়ে কতকগুলি ব্রাহ্ম মনে করিলেন:—'কেশববাবু ব্রাহ্মসমাজের ভার লইয়া যেরূপ কাণ্ড আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাতে পৌত্তলিক সমাজে মহা গোলমাল উপস্থিত হইবে। সপ্তাহান্তে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া উপাসনা করিলেই হইল; পৌত্তলিকতা ছাড়িবার জন্য এত ব্যস্ত কেন? সমাজচ্যুত হইবার ভয়ে অনেক ব্রাহ্ম অগ্রসর হইতে ভীত হইয়া দেবেন্দ্রবাবুর নিকট বলিতে লাগিলেন: "কেশব বাবুর হস্তে ব্রাহ্মসমাজের ভার দেওয়াতে সকলেই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা আরও বলিলেন—তিনি যেরূপ ভাবে হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, আর কিছুদিন তাঁহার হস্তে ব্রাহ্মসমাজের ভার থাকিলে সমাজ লোকশূন্য হইবে, ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইবে না। এখন ও যদি ব্রাহ্মসমাজ রক্ষা করিতে চান তবে শীঘ্র কেশব বাবুর নিকট হইতে ব্রাহ্মসমাজের ভার গ্রহণ করুন। বিশেষতঃ বেদান্তবাগীশ মহাশয়ও বেচারাম বাবুকে উপাচার্য্য হইতে না দেওয়াতে তাঁহাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা করা হইয়াছে। আপনি পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে উপাচার্য্য করুন।"

কতকগুলি বিজ্ঞ বিজ্ঞ ব্রাহ্ম এইভাবে পুনঃ পুনঃ দেবেন্দ্রবাবুকে উত্তেজনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করায় তিনি ইহার প্রতিবিধান করিতে উদ্যোগী হইলেন। এ-সময়ে কয়েকজন বিখ্যাত ব্রাহ্ম কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া বহুবাজারে একটি ব্রাহ্মোপসনালয় স্থাপন করিয়া দেবেন্দ্রনাথের সংস্কৃত উপাসনা পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গলায় নূতন উপাসনা পদ্ধতি মতে উপাসনা করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথ মনে করিলেন যে "কেশব বাবুর প্রতি বিরক্ত হইয়াই ইঁহারা ব্রাহ্ম সমাজ ত্যাগ করিতেছেন। পূর্ব্বে যেরূপ অন্তরে বাহিরে সরল ভাবে আলাপ হইত, এখন তাহার কিছু বিপর্য্যয় ঘটিল। এইরূপে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের পরস্পরের মনে সংশয় উপস্থিত হইতে লাগিল। বিজয়কৃষ্ণ বলেন—"অনুধাবন পূর্ব্বক দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, কয়েকজন ব্রাহ্মের স্বার্থপরতা হইতেই ব্রাহ্মসমাজে বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মগণ যদি আত্মার সদ্‌গতির জন্য ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে সহস্র মতভেদেও বিবাদ হইতে পারে না।"

দেবেন্দ্রনাথ সংস্কারপন্থী হইলেও তিনি বরাবরই রক্ষণশীলতার পক্ষপাতী এবং সহসা সমাজ বিঘ্নজনক সংস্কার কার্য্যের বিরোধী ছিলেন। যুবকদলের প্রতি বিপ্লব জনক অগ্রগতি আরম্ভ হইল দেখিয়া তিনি চিন্তিত হইলেন—এবং সেজন্য অনেক সময়েই যুবক ব্রাহ্মদলের সকল কাজের সহিত তিনি সম্বন্ধ রাখিতেন না বা রাখিতে পারিতেন না। প্রাচীন ব্রাহ্মদিগের কথায় তাঁহার মনে প্রতীতি জন্মিল যে সমাজে একটা বিপ্লবের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। এজন্য দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার গতি সংযত করিয়া লইলেন।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট তারিখে প্রথম অসবর্ণ বিবাহ হইল। পার্ব্বতীচরণ গুপ্ত নামে একজন শিক্ষিত বৈদ্য যুবা এক বালবিধবা বৈষ্ণব কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন! কেশবচন্দ্র ও তাঁহার সহচরগণ ছিলেন এ—বিবাহের উদ্যোগী। এই ঘটনায় পূর্ব্বে সমাজচ্যুত অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজে পরিণয় পাশে বদ্ধ হইলেন। দেবেন্দ্র বাবু তাঁহার মত বিরোধী এই সকল কার্য্যে ভীত হইয়া পড়িলেন। "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকায় এই বিবাহের সংবাদ বাহির হইল। সে সময়ে যুবক ব্রাহ্মদিগের হস্তে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদনা ও পরিচালনার ভার ছিল।

দেবেন্দ্রবাবু 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রে এই সংবাদ পাঠ করিয়া যুবকদলকে সমাজ সম্বন্ধীয় সমুদয় কর্ত্তৃত্ব ভার দূরে রাখিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। গোপনে গোপনে এ-সব আলোচনা হইতেছিল।

প্রাচীন ও নবীন দলের বিরোধের কারণ প্রধানতঃ ছিল দুইটি--উপবীত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

ত্যাগ, অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ এসবই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। গোস্বামী মহাশয় এসকল যুবক ব্রাহ্মগণের আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষ ভাবে যুক্ত ছিলেন—তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ব্রাহ্মসমাজ হইতে জাতিভেদের বন্ধন-শৃঙ্খলা দূর করিতে হইবে। উপবীত ত্যাগ শুধু নয়—এক জাতিভেদের শৃঙ্খলা দূর করিতে হইলে অসবর্ণ বিবাহ না দিলে কিরূপে তাহা সম্ভব? এইজন্য অসবর্ণ বিবাহের জন্য উদ্যোগী ও উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইলে—লোক কোথায় পাওয়া যাইবে? তিনি মনে স্থির করিলেন—তাঁহার আত্মীয় কিশোরী বাবুর কন্যা রাজলক্ষ্মীর সহিত প্রসন্নকুমার সেন মহাশয়ের বিবাহ হইতে পারে। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া তিনি কেশব বাবুর নিকট এই অসবর্ণ বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কেশবচন্দ্র প্রফুল্ল মনে তাঁহার এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ব্রাহ্মসমাজে অসবর্ণ বিবাহ ও বিধবা বিবাহ আরম্ভ হইল।

স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্পর্কেও গোস্বামী মহাশয় ছিলেন অগ্রণী। তাঁহার আদর্শ ছিল—"আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে দেখাও"—গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার কিছুদিন পরে শান্তিপুরে গমন করেন এবং স্বীয় পত্নী যোগমায়া দেবী, তাঁহার মাতা মুক্তকেশী দেবী—গোস্বামী মহাশয়ের শাশুড়ীকে সহ কলিকাতা আসিলেন এবং মৃজাপুরষ্ট্রীটে মাসিক এক টাকা ভাড়ায় এক কর্ম্মকারের খোলার ঘর ভাড়া করিয়া বাস করিতে থাকেন। তখন যোগমায়া দেবীর বয়স ছিল মাত্র দশ বৎসর।

উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের এক সভায় স্থির হইয়াছিল যে, স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থায় বাহির হইতে হইলে পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন হওয়া প্রয়োজন, এজন্য স্থির করিলেন যে ঘরে থাকিবার সময় আয়াদের মত শায়ার ব্যবহার করা উচিত, নচেৎ লজ্জাশীলতা রক্ষা হয় না। গোস্বামী মহাশয়ের মত উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের মধ্যে নিজ নিজ পরিবারের মধ্যে তাহা করিলেন। গোস্বামী মহাশয় অর্থাভাবে নিজ পত্নী যোগমায়া দেবীর অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া তাহা করিলেন। শুধু কি তাই? একবার সে অবস্থায় পত্নীকে লইয়া শান্তিপুর গেলেন। যোগমায়া দেবীর গাউন পরা পায়ে বুট জুতা ও মোজা দেখিয়া পাড়ার মেয়েরা দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সকলকে ডাকিয়া দেখাইতে লাগিল এবং বলিল—'ওরে তোরা দেখ এসে—বিজয় গোঁসাই মেম বিয়ে করে এনেছে।'

একবার বরিশাল নিবাসী লাখুটিয়ার জমিদার স্বর্গীয় রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহিত সস্ত্রীক ঢাকা নগরে গমন করেন। ঢাকা অবস্থানকালে রাখাল বাবুর পত্নী ও যোগমায়া দেবী একদিন খোলা ফিটিং গাড়ী চড়িয়া সমস্ত সহর চক্ বাজার ও রমণার মাঠ বেড়াইয়া আসিয়াছিলেন।

বিজয়কৃষ্ণের চরিত্র এইরূপ দৃঢ় ছিল যে যখন যাহা ভাল বুঝিতেন তাহা করিতে যেমন পরমুখাপেক্ষী ছিলেন না—লোকের মতামতের কথা ভাবিতেন না, তেমনি যাহা অন্যায় বুঝিতেন, তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

আমরা দেবেন্দ্রনাথের বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার প্রশংসা করিব এই বলিয়া যে তিনি তাঁহার স্নেহভাজন এবং প্রিয় ধর্ম্মপুত্র কেশবচন্দ্রকে যে অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা হইতে তাহার উপর হস্তক্ষেপ করিতে সহসা প্রবৃত্ত হইলেন না,—কিন্তু আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত বিবিধ আন্দোলন দর্শনে স্বয়ং আসিয়া ব্রাহ্মসমাজরূপ বৃহৎ তরণীর হইলেন কর্ণধার। এ-সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই, উৎসুক পাঠক—পাইবেন বিস্তারিত বিবরণ 'ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে'।

উভয় পক্ষে মতানৈক্য যখন ক্রমবর্দ্ধনশীল হইতেছিল, মতভেদের বহ্নি ধীরে ধীরে প্রসারিত হইতেছিল সে সময়ে এক ভীষণ প্রাকৃতিক বিপ্লব উপস্থিত হইল। কলিকাতাতে শীঘ্র ঐরূপ প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ উপস্থিত হয় নাই।

কলিকাতায় এক ভীষণ ঝড় হয় ১২৭১ সনের ২০শে আশ্বিন তারিখে, ইংরাজী ১৮৬৪ খৃঃ অঃ। সে এক মহা প্রলয়। গোস্বামী মহাশয় এই প্রলয় বাত্যার সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ—

"কলিকাতা নগরে মহাপ্রলয় ঘটিল। প্রকাশ্য পথে বর্ষাকালের নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। পথের উভয় পার্শ্বে গৃহ সকল ভগ্ন হইতেছে, আহত ব্যক্তিদিগের ক্রন্দন ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কার সাধ্য গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারে? সে দিবস বুধবার, এজন্য যতই বেলা অবসান হইতে লাগিল, সমাজে যাইবার জন্য মনের ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাইল। ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত হইলে আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। বন্ধুবান্ধব সকলেই বারম্বার নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সমাজে যাইবার জন্য মন বড় ব্যাকুল হইল যে কাল বিলম্ব না করিয়া ব্রাহ্মসমাজে গমন করিলাম। সমস্ত পথে প্রায় সন্তরণ দিয়া যাইতে হইয়াছিল। সমাজে উপস্থিত হইয়া দেখি যে আর কেহই উপস্থিত হন নাই। আমি নিয়মিতরূপে উপাসনা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছি, পথিমধ্যে কেশব বাবুর সহিত দেখা হইল– তিনিও ব্রাহ্মসমাজে গমন করিতেছেন। পুনর্ব্বার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার সহিত ব্রাহ্মসমাজে গমন করিলাম। সেদিন ব্রাহ্মসমাজে গম্ভীরভাবে পরলোকের গম্ভীরতা উপলব্ধি হইয়াছিল। পরে দুইজনেই গৃহে চলিয়া আসিলাম। এই বন্যাতে ব্রাহ্মসমাজের গৃহটি ভগ্ন প্রায় হয়, এজন্য সেখানে আর উপাসনা না হইয়া যতদিন সমাজগৃহ পুনঃ সংস্কৃত না হয় ততদিন দেবেন্দ্র বাবুর বাটিতে উপাসনা কার্য্য হইবে, এইরূপে বিজ্ঞাপন প্রদান করা হইল।"

১৮৬৪ সালের আশ্বিন মাসের এই ঝড়ের সম্বন্ধে আর একটু উদ্ধৃত করিতেছি। ঐদিন দারুণ ঝড়-বৃষ্টিতে সহর শূন্য, দিকে দিকে বৃক্ষসমূহ উৎপাটিত, ভগ্ন গৃহস্তূপ নিপতিত, পথঘাট কর্দ্দমমাক্ত হওয়ায়, ভীষণ দৃশ্য উপস্থিত হইল। সেদিনের ব্যাপার—গাছ দুলিতেছে, মেঘ গর্জ্জনে ও বজ্রধ্বনিতে ও ক্রন্দনে মেদিনী কাঁপিতেছে,—দেখিয়া লোকের মনে অত্যন্ত ত্রাস জন্মিয়াছিল। এইরূপ ভীষণ প্রলয়ে কলিকাতা সহর তোলপাড় হইতেছে এমন সময়ে বেলাবসানে গোস্বামী মহাশয় গৃহের ছাদে উঠিয়া কলিকাতার অবস্থা দর্শনেচ্ছু হইলেন। হঠাৎ তাঁহার স্মরণে পড়িল "আজ বুধবার, সমাজের উপাসনার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তিনি কোমর বাঁধিয়া মন্দিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। দেখিতে দেখিতে গভীর অন্ধকারে পৃথিবী আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। সেই দুর্য্যোগের ভিতরে ঘরের বাহির হইতে বন্ধুগণ পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রবল ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষার নিকট কোন বাধাই কার্য্যকরী হইল না। তিনি অনেক জল ভাঙ্গিয়া মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। হ্যালিডে ষ্ট্রীটে গিয়া দেখিলেন গলা জল হইয়াছে। ক্রমে আরও অগ্রসর হইতে হইতে সাঁতার জলে পড়িলেন। তখন সন্তরণ করিয়া পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। পথের দুই পার্শ্বে অগণ্য মৃতদেহ ভাসিতেছে, আর তিনি জলমগ্ন রাজপথ সন্তরণ করিয়া অতিক্রম করিতেছেন, এ-দৃশ্য কল্পনানেত্রে দর্শন করিলেও শরীর কণ্টকিত হয়। কিন্তু তিনি এইভাবে সমস্ত পথ অতিক্রম করিয়া মন্দিরে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, প্রচণ্ড ঝড়ে মন্দির ভগ্নদশায় উপনীত হইয়াছে। একটি লোকও উপস্থিত হয় নাই। উক্ত ঝড়ের প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে,—"ঝড়ের পরদিন ম্যাডিকেল কলেজে ইংরেজ, ইহুদী, উড়ে, বাঙ্গালী স্ত্রী, পুরুষ বিভিন্ন শ্রেণীর রাশীকৃত মৃতদেহ একত্র হইয়াছিল। গঙ্গাতীরে প্রায় নৌকা ছিল না, নৌকার কাঠও পেরেক পড়িয়া রহিয়াছিল, জাহাজ রাস্তার উপর উঠিয়াছিল। নৌকা করিয়া শান্তিপুরে যাইতে পথে মানুষ, গরু, ঘোড়া, ছাগল, শৃগাল, কুকুর ইত্যাদির অসংখ্য মৃত দেহের সঙ্গে, কোট পেণ্টুলনধারী সোণার চেইন ঘড়ী শোভিত একটি বাবুর মৃতদেহও দেখা গিয়াছিল।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোস্বামী মহাশয় তখন ভৃত্যদ্বারা একখানি পত্র পাঠাইয়া মহর্ষির মত জিজ্ঞাসা করিলেন। মহর্ষি লিখিলেন,—"আজ প্রকৃতির মধ্যে যে ভীষণ ব্যাপার হইতেছে, তুমি তাহাতে পরমেশ্বরের লীলা দর্শন কর।" তৎপরে একাকী উপাসনা করিয়াই গৃহে ফিরিতেছিলেন, এমন সময় পথে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি পাল্কি করিয়া মন্দিরে যাইতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া পুনরায় দুইজনে মন্দিরে গিয়া উপাসনা করিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের এই নিষ্ঠার কথা প্রচারিত হইলে হিন্দু-ব্রাহ্ম সকলেই নিতান্ত বিস্মিত হইলেন।

১৮৬৪ সালের আশ্বিনের ঝড়ের বিষয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার আত্মচরিতেও লিখিয়াছেন,—১৮৬৪ সালের আশ্বিন মাসে মহাঝড় ঘটে। সেই ঘটনা স্মৃতিতে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত রহিয়াছে। তখন পূজার ছুটির সময় নয়, বোধ হয় পঞ্চমী কি ষষ্ঠির দিন।...সেদিন সন্ধ্যা হইতে আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া জোরে বায়ু বহিতে আরম্ভ হয় ও বৃষ্টি নামে। তখন কাহারও মনে হয় নাই যে ঝড় অবিলম্বে ভীষণ সাইক্লোনের আকার ধারণ করিবে।" শাস্ত্রী মহাশয় সেদিন তাঁহার স্বগ্রামের একটি যুবকসহ দুই জনে ঝড়ের পূর্ব্বদিন শালতি করিয়া কালীঘাট হইতে বাসগ্রামে যাইতেছিলেন। পথে এই ভীষণ ঝড়ে পড়িয়াছিলেন।

ঝড়ের পরের বুধবার দিন দেবেন্দ্রবাবু গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন, "অন্নদাবাবু পীড়িত আছেন, আসিতে পারিবেন না, অতএব তুমিও পাকড়াশী মহাশয় আজ বেদীর কার্য্য কর।". এই মর্ম্মে কেশব বাবুকেও একখানি পত্র লিখিলেন।" কেশববাবু উত্তর দিলেন যে দেবেন্দ্রবাবু কতকগুলি পৌত্তলিক ব্রাহ্মের পরামর্শে পুনর্ব্বার উপবীতধারী ব্রাহ্মকে উপাচার্য্য করিয়া ব্রাহ্মসমাজের পবিত্রতা নষ্ট করেছেন। কাজেই বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজে গমন না করিয়া একটি বন্ধুর বাটিতে উপাসনা করিলেন। কারণ উপবীতধারী পাকড়াশী মহাশয়কে দিয়া দেবেন্দ্রনাথ পূর্ব্বেই উপাসনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় বলেন:—"আমি ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই দেবেন্দ্রবাবু পাকড়াশী মহাশয় দ্বারা উপাসনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন।'

এসময়ে গোস্বামী মহাশয় তাঁহার মনের অসাধারণ বল এবং তেজস্বিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিলেন না। দরজায় দাঁড়াইয়া দুই হাত বিস্তার পূর্ব্বক সকলকে উপবীতধারী আচার্য্য কর্ত্তৃক উপসনায় উপস্থিত থাকা অন্যায় বলিয়া সকলকে নিষেধ করিতে লাগিলেন। এইভাবে তাঁহার উত্তেজনা পূর্ণ বাণী শুনিয়া দলের লোক বাহির হইয়া আসিলেন এবং দলের সকলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একত্রিত হইলে পর কোন এক বন্ধুর গৃহে গিয়া উপাসনা করিলেন। তাঁহার নিজ মত ও সিদ্ধান্তের প্রতি কিরূপ নিষ্ঠা ছিল তাহা এই ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যায়। 'একজন ধর্ম্মসাধনার্থীর, বিরুদ্ধপক্ষের সম্বন্ধে সদ্ভাব পোষণ করিয়াও এরূপ ভাবে প্রতিবাদ করিতে পারেন' তাহা অনুধাবন করিলেই বোধগম্য হইতে পারে।

ব্রাহ্মসমাজে এই সকল কার্য্য দেখিয়া কেশববাবু ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সহিত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া, কেশববাবু পৃথকরূপে প্রচার বিভাগ সংস্থাপন করিলেন। এই সময়েই ব্রাহ্মসমাজে দুইটি দল হইল এবং পরস্পরের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ প্রবেশ করিল। এ-সম্বন্ধে গোস্বামী মহাশয় সমাজের তৎকালীন অবস্থা অতি সুন্দর ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেনঃ দুই দিবস পূর্ব্বে যাঁহাকে প্রাণের বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছি, তিনিই এখন প্রধান শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সংসারে অর্থসম্পত্তি লইয়া বিবাদ হয়, এখানে তাহা নহে, শুদ্ধ মতভেদই বিপদের মূল। এক মতভেদে এতদূর বিবাদ হইতে পারে, তাহা স্বপ্নেও চিন্তা করি নাই। মতভেদের মধ্যে স্বার্থপরতা না থাকিলে বোধহয় এত অমঙ্গল হইতনা।'

এসময়ে যাঁহারা মনে করিলেন যে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ অসত্যের প্রশ্রয় দিতেছেন, তাঁহারা মনে স্থির করিলেন যে, যাহাতে চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার হয় তাহা চেষ্টা করা হইতেছে প্রধান কর্ত্তব্য। এদিকে গোস্বামী মহাশয় প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধান করিতে ব্রতী হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ব্রাহ্মসমাজে গমন করিয়া প্রকৃত অবস্থা লক্ষ্য করিতে গিয়া দেখিলেন—অধিকাংশ সমাজে ব্রাহ্মগণ কেবল সপ্তাহান্তে উপবেশন করেন। প্রতিদিন উপাসনা করেন না, এবং পৌত্তলিকতার সঙ্গে তাঁহাদের সম্পূর্ণ যোগ। এমনকি বিজয়কৃষ্ণ উপবীতত্যাগী ব্রাহ্ম বলিয়া অনেক স্থানের ব্রাহ্মগণ তাঁহাকে নিজ নিজ বাড়ীতে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হইতেন। কেহ কেহ বাসায় স্থান দিয়া সমাজচ্যুত হইলেন! ব্রাহ্মগণ যাহাতে প্রতিদিন উপাসনা করেন এবং পৌত্তলিকতাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন, সকল স্থানেই তিনি এবিষয়ে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সকল স্থানে বিশেষ সুফল পাইলেন না। তখন আত্মনির্ভরশীল এবং ঈশ্বরবিশ্বাসী বিজয়কৃষ্ণ ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন।

আদিসমাজের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া কেশবচন্দ্র "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এবং এক স্বতন্ত্র "ব্রহ্ম মন্দির" প্রতিষ্ঠার জন্য মনোযোগী হইলেন। কেশবচন্দ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবেন্দ্রনাথের নিকট হইতে পৃথকরূপে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের আদেশ ও উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সহিত মত বিরোধের পূর্ব্বে ১৭৮৬ শক (১৮৬৪ খৃঃ,) কার্ত্তিক মাস হইতে 'ধর্ম্মতত্ব' প্রকাশিত হয় এবং ১৮৬১ খৃঃ Indian Mirror ১লা আগষ্ট হইতে প্রচারিত হইতে থাকে। 'ধর্ম্মতত্ব' পত্রিকাতে ইঁহারা স্বাধীনভাবে মতামত প্রচার করিতে থাকেন। এই পত্রিকা দুইটিতে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদের মতামত প্রচারিত হইত। 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রিকা ও কলিকাতা কলেজ নামক বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্বভার কেশবচন্দ্রের হস্তে ছিল। তাছাড়া নিজ অর্থব্যয়ে তিনি একটি মুদ্রা-যন্ত্র ক্রয় করেন। তাহাতে ঐ সমস্ত মুদ্রিত হইত।

ইংরাজী ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইবার পর কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ আদিব্রাহ্মসমাজ নামে অভিহিত হয়। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী ইহার উদার প্রশস্ত সহজ, জ্ঞান সঙ্গত মত এবং বিশ্বাস ও পবিত্র অনুষ্ঠান সকল শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নরনারীর হৃদয়ও আকর্ষণ করিয়াছিল।

এদিকে আদিসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর গোস্বামী মহাশয় তাঁহার কতিপয় বন্ধুর সহিত রাধানাথ মল্লিক লেনের একটি বাটিতে বাস করিতেন। উৎসাহী নব্যদলের ব্রাহ্মগণের উহা কেন্দ্রস্থল ছিল বলিতে পারা যায়। এসময়ে তাঁহারা যে কিরূপ ক্লেশে দিন যাপন করিতেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতে হয় তাঁহাদের ধর্ম্মানুরাগ সত্যনিষ্ঠা ও ত্যাগ ও মহত্বের জন্য। গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন যে 'তখন আমাদের এইরূপ অবস্থা যে ভাত জুটিত ত ব্যঞ্জন জুটিত না। তেঁতুল ঝোল দিয়া অন্নাহার করিয়াছি। কতদিন স্ত্রী-পুরুষ সকলকে অনাহারে থাকিতে হইত। কখনও কখনও প্রাঙ্গণস্থ কাঁটানটে শাকের ব্যঞ্জন হইত।'

গোস্বামী মহাশয় শীতকালে শীতে দারুণ ক্লেশ সহ্য করিতেন, তবু কাহারো নিকট শীতবস্ত্র প্রার্থনা করিতেন না। ঈশ্বরের উপর ছিল তাঁহার অসীম নির্ভর। তিনি মনে করিতেন ঈশ্বর তাঁহাকে এ সকল ক্লেশের মধ্য দিয়া বৈরাগ্য ও সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিতেছেন।

সেকালের কথা বলিতে গিয়া প্রচারক মহেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—"কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমরা অত্যন্ত কষ্ট ও দুরবস্থায় যাপন করি। কুলায়হীন পাখী অথবা গৃহহীন মনুষ্যের ন্যায় কিছুদিন আমাদিগের পথে পথে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। প্রতি রবিবারে সমাজে উপাসনা করিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থান ছিলনা। প্রকাশ্যে সভা করিতে হইলে প্রাঙ্গণে তাঁবু খাটাইয়া করিতে হইত। সে যাহা হউক এই সকল দুরবস্থার মধ্যে কেশবচন্দ্র আমাদের সকলের আশা ও নির্ভরদাতা ছিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া তাঁহার কথা শুনিয়া আমরা সকল পরীক্ষা দুঃখ ভুলিয়া যাইতাম। কেশবচন্দ্রেরও ভাব আমাদের প্রতি অত্যন্ত মনোহর ছিল। আদিসমাজের সহিত যোগ থাকিতে শ্রদ্ধেয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সংসারের কার্য্য ছাড়িয়া প্রচার ব্রত অবলম্বন করেন। সে-সময়ে সংসার ছাড়িয়া বৈরাগ্য লইয়া প্রচার ব্রত গ্রহণ করিবার এমন একটি উৎসাহ-অগ্নি ব্যাপিয়া উঠিয়াছিল যে প্রচারক জীবনের উপজীবিকা সম্বন্ধে বিশেষ অনিশ্চয়তা দেখিয়াও কেহ কেহ ভগবানের আদেশে প্রচারব্রত গ্রহণ করেন। এই সময় সাধু অঘোরনাথ, গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ ও যদুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রচারের দানের উপর নির্ভর করিতেন।

বিশ্বাসীগণ সকলেই প্রায় সকল সময়ে কেশবচন্দ্রের গৃহে অবস্থিতি করিয়া সদালাপ, সৎপ্রসঙ্গ ও উপাসনার সময় যাপন করিতেন। সময়ে সময়ে রাত্রি দুই তিনটা পর্য্যন্ত তথায় থাকিতেন। প্রায় রাত্রির শেষভাগে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে আবার গাত্রোত্থান ও স্নানাদি করিয়া উপাসনার জন্য কেশবচন্দ্রের গৃহে গমন করিতেন। বাস্তবিক অন্ন অপেক্ষা ভগবদর্চ্চনা, বস্ত্র অপেক্ষা পুণ্য এবং শরীর অপেক্ষা আত্মা যে অধিক মূল্যবান, এ সময়ে দেশের নরনারী সকলের নিকট তাহা অনুভূত হইত। তখনকার বৈরাগ্যসাধন সাপেক্ষ ছিল না, আপনি আপনি বিকশিত হইয়াছিল। প্রতিদিনের আহারীয় সামগ্রী প্রায় কিছুমাত্র সঞ্চিত থাকিত না। কয়েকজন প্রচারকের জন্য চাঁদা দাতা ছিলেন! আমাদের বন্ধু আনন্দমোহন বসু তন্মধ্যে প্রধান ছিলেন। তিনি কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। সময়ে সময়ে দুই তিনজন প্রচারক দলবদ্ধ হইয়া, দাতার গৃহে গমন করিয়া তাঁহাদের দান চারি আনা কি আট আনা অগ্রিম ভিক্ষা করিয়া আনিতেন এবং তদ্দারা প্রয়োজনীয় চাউল কাঠ প্রভৃতি বাজার হইতে ক্রয় করিয়া আনিতেন। কখন কখন কেশবচন্দ্রের নিকট অদ্য আমাদের আহারের কিছুই নাই, বলিয়া লিখিয়া পাঠাইতেন।—প্রচারকগণ এইভাবে তাঁহাদের অবস্থা জানাইলে 'একটি কি দুইটি না হয় তিনটি টাকা পাঠাইয়া দিতেন।"

কখন কখন এইরূপ হইত যে, কেশবচন্দ্রের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ পাঠাইয়া দিবেন বলিয়া গৃহ হইতে চলিয়া যাইতেন কিন্তু তথায় উপনীত হইবা-মাত্র তথাকার ভাবে মুগ্ধ হইয়া আহারের কথা সকলে ভুলিয়া যাইতেন।—রাত্রি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুই তিনটার সময় যখন ফিরিয়া আসিতেন, তখন বাজার হইতে চাউল কাষ্ঠ প্রভৃতি লইয়া গৃহে আসিয়া দেখিতেন যে, মহিলাগণ তাঁহাদের আশায় থাকিয়া, পরে নিরশনে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। তখন আর সেই শেষ রাত্রিতে মহিলাদিগকে জাগরিত করিতেন না। নিকটস্থ গোলদীঘি হইতে সাধু অঘোরনাথ স্কন্ধে করিয়া জল আনিয়া রন্ধন করিতেন। কোনপ্রকার সিদ্ধ পক্ক করিয়া লইতেন। আহারকালে এক একদিন প্রভাত হইয়া যাইত। অন্নদাতাকে ধন্যবাদ দিয়া, তাহাই প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করিতেন। তখনই প্রকৃত বৈরাগ্যের বায়ু বহিত যে, মহিলারাও কোনও কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান করিতেন না। কেশবচন্দ্র সময়ে সময়ে এই পবিত্র অন্ন গ্রহণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন।

একবার নিকেতনে অর্থাৎ প্রচারনিবাসে থাকা সময়ে একদিন তথায় ছয়জনের মত শুধু ভাত রাঁধা হইয়াছে। ভাতে কাঁচা তেঁতুল সিদ্ধ দেওয়া হইয়াছে, এমন সময়ে গোস্বামী মহাশয় ও অঘোর বাবু, ইঁহারা দুইজনে ঐ ছয়জনের ভাত, সুধু কাঁচা তেঁতুল দিয়া (তাহাতে লবণও নাই) সুখে আহার করিয়াছিলেন। ইহা অবগত হইয়া গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করা হইল,—"মহাশয়, লবণ ব্যতীত কেবল কাঁচা তেঁতুল সিদ্ধ দিয়া ছয়জনের ভাত দুজনে কি করিয়া আহার করিলেন?" তিনি বলিলেন,—"আপনি কি মনে করেন যে, ব্যঞ্জনাদিই আহারের উপকরণ, তা নয়, ক্ষুধাই আহারের প্রকৃত উপকরণ। যাঁহার ক্ষুধা আছে, তাঁহার নিকট সকলই অমৃত বলিয়া বোধ হয়!"

মহাপ্রাণ বিজয়কৃষ্ণ ধর্ম্মের জন্য পদে পদে যে দুঃখ ও নির্য্যাতনকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, তাহার তুলনা মিলেনা। নিজে এই সময়কার অবস্থার কথা বলিয়াছেন—ঈশ্বর ভিন্ন আমাদের দাঁড়াইবার স্থান নাই। বন্ধুবান্ধব সকলেই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, হয়ত একদিন এই শরীর ত্যাগ করিব। তবু মনে প্রাণে শুধু এই প্রার্থনাটা দিবারাত্রি করি দয়াময়, মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রতি যেন আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, যিনি দুঃখীদের বন্ধু সেই বিধাতাই আমাদের ন্যায় দুঃখীদের আশ্রয় ও অবলম্বন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠ অধ্যায়

পূর্ব্ববঙ্গে প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ভ্রমণ

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগের পর কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন। উন্নতিশীল যুবক ব্রাহ্মগণ সমাজ পরিত্যাগের সময় দেবেন্দ্রনাথকে 'মহর্ষি' বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি মিশ্রিত একখানি অভিনন্দন পত্রপ্রদান করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ অভিনন্দন পত্রের উত্তরে—কেশবচন্দ্রকে ব্রহ্মানন্দ উপাধি প্রদান করিলেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের নাম ভিন্ন রাখা হইল। মহর্ষি তাঁহার আদিব্রাহ্মসমাজ নাম রাখিলেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে কলিকাতা মহানগরীতে একটি উপাসনা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন ব্রহ্মানন্দ। তিনি দিব্য দৃষ্টিতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন—ঘোর ঝটিকা আসিতেছে, সেই ঝটিকার মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। অদম্য তাঁহার উৎসাহ! তিনি মনে করিলেন দেশে-দেশে পল্লীতে-পল্লীতে ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র সত্য যাহাতে প্রচারিত হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তিনি ব্রাহ্ম প্রচার বিভাগকে স্বতন্ত্র করিয়া নিজ হস্তে রাখিবার জন্য 'ব্রাহ্মপ্রতিনিধিসভা নামে' এক সভা গড়িয়া তুলিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সুবিধার জন্য 'ধর্ম্মতত্ত্ব' নবীন ব্রাহ্মদলের মুখপত্র রূপে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। 'ধর্ম্মতত্ত্বে' অনেক সময় গোস্বামী মহাশয়ের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। সেই পত্রিকায় ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে বিবিধ প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দিকে দিকে তাহা প্রচারিত হইতে লাগিল। তাঁহার আদেশে যে সকল ধর্ম্মপরায়ণ যুবক বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে লইয়া নূতন করিয়া প্রচার বিভাগ গঠন করিলেন।

এইভাবে প্রচার বিভাগ পৃথক রূপে সংস্থাপিত হইলে, কতিপয় ব্রাহ্মভ্রাতা সাংসারিক সুখ দুঃখ ভুলিয়া অভয়দাতা ঈশ্বরের চরণে সম্পূর্ণরূপে শরণাপন্ন হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রচারকের পুণ্যব্রত গ্রহণ করিলেন। গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন :—এই দেবপ্রকৃতি মহাত্মাগণ সেই প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে ব্রহ্মনাম ঘোষণা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইতে লাগিল। তাঁহাদের পবিত্র জীবনের দৃষ্টান্তে ব্রাহ্মদিগের বিশেষ উপকার হইতে লাগিল। তখন তাঁহাদের প্রেমপূর্ণ মুখশ্রী, স্বর্গীয় উৎসাহ, সাধারণ মানুষের প্রতি আন্তরিক দয়া, পরস্পরের মধ্যে আন্তরিক ভালবাসা, অকৃত্রিম নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃপ্রণয়, উপাসনায় প্রগাঢ় ভাব দেখিয়া—নিতান্ত পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইত।

এই উৎসাহী প্রচারকদলের মধ্যে গোস্বামী মহাশয় ছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। রাশি রাশি বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সাহসের সহিত, পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। শত শত ক্রোশ পদব্রজে গমন করিয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পরিবার প্রতিপালনের ভার অন্যান্য বন্ধুগণের হস্তে দিয়াছিলেন।

আদিসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর কেশববাবুর কলুটোলার বাড়ীতে নব্যদল মিলিত হইতেন। সেখানেই তাঁহাদের উপাসনা, সঙ্গতসভা ও হিতসঞ্চারিণী প্রভৃতি সভার আলাপ ও আলোচনা হইত। এই স্থানেই নব্যদল দুইবার ১১ই মাঘের ব্রহ্মোৎসব করিয়াছিলেন এবং একবার উৎসবে কেশববাবু একটি ভিক্ষার ঝুলি লইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য নরনারীর নিকট ভিক্ষা করিয়াছিলেন। যাঁহারা আদিব্রাহ্মসমাজকে মত বিরোধিতার জন্য ত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহারাই চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য যত্নবান্ হইলেন।

গোস্বামী মহাশয় সর্ব্বত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য হইলেন অগ্রণী। প্রথমেই যাত্রা করিলেন পূর্ব্ববাঙ্গলায়। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থে পূর্ব্ববাঙ্গলায় সর্ব্বাগ্রে গোস্বামী মহাশয় গমন করেন। 'ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত' লেখক বলেন—"সমস্ত প্রাণ লইয়া, ভগবৎ কৃপা সহায় করিয়া বিজয়কৃষ্ণ প্রচার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, বর্ষার তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত গিরিতরঙ্গিণী যেমন প্রবলবেগে উভয়কূল ভাসাইয়া লইয়া যায় মহোৎসাহে সমুচ্ছসিত প্রাণ বিজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মনামে সেইরূপ দেশদেশান্তর ভাসাইয়া লইয়া চলিলেন। প্রভেদ এই গিরিনদী উভয় কূলের চিরসঞ্চিত আবর্জ্জনা রাশি ধৌত করিতে যাইয়া আপনি মলিনত্ব হয়, বিজয়কৃষ্ণ দেশের পাপ কুসংস্কার দূর করিতে যাইয়া স্বয়ং নির্ম্মল হইতে নির্ম্মলতর হইতে লাগিলেন। তাঁহার উৎসাহপূর্ণ, প্রেমোদ্দীপ্ত, একত্বময় জীবন্ত প্রাণের মহা প্রচার দর্শন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া লোকে মুগ্ধ হইল ; তাঁহার অনলবর্ষী, মর্ম্মস্পর্শী, অমৃতোপম মধুরবাণী শ্রবণ করিয়া সকলের প্রাণ জাগ্রত ও মন শীতল হইল।'

'দেহমন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া 'ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্' মহামন্ত্র সার করিয়া প্রভুর মহাকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রভুর কার্য্যে তাঁহার অগ্রপশ্চাৎ ভাবিবার অবসর ছিলনা। তিনি আপনার শরীরের দিকেও দৃক্‌পাত করিলেন না ; পরিজনের সুবিধা অসুবিধা সুখ-সচ্ছন্দতার পানেও চাহিলেন না। এবং নিন্দা প্রশংসার মুখাপেক্ষাও করিলেন না। কিন্তু অবিচলিত উৎসাহে, অটল অধ্যবসায়ে পূর্ণ প্রাণে প্রভুর কার্য্যে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার গতি অবারিত এবং বাণী অপরাঙ্মুখী হইল। [তত্ত্বকৌমুদী ১৮২১ শক]।

—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ছিলেন দূরদর্শী মহাপুরুষ—কলিকাতায় যখন উভয় ব্রাহ্মদলের মতদ্বৈধতা মধ্যে দিন দিন অশান্তি বাড়িতেছিল, সে-সময়ে (১২৭১, ২৯শে অগ্রহায়ণ, ইংরাজী ১৮৬৩, ১৩ই ডিসেম্বর) তিনি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালকে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য এবং অঘোরনাথকে তথাকার ব্রাহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের জন্য ঢাকা পাঠাইয়া দিলেন। সে সময়ে ঢাকায় এমন কয়েকজন মহাপুরুষ ছিলেন যাঁহারা দেশ ও সমাজের কল্যাণের জন্য হিন্দুসমাজের প্রবল বাধা অতিক্রম করিয়াও বিবিধ সংস্কার কার্য্যে মন নিবেশ করিয়া অসাধারণ কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে সেকালের খ্যাতনামা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আমরা এখানে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি।

আনুমানিক বাঙ্গলা ১২৬৩ (ইংরাজী ১৮৫৭ খৃঃ অঃ) সালে ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় আরমানিটোলা নামক স্থানে তাঁহার বাড়ীর এক অংশ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া—ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের ব্যবহারের জন্য দান করেন। তখন সেই বাড়ীর দ্বিতলের একটি বড় হল ঘরে প্রতি বুধবার সায়ংকালে উপাসনাদি হইত। ক্রমে উহার উন্নতি হইতে থাকে। সে সময়ে ঢাকার সর্ব্বত্র সামাজিক-সংস্কার, নৈতিক উন্নতি এবং শিক্ষাও সংস্কৃতির দিকে যেমন শিক্ষিত ব্যক্তি অগ্রণী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের উদ্যোগে ১২৬৯, ১২ই ফাল্গুন (ইংরাজী ১৮৬৩, ২৩শে ফেব্রুয়ারী) ঢাকা ব্রাহ্মবিদ্যালয় নামে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিদ্যালয় স্থাপনের পর 'ঢাকাপ্রকাশ' পত্রিকায় এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশিত হয়। এই বিদ্যালয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি শিক্ষার সঙ্গে ছাত্রেরা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাও দিতে পারিত। 'সকল বর্ণের ছাত্রেরই ইহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবেশাধিকার ছিল। ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন লওয়া হইত না। এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন শ্রীদীননাথ সেন, শিক্ষক ছিলেন শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ রায়। এই বিদ্যালয়ের সাহায্য কল্পে বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট মাসিক ২৩৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন। বার্ষিক চাঁদাও স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র ১০০৲, অভয়কুমার দত্ত ৫০৲, রামকুমার বসু ৩৬৲, গঙ্গাচরণ সোম ১৮৲, কালীকান্ত মুখোপাধ্যায় ১৫৲, দীননাথ সেন ১৫৲, রামশঙ্কর সেন ২৪৲, হারাণচন্দ্র সরকার ৫৲, প্রভাতচন্দ্র সেন ৫৲, অক্ষয়কুমার সেন ৩৲ টাকা। সে সময়ে ইঁহারা ঢাকার প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ ও ত্রৈলোক্যনাথ ব্রজসুন্দর বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ঢাকা হইতে কুমিল্লা যাত্রা করিলেন। সে সময়ে ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় সরকারি কার্য্যোপলক্ষে কুমিল্লায় ছিলেন। অঘোরনাথ ঢাকায় থাকিয়া ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানে নিযুক্ত রহিলেন। অঘোরনাথ শিক্ষাদান কার্য্যে ব্রতী হইয়া ব্রজসুন্দর বাবুকে ইংরাজীতে ১৮৬৩ সালের ২৬শে ডিসেম্বর মাসে একখানি পত্র লেখেন, তাহার একস্থানে ছিল :—"শিক্ষার বর্ত্তমান প্রণালী ভ্রম পূর্ণ, আমি একটি নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তন করা এবং স্কুলের অভাব দূর করা স্থির করিয়াছি। প্রার্থনা করি, ঈশ্বর যেন আমাদের অন্তরে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকেন। তিনি যেন সাধু ইচ্ছাকে উদ্দীপিত এবং আমার উৎসাহ ও শান্তি বর্দ্ধন করেন। অক্লান্তকর্ম্মী অঘোরনাথ শুধু যে বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিতেন তাহা নহে, ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা, ধর্ম্মালোচনা, এবং ছুটির সময় নানাস্থানে গিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেন। তাঁহার এই প্রচারের ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই ঢাকা এবং পূর্ব্ববাঙ্গালার নানাস্থানে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারে সাধারণ লোকের মধ্যেও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইয়াছিল।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার ১৮ বৎসর ৩ মাস ৭ দিন পরে ঢাকা নগরে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আমাদের এখানে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস ও তদানীন্তন ঢাকার কথা কিছু বলিতে হইতেছে, কেননা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের অখণ্ড যোগসূত্র ছিল এই ঢাকার সহিত। যেমন ব্রাহ্ম বিজয়কৃষ্ণ এখানে জনসাধারণের প্রিয় ছিলেন তেমনি পরবর্ত্তীকালের ধর্ম্মজীবনে ও এই ঢাকা, সেখানকার গেণ্ডারিয়া আশ্রম ছিল শান্তির পুণ্য তপোবন। আমরা এখানে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের কথা বলিয়া গোস্বামী মহাশয়ের পূর্ব্ববঙ্গে প্রচারের বিষয় বলিব।

ঢাকার শিক্ষিতগণ সংস্কারপন্থী এবং ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিগণ ঢাকা সহরে একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার আয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন, তাঁহারা হইতেছেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

ব্রজসুন্দর মিত্র, যাদবচন্দ্র বসু, রামকুমার বসু, গোবিন্দচন্দ্র বসু, বিশ্বম্ভর দাস, ও নরোত্তম মল্লিক। ইঁহারা সকলেই উত্তরকালে সুপরিচিত ব্যক্তিরূপে গণ্য হইয়াছিলেন। প্রথমোক্ত দুইজন আবকারী এসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ৩য় ও ৪র্থ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, ৫ম আবকারী কমিশনের কেরাণী, এবং শেষোক্ত ব্যক্তি মুন্সেফ ও পরে সবজজ হইয়াছিলেন। ক্ষুদ্র বট বীজ হইতে যেমন মহা মহীরুহের উৎপত্তি হয়, তেমনি ব্রজসুন্দর বাবুর গৃহে যে ক্ষুদ্র উপাসনা সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহাই ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ নামে এবং পরে আরও বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া "পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ" নামে অভিহিত হইয়াছে। এই সময়ে ব্রজসুন্দরের বয়স ২৬ বৎসর মাত্র ছিল। এবং তাঁহার বন্ধুগণের বয়সও প্রায় তদ্রূপই ছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫

সপ্তম অধ্যায়

ব্রাহ্মসমাজ, দ্বেষ-বিদ্বেষ, শান্তিপুর

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে যখন পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইতেছিল ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের সার সত্য, সার বিশ্বাস বিষয়ে মতভেদ, অশান্তি দেখা দিয়াছিল তখন গোস্বামী প্রভু আসিলেন শান্তিপুর।—শান্তিপ্রিয়-ধর্ম্মানুরাগী গোস্বামী মহাশয় যখন দেখিলেন—'কপটতার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে ব্রাহ্মসমাজে—ধর্ম্ম-জীবনের প্রতিকূল অবস্থার দিকে অগ্রসর হইতেছে তখন তাঁহার মন শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। অন্তরে সহিষ্ণুতা ছিল না, সদ্ভাব ছিল না, হৃদয় জিগীষাপরবশ হইয়া সর্ব্বদা উত্যক্ত থাকিত, দীর্ঘকাল উপাসনা করিতে সক্ষম হইতেন না, এই সকল কারণে অশান্তিতে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। সে সময়ে অশান্ত মনকে শান্ত করিবার জন্য শান্তিপুরে আসিলেন বিজয়কৃষ্ণ।

শান্তিপুরের প্রাকৃতিক শোভা তাঁহাকে মুগ্ধ করিল—। মানবের মনকে, প্রকৃতির অনন্তরূপ নানাভাবে আকর্ষণ করে, মুগ্ধ করে এবং প্রাণে দেয় শান্তি। সত্য সত্যই প্রকৃতির সঙ্গে কি বন্ধনে মানবের মন যে বদ্ধ কেমন করিয়া বুঝিব? ধর্ম্মের ভাবুকতা ছিল তাঁর অন্তরে। এই ভাবুকতা হিন্দুর মজ্জাগত। সাধনার পথে চলিলেন বিজয়কৃষ্ণ। তাঁহার মনে নিয়ত যে ভাবের বিকাশ হইত আমরা তাঁহার মধ্যে দেখিতে পাইয়াছি—তাহা ছিল চরিত্রের নির্ভীকতা, ভয় করিলে চলিবে না, বিপদ দেখিয়া পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না।—চল বীর নির্ভয়ে চল! এই নির্ভর করিয়া সারা জীবন তিনি চলিয়াছিলেন নির্ভীক ভাবে:

"শুনে তোমার মুখের বাণী,
আসবে ঘিরি বনের প্রাণী
হয়তো তোমার আপন ঘরের
পাষাণ হিয়া গলবে না।
তা বলে ভাবনা করলে চলবে না।"

সংসারে একাকী আসিয়াছি যাইব ও একাকী। ভয় কি? প্রকৃত সাধক বিজয়কৃষ্ণ – সন্ন্যাসী বিজয়কৃষ্ণ প্রকৃতির মধ্যে ফিরিয়া পাইলেন—নূতন জগৎ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নূতন আলো, নূতন বিশ্ব সৃষ্টির অনন্ত মাধুর্য্য, আনন্দ জাগিল তাঁহার ভাবুকমনে। আকাশের তারা,—বায়ু হিল্লোল, শ্যামলা ধরণী—ধবলা যামিনী, রবি, চন্দ্র, তারা, গ্রহ-উপগ্রহ সকলইত তাঁহার প্রাণে শান্তি দিতে রহিয়াছে, আসিয়াছে তাঁহার আঁখিজল মুছাইতে। প্রকৃতির রূপসাগরে ডুবিয়া গেলেন সাধক বিজয়! প্রকৃতির অপরূপ রূপ মাধুর্য্য তাঁহার প্রাণে শান্তি আনিয়া দিল। তাঁহার নিজের কথায় বলিতেছি ঃ—"বসন্তকালে শান্তিপুরের গঙ্গার চড়ার শোভা অত্যন্ত হৃদয়-গ্রাহিণী। রজতময় বালুকারাশির উপর চন্দ্রমার শুভ্র জ্যোতিঃ নিপতিত হইলে কি আশ্চর্য্য শোভা হয় তাহা না দেখিলে অনুভব করা যায় না। উপরে ঐ অপূর্ব্ব শোভা, নীচে আবার নির্ম্মলসলিলা গঙ্গানদী ধীরবেগে মৃদু মৃদু কল্লোল ধ্বনিতে প্রবাহিত হইতেছে। সেই নির্ম্মল তরঙ্গমালায় চন্দ্রমা শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে। মধ্যে মধ্যে জলচর পক্ষীগণের মধুর সঙ্গীতে সন্তাপিত হৃদয় শীতল না হইয়া থাকিতে পারে না। মস্তকের উপরে নীলনভস্তলে তারকাবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের মনোহারিণী শোভা। আমি প্রতিদিন শোভা সম্ভোগ করিতে গিয়া নির্জ্জনে চিন্তা করিতাম, যে হায়! দয়াময় ঈশ্বর যে হস্তে এই সমস্ত শোভার ভাণ্ডার প্রকৃতিপুঞ্জকে সৃজন করিয়াছেন, এই নরাধমকেও সেই হস্তে তিনি সৃজন করিয়াছেন, সৃষ্টিকাল হইতে প্রকৃতির শোভা একই ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। এই শোভা দেখিতে দেখিতে তাঁহার মন ব্যাকুল হইতে লাগিল, প্রাণ অস্থির হইল—আর কিছু ভালো লাগে না।"

প্রকৃতির এত—রূপ এত শোভা—তবে তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হয় কেন? শান্তি আসে—আবার যায় কেন? কে দিবে উত্তর? এ-সময়ে একজন শান্তিপুরবাসী দিলেন সে উত্তর—তাঁর কাছে পাইলেন শান্তির সন্ধান। শান্তিপুরে তখন হরিমোহন প্রামাণিক নামে একজন পরম বৈষ্ণব ধার্ম্মিক পুরুষ বাস করিতেন। তাঁহার মনের অশান্তি ও দুর্দ্দশার কথা তাঁহাকে বলিলেন। তিনি বিজয়কৃষ্ণকে 'চৈতন্যচরিতামৃত' পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন।

হরিবাবু পরম বৈষ্ণব ছিলেন, তিনি শান্তিপুরে জুতা পায়ে দিতেন না। এমন নিষ্ঠাবন্ বৈষ্ণব হইলেও তাঁহার সাম্প্রদায়িক ভাব ছিল না। তিনি বলিতেন, 'সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমতী রাধিকা মহাভাব, অতএব প্রভু! আমিও ব্রহ্মজ্ঞানী। এইরূপ মধুর কোমল বাক্যে তিনি আমার দগ্ধ হৃদয়ে প্রেমবারি সিঞ্চনে আমাকে সুশীতল করিতেন। ভক্তিভাজন মহাত্মা হরিমোহন প্রামাণিক আমার ধর্ম্মজীবনে একজন গুরু। আমি তাঁহাকে প্রণাম করি।"

হরিমোহন ছিলেন শান্তিপুরের শ্রেষ্ঠ রত্ন। তাঁহার ব্রাহ্মবিদ্বেষ ছিল না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রাহ্মসমাজে, হরিভক্তি-প্রদায়িনী, আর্য্যধর্ম্মরক্ষিণী প্রভৃতি সমুদয় সভায় নিমন্ত্রিত হইলে সেখানে যাইতেন, কিংবা অশক্ত হইলে লিখিয়া পাঠাইতেন তাঁর অক্ষমতা। উপবীতত্যাগী, বয়ঃকনিষ্ঠ ব্রাহ্মকেও তিনি প্রণাম করিতেন। এমনি ছিলেন বিনয়ী।

একবার কেশবচন্দ্র যখন শান্তিপুরে বিজয়কৃষ্ণের বাটীতে আসেন—তখন হরিমোহন প্রামাণিকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ইহা ব্রাহ্ম-বৈষ্ণবের মিলন। একদিন সেখানকার তদানীন্তন ছোট আদালতের নাজির নীলকমল দেবের বাসায়, হরিমোহনের ঠাকুরবাড়ীতে কেশব গিয়া হরি নাম কীর্ত্তন শোনেন। সে সময় শান্তিপুরের শিক্ষিত নব্য যুবকদলের অনুরোধে ব্রহ্মানন্দ—"বিশ্বাস ও ও ধর্ম্ম" বিষয়ক বক্তৃতা দেন। পরে তিনি শীঘ্রই কলিকাতা ফিরিয়া যান।

ধনী হইয়াও হরিমোহন নগর-কীর্ত্তনে বাহির হইতেন, ধূলোটের সময় প্রসাদান্ন কুড়াইয়া খাইতেন। তিনি কবি ও লেখক ছিলেন—বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। সিরাজগঞ্জ ভাঙ্গাবাড়ী নিবাসী গুরুদাস সেন মহাশয় লিখিয়াছেন :

"শান্তিপুর নিবসতি শ্রীহরিমোহন।
আখ্যা যাঁর প্রামাণিক আছেত ঘোষণ॥
ভকতি শাস্ত্রের তেঁহ পণ্ডিত ভাল।
তাঁহাদের পদে মোর বহুত প্রণতি।

এইরূপ ভক্ত সাধককে লক্ষ্য করিয়া বিজয়কৃষ্ণ বার বার বলিয়াছেন :—'আমার ধর্ম্ম জীবনে একজন গুরু। আমি তাঁহাকে প্রণাম করি। ভক্ত হরিমোহনের সংস্পর্শে আসিয়া প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বৈষ্ণবধর্ম্মের মর্ম্ম অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় বলেন :—"চৈতন্যচরিতামৃত" নামক বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ আমার হস্তগত হইল। এই পুস্তকখানি প্রথমে কিছু কঠোর বোধ হইয়াছিল, পরে যতই পাঠ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিলাম, ততই অমৃতধ্বনি আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। মহাত্মা চৈতন্যের বিনয়, ভক্তি, অনুরাগ, ব্যাকুলতা, ঈশ্বর দর্শন ও সম্ভোগ এবং উন্নতাত্মা পাঠ করিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার জীবনের সম্পূর্ণ হীনতা অনুভব করিলাম। আহা! এস্থলে মহাত্মা চৈতন্যকে গুরু বলিয়া ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারি না। তাঁহার জীবনী পাঠ করিয়া আমার অহঙ্কার চূর্ণ হউক ; ঈশ্বর দর্শন ও সাধনের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া কৃতার্থ হইলাম।'

'জীবে দয়া নামে ভক্তি' এই মহান্ তত্ত্ব হৃদয়ে প্রবেশ করিল। বাহিরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্মানুষ্ঠান যে পরলোকের সম্বল নহে, কেবল দয়াময়ের অভয় চরণই সম্বল, তাহা স্পষ্ট প্রতিভাত হইল। তখন অসহনীয় অনুতাপে হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। হায়! আমি এতদিন কি করিলাম? জীবনের একদিনও সাধন করি নাই, আমার গতি কি হইবে? এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া সাধন করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইলাম। কিন্তু কিরূপ সাধন করিতে হয়, তাহা জানি না, কেবল প্রেম ভক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করিতাম।

এই সময় বন্ধুবর নীলকমল দেব মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপ গমন করি। নবদ্বীপে সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজীর নিকট উপস্থিত হইয়া কিরূপে ভক্তি হয় জিজ্ঞাসা করি। "ভক্তি" এই কথা আমার দগ্ধ মুখ হইতে বাহির হওয়াতে চৈতন্যদাস বাবাজীর এত দূর প্রেমোচ্ছ্বাস হইল যে তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত; এমন কি মস্তকের টিকি পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠিল। তিনি দয়া করিয়া উপদেশ দিলেন যে,—"যদি প্রেম ভক্তি লাভ করিতে চাও, তবে দীনহীন অকিঞ্চন হও। অন্তরে একবিন্দু অহঙ্কার থাকিলেও ভক্তিলাভ হইবে না।'

জলস্রোত যেমন উর্দ্ধগামী হয় না, ভক্তি ও তদ্রূপ অহঙ্কৃত মনে উদিত হয় না।

সেই প্রেমিক মহানুভব চৈতন্যদাসের উপদেশ শিরোধার্য্য করিলাম। মনে বড় ভয় হইতে লাগিল। কারণ আমার স্বভাব অত্যন্ত উদ্ধত, অসহিষ্ণু— বলিতে কি আমার ন্যায় ক্রোধী লোক জগতে অল্পই আছে। এই পর্ব্বত চূর্ণ করিয়া ভূমিসাৎ করা সহজ কথা নহে। তবে বোধ হয় আমার ভাগ্যে ভক্তির উদয় হইবে না, এই চিন্তায় সর্ব্বদা বিষণ্ণ থাকিতাম। ইহার মধ্যে চরিতামৃত গ্রন্থে এই কবিতাটি পাঠ করিলাম যথা :—

'ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং জগদীশ ন কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

হে জগদীশ্বর! আমি ধন জন সুন্দরী কবিতা এ সকল কিছুই প্রার্থনা করি না। জন্ম জন্ম তোমার প্রতি অহৈতুকী ভক্তি হউক।'

এস্থলে অহৈতুকী ভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া মনে করিলাম কোন প্রকার হেতু হইতে যাহার উৎপত্তি হয় না, অর্থাৎ যাহার উৎপত্তিতে আপনার কোন প্রকার সাধুকার্য্য কিছু মাত্র সাহায্য করে না তাহাকে অহৈতুকী ভক্তি বলে। দয়াময় ঈশ্বর কৃপা করিয়া এই ভক্তি প্রদান করেন। আমি ভক্তির জন্য একান্ত ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করিলে দয়াময় পিতা কখনই নিরাশ করিবেন না। প্রেমভক্তিহীন ধর্ম্মসাধন বাস্তবিক ধর্ম্ম নহে। বাহিরের কতকগুলি অনুষ্ঠান দ্বারা হৃদয় পরিবর্ত্তিত হয় না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং যাঁহারা বাহিরের অনুষ্ঠানকে প্রধান মনে করেন, তাঁহারা ধর্ম্মরাজ্যে প্রতারিত সন্দেহ নাই। কারণ আমি জীবনের পরীক্ষাতে দেখিয়াছি, কেবল অনুষ্ঠানকে ধর্ম্ম মনে করিলে অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। হৃদয়ে প্রেমভক্তি হইলে বাহিরের অনুষ্ঠানও হয়, অথচ হৃদয় বিনীত থাকে।—তাঁহার এই উপলব্ধি এবং সত্যপ্রকাশ অপূর্ব্ব বলিতে হইবে।

শান্তিপুরে থাকিতেই 'একবার গোঁসাইজী কালনায় ভগবান্‌দাস বাবাজীকে দেখিতে গিয়াছিলেন। বাবাজী তাঁহার পরিচয় পাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের অত্যন্ত পিপাসা হইয়াছিল। তিনি বাবাজীর নিকট জল চাহিলেন। তখন বাবাজী মহাশয় নিজের করঙ্গ পরিষ্কাররূপে মাজিয়া শীতলজলে পূর্ণ করিয়া গোস্বামী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত করিলেন। সেই সঙ্গে জলযোগের জন্য কিছু মিষ্টান্নও প্রদত্ত হইল। বিজয় বাবাজীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আমি ব্রহ্মজ্ঞানী, আমাকে আপনার কমণ্ডলু দিবেন না। আমি যার তার ভাত খাই।"

বাবাজী হাত জোড় করিয়া বলিলেন, 'প্রভো! জাতিবুদ্ধি থাকিতে কি ধর্ম্মলাভ হয়? ভক্তি দেবীর কৃপা লাভ করা যায়? আর আপনি যে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলিলেন, তাহাইত ভক্তি লাভের মূল। ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে কখনই ভক্তিবস্তু পাওয়া যায় না। আপনি আমাকে পরীক্ষা করিবেন না। কৃপা করিয়া জলপান করুন। গোস্বামী প্রভু জলপান করিয়া করঙ্গটি রাখিবা মাত্র বাবাজী তাহা তুলিয়া লইলেন এবং মাথায় ঠেকাইয়া প্রভুপাদের পাতাবশিষ্ট সমস্ত জল পান করিলেন। একজন লোক বাবাজীকে বলিল, ইনি পৈতা ফেলিয়া দিয়াছেন। তাহাতে বাবাজী বলিলেন, 'জান আমার অদ্বৈতর পৈতা থাকিত না। দেখ দেখি, আমার অদ্বৈতের সন্তান ব্রাহ্মসমাজে গিয়াও আচার্য্যের কার্য্য করিতেছেন। বাবাজীর এই কথায় সেই লোকটি বিদ্রূপ করিয়া বলিল; —"কেমন আচার্য্য দেখিতে পাইতেছেন ত, জামা জুতা পরা আচার্য্য।" এই কথা শুনিয়া বাবাজী কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিলেন, প্রভুকে সুন্দর করিয়া সাজানত আমাদেরই উচিত। আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে তাহাত পারিলামই না, যদি বা উনি নিজের প্রয়োজনমত দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন, তাহা দেখিয়া যে একটু আনন্দ করিব, সে সৌভাগ্যও আমাদের নাই। বাবাজীর কথা শুনিয়া লোকটি মরমে মরিয়া গেল।

শ্রীমান্ আশুতোষ মণ্ডল আমাকে লিখিয়াছেন—"নবদ্বীপে সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজীর সমাধি আছে। তাঁহার কোনো আশ্রম আছে বলিয়া জানিনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার সমাধি মহাপ্রভুর বাড়ীর সংলগ্ন পশ্চিম দিকে—সেখানে সমাধির সেবা পূজা হয়।”

বিজয়কৃষ্ণ শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপ গমন পথে একরাত্রি কৃষ্ণনগরে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে বাস করিয়াছিলেন। নবদ্বীপ হইতে ফিরিবার সময় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিলেন—“আমি চৈতন্যদাস বাবাজীর ভক্তি উপদেশে কৃতার্থ হইয়াছি। বাবাজী আমাকে কিছু আহার করিতে দিয়াছিলেন। আমি আহার করিতে পাতে যাহা অবশিষ্ট ছিল তাঁহাকে তাহা ভক্তির সহিত আহার করিতে দেখিয়া আমি নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলাম—“আপনি আমার পাতের দ্রব্য খাবেন না, আমি ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েছি।” তিনি উত্তর দিয়াছেন—“তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী হও, আর যেই হও অদ্বৈত বংশেত জন্মেছ, তোমার প্রসাদ আমি খাব না? নিশ্চয়ই খাব?” এই বলিয়া আমার পাতের দ্রব্যই খাইলেন। আমি তাঁহার মুখে যে ভক্তি উপদেশ শুনিয়াছি তাহাতে কৃতার্থ হইয়াছি। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং এই কথা বলিয়াছিলেন।

শান্তিপুর, নবদ্বীপ এবং কালনায় তিনজন সিদ্ধ সাধক ভক্তি ও বিনয়ের অবতার মহাপুরুষদের সহিত আলাপ পরিচয়ে, তাঁহার শুষ্ক হৃদয়ে প্রবাহিত হইল ভক্তির পুণ্য নির্ঝরিণী। মঙ্গলময় বিধাতার করুণা ও প্রীতি বর্ষিত হইল। প্রেম ও বিশ্বাস মিলিত হইয়া পবিত্রতার সহিত সংযুক্ত হইয়া দেখা দিল প্রভুজীর অন্তরে ভক্তি। তখন তিনি ঈশ্বরের করুণা, প্রেম ও মহিমা গুণ সকল ধ্যান করিয়া ভক্তির রূপ বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার শুষ্ক হৃদয় ভক্তিতে উথলিয়া উঠিল।

ভগবান্‌দাস বাবাজীর মধ্যে গোস্বামী প্রভু দেখিলেন—তাঁহার অপূর্ব্ব বিনয়। তিনি নিজেকে দীনাতিদীন—অতি হীন ব্যক্তি মনে করিতেন। পরনিন্দা কোন দিন করেন নাই, তাঁহার সম্মুখে যদি কেহ করিত তাহা হইলে তিনি কাঁদিয়া ফেলিতেন! বলিতেন—প্রভু আমাকে রক্ষা কর! সেখানে এ কয়টি বিষয় বিশেষ ভাবে গোস্বামী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল,—সেখানে হইত নামব্রহ্মের পূজা। আসনে কোন বিগ্রহ ছিল না শুধু একখানি কাগজে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নির্দ্দেশিত নিম্নোক্ত শ্লোকটি ছিল লিখিত এবং তাহারই চলিত সেবা পূজা। কোন দেবদেবীর কোন আলেখ্যও সেখানে ছিল না।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইবার নির্জ্জন শান্তিপুর বাসে—বিজয়কৃষ্ণ ভক্তি ও নামরস-মাধুর্য্যে মোহিত হইলেন—আনন্দস্বরূপ পরমব্রহ্মের ভজনার পাইলেন নূতন পথ—সে যে ভক্তি,—তার মধ্যে যে নিহিত রহিয়াছে অমৃত,—সেই অমৃতসাগরে ডুব দিলেন বিজয়।

এ সময়ে তিনি অনেক সময় গঙ্গাতীরে গিয়া নির্জ্জন স্থানে বসিয়া ঈশ্বরের আরাধনা ও ধ্যান করিতেন। একদিন বাড়ী ফিরিতে অনেক রাত্রি হইল। নির্জ্জন পথে ভ্রমণের আবেগে মাতিয়া একটি ব্রহ্ম সঙ্গীত গান করিতে করিতে আসিতেছিলেন। গানটি ছিল পরিপূর্ণানন্দম্; যেমন গানটি শেষ হইল, কে যেন তাঁহার পিছন হইতে বলিল—আহা বাবা! আবার পরিপূর্ণানন্দম্ এই গানটি কর। তিনি আবার সেই গানটি করিলেন। গান শেষ করিয়া চারিদিকে চাহিয়া কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না—সন্ধান করিলেন কে বলিল গাইতে! কেহ সেখানে নাই। গঙ্গাতীরে প্রায়ই এইরূপ অলৌকিক ঘটনা ঘটিত! গানটি সুন্দর। মধুরে মধুর।

দেশ—আড়া

পরিপূর্ণমানন্দম্

অঙ্গবিহীনং স্মর জগন্নিধানম্।
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচোঽবাচ,
বাগতীতং প্রাণস্য প্রাণং পরং বরেণ্যম্॥

শান্তিপুর হইতে গোস্বামী মহাশয় কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কলিকাতা আসিয়া দেখিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাঁহার কলুটোলার বাড়ীতে প্রচারক ভ্রাতাদিগকে লইয়া প্রতিদিন এমনই জীবন্তভাবে উপাসনা ও আলোচনা করিতেছেন যে কেহই তাহা ত্যাগ করিয়া শীঘ্র বাসায় আসিতে পারিতেন না! সত্যং জ্ঞানমনন্তঃ প্রভৃতি ঈশ্বরের স্বরূপগুলি অন্তরে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে হইবে। সমস্ত স্বরূপকে বিশেষরূপে হৃদয়ে দর্শন করাকেই ধ্যান কহে। এই স্বরূপগুলি এমনি আয়ত্ত করিতে হইবে যে একটি স্বরূপের মধ্যে পবিত্রতার ভাব ছিল না। এজন্য পরে 'শুদ্ধায় পাপ বিদ্ধং' এই কথাটি সন্নিবেশিত হয়। উপাস্য দেবতার সমস্ত স্বরূপ সমগ্রভাবে ধ্যান না করিলে হৃদয় পূর্ণ ব্রহ্মকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যিনি যে স্বরূপের ধ্যান না করিবেন তাঁহার জীবনে সেই বিষয়ে ত্রুটি থাকিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন বৃথা আলোচনা হইত না, ধ্যান বিষয়ে যেই এইরূপ আলোচনা হইয়াছে অমনি সকলে নির্জ্জনে ধ্যান করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া ধ্যান ধারণা করিতেন। এইরূপ উপাসনার যে সকল অঙ্গ আছে, প্রত্যেক অঙ্গের প্রত্যেক শব্দকে সাধন করিতে বিশেষরূপ চেষ্টা হইতে লাগিল। উপাসনার অঙ্গগুলি এতদূর সাধিত হইল যে সমস্ত দিন অনাহারে উপাসনা করিলেও কিছুমাত্র কষ্টবোধ হইত না। উপাসনা যেমন মধুর হইতে লাগিল, পরস্পরের প্রতি অনুরাগও তদনুরূপ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। নব্য ব্রাহ্মদল কেশবচন্দ্রের মধুর বক্তৃতা, প্রার্থনার ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন। এইরূপ ভাববিপর্য্যয়ে বাড়ীর কর্ত্তারা বিরক্ত হইতেন এবং বলিতেন—"কেশব এদের করলে কি? এদের কি বাড়ী ঘর দুয়ার কিছু নেই।"

নবীন ব্রাহ্মদল ১২৭৪ সালের ভাদ্র মাস হইতে নিয়মিত ভাবে সভায় উপস্থিত হইতেন। প্রতি বুধবার অপরাহ্ণে শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দের পরীক্ষিত আধ্যাত্মিক জীবনের কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহাদের হৃদয় আনন্দে ও সরসতায় পূর্ণ হইতে লাগিল।

এই সময়ে বিজয়কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ব্রজগোপাল গোস্বামী কলিকাতায় আসিয়া কনিষ্ঠের বাসভবনে একদিন নিম্নলিখিত গীতটি কীর্ত্তন করেন :

কানু পরশমণি আমার।
কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ,
নয়নের ভূষণ আমার সেরূপ দরশন,
বদনের ভূষণ আমার সেরূপ গান,
হস্তের ভূষণ আমার সে পদ সেবন,
(ভূষণের আর কি বাকী আছে!)
আমি কৃষ্ণচন্দ্র হার পরেছি গলে॥

ব্রজগোপালের মুখে কীর্ত্তনটি শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন। বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজে কীর্ত্তন প্রচারের ইচ্ছা কেশবচন্দ্রকে প্রকাশ করিলেন। কেশবচন্দ্র তাঁহার কথায় সায় দিলেন এবং উল্টাডিঙ্গির মনোহর দাস বাবাজীকে আনাইয়া তাঁহার নিকট কীর্ত্তন শুনিলেন। মনোহর দাস গান করিলেন—"প্রেম পরশমণি শ্রীশচীনন্দন বিলাইয়াছেন প্রেমসুধা দেখি দীন হীনরে।" এই গানটি গোস্বামী প্রভু ও কেশবচন্দ্রের উভয়ের খুব ভাল লাগিল। তখন তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। এবং খোল বাজাইয়া কীর্ত্তনের ব্যবস্থা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল। অনেকে ইহার বিরোধী হইলেন—এমন কি প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় পর্য্যন্ত আপত্তি তুলিয়াছিলেন—কিন্তু কীর্ত্তন প্রচার বন্ধ হইল না।

১২৭৪ সনের ২৩শে আশ্বিন ব্রাহ্মসমাজে প্রথম সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হয়। তদবধি ব্রাহ্মসমাজে ভক্তির উৎস খুলিয়া গেল, দলে দলে ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকা কীর্ত্তনের মহাভাবে প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন। অপর দিকে কীর্ত্তনের বিরোধিগণ তাঁহাদিগকে "নেড়ার দল" বলিয়া অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্রের অনুমোদনে গোস্বামী মহাশয় দুইটি মর্ম্মস্পর্শী কীর্ত্তন রচনা করেন। এখানে কীর্ত্তন দুইটি উদ্ধৃত হইল: 'পাপে মলিন মোরা' এই সঙ্গীতটি ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সঙ্কীর্ত্তন।

পাপে মলিন মোরা চল সবে ভাই।
পিতার চরণ ধরি কাঁদিয়ে লুটাইরে।
পতিতপাবন পিতা ভকতবৎসল,
উদ্ধারেন পাপীজনে দেখি অসহায়রে।
প্রেমের জলধি তিনি সংসার পাথারে,
পতিত দেখিয়ে দয়া তাই এত হয় রে।
বিলম্ব কর না আর, ভুলিয়ে মায়ায়,
ত্বরিত লইগে চল তাঁর পদাশ্রয় রে।

পরে 'পতিতপাবন শ্রীশচীনন্দন' গানের সুরে নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি রচনা করেন:

পতিতপাবন, ভকত-জীবন অখিল তারণ
বল্‌রে সবাই।
বল্‌রে বল্‌রে বল্‌রে সবাই।
যাঁরে ডাক্‌লে হৃদয় শীতল হবে।
যাঁরে ডাক্‌লে পাপী তরে যাবে।
ওরে এমন পাবিনা রে।

উক্ত সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণে উপাসকগণের প্রাণে কি নব-ভাবের তরঙ্গ উঠিয়াছিল তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তাঁহাদের সম্মুখে যেন এক নূতন রাজ্যের দ্বার খুলিয়া গিয়াছিল। ভালরূপ মৃদঙ্গ বাজাইতে এবং কীর্ত্তন করিতে সমর্থ তখন এরূপ লোকের নিতান্ত অভাব ছিল। কিন্তু ভাবের উদয়ে ক্রমে সকল অভাব পূর্ণ হইল; এবং সঙ্কীর্ত্তনের ভিতর দিয়া ভক্তিধারা অবতীর্ণ হইয়া ব্রাহ্মসমাজের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমুদয় শুষ্কতা ধৌত করিয়া দিল। এই লীলারসাস্বাদনের পাত্র অতি অল্প! এই জন্য সঙ্কীর্ত্তন-জনক শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন :

"বহিরঙ্গ সঙ্গে কর নাম সঙ্কীর্ত্তন,
অন্তরঙ্গ সঙ্গে কর রস আস্বাদন।"

১২৭৪ সনের ৯ই অগ্রহায়ণ ব্রাহ্মসমাজে প্রথম ব্রাহ্মোৎসব হয়। ঐদিন প্রাতঃকাল অবধি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত মহোৎসব চলিয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই উৎসবে নব্যব্রাহ্মদের সঙ্গে মিলিত হইয়া তাঁহাদের উৎসবকে পুণ্যতীর্থে পরিণত করিয়াছিলেন। উপাসকগণের নিকট 'পৃথিবী স্বর্গের প্রায় মনুষ্য দেবতা হয়' বোধ হইয়াছিল। গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছিলেন—"সেদিন অনেক সময় বোধ হইয়াছিল যেন স্বর্গের দেবতাদের সহিত সমস্বরে পর-ব্রহ্মের চরণ পূজা করিতেছি।

ধরাতলে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার ভাব তাঁহার রচিত সঙ্গীতেও ব্যক্ত হইয়াছিল :

এতদিনে পোহাইল ভারতের দুঃখ রজনী।
প্রকাশিল শুভক্ষণে নববেশে দিনমণি।
দেখে পাপেতে কাতর, সর্ব্বজনে জর জর,
পাঠালেন স্বর্গরাজ্য, মুক্তিদাতা পিতা যিনি।
সেই রাজ্যে প্রবেশিতে, এস সবে আনন্দেতে,
ছিন্ন করি পাপ-পাশ বীর পরাক্রমে।
ঊর্দ্ধ দিকে হস্ত তুলি, গাও তাঁরে সবে মিলি,
জয় জগদীশ বলি, কর সদা জয়ধ্বনি।

এই বৎসর মহোৎসবে প্রথম নগর সঙ্কীর্ত্তন বাহির হয়। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল (চিরঞ্জীব শর্ম্মা) এ উপলক্ষে একটি অপূর্ব্ব সঙ্কীর্ত্তন গান রচনা করেন। ১৭৮৯ শক (১৮৬৭ খৃঃ)। চিরঞ্জীব শর্ম্মা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি সকলে নগ্নপদে নগর সঙ্কীর্ত্তনে বাহির হইয়াছিলেন। খোল করতাল-মৃদঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা গাহিতেছিলেন :

তোরা আয়রে ভাই,
এতদিনে দুঃখের নিশি হল অবসান,
নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম।
কর সবে আনন্দেতে ব্রহ্ম-সঙ্কীর্ত্তন,
পাপতাপ দূরে যাবে জুড়াবে জীবন।......

উক্ত সঙ্কীর্ত্তনে কলিকাতা সহর মাতিয়া উঠিয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—'আমি শাক্ত-বংশের ছেলে। বৈষ্ণবদের কীর্ত্তনের প্রতি পূর্ব্বাবধি অতিশয় অশ্রদ্ধা ছিল। এমন কি, কোন যাত্রা গান শুনিতে গিয়া যদি দেখিতাম খোল করতাল আসিল ও কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, অনেক সময় সে স্থান পরিত্যাগ করিতাম। আমি ভাবিলাম, উন্নতিশীল দল রাস্তাতে ঢলাঢলি করিতে যাইতেছে। এই ভাবিয়া বিরক্ত চিত্তে ১১ই মাঘ সকাল বেলা সে দলের দিকে না গিয়া আদিসমাজের উপাসনায় গেলাম। উপাসনান্তে আদি সমাজের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছি, এমন সময় কয়েকজন বাবু আসিতেছেন, তাঁহারা বলিতে বলিতে আসিতেছেন—"মহাশয় দেখলেন না ত, কেশব সহর মাতিয়ে তুলেছেন।" নগর কীর্ত্তনে হাস্যাস্পদ না হইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এই ক'থা বড় নূতন লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়, সে কি রকম? তখন তাঁহারা আমার হস্তে একখানি কাগজ দিলেন। আমি সেই সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া পড়িতে লাগিলাম—তাহাতে আছে—'তোরা আয়রে ভাই, এত দিনে দুঃখের নিশা হল অবসান।'

এই আহ্বান আমার প্রাণে বাজিল। আমার যেন মনে হইল আমাকে ডাকিতেছে। আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ইঁহাদের উৎসব হবে কোথায়?" সিন্দুরিয়াপটিস্থ গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে; আমি সেইদিকে চলিলাম। উপাসনার পর প্রাতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে আহারের নিমন্ত্রণ ছিল, তখন আর মনে থাকিল না। গোপাল মল্লিকের বাড়ী গিয়া দেখি, কেশববাবুর জ্যেষ্ঠ সহোদর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় বাড়ী সাজাইতেছেন। তখনও উন্নতিশীলদলের লোকেরা সেখানে আসিয়া পৌঁছান নাই। তখন আবার কলুটোলা কেশব বাবুর ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলাম। গিয়া দেখি, কেশববাবুরা সকলে সবে ফিরিয়া আসিয়া ভিক্ষার ঝুলিতে যে টাকা পাইয়াছেন তাহা গুনিতেছেন। আমার পুরাতন সহাধ্যায়ী বন্ধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সে সঙ্গে আছেন। গোঁসাইজী আমাকে দেখিয়াই "কি ভাই।" বলিয়া আমার কণ্ঠালিঙ্গন করিলেন। সেই আমাকে উন্নতিশীলদলের সঙ্গে বাঁধিয়া ফেলিলেন। তৎপরে আমি তাঁহাদের সঙ্গে গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে গেলাম। তাঁহারা সেদিন আহার করিলেন না, আমারও আহারের কথা মনে রহিলনা। উৎসব মন্দিরে গিয়া সমস্তদিন উৎসব চলিল। আমি সেই ভিড়ের মধ্যে এক কোণে দাঁড়াইয়াছিলাম, সেই কোণেই সমস্ত দিন ও রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া যোগ দিলাম। সমস্ত দিন যে কিছু কাজ হইল আমি যেন তাহার ভিতর নিমগ্ন রহিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজয়বাবু তাঁহার প্রেমালিঙ্গনে আমাকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত বাঁধিয়া ফেলিলেন।”

আমরা ব্রাহ্মসমাজে প্রথম ব্রহ্মোৎসবের কথা বলিয়াছি। এই উৎসবের কিছুদিন পরে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সপরিবারে মুঙ্গের গমন করেন। সে সময়ে সেখানকার উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে কয়েকজন বৈষ্ণবভাবাপন্ন ভক্ত লোক ছিলেন। তাঁহারা কেশবচন্দ্রের উদ্দীপনাময়ী সরল উপাসনায় যোগ দিয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় ভক্তি প্রদর্শন করিতে থাকেন। কেহ কেহ তাঁহার পদতলে লোটাইয়া পড়িতেন। অনেকে বলেন যে কেবল মুঙ্গের নয়, এই সময় ব্রাহ্মসমাজে ভক্তির এক প্রবল তরঙ্গ প্রবেশ করিয়াছিল। ভক্তির উল্লাসে ভক্তের প্রতিও সকলের কৃতজ্ঞতা উথলিয়া উঠিয়াছিল। ভক্তের প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ রচিত—“প্রভু দয়াল আমি সাধুমুখে শুনেছি’ গানেও ব্যক্ত হইল। এই গীতটি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের রচিত। উহাতে তৎসময়ের সাধুভক্তি, অন্তরে আকিঞ্চন ভাব, দীনতা, ও পরমেশ্বরের প্রতি অকপট নির্ভর সকলই প্রকটিত হইয়াছে। উক্ত সঙ্গীতটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

প্রভু দয়াল, সাধু মুখে আমি শুনেছি।
অকূল পাথারে পড়ে’ ডাকৃতেছি॥
আমায় দিয়ে চরণতরী, উঠাও হে কেশে ধরি,
আমি আশা করিয়ে চেয়ে রয়েছি।
অস্পৃশ্য পামর আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি,
অগতির গতি প্রভু মনে জেনেছি,
তুমি করিয়ে অধমতারণ, নাম ধর পতিত পাবন
তা ত অধম জনা হ’তে জেনেছি।
করিতে প্রাণী উদ্ধার, হ’য়েছ প্রকাশ এবার
মোর সমান পাপী প্রভু কোথা পাবে আর?
প্রভু যে তোমার শরণ লয়, তার দশা কি এমন হয়,
আমি পাপার্ণবেতে ডুবে রয়েছি।

এই সঙ্গীতে মনুষ্যভাবে নিজ দুরবস্থা আদি স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে ভগবানের নাম গ্রহণ, ভগবৎ কৃপা প্রার্থনা ও দীন ভাবে ভগবানের চরণে স্মরণাগতি প্রকাশ পাইয়াছে। নাম সঙ্কীর্ত্তনের ইহাই প্রধানতম উদ্দেশ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত বিজয়কৃষ্ণের এই গানটি ভক্তি-সুধার প্রস্রবণ। এই প্রসঙ্গে গৌরবের সহিত আমরা বলিতে পারি—ব্রাহ্মসমাজে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীই নাম সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক। এজন্যও ব্রাহ্মসমাজভুক্ত নরনারীর কাছে তিনি চিরদিন স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

মুঙ্গের হইতে আচার্য্য কেশবচন্দ্র বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়দিগকে সঙ্গে লইয়া প্রচারার্থে পশ্চিমে যাত্রা করেন। তাঁহারা এলাহাবাদে উপস্থিত হইলে কেশবচন্দ্রের ভক্তিময়ী উপাসনা ও বক্তৃতায় তখনকার উপাসকগণের মধ্যে অত্যন্ত ভাবের সঞ্চার হইল। কেহ কেহ ব্যাকুলতায় অধীর হইয়া আচার্য্যের পদতলে পড়িয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন।

একদিন এলাহাবাদে ব্রাহ্মভক্তগণকে লইয়া তাঁহারা উপাসনা করিতেছেন, এমন সময় এক মিশনারী সাহেব তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কতক্ষণ পরে উপাসনা শেষ হইলে, উপাসকগণের মধ্যে কেহ কেহ সংবাদপত্র পাঠ, কেহবা প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনার কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। গোস্বামী মহাশয় তখনও ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। সাহেব তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'উনি কে ?'

কেশববাবু তাঁহার নাম বলিলে, সাহেব বলিলেন 'আমি খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিবার নিমিত্ত ইংল্যাণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছি। আপনারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের বিঘ্ন জন্মাইতেছেন। এইজন্য আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। গোস্বামী মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, "আমি উঁহার সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলাপ করিতে চাই। গোস্বামী মহাশয়ের ধ্যান ভঙ্গ হইলে কেশববাবু তাঁহাকে সাহেবের অভিপ্রায় জানাইলেন। গোস্বামী মহাশয় সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'আপনি কি বাঙ্গলা জানেন ?' সাহেব বলিলেন, ভাল জানিনা, কথাবার্ত্তা একরূপ চলিতে পারে। তখন গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে এই কয়টি প্রশ্ন করিলেন :—

১। ধর্ম্ম কাহাকে বলে ২। ধর্ম্মের উৎপত্তিস্থান কোথায়।

৩। আত্মা কাহাকে বলে ? ৪। সত্য কি বস্তু ? ৫। সত্য কাহাকে বলে ? ৬। অসত্য কি ? ৭। পাপই কি ?

সাহেব এই সকল প্রশ্ন শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন এসকল প্রশ্ন আমি কখনও চিন্তা করি নাই। আমি ধর্ম্ম সম্বন্ধে কেবল খ্রীষ্ট ও বাইবেল জানি। পরে কেশববাবু তাঁহাকে বলিলেন: "ভারতবর্ষ যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এশিয়া মহাদেশের অংশ, খ্রীষ্ট যে এসিয়াতে জন্মিয়াছিলেন, আমরা তাঁহাকে মহাপুরুষ জ্ঞানে ভক্তি করিয়া থাকি। তিনি আমাদের উপাস্য নহেন, আমাদের উপাস্য তাঁহার পিতা পরমেশ্বর। যদি ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে চান, তবে দেশে ফিরিয়া যান। এবং আমাদিগের প্রশ্নের সমাধান করিতে চেষ্টা করুন। অতঃপর সাহেব ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন।

ভক্তি প্রকাশের এইরূপ বাহ্য প্রণালী ও কথার আতিশয্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট আপত্তিজনক বোধ হওয়ায় তাঁহারা সাধারণ ভাবে উহার প্রতিবাদ করিলেন। ইহার পর তাঁহারা পুনরায় মুঙ্গের আসিলে তথায় কেশবচন্দ্রের প্রতি কতিপয় ব্যক্তির ভক্তি প্রকাশের বাহ্য লক্ষণ পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়াবাড়ি অর্থাৎ কেশবচন্দ্রকে পূর্ণব্রহ্ম মনে করেন এরূপ ভাব ব্যক্ত হইল। "কেহ কেহ ভাবে উত্তেজিত হইয়া কত সময় তাঁহাদের আচার্য্যের পদধারণ পূর্ব্বক উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতেন এবং এরূপ বাক্য বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিতেন যে সে সকল বাক্য ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহাকে সম্বোধন করার প্রথা জনসমাজে প্রচলিত নাই।" এসকল দেখিয়া তাঁহারা কেশববাবুকে বলিলেন: আপনি এ সকলের প্রতিবাদ করুন। "উত্তর করিলেন কেশব, আমি কাহারো স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিব না।"

প্রচারক দুইজন (বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও যদুনাথ চক্রবর্ত্তী) যে কেবল বাহিরের গুরুভক্তির আড়ম্বর মাত্র দেখিয়া তদ্বিরুদ্ধে প্রকাশ্য পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন তাহা স্বীকার করিতে পারা যায় না। কেননা এই দুইজন অতি পবিত্র চরিত্র ব্রাহ্ম ছিলেন।

একজন ব্রাহ্ম তর্ক করিতে করিতে উক্ত প্রচারকের একজনকে এ প্রকার কোন কথা বলিয়াছিলেন যাহাতে কেশববাবুকে মধ্যস্থের ন্যায় তিনি যেন বিশ্বাস করেন এরূপ প্রকাশ পাইয়াছিল। অতঃপর গোস্বামী মহাশয় ও যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কলিকাতা আসিয়া 'ব্রাহ্মসমাজে নরপূজা' নামে এক তীব্র প্রতিবাদ-পত্র প্রকাশ করিলেন। ইহাতে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল।

'কার্ত্তিক মাসে কার্ত্তিকের ঝড়ের ন্যায় অতি শীঘ্র ঐ পত্র চারিদিকে তুফান তুলিল।' এই সময় ভক্তির আধিক্য এবং তদনুযায়ী ভাষা যে কেবল কেশবচন্দ্রের প্রতিই অর্পিত হইয়াছিল তাহা নয়, তখন পা লইয়া কাড়াকাড়ির খেলা যেন মুঙ্গেরে একটি নিত্য ক্রিয়ায় পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু কেশবচন্দ্রকে আশ্রয় করিয়াই উহার প্রতিবাদ আরম্ভ হয়। প্রতিবাদ পত্র প্রকাশিত হইলে অল্প-দিন মধ্যে আন্দোলন স্রোতে পড়িয়া উভয় দলের লোকের মন অত্যন্ত উত্তেজিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া উঠে ; পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সন্দেহ, অবিশ্বাস কুৎসা-প্রবৃত্তি, অপকারেচ্ছা সকলই উত্থিত হইতে আরম্ভ হয়। গোস্বামী মহাশয়ের সরল ও সত্যানুরাগের প্রতি সন্দেহযুক্ত হওয়াতে কেহ কেহ তাঁহাকে অবিশ্বাসী, নাস্তিক পাষণ্ড বলিয়া গালি দিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি প্রতিবাদকারী হইলেও তাঁহাদের নেতৃস্থানীয় কেশবচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত ছিলেন ; কেশবচন্দ্রের ও তাঁহার প্রতি সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ ছিল।

তিনি বুঝিয়াছিলেন প্রতিবাদের মূলে অভিসন্ধি বা অবিশ্বাস নাই। এ সমুদয় গোলযোগ ও আন্দোলন হইতে দূরে থাকিবার জন্য এ সময় গোস্বামী মহাশয় শান্তিপুরে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের সদ্ভাবের প্রমাণস্বরূপ আরও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ১৭৯১ শকের ৪ঠা শ্রাবণ আচার্য্য কেশবচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্রের জাতকর্ম্ম ও নামকরণ অনুষ্ঠানের উপাসনায় গোস্বামী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয় ও যদুবাবু সংবাদপত্রে 'নরপূজার' প্রতিবাদ করিলে চারিদিকে ভয়ঙ্কর আন্দোলনের ঢেউ উঠিল। লোকে ব্রাহ্মসমাজের অনেক কুৎসা রটাইতে লাগিল। বহু সংবাদপত্রে ব্রাহ্মসমাজের নিন্দা প্রকাশিত হইতে লাগিল।

এ-প্রসঙ্গে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন :—"আমার স্মরণ আছে, উন্নতিশীল দলে এই বিবাদ বাধাতে আমি মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইয়াছিলাম। ইহাতে কেশববাবু হইতে আমার চিত্ত বিচ্ছিন্ন হয় নাই ; তাঁহাদিগকে নরপূজা অপরাধে অপরাধী বলিয়া বিশ্বাস জন্মে নাই ; ব্রাহ্মদিগের আচরণকে কেবলমাত্র ভক্তি প্রকাশের আতিশয্য বলিয়াই মনে; হইয়াছিল।'

যাহা হউক, ১৮৬৯ সালের প্রারম্ভে গোঁসাইজী এবিষয়ে 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পত্রিকায় একখানি বিস্তৃত পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখানে পত্রখানির কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :

'ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রতি কয়েকজন ব্রাহ্ম ভ্রাতার ভক্তি প্রকাশের আতিশয্য দর্শনে ব্যথিত হইয়া তন্নিবারণের জন্য আমি বিগত আশ্বিন মাসে উহা সাধারণের গোচর করিয়াছিলাম। সেই সময় হইতে এই ব্যাপার লইয়া ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে মহা আন্দোলন চলিতেছে এবং অনেকস্থলে উহাতে ভয়ানক বিবাদ-বিসম্বাদ উৎপন্ন হইয়াছে। অনেকে উৎসাহ পূর্ব্বক পরস্পরের গ্লানি প্রচার করিতেছেন এবং অনেক দুর্ব্বল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিত্ত ব্যক্তির অবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বৃদ্ধি হইতেছে। এই সমুদয় অনিষ্ট ফল দেখিয়া আমি যারপর নাই দুঃখিত হইয়াছি। আমিই অনেকটা এই আন্দোলনের মূল কারণ। এই জন্য আমার আরও বিশেষ দুঃখ হইতেছে। অতএব ইহার অনিষ্ট ফল নিবারণের জন্য আমার এ সময়ে চেষ্টা লওয়া কর্ত্তব্য। আমার পূর্ব্বাবধি হৃদ্গত ভাব কি এবং আন্দোলন সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া আমি যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা ব্রাহ্মমণ্ডলীর নিকট বিনীত ভাবে প্রকাশ করিতেছি। ঈশ্বর করুন, যেন এই পত্র দ্বারা সকলের সন্দেহ ও বিবাদ দূর হয় এবং সকলের মধ্যে সত্য ও সদ্ভাবের বিস্তার হয়।

"আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি যে উল্লিখিত ভ্রাতারা যে প্রণালীতে ভক্তি প্রকাশ করেন, তাহা আমার বিবেচনায় দূষণীয় ও অনিষ্টকর। কিন্তু এরূপে ভক্তি প্রকাশ করা ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরুদ্ধ মত ও ভাব হইতে উৎপন্ন হয় কিনা তাহা আমি পূর্ব্বে বিশেষরূপে জানিতাম না। বাহ্যিক আড়ম্বরের অবশ্যই দূষিত ফল থাকিবে, ইহা মনে করিয়া আমি আমার ভ্রাতাদিগকে মনুষ্য উপাসনা দোষে দোষী সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম এবং এ সম্বন্ধে মুঙ্গেরে ও এলাহাবাদে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহার কেহই স্পষ্ট উত্তর না দেওয়াতে আমার উক্ত সংস্কার দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। এখন আমার সে সংস্কার নাই। আমি অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়া স্থির করিয়াছি যে কেবল বাহ্যিক কার্য্য ও শব্দে আতিশয্য দোষ আছে, তাঁহাদের মতে কোন দোষ নাই। যাঁহারা এইরূপ ব্যবহার করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই মনুষ্য উপাসনা করেন না এবং ঈশ্বরের অথবা মুক্তিদাতা অথবা পাপী ও ঈশ্বরের মধ্যবর্ত্তী জ্ঞান কোন মনুষ্য নিকট প্রার্থনা করেন না। কেশব বাবুর প্রতি তাঁহারা যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহা যতই অযৌক্তিক হউক না তথাপি আমি কখনই এরূপ মনে করিতে পারি না যে তাঁহারা উক্ত মহাশয়কে ভক্তপরিবারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং পরম উপকারী বন্ধু ভিন্ন অন্য কোন ভাবে দেখেন। এইরূপ বাহ্যিক ব্যবহার মনুষ্যের প্রতি যত অল্প হয়, ততই ভাল। কেননা তদ্বারা অপরের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। অতএব ভ্রাতাদিগকে বিনীত ভাবে অনুরোধ করি যে তাহাদের নিজের মত যদিও বিশুদ্ধ, তাঁহারা দুর্ব্বল ভ্রাতাদের মঙ্গলের জন্য যেন ভক্তির এমন সকল বাহ্য লক্ষণ রহিত করেন, যদ্বারাতে ঐ সকল ব্যক্তিদিগের অপকার হইতে পারে।

ভক্তিভাজন কেশব বাবুর প্রতি আমি কখনই দোষারোপ করি নাই। অপর ভ্রাতারা তাঁহার সম্মানার্থ সেরূপ ব্যবহার করুন না কেন, তিনি তজ্জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দায়ী নহেন। তিনি সেরূপ সম্মানের অভিলাষী নহেন; তজ্জন্য কাহাকেও অনুরোধ করেন নাই। বরং ইহা যে তাঁহার অভিপ্রেত নহে, তাহা অনেকবার বলিয়াছেন। তিনি স্পষ্টরূপে তৎকালে ঐরূপ সম্মান প্রকাশে নিষেধ করেন নাই, তাঁহার কেবল এইটুকু ত্রুটি আমি দেখিয়াছিলাম। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান আন্দোলনে তাঁহার অনুমাত্র অপরাধ নাই। ইহা আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি।'

এক্ষণে আমার শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি যে তিনি আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া বর্ত্তমান আন্দোলন হইতে নিবৃত্ত হউন। তাঁহার আশঙ্কা করিবার আর কোন কারণ নাই। এখন নিরর্থক ভ্রাতাদের দোষ পোষণ করিলে পিতার নিকট অপরাধী হইতে হইবে। তাঁহারা যখন স্পষ্ট স্বীকার করিতেছেন, ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও পূজা করেন না। তখন তাঁহাদিগকে অবিশ্বাস করা অন্যায়। এতকাল তাঁহাদের সংসর্গে থাকিয়া আমার আত্মার উন্নতি সাধন করিয়াছি, তাঁহাদিগের সরল সত্যবাক্যে অবিশ্বাস করিয়া তাঁহাদিগকে নির্য্যাতন করা অকৃতজ্ঞের কার্য্য সন্দেহ নাই। তাঁহারা ভক্তিভাজন কেশববাবুকে যে প্রণালীতে সম্মান প্রদান করিয়া থাকেন, সেই প্রণালীতে তাঁহারা অন্যান্য শ্রদ্ধাভাজন ভ্রাতাকেও যথা পরিমাণে সম্মান করেন। ইহা দ্বারা তাঁহাদের মত সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধভাব দেখা যায় না। কারণ সাধুভক্তদিগের শ্রদ্ধা করা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য। অতএব আসুন পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় এক পরিবারে মিলিত হইয়া দয়াময় পিতার রাজ্যে শান্তিসংস্থাপন এবং বিস্তার পূর্ব্বক পরস্পর অমূল্য ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ সম্ভোগ করি। পরিশেষে সমুদয় ব্রাহ্মভ্রাতাদিগের নিকট আমার সানুনয়ে নিবেদন এই যে তাঁহারা কেশববাবুকে অকারণে এবং নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ না করেন এবং তাঁহার অনুগত শিষ্যদিগের প্রতি মনুষ্যোপাসনা দোষারোপ না করেন। আমার হৃদ্গত বিশ্বাসসূচক এই পত্রপাঠ করিয়া তাঁহারা সকল সংশয় দূর করুন, বর্ত্তমান গোলযোগে চতুর্দ্দিকে যে ভয়ানক শুষ্কতার মহামারী উপস্থিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা যে কত ভ্রাতার সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা বলা যায় না। বিশেষ উৎসাহের সহিত এই মহামারী নিবারণ এবং প্রকৃত বিশ্বাস ও ভক্তি বিস্তারে যত্নশীল হইয়া আপনাদিগের এবং দেশস্থ ভ্রাতাদিগের মঙ্গল সাধন করুন।

১৭৯১ শক
১৫ই আষাঢ়

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

এই পত্র 'ধর্ম্মতত্ত্বে' প্রকাশিত হইলে, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের অপূর্ব্ব সাহসিকতা, নির্ভীকতা এবং সত্যবাদিতার পরিচয় পাইয়া গুণগ্রাহী ব্যক্তিগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে শিবনাথশাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—"১৮৬৯ সালের প্রারম্ভে গোঁসাইজী তাঁহার ভুল স্বীকার করিয়া যখন আবার কেশববাবুর সহিত সম্মিলিত হইতে চাহিলেন, তখন যেন আমার হৃদয়ের একটা ভার নামিয়া গেল। এই পুনর্ম্মিলন উপলক্ষে রাণাঘাটের সন্নিহিত কলাইঘাটা নামক স্থানে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে, একটা উৎসব হয়। এখানে গোঁসাইজী তখন সপরিবারে বাস করিতেন। আমি অপরাপর ব্রাহ্মের সহিত সেদিন সেখানে গমন করি। তৎপূর্ব্বে কেশববাবুর সহিত সাক্ষাৎ ভাবে আমার আলাপ পরিচয় হয় নাই। সেই উৎসব-ক্ষেত্রে আলোচনা স্থলে নরপূজার আন্দোলনের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে, আমি বলি, "মিরারে ও ধর্ম্মতত্ত্বে কে লেখেন তাহা আমি জানি না, কিন্তু উভয় পত্রিকাতে যে ভাবে গোঁসাইজী ও যদুবাবুর কথার উত্তর দেওয়া হইয়াছে, তাহা ন্যায় ও ভদ্রতার অনুগত ব্যবহার নহে।" ইহাতে কেশববাবু কানে কানে আর একজনকে আমার বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলিয়া দিলেন, "সোমপ্রকাশ' সম্পাদক দ্বারকনাথ বিদ্যাভূষণের ভাগিনা।" একথা মনে আছে. কেশববাবু সেইদিন হইতে আমাকে বিশেষভাবে দেখিলেন ও চিনিলেন। আমি সে যাত্রা কেশববাবুর সুপ্রসন্ন সরল ও স্বাভাবিক ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। একদিন সন্ধ্যার পর তিনি সশিষ্যে কীর্ত্তন করিতে করিতে নৌকাযোগে চূর্ণী নদীতে বেড়াইতে গেলেন। আমরা যাই নাই। প্রাতে উঠিয়া দেখি, কেশববাবু ব্রাহ্মদের পায়ের তলাতে একপাশে পড়িয়া ঘুমাইতেছেন। আহার করিতে বসিয়া দেখিতাম, তাঁহার বড় মানুষী কিছুই নাই; সামান্য ডাল ভাত মনের আনন্দে আহার করিতেছেন। এ সকল আমার বড় ভাল লাগিত।"

ক্রমে ১৮৬৯ সালের ৭ই ভাদ্র (২২শে আগষ্ট) ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার দিন আসিল। তখন কয়েকজন যুবককে দীক্ষিত করিবার প্রস্তাব হইল। আমার কোন বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি দীক্ষিত হইতে প্রস্তুত কিনা। আমি বলিলাম. প্রকাশ্য দীক্ষাটাত বাড়ার ভাগ আমিত ব্রাহ্মই আছি। যাহা হউক, অপরাপর যুবকের সহিত আমিও উক্ত দিবস দীক্ষা গ্রহণ করিব, এইরূপ স্থির হইল। তদনুসারে আমরা ২১ জন যুবক দীক্ষিত হইলাম। তন্মধ্যে কেশববাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন, আমার সম্মানিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধু আনন্দমোহন বসু, পরলোকগত বন্ধু রজনীনাথ রায় ও ক্ষীরোদচন্দ্র রায়, শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীনাথ দত্ত মহাশয়দিগের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা চিরদিন ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইঁহারা সকলেই পরলোকগত।

আমরা পূর্ব্বে 'ধর্ম্মতত্ত্বে' প্রকাশিত যে পত্রখানা উদ্ধৃত করিয়াছি, সে পত্রখানা পাঠ করিয়া অনেকে গোস্বামী মহাশয়ের প্রতি নানারূপ কুযুক্তি এবং তাঁহাকে চঞ্চল ও অস্থির চিত্ত বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।" এ-সম্বন্ধে কলিকাতার ঠাকুরদাস সেন, মহাশয় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

"কেহ কেহ এই মাত্র বলিতে পারেন তিনি গোস্বামী মহাশয়, অধীর ও চঞ্চল হইয়া কার্য্যে কেন প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যাঁহারা এরূপ বলিবেন তাঁহাদিগের উর্দ্ধে দৃষ্টি নাই। তাঁহাদিগের দৃষ্টি নিম্নদিকেই ধাবিত হয়। তাঁহারা গোস্বামী মহাশয়ের সরল উচ্চভাব গ্রহণে অসমর্থ। তিনি সত্যপ্রিয়। সত্যের অনুরোধে তিনি নিজের মান মর্য্যাদার দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন না। সাত আট মাস পূর্ব্বে তিনি যাহা সত্য বোধ করিয়াছিলেন তখন সেই মত কার্য্য করিয়াছিলেন। এক্ষণে অনুসন্ধান দ্বারা যাহা সত্য বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রতীতি হইল, তৎক্ষণাৎ তাহারই প্রচার করিলেন। লোকে আমাকে কি বলিবে এই নীচভাব তাঁহার উন্নত মনকে সত্য প্রচারে বাধা দিতে পারিল না। এমন লোক জগতে কয়জন আছে। মান মর্য্যাদাই লোকের সর্ব্বস্ব, কোট্‌বজায় রাখা লোকের স্বভাব সিদ্ধ। এই উভয়কেই যিনি তুচ্ছ করিতে পারেন তিনি যে কেমন লোক তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রই জানেন।

গোস্বামী মহাশয় স্বীয় ত্রুটি স্বীকার করিয়াই নিরস্ত হন নাই। ব্রাহ্মগণের মধ্যে যাহাতে পুনরায় সদ্ভাব স্থাপিত হয় সেজন্য "ধর্ম্মতত্ত্বে' প্রবন্ধ লিখিয়া বিশেষ-ভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। ব্রাহ্মগণ যাহাতে আবার পরস্পর পরস্পরের নাম শুনিয়া ও মুখ দেখিয়া পুলকিত হন এবং এক হৃদয় লইয়া ব্রাহ্মসমাজের বিজয় বার্ত্তা সর্ব্বত্র ঘোষণা করেন, এজন্য কাগজে লিখিয়াও উপদেশ দিয়া যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছেন।

কলিকাতায় যখন 'নরপূজার' আন্দোলন চারিদিকে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, সে সময়ে গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শান্তিপুরে গিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। তিনি একজন সুচিকিৎসক ছিলেন। অর্থের লোভ তাঁহার ছিল না। দীন-দরিদ্রের সেবাকার্য্যই ছিল তাঁহার চিকিৎসাব্যবসায় গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টম অধ্যায়

শান্তিপুর—চিকিৎসাব্যবসায়—কর্ত্তব্যনিষ্ঠা—নৌকায়ভ্রমণ-প্রচার।

কলিকাতায় অশান্তি ও পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ হইতে দূরে থাকিবার জন্য—বিজয় শান্তিপুরে আসিলেন। ভক্ত কর্ম্মযোগী—আরম্ভ করিলেন চিকিৎসা-ব্যবসায়। এ-বিষয় অনেক অলৌকিক কাহিনীও শোনা যায়। অনেক সময়ে দেশহিতৈষী বিখ্যাত বাগ্মী স্বর্গত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বপ্নে তাঁহাকে কঠিন কঠিন রোগীর চিকিৎসা বিষয়ে ঔষধের ব্যবস্থা বলিয়া দিতেন। ইহাতে গোস্বামী মহাশয়ের চিকিৎসাকার্য্যে অনেক সুবিধা হইত। অন্যান্য চিকিৎসকগণ যে সকল রোগী আরোগ্য করিতে অসমর্থ হইতেন, গোস্বামী প্রভু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বপ্নে প্রাপ্ত ব্যবস্থাগুণে অতি সহজে তাহাদিগকে আরোগ্য করিতেন। ইহাতে অতি শীঘ্র তাঁহার পসার হওয়ায় যথেষ্ট অর্থাগম হইতে লাগিল।

শান্তিপুরে চিকিৎসা করিবার সময় দেখা গিয়াছিল তাঁহার অপূর্ব্ব কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা। রোগীর প্রতি স্নেহ ও ভালবাসা, প্রেম ও সহানুভূতি। দুই একটি ঘটনার কথা বলিতেছি।

গঙ্গার পরপারে গুপ্তিপাড়া গ্রামে একটি কঠিন রোগীর চিকিৎসার ভার বিজয় গ্রহণ করেন। প্রতিদিন এই রোগীকে দেখিবার জন্য যাইতেন গঙ্গা পার হইয়া রোগীর বাড়ী।—কিন্তু একদিন মহাভাবনার কারণ হইল! কেমন করিয়া গঙ্গা পার হইয়া রোগীর বাড়ী যাইবেন? সেদিন ছিল বড় দুর্দ্দিন, ভীষণ ঝড় ও বৃষ্টি হইতেছে। অথচ সেই রোগীকে দেখিতে না গেলে কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইবে মনে করিতেছিলেন তিনি। ঝড় বৃষ্টির হ্রাস নাই। গঙ্গার প্রবল তরঙ্গ তীর ছাপাইয়া উঠিয়াছে। কোন নৌকার মাঝিই তাঁহাকে পরপারে লইয়া যাইতে রাজি হইল না।—কি করিবেন? এ যে প্রাণ নিয়ে খেলা। তখন নিরুপায় বিজয়কৃষ্ণ—বস্ত্রে বাঁধিলেন ঔষধপত্র, এবং তাহা মাথায় পাগড়ীর মত করিয়া বাঁধিয়া লইলেন।—ঝাঁপাইয়া পড়িলেন তরঙ্গসঙ্কুল গঙ্গার বুকে—প্রাণের ভয় না করিয়া। তেমনি ভাবে মুষলধারে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে—প্রবল বাতাসে গঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে রণমুখী। বিজয় প্রাণ ভয় তুচ্ছ করিয়া সাঁতরাইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গঙ্গা পার হইয়া পৌঁছিলেন রোগীর বাড়ী। রোগী বিজয়কৃষ্ণকে এইভাবে আসিতে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইল। তাহার আত্মীয়গণ—আশ্চর্য্য হইলেন। গোস্বামী মহাশয়ের এইরূপ সাহসের জন্য এবং কর্ত্তব্যপরায়ণতার নিমিত্ত—বাস্তবিকই তাঁহারা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন এবং পুনঃ পুনঃ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপ ছিলেন কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং নিষ্ঠাবান্ চিকিৎসক যুবক বিজয়কৃষ্ণ।

বহু কঠিন রোগী তাঁহার সুচিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। একবার একটি বালিকাকে কোন ডাক্তার কবিরাজই আরোগ্য করিতে পারিতেছে না শেষবারে সে রোগীর চিকিৎসার ভার পড়িল বিজয়ের উপর। তিনি কিছুতেই রোগ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। কি করিবেন ভাবিতেছেন—সে সময়ে একদিন রাত্রিতে ডাক্তার দুর্গাচরণ স্বপ্নে বলিলেন :—এ কৃমিঘটিত পীড়া। স্যান্টনাইন দিয়া জোলাপ দিলেই পীড়া সেরে যাবে। তাহাই করিলেন। রোগী আরোগ্য হইল। ইহাতে গোস্বামী মহাশয়ের চিকিৎসক হিসাবে যশঃ সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইল।

অনেক সময়ে রাত্রিতে বিছানার কাছে পেন্সিল কাগজ রাখিয়া দিতেন। স্বপ্নে দেখিতেন চাদরগায়ে—চটিপায়ে আসিয়াছেন দুর্গাচরণ, ঔষধ বলিয়া দিয়া অদৃশ্য হইতেন,—পাছে ভুলিয়া যান, তজ্জন্য তৎক্ষণাৎ উঠিয়া লিখিয়া রাখিতেন। আশ্চর্য্য নহে কি ?

গোস্বামী মহাশয় যখনই শান্তিপুরে যাইতেন, তখনই শ্যামসুন্দর তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া নানা আবদার করিতেন। কখনও বলিতেন—আমার বাঁশী নাই, তুই আমাকে বাঁশী দে, কখনও বলিতেন—'ওরে আমার চূড়া নেই, আমাকে চূড়া দে!' শ্যামসুন্দরের এই সব আবদার তিনি পূর্ণ করিতেন। এই সব ভক্তিপূর্ণ সুন্দর কথা, বাৎসল্যের আলেখ্য অতি মনোজ্ঞ। শ্যামসুন্দরের আবদার পূর্ণ করিবার জন্য ঢাকা হইতে একবার রূপার চূড়া তৈরী করিয়া আনিয়াছিলেন। শ্যামসুন্দরের তাহা পছন্দ হইল না—'ও বিজয়, আমি রূপোর চূড়া নিব না রে ; রূপোর চূড়া নেব না। সোনার চূড়ো তৈরী করে দে! গোস্বামী মহাশয় বলিলেনঃ আমি যে ভিক্ষুক শ্যামসুন্দর, আমি ভাই, টাকা কোথায় পাব ? শ্যামসুন্দর বলিলেন 'রাঙ্গাঠাকুরাণীর অনেক টাকা আছে, আমার নাম করে তাকে গিয়ে বল্।' তখনি বিজয় রাঙ্গা ঠাকরুণকে একথা বলিলেন : "শ্যামসুন্দর আমার কাছে চূড়া চেয়েছেন ? 'বলিস্ কি ? ভক্তিতে তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল, তিনি প্রফুল্ল চিত্তে গোস্বামী মহাশয়কে টাকা দিলেন। সেই টাকা দিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপার চূড়া সোনার পাতে অতি সুন্দর করিয়া মুড়িয়া দেওয়া হইল। শ্যামসুন্দর চূড়া পাইয়া অতিশয় খুসি হইয়া বলিলেন—"আমি চূড়া বাঁশী পরে কেমন সেজেছি মন্দিরে এসে একবার দেখ্‌বি না?" গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, "আমি যে ব্রাহ্ম, আমার ও সকল দেখতে নাই।" শ্যামসুন্দর হাসিয়া বলিলেন 'হলিই বা ব্রাহ্ম, দেখ্‌তে দোষ নাই। তোকে ত আমিই ব্রাহ্ম করেছি।" শ্যামসুন্দরের কথা শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় মন্দিরে যাইয়া শ্যামসুন্দরকে দর্শন করিলেন। একবার পূজারী শ্যামসুন্দরের ভোগ দিবার সময় পানীয় জল দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। শ্যামসুন্দর সেকথাও বিজয়কে বলিলেন—'বিজয় আমাকে ত ভাই, কাল ঘটে জলই দেয় নাই—বলিস্ একথা সবাইকে।'

ঝটিকার অবসানে প্রকৃতি যেমন শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করে—তেমনি সকলের মনোমালিন্যের এবং মতান্তরের কৃষ্ণবর্ণ মেঘ কাটিয়া গেল। নূতন আনন্দের দীপ্তি প্রকাশিত হইল ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকা ও উপাসক-উপাসিকাগণের মধ্যে—প্রকাশ পাইল নব উদ্যম ও উৎসাহ। সকলে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের উপাসনায় যোগ দিলেন।

শান্তিপুর হইতে কিছুদিন পরে কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন। কর্ম্মযোগী বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া—আবার ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মের শেষে কেশববাবুর দলের সহিত গোস্বামী মহাশয়ের পুনর্ম্মিলন হইয়াছিল।

ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের অনুরোধে—বাং ১২৭২ ৩০শে আশ্বিন ইং ১৮৬৫, ১৫ই অক্টোবর, অঘোরনাথ এবং বিজয়কৃষ্ণকে লইয়া কেশবচন্দ্র ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহারা ৩০শে আশ্বিন কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া তিনজনে কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত রেলে আসিলেন। সেখান হইতে নৌকায় আসিলেন ফরিদপুর। ২৭শে অক্টোবর ফরিদপুর পৌঁছিলেন। তথায় কেশব, বিজয়কৃষ্ণ ও অঘোরনাথ উপাসনা ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সেখান হইতে ৩০শে অক্টোবর ঢাকা রওয়ানা হইয়া ৩রা নভেম্বর শুক্রবার ঢাকায় আসিয়া পৌঁছিলেন।

নৌকাতে তাঁহারা নিজেরাই রন্ধনাদি করিতেন। বিজয়কৃষ্ণ রন্ধন-কার্য্যে দক্ষ ছিলেন, অধিকাংশ সময় তিনিই রান্না করিতেন। নৌকাতে চড়িতে অনভ্যস্ত ধনীর সন্তান কেশবচন্দ্র কোন ক্লেশকেই ক্লেশ মনে করিতেন না। পদ্মানদীর অপূর্ব্ব রূপ, সুনির্ম্মল আকাশ, শ্যামতরু ছায়া-তলে পল্লীর সৌন্দর্য্য তাঁহাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বন্ধু তিনজন নানা হাস্য-কৌতুকে প্রার্থনা ও উপাসনার দ্বারা পরম আনন্দে মনে এই নৌকা ভ্রমণ করেন। কেশবচন্দ্র ছিলেন অসাধারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লিপি-কৌশলী—তিনি পথিমধ্যেই True Faith নামক গ্রন্থখানি রচনা করিয়া ছিলেন। তাঁহাদের আগমনে ব্রাহ্মদের আনন্দের পরিসীমা ছিল না। যখন নৌকা আসিয়া ঘাটে পৌঁছিল, সকলে শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে তাঁহাদের গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সমাজভয়ে ভীত অগ্রণীদের মধ্যে কেহই প্রচারকদের নিজগৃহে স্থান দান করেন নাই। যদিও ব্রজসুন্দর বাবু তাঁহার ঢাকাস্থ বন্ধুদের বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন—এই তিনজন প্রচারকদের আতিথ্যের ব্যবস্থা করিবার জন্য দুঃখের বিষয় এ-অনুরোধ কেহই রক্ষা করেন নাই। তাঁহাদিগকে বাঙ্গলা বাজারের জীবনবাবুর বহির্বাটিতে স্থান দেওয়া হয়। তাঁহারা সেখানে ভৃত্য ও পাচক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

একটি ভৃত্য অধিক বেলায় এক বৈষ্ণবের আখড়া হইতে অতি কদর্য্য অন্ন-ব্যঞ্জন আনিয়া দিত। ঢাকাতে তখন হিন্দুসমাজের অতি প্রবল আধিপত্য ছিল, সামাজিক শাসনভয়ে ভীত পদস্থ ব্যক্তিগণ এমনি দুর্ব্বল চিত্তের ছিলেন যে তাঁহারা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ন্যায় মহাপুরুষ, প্রবর্ত্তক বিজয়কৃষ্ণ ও সাধু অঘোরনাথকে আহ্বান করিয়া আনিয়াও যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—তাহা চিরদিনের জন্য ঢাকার সামাজিক ইতিহাসে অগৌরবের বিষয় হইয়া থাকিবে।

এই অবস্থায় কিছুদিন কাটিয়া গেলে কেশবচন্দ্র তাঁহার সঙ্গীদ্বয় সহ আরমানিটোলা সমাজবাড়ীতে যাইতে বাধ্য হইলেন। উহার এক অংশ তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। এইখানে তাঁহারা কি ভাবে থাকিতেন সে-কথা একজন প্রত্যক্ষদর্শীর কথায় বলিতেছি।

ঢাকার বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ভুবনমোহন সেন মহাশয় তাঁহার বর্ণিত পুরাতন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "ব্রাহ্মসমাজের কথা তখন কিছু বুঝিতামনা। কিন্তু ভাল লাগিত বলিয়া যাইতাম। এই সময় অঘোরনাথ গুপ্ত ঢাকায় গেলেন। তিনি ব্রাহ্ম এম. ই. স্কুলের শিক্ষক হইয়া আসেন। বিজয়বাবু অঘোরকে ঢাকায় বসাইয়াছিলেন। বিজরবাবুর চেষ্টায় স্থাপিত সেই মধ্যবাঙ্গলা স্কুলটি ক্রমে মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হইয়া বর্ত্তমান জুবিলী স্কুলে পরিণত হইয়াছে।

"১৮৬৫ সালের শেষাংশে কেশববাবু ঢাকায় গিয়াছিলেন। তখন আমি এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়ি। ব্রজসুন্দরবাবু তখন ডিপুটি। ঢাকায় তাঁহার বাড়ী ছিল। সেই বাড়ীতে কেশববাবুকে বাসা দেওয়া হইরাছিল। তখনও ব্রাহ্ম মন্দির হয় নাই। কেশববাবু যখন সেখানে এলেন, তখন আমরা ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছি। মনে আছে, আমি প্রায় দুই সের কি আড়াই সের পরিমাণে এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘটি দুধ লইয়া কেশববাবুর বাসায় গেলাম। বিজয়বাবু রাঁধিতেছিলেন, কেশববাবু পান সাজিতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—কি এনেছ ? দুধ ? তবে কিসের অভাব ?'

ব্রাহ্মসমাজের সেবাব্রতে ব্রতী এই তিনজন মহাপুরুষ শারীরিক সুখ শান্তির প্রতি কোন দৃক্‌পাতই করিতেন না।

এ-সময়ে বিজয়কৃষ্ণ ব্রজসুন্দরবাবুকে লিখিয়াছিলেন—'সম্প্রতি আমরা আপনারই প্রশস্ত ভবনে অথবা মিশন হাউসে স্বাধীন ভাবে অবস্থান করিতেছি। আমাদের রন্ধনাদি পর্য্যন্ত দ্বিতল গৃহে কিছুতেই অসুবিধা নাই। কিন্তু ভৃত্যাভাবে রন্ধন করিতে দিন দিন অসুস্থ হইতেছি। আমাদের এক ভৃত্য না পাওয়া, তাহাতেও ত্যাগ স্বীকারের পরীক্ষা হইল।" বাং ১২৭২।২৪শে কার্ত্তিক বুধবার ৮ই নবেম্বর ১৮৬৫।

ঢাকার লালবাগ, আরমানিটোলা এবং বাঙ্গলাবাজার এই তিনস্থানে এই তিন জন উপাসনা করিয়া ঢাকাবাসীর ধর্ম্মের পিপাসা মিটাইতেন।

কেশবচন্দ্র ঢাকা গমন করিবার পর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়কে যে-সব পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে আমরা অনেক কথা জানিতে পারি। একখানি পত্রে আছে—"গত মঙ্গলবার রাত্রিতে রাইমোহন রায়ের নাট মন্দিরে কেশবাবু "বিশ্বাস" বিষয়ে ইংরাজীতে একটি বক্তৃতা করিয়াছেন। প্রায় ৫০০ শত লোক উপস্থিত ছিলেন, অধিকাংশ লোকেই অশ্রু দ্বারা সভামণ্ডপকে অভিষিক্ত করিয়াছেন। বোধহয় কেশববাবুও অঘোর কলিকাতা যাইতে পারেন।

জীবনবাবুর নাট মন্দিরে—Faith বিশ্বাস, (২) Love, প্রেম (৩) Revelation আপ্তবাক্য (৪) Catholism উদারতা সম্বন্ধে ইংরাজীতে কয়টি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সহরের কৃতবিদ্য ইউরোপীয় এবং দেশীয় বহু লোক তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া চমৎকৃত ও মোহিত হন। ইংরাজীতে দুই আড়াই ঘণ্টা পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ ইংরাজীতে এইরূপ উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা ইতিপূর্ব্বে কেহ কখনও ঢাকাতে শোনেন নাই। এমনকি অনেক মদ্যপায়ী ব্যক্তি পর্য্যন্ত মদ্যপান ত্যাগ করেন।

তাঁহার কোন কোন বক্তৃতায় খৃষ্টধর্ম্মের বিরোধী কথা থাকাতে পাদরী এলেন্ ও নর্মাল স্কুলের আরাটুন (Mr. Aratoon) সাহেব তাহার প্রতিবাদ করেন। কেশবচন্দ্র ঢাকা আগমন করিলে একদিকে যেমন প্রবল ধর্ম্মান্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, তেমনি অপরদিকে হিন্দুসমাজে ইহার গতিরোধ করিবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা ও ব্রাহ্মধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে ব্রহ্মানন্দ ঢাকা সহরে যে দুটি বক্তৃতা দেন, তাহার একটিতে শ্রীচৈতন্যদেবের ভগবদ্‌ভক্তিরকথা শুনিয়া ঢাকার একজন বিখ্যাত বৈষ্ণব লকড়ীদাস কমলদাস বাবাজী কাঁদিয়া ফেলিলেন। পরের দিন এই সংবাদ সহরের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। বৈষ্ণব—সম্প্রদায়ের মধ্যে এ ব্যাপার লইয়া হুলস্থূল পড়িয়া গেল—ব্রাহ্মের বক্তৃতা শুনিয়া বৈষ্ণব কাঁদিবে কেন? এজন্য বৈষ্ণবেরা তাঁহাকে নির্য্যাতন ও একঘরে করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। আপনাকে নিরুপায় দেখিয়া প্রত্যুৎপন্নমতি লকড়ীদাস বলিলেন, "আমি বক্তৃতা শুনে কাঁদব কেন? বক্তৃতাতে প্রহ্লাদের নাম হয়েছিল, তাই আমি না কেঁদে থাকতে পারলাম না।" তখন বৈষ্ণবগণ 'সাধু সাধু' বলিতে বলিতে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

কেশববাবু ঢাকাতে প্রথম বাঙ্গলা বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তিনি ঢাকাতে একমাসকাল অবস্থান করেন। তাঁহারা তিন বন্ধুতে প্রতিদিন অপরাহ্নে উপদেশ দান ও ধর্ম্মালোচনায় যাপন করিতেন। তাঁহাদের দৈনিক আলোচনায় অনেক সময় শতাধিক লোকের সমাগম হইত।

১১ই অগ্রহায়ণ (বাং ১২৭২—১৮৬৫, ২৫শে নবেম্বর) কেশব নৌকাযোগে ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ গমন করেন। বিজয়কৃষ্ণ একাকী ঢাকায় রহিলেন। তিনি ১২ই এবং ১৯শে অগ্রহায়ণ ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে 'আধ্যাত্মিক উপাসনা' উপাসনার 'সাধারণ নিয়ম' এবং ১৩ই ও ২০শে অগ্রহায়ণ বাঙ্গলাবাজার ব্রাহ্মসমাজে 'মনুষ্য জীবনের' লক্ষ্য ও 'ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়ার আবশ্যকতা' বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন।

এ-সময়ে ঢাকা হইতে গোস্বামী মহাশয় ব্রজসুন্দর বাবুকে একখানি অতি সুন্দর চিঠি লিখিয়াছিলেন। তিনি ব্রজসুন্দর বাবুকে লিখিয়াছিলেন, আমি আপনার প্রশস্ত ভবনে একা রহিলাম। কিন্তু একাকী নহে; যাঁহার সহিত কোন কালে বিচ্ছেদ হইবে না; সেই চির জীবনের সখাই আমার সঙ্গী। এই ক্ষণে ঢাকার যেরূপ অবস্থা ঢাকাতে কিছুকাল অবস্থিতি করা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে। আমি সেই জন্যই ঢাকা রহিলাম। আপনি পুনঃ পুনঃ কুমিল্লা যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন, কর্ত্তব্যের অনুরোধে আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। তজ্জন্য আমার ঔদ্ধত্য বা অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতার ন্যায় স্নেহ প্রকাশ করিবেন। আপনার উপরই আমার যত আবদার; স্থির চিত্তে সহ্য করিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঢাকার দুরবস্থা বলিতে সেকালের ঢাকার সামাজিক অবস্থার কথাই গোস্বামী মহাশয় বুঝাইতেছেন। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতার ফলে ঢাকার শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে উপবীত ত্যাগ ও জাতিভেদ নষ্ট হওয়ার ভাব প্রবল হওয়ার হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার উদ্যোগীরা বিশেষভাবে বিচলিত হইয়া পড়েন—হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য হিন্দুধর্ম্মের নেতারা ব্রাহ্মদের প্রতি নিত্য নূতন উৎপীড়ন এবং নির্য্যাতন আরম্ভ করেন।

ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র "ঢাকাপ্রকাশ" এবং হিন্দু সমাজের 'হিন্দু-হিতৈষিণী' তেমনি প্রবলভাবে পরস্পর পরস্পরের প্রতি লেখনী-মুখে বিদ্বেষের আগুন প্রধূমিত করিতেছিলেন।

এদিকে কেশবচন্দ্র ময়মনসিংহে নৌকাযোগে পৌছিলেন। সেই সময়ে ময়মনসিংহে নৌকাযোগে আসিতে পাঁচ ছয় দিন লাগিত। আচার্য্য কেশবচন্দ্র সাধু অঘোরনাথকে সঙ্গে করিয়া একটি এক দাঁড়ের ক্ষুদ্র নৌকায় ময়মনসিংহ যাত্রা করিয়াছিলেন,। রন্ধনকালে ধূমে বড় কষ্ট পাইতেন। সঙ্গে বিছানা পত্র কিছুই ছিলনা, একখানি লেপমাত্র ছিল। পৌষমাসের দারুণ শীতে ঐ লেপ খানি গায়ে দিয়া দুইজনে শীত নিবারণ করিতেন।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যখন ময়মনসিংহ আসিলেন, সে সময় সেখানে মহাঘটা করিয়া কৃষিপ্রদর্শনীর মেলা হইতেছিল। কিশোরগঞ্জের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট রামশঙ্কর সেন মেলার কার্য্য নির্বাহ করিতে ময়মনসিংহ আসেন। কেশবচন্দ্র পৌছিবামাত্র তিনি নদীতীরে গিয়া তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন। পথে কোন কারণে নৌকা পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তাঁহারা ভ্রমক্রমে পূর্ব্ব নৌকায় পাদুকা ফেলিয়া আসেন। উভয়কে এইরূপ পাদুকা-বিহীন অবস্থায় দেখিতে পাইয়া রামশঙ্কর বাবু তাড়াতাড়ি বাজার হইতে উভয়ের জন্য জুতা আনাইয়া দিলেন। উভয়ে নূতন পাদুকা পরিয়া নৌকা হইতে তীরে উঠিলেন।

ময়মনসিংহে ও ঢাকার মত অবস্থাই হইয়াছিল। কোন ব্রাহ্ম কেশববাবুকে স্বীয় গৃহে স্থান দেন নাই। তাঁহাদের থাকিবার জন্য সমাজ-গৃহের নিকটে একটি তাঁবু দেওয়া হইয়াছিল। রন্ধনের জন্য একটি ভৃত্য নিযুক্ত হইয়াছিল। সে খুব ভাল রাঁধিতে পারিত। তখন ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজে অনেক বড় বড় লোক যোগদান করিতেন। কাহারও জীবনের সঙ্গে ধর্ম্মের তেমন সম্বন্ধ ছিল না। এখানে প্রচারকদ্বয় মাত্র চার-পাঁচ দিন ছিলেন। কেশবচন্দ্র ইংরাজীতে ও এখানে একদিন বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একদিন সন্ধ্যার পর সমাজ-গৃহে ইংরাজীতে বক্তৃতা হয়। এক রবিবারে অঘোরবাবু উপাসনা করেন এবং আচার্য্য উপদেশ দান করেন।

ময়মনসিংহ হইতে ক্ষুদ্র নৌকায় ঢাকায় ফিরিয়া আসিতে কেশবচন্দ্র অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন। কথা ছিল তাঁহারা তিন জনে কুমিল্লা যাইবেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র ঢাকাতে ফিরিয়া অঘোরনাথ সহ কলিকাতা চলিয়া গেলেন।

৩

বিজয়কৃষ্ণের পরিবার প্রতিপালনের জন্য সে-সময়ে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাঁহাকে কিছু অর্থ সাহায্য করা হইত। স্বাধীন ভাবে প্রচার করিবেন এবং পরিবার প্রতিপালন করিবেন, এজন্য তিনি ঐ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া ঢাকাতে চিকিৎসা আরম্ভ করেন। এ-সময়ে তিনি আরমানিটোলা ব্রজসুন্দর বাবুর বাটিতে বাস করিতেন। বিনা ভিজিটে দীন-দুঃখীদের চিকিৎসা করিতেন। তাঁহার হৃদয় দয়ারসাগর ছিল। তাঁহার কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া বোধ হইত যেন তিনি জগতের দুঃখ ভার মোচন করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন।

একদিন গ্রীষ্মকালে—দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড রৌদ্রের সময় এক ভদ্রলোক রোগী দেখিবার জন্য তাঁহাকে ডাকিতে আসিলেন। একজন গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন—"আমার ইচ্ছা হয় ঐ ভদ্রলোকটিকে একখানি গাড়ী আনিতে বলি।' ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন:—'না তা বলবেন না। তারপর দুই উরুতে চাপড় মারিয়া তাঁহাকে বলিলেন, এই দুইটা ঘোড়া যতদিন খাটতে পারবে, ততদিন আমি অন্যের সাহায্যে আরাম করতে ইচ্ছা করি না।' তাঁহার কথায় ভদ্রলোক বিস্মিত ও নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন।

গোস্বামী মহাশয়ের আত্মীয় নবকুমার বিশ্বাস মহাশয়কে একবার বলিলেন, একটি ডিস্‌পেন্‌সারি করিলে ভাল হয়। তিনি বলিলেন—'বেশত কত টাকার প্রয়োজন? সাত-আট শত কি হাজার টাকা হইলে হয়।' তিনি টাকা দিতে সম্মত হইলেন ও বলিলেন: ফর্দ্দ করিয়া ঔষধের অর্ডার দিন, আমি টাকা দিব।' কয়েকদিন পরে বলিলেন, 'নবকুমার বাবু, উহা করিয়া কাজ নাই। আমি কখন কোথায় থাকিব নিশ্চয় নাই, আপনি ইহা করিয়া বিশেষ ব্যতিব্যস্ত ও উদ্‌বেগগ্রস্ত হইয়া পড়িবেন; তখন ডিস্‌পেন্‌সারি চালাইবার জন্য আপনাকে ডাক্তারের তোষামোদ করিতে হইবে।"

এইরূপে তিনি কিছুদিন চিকিৎসা করিয়াছিলেন। তিনি আট আনার অধিক ভিজিট লইতেন না। ভিজিট না দিলেও 'উহা কাহারও নিকট চাহিতেন না। তাঁহার সুচিকিৎসা ও সদয়ব্যবহারে রোগীর সংখ্যা এত অধিক হইল যে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রচার কার্য্যের জন্য অধিক সময় ব্যয় করা কঠিন হইত। এজন্য তিনি চিকিৎসা ব্যবসায় বন্ধ করিতে বাধ্য হন।

চিকিৎসাব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া ব্রজসুন্দর বাবুকে লিখিয়াছিলেন :— "আমি ভিখারীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; ব্যবসায় করা আমার কার্য্য নহে। আমি পুনর্ব্বার ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইলাম। বোধহয় অল্পদিন মধ্যেই আপনার গৃহ শূন্য থাকিবে। ব্রাহ্মভ্রাতারা আমাকে সাহায্য করেন ভালই, না করেন ভালই, না করেন তাহাও ভাল। ঈশ্বরের চরণে শরীর মন বহুদিন অবধি বিক্রয় করিয়াছি। তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। অন্তর্য্যামী ঈশ্বর আমাকে স্নেহের সহিত সাহায্য করিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হউক। আমার শোণিত ব্রাহ্মধর্ম্মকে পোষণ করুক।"

বিপ্লববাদী ভাবুক, বিজয়কৃষ্ণ চিন্তাশীল, বৈরাগ্য, ভক্তি সাধনা, গৃহত্যাগ, সর্ব্বত্যাগ, জীবনোৎসর্গ করিতে কখনও কুণ্ঠিত ছিলেন না।

আত্মভোলা বিজয় একদিন কয়েকজন বন্ধুকে খাবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বাড়ী আসিয়া পত্নী যোগমায়া দেবীকে বলিলেন—"আজ রাত্রে আমার এখানে ১৪।১৫ জন ভদ্রলোক আহার করবেন। সব ঠিক্ রেখো। যোগমায়া দেবী চিন্তিতা হইলেন—কি করিবেন? হাসিয়া নবকুমার বাবুকে বলিলেন :—'শুনেছেন নবকুমার বাবু, আমাদেরত নারদের নিমন্ত্রণ হয়ে গেছে। ভাল রান্না করে ১৪।১৫ জনকে আহার করাতে হবে বলেত নিজে চলে গেলেন ঘরেতে কিছুই নেই, এখন কি দিয়ে কি করব বলুনত?'

নবকুমার বাবু বলিলেন,—'ব্যস্ত হবেন না, কি কি দরকার আমাকে একটু লিখে দিন আমি এনে দিচ্ছি।' তিনি সমুদয় জিনিস সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের পত্নী যোগমায়া দেবী এবং তাঁহার জননী মুক্তকেশী ভাদুড়ী রন্ধনাদি কার্য্যে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা যথাসময়ে আসিয়া আনন্দে ভোজন করিয়া গেলেন এবং তৃপ্ত হইলেন।

এই প্রকার দরকার সময় আবার সব ভালভাবেই সম্পন্ন হইত সে-সময়ে বিশ্বাস (নবকুমার) মহাশয় বালিয়াটির জমিদার ব্রজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী (দ্বিগুবাবু) মহাশয়ের ঢাকা বংশীবাজারের বাটীতে খাজাঞ্চীর কার্য্য করিতেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে সহানুভূতিসম্পন্ন প্রধান কার্য্য-কর্ত্তা মহেশচন্দ্র বিশ্বাস তাঁহাকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন—'গোস্বামী মহাশয়ের জন্য পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত তুমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া নিতে পার ; অধিক হইলে জিজ্ঞাসা করিবে। সেখান হইতে যখন যাহা আনা হইত, পরে তাহা সমস্তই পরিশোধ করা হইত।

সংসার সম্বন্ধে এমনি উদাসীন ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ।

ঢাকায় অবস্থানকালে বিজয়কৃষ্ণ, বরিশাল, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রভৃতি পূর্ব্ববাঙ্গালার নানা স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

এইবার প্রচারে করিতে বাহির হইয়া ১২ই পৌষ তারিখে ঢাকা হইতে বরিশাল গমন করেন। সেখানে ব্রাহ্মবন্ধুদের সহবাসে পরমানন্দে তাঁহার দিন অতিবাহিত হইয়াছিল। সেখানে তিনি 'উপাসনা,' 'মনুষ্যের জীবন,' ব্রাহ্মধর্ম্ম কি', 'বিশ্বাস' 'প্রীতি', 'আত্মতৃপ্তি,' 'পরকাল' ও ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। বরিশালে তিনি দুর্গামোহন দাশের বাসায় অবস্থিতি করেন। গোস্বামী মহাশয়ের বক্তৃতার ফলে বরিশালে ধর্ম্মান্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি বরিশাল হইতে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন :—দুর্গামোহন বাবু আমাদের প্রধান বল। ঈশ্বর ইঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন। দুর্গামোহন বাবুর স্ত্রী অত্যন্ত সরলা। ইঁহার কোন কুসংস্কার নাই। আমাদের সঙ্গে ইনি সমস্বরে উপাসনা করেন।'

অতঃপর তিনি—নোয়াখালি হইয়া চট্টগ্রাম গমন করেন। পথে প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় ও মন মোহিত হইয়াছিল।

তাঁহার সে ভ্রমণ পথের বিবরণ অতি সুন্দর।

তিনি লিখিয়াছেন—"আমি ক্রমে ক্রমে পর্ব্বতাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। কিছুদূর গিয়া পাহাড়ের মধ্যে উপত্যকায় জুম্বা নামে একপ্রকার অসভ্য জাতির বাসস্থান দেখিলাম। একখানি মাচার উপর কুটির নির্ম্মাণ করিয়া ইহারা অবস্থিতি করে।—কিছুক্ষণ পরে লবণাক্ষকুণ্ড দেখিতে গমন করিলাম। গৃহমধ্যে একটি ইষ্টক নির্ম্মিত জলের কুণ্ড আছে। এই জল হইতে নিয়ত প্রজ্জলিত অগ্নি উত্থিত হইতেছে, ইহাতে জল প্রদান করিলে নির্ব্বাণ হয়। পুনর্ব্বার অগ্নি সংযোগ ভিন্ন প্রজ্জলিত হয় না। এইরূপ আর একটি কুণ্ড দেখিলাম। ইহার নাম সূর্য্যকুণ্ড। গুরুধ্বনি কুণ্ডনামে একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিলাম। এখানে (অনাবৃত স্থান) মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে প্রজ্জলিত অগ্নি উত্থিত হইতেছে। এই অগ্নিকে কেহ কেহ আগ্নেয়গিরির অগ্নি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাহার পরে সহস্রধারা নামে একটি ক্ষুদ্র জলপ্রপাত দেখিতে গমন করিলাম। একটি অত্যুচ্চ শৃঙ্গ হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জলরাশি পতিত হইতেছে। এই জল অত্যন্ত শীতল, নির্ম্মল ও সুস্বাদু, ইহার ন্যায় মনোহর স্থান কখনও দর্শন করি নাই। এই জলরাশি হইতে একটি নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। এই নদী অল্প দূর গিয়াই সমুদ্রের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়াছে।—কতকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ এবং হিম প্রস্রবণ দর্শন করিলাম। ইহার মধ্যে কোন কোনটার জল লবণাক্ত। এই সকল চিত্তচমৎকারিণী শোভা দেখিতে দেখিতে আমার নীচ মনও ঈশ্বরের দিকে উন্নত হইতে লাগিল। দগ্ধ মৃত্তিকা শুষ্ক শোভা অপেক্ষা এই সকল জীবন্ত শোভা কি অনির্ব্বচনীয় গভীর আনন্দ পরিপূর্ণ করে বাক্যে তাহা ব্যক্ত করিতে সমর্থ নহে।"

বিজয়ের জীবনে চট্টগ্রামের পথে দুইটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। পূর্ব্ব-বাঙ্গলা ব্রাহ্ম-সমাজের প্রদত্ত উপদেশে তিনি তাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এখানে তাহা প্রকাশ করিলাম।—তিনি বলিয়াছিলেনঃ "বহুদিন গত হইল একবার পদব্রজে চট্টগ্রাম গমন করিয়াছিলাম। তথায় গমন কালে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটন হইয়াছিল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম। অবশেষে আমি সীতাকুণ্ডের নিকট পর্ব্বতপার্শ্বে নিদ্রিত হই। শরীর ক্লান্ত ছিল; শীঘ্রই নিদ্রা হইল। তখন কি দেখিলাম! আশ্চর্য্য ব্যাপার, দেখিলাম এক মহান্ পুরুষ। এই দৃশ্য আমি আর অধিকবার দেখিতে পাইলাম না। তখন সেই পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কে, পরিচয় দাও? তিনি বলিলেন—'আমি পুরুষ, আর যাহা দেখিতেছ, ইহা প্রকৃতি।' প্রাচীনগ্রন্থে পুরুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে নানা কথা পাঠ করিয়াছিলাম। এই ব্যাপারে আমার হৃদয়ের এক দ্বার উন্মুক্ত হইল। ঈশ্বরের সম্বন্ধে পুরুষ ও প্রকৃতি কি? পুরুষ সমতা মাত্র। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইহা পুরুষ; এই পুরুষের মহিমা বর্ণনাতেই উপনিষদ ও শ্রুতিপূর্ণ। এই সকল গ্রন্থের মতে পুরুষ ও প্রকৃতি এক। তাঁহারা প্রকৃতি সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা উহা পৃথক বলেন না। বস্তুতঃ তাহা নয়। এই দীপ জলিতেছে, ইহার দাহিকা শক্তি তেজ প্রযুক্ত, তাহা ইহার পুরুষ। এই যে জগৎ ইহা পরমেশ্বরের শক্তির বিকাশ মাত্র। সুতরাং ইহা পুরুষ নহে।

এই উপদেশে তিনি বলিয়াছিলেন—"অনেকে বলেন পরমেশ্বরের দর্শন পাওয়া যায় না। আমি বলি আমরা যেমন ঈশ্বরের দর্শন পাইতে পারি অন্য বস্তুর তদ্রূপ নয়। তিনি ধ্রুব সত্য। একবার বিশ্বাসনয়নে তাঁহার দিকে তাকাইলে তিনি আত্মাতে প্রকাশিত হন; তাঁহার সেই গভীর সত্তার তুলনায় এই ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব কল্পনা হইয়া পড়ে। আমরা যেখানে যে শক্তি দেখি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাতে তাঁহাকে দেখি পুরুষরূপে, ও সৌন্দর্য্য দেখি, সেখানে তাঁহাকে প্রকৃতরূপে দর্শন করিতে পারি।'

চট্টগ্রামের পথের আর একটি ঘটনা এখানে বলিতেছি।

চট্টগ্রাম যাইতে রাস্তায় চটি অর্থাৎ দোকানদারের ঘরে রাত্রি যাপন করিতে হয়, অনেক চটিতেই একটির বেশী ঘর নাই। একযায়গাতে দোকানদার ঘরে থাকিতে দিল না। অনেক মিনতি করায় সে বলিল,—'মহাশয়, আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি যে কোন বিদেশী লোককে ঘরে থাকিতে স্থান দিব না। কয়েকজন বিদেশী লোককে ঘরে থাকতে স্থান দিয়েছিলাম, তাহারা আমাদের সিন্দুক হইতে তিনশো টাকা চুরি করে পালিয়ে যায়, অনেক খুঁজেও আর তাদের সন্ধান পাই নি। এইজন্যই আমরা ঘরে স্থান দিতে পারবো না।'

অগত্যা গোস্বামী মহাশয় নিরুপায় হইয়া তথায় এক বৃক্ষতলে রহিলেন। তাঁহার হৃদ্‌রোগ বা হার্টের পীড়া ছিল, তাহা বৃদ্ধি হওয়ায় সেই বৃক্ষতলে তখন একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন ; চৈতন্য মাত্র ছিল না। এমন সময় কোথা হইতে পাগলের বেশে একটি লোক আসিয়া, দোকানদারকে ধমকাইয়া কাঠ, বাঁশ ও অগ্নি লইয়া, তাহাদের চালের খড় বা ছন টানিয়া লইয়া, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতঃ তাঁহাকে উত্তাপ দিতে লাগিল ; তাহাতে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন হওয়ায় তিনি তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু নিজের পরিচয় না দিয়া, দোকানদারের নিকট যাহা আহরণ করিয়াছিলেন, তাহাই বলিয়া প্রস্থান করিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি একটু সুস্থ হইয়া, তাঁহার কথা দোকানদারের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াও অনুসন্ধান দ্বারাও কোন পরিচয় পাইলেন না ; কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না।

চট্টগ্রাম সহরে পৌঁছিয়া তিনি সেখানকার প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম, দেশপ্রাণ যতীন্দ্রমোহন সেনের পিতা যাত্রামোহন সেনের বাড়ী অবস্থিতি করেন এবং একে একে কয়েকটি বিষয়ে বক্তৃতা দেন। 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' 'পরকাল' ব্রহ্মধর্ম্ম প্রচারের আবশ্যকতা ও ধর্ম্মই মানুষের জীবন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া সেখানকার শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ধর্ম্মের আন্দোলনকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।—ঐ সময়েই চট্টগ্রামের একটি প্রসিদ্ধ মহকুমা ও শিক্ষিত লোকের অধ্যুষিত স্থানে চলিয়া গিয়া সেখানে মনুষ্যের কর্ত্তব্য, এবং ধর্ম্মই জীবন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

চট্টগ্রামের কথা—প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন : এখানকার আদিবাসিগণ বাঙ্গালী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলেও তাহাদের দেশী ভাষা কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না। এই অস্পষ্ট বঙ্গ ভাষা শ্রুতিমধুর মনে হইল। এখানে চৌর্য্য, দস্যুবৃত্তি ও ভিক্ষা বৃত্তি অত্যন্ত অল্প। আধিবাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান। এখানকার ব্রাহ্মদিগের প্রতি পৌত্তলিকদিগের বিদ্বেষ দৃষ্ট হইল না।

একবার কুমিল্লায় একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। ধর্ম্ম প্রচারের জন্য কুমিল্লা গিয়াছিলেন—সঙ্গে ছিল তাঁহার কতিপয় ব্রাহ্ম বন্ধু। গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মভ্রাতাদের সহিত এক বন্ধুর গৃহে উপাসনা ও কীর্ত্তন করিতেছিলেন। 'দয়াময় নাম বল রসনা অবিশ্রাম" সেই কীর্ত্তনের ভক্তিভাবে সকলে মাতিয়া উঠিয়াছেন, এমন সময় প্রায় একশত লোক যষ্টি হস্তে তাঁহাদিগকে প্রহার করিয়া নগর হইতে বিতাড়িত করিবার অভিপ্রায়ে গৃহের বাহিরে কোলাহল আরম্ভ করিল। কিন্তু ঈশ্বরের নামের কি আশ্চর্য্য মহিমা! নাম তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের উচ্ছৃঙ্খল চিত্তকে শান্ত করিয়া দিল এবং ভক্তগণের ভক্তির উচ্ছ্বাস তাহাদিগের অন্তঃকরণকে অধিকার করিয়া কাহার কাহার নেত্র প্রান্তে অশ্রুবিন্দু সৃষ্টি করিল। তাহারা কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া অবশেষে আপনাদিগকে ধিক্কার দিতে দিতে গৃহে ফিরিয়া গেল [ধর্ম্মতত্ত্ব ১৭৯১ শক ১৬ই কার্ত্তিক] অতঃপর কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া উপাসনা ও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে করিতে পুনরায় বরিশাল হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি বিভিন্ন বিভিন্ন স্থানে নানা বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন।

গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার সম্পর্কে যেরূপভাবে সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। আজ এখানে—কাল ওখানে, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত কোন ঋতু ভেদ নাই চলিয়াছেন অশ্রান্ত গতিতে—তাহার তুলনা ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে অতি বিরল।

বিজয়কৃষ্ণ বরিশাল হইতে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কলিকাতা আসিয়া তিনি ব্রজসুন্দর বাবুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে দেখিতে পাই তাঁহার ধর্ম্মের জন্য কিরূপ ছিল ব্যাকুলতা। দারিদ্র্যের তীব্র যাতনা, অনশন কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। তিনি লিখিয়াছিলেন 'পয়সার অঘটন বশতঃ আপনাকে পত্র লিখিতে পারি নাই। এবার বেয়ারিং লিখিতে হইল। আমার স্ত্রীর শরীর অসুস্থ আছে। রীতিমত ঔষধ পথ্য দিলে শীঘ্র সুস্থ হইতে পারিতেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের মঙ্গলের জন্য এইরূপ শরীর নাশ ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ কেবল আমার নয় প্রত্যেক প্রচারকের পরিবারেই এইরূপ দুর্দ্দশা। মরুক সকলে শুষ্ক কণ্ঠে—অনাহারে রোগ বিকারে, কেবল ঈশ্বরের জন্যই প্রাণত্যাগ করুক তবু যেন কেহ ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিতে ক্ষান্ত হন না। এই আমার আন্তরিক বাসনা।'

কিছুদিন কলিকাতা অবস্থান করিবার পর পুনর্ব্বার বরিশাল যাত্রা করেন। নৌকাযোগে যাত্রা করিলেন বরিশাল। সঙ্গী হইলেন বন্ধু অঘোরবাবু ও যদুনাথ চক্রবর্ত্তী। বরিশালের প্রসিদ্ধ উকীল দুর্গামোহন দাশ মহাশয় প্রচার কার্য্যে তাঁহাদের বিশেষ সাহায্য করেন। দুর্গামোহন দাশ মহাশয় বিক্রমপুর তেলিরবাগ গ্রাম নিবাসী ছিলেন।

ধর্ম্মপরায়ণ এই সাধকগণ গ্রামে গ্রামে পায়ে হাঁটিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। অদম্যউৎসাহ সহকারে লোকের মনে ধর্ম্মের আন্দোলন জাগিয়া উঠিল। আরম্ভ হইল বিবিধ সামাজিক সংস্কার। রাখালবাবুর গৃহে সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি ব্রাহ্মধর্ম্মানুযায়ী সম্পন্ন হইতে লাগিল। বরিশালে থাকা কালীন সেখানকার লোকদের জীবনে ধর্ম্মের অবনতি দেখিয়া কোমলপ্রাণ বিজয়কৃষ্ণ নদীতে ঝাঁপাইয়া প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এমন সময় দৈববাণী শুনিয়া তাহাতে নিবৃত্ত হইলেন। মানব-কল্যাণ-ব্রতী ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ ভালবাসিতেন মানুষকে। তাঁহার ন্যায় জনকল্যাণহিতার্থী মহাপুরুষ বাঙ্গলা দেশে বেশী জন্মগ্রহণ করেন নাই।

সেবার বরিশালে দারুণ শীত পড়িয়াছে। দুর্গামোহন দাশ মহাশয় তাঁহাকে একখানি মূল্যবান শীতবস্ত্র কিনিয়া দিলেন— কিন্তু একটি দরিদ্র শীতার্ত্তকে দেখিয়া তাঁহার প্রাণে এমনই বেদনা জাগিল যে তিনি সেই বস্ত্রখানি তাহাকে দান করিলেন। দুর্গামোহনবাবু তাহা দেখিয়া আবার ঐরূপ একখানি শীতবস্ত্র কিনিয়া দিলেন। সেখানাও গোস্বামী মহাশয় দান করিয়া ফেলিলেন, নিরুপায় হইয়া শেষবার অল্প মূল্যের একখানি শীতবস্ত্র কিনিয়া দিলেন।

ধর্ম্মপ্রচারার্থ গমন করিয়াছেন—অবিশ্রান্ত ভাবে নদনদী খাল বিল অতিক্রম করিয়াছেন। যে সমস্ত স্থানে নদী, খাল ইত্যাদি ছিল, কেবল নৌকার সাহায্য লইতে হইয়াছিল। আর পূর্ব্ববঙ্গে প্রচারার্থ ভ্রমণকালে কখন এমন ঘটিয়াছে যে, তাঁহাকে খাদ্য অভাবে কাদা ছাঁকিয়া খাইতে হইয়াছে।

একবার ধর্ম্মপ্রচারার্থ গোস্বামী মহাশয় শিবসাগর, গৌহাটি, শিলং প্রভৃতি আসাম অঞ্চলের দিকে চলিয়াছেন। মাত্র ষ্টীমারের ভাড়াটি সঙ্গে ছিল। তার বেশী একটি পয়সাও সম্বল ছিল না। তিনি টিকিট কিনিয়া ষ্টীমারে চড়িলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইভাবে করিলেন আসাম যাত্রা। ঐ জাহাজে অনেক ভদ্রলোক সপরিবারে আসামে কর্ম্মস্থলে যাইতেছিলেন। জাহাজে গোস্বামী মহাশয়ের গমনের উদ্দেশ্য ও পরিচয় পাইয়া তাঁহাদের সময় কাটাইবার সুযোগ হইল। তাঁহারা তাঁহার সহিত নানা প্রকার ধর্ম্মালাপ করিতে লাগিলেন। নিজেরা আহারাদি করিয়া বিশ্রামান্তে আবার তাঁহার সহিত ধর্ম্মালাপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু একবারও খোঁজ করিলেন না গোস্বামী মহাশয়ের খাওয়াদাওয়া হইয়াছে কিনা! দুই তিন দিন পর যখন জাহাজ একস্থানে নোঙ্গর করিয়া সিঁড়ি ফেলিল, তখন গোস্বামী মহাশয় ষ্টীমার হইতে নামিলেন এবং নদীর ধারের পলিমাটি লইয়া দুই অঞ্জলিতে জল মিশ্রিত করিয়া আহার করিয়া জাহাজে আসিলেন। জাহাজ হইতে একটি ভদ্রলোক উহা দেখিতে পান। গোস্বামী মহাশয় জাহাজে আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় আপনি জাহাজ হইতে নামিয়া নদীর ধারে ও কি করিলেন? তিনি বলিলেন, 'অদ্য ভগবান্ আমার জন্য যাহা বিধান করিয়াছেন তাহাই করিলাম। তখন সেই ভদ্রলোকটি বলিলেন, "আহা! আপনার আহারের কিছুই সঙ্গে নাই, ইহাত একবার আমাদিগকেও বলেন নাই।' উত্তরে তিনি বলিলেন, 'আমিত আপনাদিগকে দেখিয়া আসি নাই।' 'তিনি দুঃখ কষ্ট সমস্তই এই ভাবে নীরবে সহ্য করিতেন।'

বাঙ্গলা ১২৭৬ সনের ২১শে অগ্রহায়ণ (ইংরাজী ১৮৬৯, ৫ই ডিসেম্বর)। পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের গৃহ প্রতিষ্ঠার এবং ২২শে অগ্রহায়ণ ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়।

এই উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া কলিকাতা হইতে আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন, কান্তিচন্দ্র মিত্র, অমৃতলাল বসু, গুরুচরণ মহলানবিশ প্রভৃতি মহাশয়গণ ঢাকার উৎসবে আগমন করেন। কেশবচন্দ্রের ইহাই ঢাকায় তৃতীয় বা শেষবার আগমন। এই উৎসবের বিবরণ ঐ সনের ২৮শে অগ্রহায়ণ (১২ই ডিসেম্বর 'ঢাকাপ্রকাশে' মুদ্রিত হইয়াছিল। এখানে আমরা তাহার কিয়দংশ প্রকাশ করিলাম। গত ২১শে ও ২২শে অগ্রহায়ণ দিবস উক্ত সমাজ গৃহের প্রতিষ্ঠা কার্য্য অতি সুচারু রূপে সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে।

আরমানিটোলাস্থিত ব্রজসুন্দর বাবুর বাড়িতে উপাসনাদির পর ব্রাহ্মেরা সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে রাস্তায় বহির্গত হইলেন। ব্রাহ্মেরা নগর কীর্ত্তন করিতে নূতন বাহির হইয়াছেন, এই বলিয়াই হউক অথবা অন্য যে কোন কারণে হউক,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নানা শ্রেণীর বহু সংখ্যক ব্যক্তি এই সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে রাস্তার উভয় পার্শ্বে দণ্ডয়মান হইয়াছিলেন। ঢাকার এই উৎসবে হিন্দুমুসলমান সর্ব্বজাতির সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। অনেকে কীর্ত্তনকারীদের সহিত সম্মিলিত হইয়াও শ্রবণ করিতে করিতে নূতন সমাজ গৃহ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন।

প্রাচীন ব্রাহ্মদল এই সময়ে কীর্ত্তনের বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা প্রকাশ্য ভাবে কীর্ত্তনের সমর্থন না করিলেও কীর্ত্তনের প্রতি তাঁহাদেরও যে অনুরাগ আছে তাহার পরিচয় দিয়াছিলেন। কীর্ত্তনকারী যখন গাহিতেছিলেন—

তোরা আয়রে ভাই এত দিনে দুঃখের নিশি হল অবসান,
নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম।
কর সবে আনন্দেতে ব্রহ্ম সঙ্কীর্ত্তন,
পাপ তাপ দূরে যাবে জুড়াবে জীবন।

তখন সকলের মন ও প্রাণ ভক্তিতে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মগণ কর্ত্তৃক সঙ্কীর্ত্তন ঢাকাতে এই প্রথম। "গোস্বামী মহাশয় পূর্ব্ব হইতে ঢাকার ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পদে নিযুক্ত থাকিয়া তথাকার উপাসকগণের মধ্যে কীর্ত্তনের খুব উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন।'

কেশবচন্দ্রের দ্বিতীয়বার ঢাকা আগমন করেন ১২৭৫, সাল·২৪শে ফাল্গুন। (১৮৬৯, ৬ই মাঘ) সেইবার তাঁহার সঙ্গে সুগায়ক ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল (চিরঞ্জীব শর্ম্মা) আসিয়াছিলেন। সেইবার তিনি প্রায় তেইশ দিন ঢাকাতে ছিলেন। প্রত্যেক দিনই তিনি সাধারণের নিকট, ছাত্রসমাজের নিকট ইউরোপীয়দের নিকট বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার উদ্দীপনা ও মাধুর্য্যে শ্রোতৃগণ মুগ্ধ হইতেন। শিক্ষিত যুবকগণ সেই সময়ে কেহ কেহ তাঁহার নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এখানে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে—১৯শে মার্চ্চ পরবর্ত্তী দিনের "সমস্ত দিনব্যাপী উৎসবের জন্য প্রস্তুতি বিষয়ে উপদেশ, ব্রহ্ম সঙ্গীত ব্রহ্মোপাসনা, আলোচনা তৎপরে সকলের দণ্ডায়মান হইয়া কীর্ত্তন রাত্রি ১০টার সমাপ্তি হইয়াছিল। ২০শে তারিখ এই দিন—কেশবচন্দ্র স্বহস্তে পুষ্পমাল্য দ্বারা গৃহ সজ্জিত করেন, ত্রৈলোক্যনাথ সঙ্গীত এবং কেশবচন্দ্র উপাসনা করেন; উৎসবে পাঁচশতাধিক লোকের উপস্থিতির মধ্যে দুইজন মহিলাও প্রকাশ্য উপাসনায় উপস্থিত হন। মহিলাদের প্রকাশ্য উপাসনায় উপস্থিতি হওয়া ঢাকা সহরে এই প্রথম। অতঃপর ২৮শে মার্চ্চ তারিখ রাত্রিতে ষ্টীমারযোগে কেশবচন্দ্র কলিকাতা গমন করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয়বার ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নিকট ৩৬ জন উৎসাহী যুবক প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। যদিও আচার্য্য কেশবচন্দ্র ইতিপূর্ব্বে দুইবার ঢাকা আসিয়া উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দ্বারা কৃতবিদ্য যুবকদলের মনে উচ্চাদর্শ জাগ্রত করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু সেই ভাবের রক্ষণ ও পোষণের মূলে গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশ ও বক্তৃতা, বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। তাঁহার হৃদয়স্পর্শী উপাসনা ও উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতায় ইহাদের অন্তরে নব আদর্শ ও উৎসাহ সঞ্চারিত হইয়াছিল।

কি ছিল তাঁর প্রার্থনায়, উপাসনায়ও কণ্ঠে যে—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বি-ভাতি। শান্তং শিবমদ্বৈতম্। শুদ্ধমপাপমবিদ্ধম্। সেই সত্য জ্ঞান অনন্ত, আনন্দস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ, শিব মঙ্গলময় দয়ার সাগর যে সর্ব্বলীলাময় ঈশ্বর, শুদ্ধমপাপ বিদ্ধম্—নিরন্তর পবিত্রতার আধারকে ভক্তিভরা প্রাণে আহ্বান করিতেন—সেই জীবন্ত আনন্দময় শান্তিস্বরূপ, দয়ার সাগরকে যিনি মুক্তি-দাতা আশ্রয়দাতা তাঁহাকে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে নিত্য করিতেন আহ্বান।

বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার উপাসকগণের মধ্যে এইভাব অনুপ্রাণিত করিয়া দিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম ভক্তিহীন জ্ঞানের ধর্ম্ম নহে। তিনি বলিতেন—ভক্তি ধর্ম্মের প্রাণ, ভক্তি ধর্ম্মের জীবন, ভক্তি জীবের শান্তি, ভক্তি পাপীর গতি। ভক্তি শূন্য ধর্ম্ম জীবনে স্থান প্রাপ্ত হয় না। এজন্য শুদ্ধ জ্ঞানমাত্র দ্বারা যাঁহারা ধর্ম্মলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের জীবন কেবল তর্কে বিতর্কেই পর্য্যবসিত হব। ভক্তি এই শব্দটি সামান্য কিন্তু ইহার ভাব ভুবনব্যাপ্ত। এক ব্যক্তি বিবিধ বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইয়াও একটি পাপ ত্যাগ করিতে পারিল না; ভক্তি তাহার হৃদয়ে উদ্গত হইবামাত্র সেই জ্ঞানী পবিত্র জীবন লাভ করিল। ব্রহ্মানুরাগ হইতেই ভক্তির উৎপত্তি হয়।"

একটি দীর্ঘ সুন্দর বক্তৃতা করেন ভক্তি সম্বন্ধে। তিনি সাধনা, বিনয়, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, ভক্তিসম্বন্ধে ও উপাসনা ও পাঠ যে ভক্তির মূল তৎসম্বন্ধে অতি সরল ভাবে বর্ণনা করেন।

ভক্তকে নীচ জাতি বলিয়া ঘৃণা করিলে নরকগামী হইতে হয়। মহাত্মা চৈতন্য ভক্তিরসে উন্মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণ, শূদ্র, প্রভৃতি সকল জাতিকেই এক জাতি করিয়া পিতার নাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম শুষ্ক ধর্ম্ম নহে, ভক্তিই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ। এই ভক্তির হিল্লোল উত্থাপিত হইয়া সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত করিবে।

"কর সাধন ব্রহ্মের চরণ, যাতে পাবে নিত্য শান্তি নিত্য ধন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্ববাঙ্গলাব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের 'পরে গোঁসাইজী কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ হইতে কেশবচন্দ্রের বিলাত গমনের পূর্ব্বে ও পরে—১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সারা ভারতবর্ষ পর্য্যটন করিয়া কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ ও নূতন জীবনধারা জাতীয়ভাবে জীবন গঠনের আদর্শের কথা প্রচণ্ড উদ্যমে প্রচার করেন।" সেই প্রচারের সঙ্গী ছিলেন—কেশবচন্দ্রের সর্ব্ববিধ সংস্কার ও আদর্শ-পথের উত্তর সাধক বিজয়কৃষ্ণ।

গোস্বামীমহাশয় কলিকাতা আসিয়া মাঘোৎসব পর্য্যন্ত রহিলেন, এবং মাঘোৎসবের পর প্রচারে বাহির হইলেন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও পঞ্জাবে। এই সময়ে তিনি মুঙ্গেরের শিক্ষিত ধর্ম্মানুরাগী বন্ধুদের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তাহাতে কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—'উপাসনা যত দৃঢ় হইবে, গাঢ় হইবে ততই উপাসকদিগের সহিত প্রাণের সম্বন্ধ চিরস্থায়ী হইবে। তাঁহার বক্তৃতান্তে প্রত্যেকের প্রাণে ধর্ম্মভাব জাগরিত হইয়াছিল। গোস্বামী মহাশয় যে ভাবে দিনের পর দিন আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন তাহার তুলনা করা যায় না। নক্ষত্রবেগে দেশে দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। মুঙ্গের হইতে আসিলেন শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধামে। বৃন্দাবন বৈষ্ণবধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ তীর্থ। ভক্তির ও ভক্তের পরম পবিত্র পুণ্যভূমি। শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র লীলার কেন্দ্রভূমি। বাঙ্গলার বৈষ্ণবগণ এখানকার বিবিধ কুঞ্জে, মঠে, বাস করেন—ভারতের বিভিন্ন দেশবাসী বৈষ্ণবগণ তীর্থযাত্রীরূপে বৃন্দাবনে আসেন।

বিজয়কৃষ্ণ বৃন্দাবনে আসিয়া বৈষ্ণবগণের নিকট মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। "চৈতন্য ও পবিত্রতা" এই ছিল বক্তৃতার বিষয়। প্রধানতঃ চৈতন্যদেবের অকৃত্রিম স্বাভাবিক ভক্তি, মহাপ্রাণতা, সম্বন্ধে এইরূপ ভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন যে বৃন্দাবনের ভক্ত বৈষ্ণবগণ ঘন ঘন হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন।

কোথায় লক্ষ্ণৌ, কোথায় মথুরা, আগ্রা ও লাহোর সর্ব্বত্র ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন। সে সমুদয় প্রচার বিবরণ 'ধর্ম্মতত্ত্ব', 'তত্ত্বকৌমুদী' ও 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' সময় সময় প্রকাশিত হইয়াছে। সমুদয় প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

গোস্বামীমহাশয় বৃন্দাবন হইতে আগ্রা আসিলেন। সেখানে আগ্রার তাজমহল দেখিয়া এক স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। [১৭৯২ শক, ১লা জ্যৈষ্ঠ 'ধর্ম্মতত্ত্বে' এই 'প্রকৃত স্বপ্ন' প্রকাশিত হইয়াছিল।] তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম :

আগ্রার সুবিখ্যাত তাজমহল দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। মনুষ্য নির্ম্মিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমন সুন্দর বস্তু কখন দর্শন করি নাই। শুভ্র প্রস্তরময় অত্যুচ্চ সমাধি মন্দিরটি দর্শন-মাত্রই মন গম্ভীরভাবে পরিপূর্ণ হয়। আবার যখন তাহার মধ্যে সজ্জিত বিবিধ চিত্র বিচিত্র প্রস্তরময় পুষ্পলতিকাগুলি দর্শন করা যায়, তখন মন স্বভাবতঃই নির্ম্মাতাকে উচ্চস্বরে ধন্যবাদ করিতে প্রবৃত্ত হয়। আমার মতে এই সংসারে তাজের তুলনা পৃথিবীতে নাই ঃ তাজের তুলনাই তাজ। আমার কোন বন্ধু তাজকে 'ভারত কৌস্তভ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। ইহাই তাজের প্রকৃত বর্ণনা। এমন সুন্দর বস্তু সমাধি মন্দির হওয়াতে ইহার শোভা আরও উজ্জ্বল হইয়াছে।

তাজ দেখিয়া পরে তাজ প্রাঙ্গণস্থ উদ্যানশোভা দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইলাম। সেই প্রকৃত শোভার নিকট তাজের শোভা মলিন বোধ হইল। উদ্যান মধ্যে বিশ্বপতির সৌন্দর্য্য দেখিয়া কোন্ ব্যক্তি অবনত মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম না করিয়া স্থির থাকিতে পারে? এই সকল বিষয় আলোচনা করিতে করিতে বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম। পরে আহারাদি করিয়া নিদ্রা যাইলে এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন করিলাম। বোধ হইল আমি পূর্ব্বোক্ত উদ্যানে গমন করিয়াছি; উদ্যানের পুষ্প বৃক্ষগুলি পরমাসুন্দরী স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ করিয়া আমার সমক্ষে উপস্থিত হইল। সেই সকল স্ত্রীরত্নের অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া মনে করিলাম ইঁহারা দেবকন্যা কিম্বা অপ্সরা কন্যা হইবেন, মনুষ্য মধ্যে এমন সুন্দরী হইতে পারে না। এমন সময়ে তাঁহারা আমাকে বলিলেন যে তুমি কি জন্য এই পবিত্র স্থানে আসিয়াছ? তাঁহাদিগকে উত্তর দিবার পূর্ব্বে দেখিলাম যে তাঁহারা কখন বৃক্ষ হইতেছেন কখন স্ত্রীবেশ ধারণ করিতেছেন; ইহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হইলাম। কিয়ৎক্ষণ মৌন থাকিয়া পর বিনীতভাবে উত্তর করিলাম যে আমি আপনাদের নিকট একটি উপদেশ গ্রহণ করিতে আসিয়াছি; ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী তাহা কেমন করিয়া বুঝিতে পারিব। আমার প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহারা বিরক্ত হইয়া উত্তর প্রদান করিলেন। বলিলেন যে, আজও তুমি ঈশ্বর বিষয়ে অনভিজ্ঞ। যাঁহার রাজ্যে বাস কর, যাঁহার দয়া ভিন্ন এক দণ্ড বাঁচো না, তাঁহার বিষয়ে কোন্ প্রাণে সংশয় করিতেছ?

আমি লজ্জিতভাবে উত্তর করিলাম যে আমি একজন ঘোর মূর্খ, কিছুই জানি না, আপনারা উপদেশ দিয়া আমাকে সুখী করুন। তাঁহারা তখন প্রসন্ন হইয়া বলিলেন যে আমাদের মত সুন্দরী কোন স্থানে দেখিয়াছ? আমি বলিলাম আমি কখন স্বপ্নেও দেখি নাই। তাঁহারা বলিলেন একমাত্র ঈশ্বরই আমাদিগকে এত সুন্দরী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি আমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে আছেন, তাঁহার সৌন্দর্য্যের আভা আমাদের শরীর দিয়া বহির্গত হইতেছে বলিয়া আমাদের এমন শোভা সৌন্দর্য্য হইয়াছে; তাঁহার অধিষ্ঠান ভিন্ন কিছুই সুন্দর হইতে পারে না। ইহার গূঢ় অর্থ যদি বুঝিয়া থাক তবে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরকে পরম সুন্দর বলিয়া দেখিতে পাইবে।' ইহা বলিয়া স্ত্রীলোকগুলি বৃক্ষরূপ ধারণ করিল। আর দিকে চাহিয়া দেখি শুভ্র শ্মশ্রুধারী কতিপয় বৃদ্ধ কহিতেছেন যে, ঈশ্বর সুন্দর বলিয়া জানিলে, তাঁহাকে প্রাণ বলিয়া জান। কেবল তিনি আমাদের প্রাণরূপ আছেন বলিয়া আমরা এতদূর সারবান হইয়াছি। ইহা বলিতে বলিতে কেহ কেহ প্রকাণ্ড প্রাচীন বৃক্ষরূপ ধারণ করিলেন। এই সময়ে কোন বন্ধুর আহ্বানে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

এই স্বপ্নটি দ্বারা আমি অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছি। পূর্ব্বে যাহা শূন্য মাত্র জ্ঞান হইত এখন দয়াময় ঈশ্বরের পবিত্র আবির্ভাবে পূর্ণ বলিয়া বোধ হইল। আমাকে সর্ব্বদা তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মপথে রক্ষা করুন।

তাজমহলের এই বর্ণনাটি যেমন মধুর তেমনি স্বপ্নের যে চিত্রটি বর্ণনা করিয়াছেন—তাঁহার সঙ্গে তুলনা করা যায় তিনি কি ভাবে সর্ব্বদা ঈশ্বরের সত্তাকে তদ্‌গতচিত্তে দিবানিশি ভাবিতেন। বিশ্বপ্রেমিক বিজয়কৃষ্ণ ছিলেন বীর সাধক—বীর সন্ন্যাসী, ধন, মান, দৈহিক ভোগ ছিল তুচ্ছ, শুধু পাপীর দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করিতে, পাপীর হৃদয়ে পুণ্যের সুমধুর স্পর্শ জাগাইয়া দিবার জন্য নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সাধক কবি রামপ্রসাদ যেমন দুঃখ দৈন্য বেদনায় সংসারের অভাব অনটনকে গ্রাহ্য না করিয়া গাহিয়াছেন—

আমি কি দুঃখেরে ডরাই।
ভবে দেও দুঃখ মা আর কত চাই।
আগে পাছে দুখ চলে মা, যদি কোনখানেতে যাই।
তখন দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে, দুঃখ দিয়ে মা বাজার মিলাই।
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে, আমি করি দুঃখের বড়াই॥

বিজয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে এই কথা সম্পূর্ণরূপ প্রযোজ্য—বিবিধ উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ভারতবর্ষে সমুদায় ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীদের ঐক্য স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন সাধু বিজয়।

বিজয়কৃষ্ণ কোন দুঃখকেই ভয় করিতেন না। মথুরা, বৃন্দাবন, প্রভৃতি পুণ্য—তীর্থধামে বৈষ্ণবধর্ম্ম ও রামলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া সাধুভক্তগণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিত্ত মুগ্ধ করেন। তীব্র বৈরাগ্য, উত্তম বিবেক, চিত্তের দীনতা হৃদয়ের প্রগাঢ় পবিত্রতা লইয়া বিজয় করিতেন প্রচার।

আগ্রা হইতে তিনি অমৃতসর আসেন। অমৃতসরে স্ুবর্ণমন্দির মধ্যে শিখদের ধর্ম্মগ্রন্থ 'গ্রন্থসাহেব' সর্ব্বদা পূজিত হন, দিবারাত্রি চলে ভজন, কীর্ত্তন ও অধ্যয়ন। মুগ্ধ হইলেন এই দৃশ্য দেখিয়া—স্বর্ণমন্দিরে অষ্টপ্রহরব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান দেখিয়া তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞান ও কীর্ত্তন সম্বন্ধে এক নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া লাহোরে প্রচারের জন্য আসিলেন।

লাহোর প্রাচীন সহর। গম্বুজে—মিনারে, তোরণে,—অপ্রশস্ত রাজপথ এবং গলিপথে পূর্ণ নগর। এখানকার পথে বাহির হইলেই দেখা যায় বিচিত্র-বেশধারী পুরুষ ও নারী চলিয়াছে জনতার মধ্য দিয়া। কুব্জ দেহ ন্যুব্জ পৃষ্ঠ উষ্ট্র চলিয়াছে, এক্কা গাড়ী, ঘোড়া-গাড়ী চলিয়াছে পথে পথে। দীপ্ত সূর্য্যালোকে সহরের পথ ঘাট উজ্জ্বল। রূপসী লাবণ্যবতী পঞ্জাবমহিলারা স্বচ্ছন্দ গতিতে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করিয়া চলিয়াছেন। লাহোরের প্রাচীন কীর্ত্তি সৌধ, দুর্গ, বাজার, আনারকলি এ সমুদয় দেখিয়া তাঁহার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। কিন্তু এখানে ঘটিল এক আশ্চর্য্য ঘটনা। বিজয়কৃষ্ণের হৃদয়ের বল এবং চরিত্রের দৃঢ়তা পাইল প্রকাশ। সে কাহিনী বলিতেছি।

বন্ধুজনের সঙ্গলাভে আনন্দে কাটাইতেছেন, এমন সময় একটি ঘটনায় তাঁহার মনে মানসিক বিকার উপস্থিত হইল। একদিন লাহোরে ধর্ম্মোপদেশ দিতেছেন, জনতায় স্থানপূর্ণ। সেখানে এক সুন্দরী যুবতী মহিলার রূপ দেখিয়া তাঁহার মনে বিকার উপস্থিত হইল। গোস্বামীমহাশয় সেই মহিলার সৌন্দর্য্যে এতদূর বিমোহিত হইয়াছিলেন যে—কোন চেষ্টাতেই চিত্তসংযম করিতে পারিলেন না। সংক্ষেপে বক্তৃতা শেষ করিলেন। এবং সেই সুন্দরী যুবতী যখন বাড়ী চলিলেন, তিনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহার বাড়ী পর্য্যন্ত গেলেন। তাঁহার মনের এই বিকার উপস্থিত হওয়ায় মনে অত্যন্ত অনুতাপ জন্মিল। একি, আমি প্রচারক, আমি উপদেষ্টা, মানুষকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া আমার কর্ত্তব্য—আমার মন পাপ কাম চিন্তার অধীন? হায়! তবে আমার কিছুই হয় নাই। আত্মগ্লানির তীব্র যাতনায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। না-না এই প্রাণ আর রাখিব না। অনুতাপে দগ্ধ চিত্তে মনে করিলেন—বৃথা এ জীবন। এ জীবনের কি প্রয়োজন?

গভীর রজনী—চারিদিক নিস্তব্ধ। রাজপথ নীরব। লোকজন নাই। চলিলেন রাবী নদীর তীরে বিজয়। রাবী নদী কুলু কুলু রবে বহিয়া চলিয়াছে। নদীতে আত্মবিসর্জ্জন করিবার জন্য আসিলেন। একখানি প্রায় দেড় মণ দু' মণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওজনের প্রস্তর—বস্ত্রদ্বারা কোমরে বাঁধিলেন। ঝাঁপ দিবেন জলে। এমন সময় কোথা হইতে একজন বৃদ্ধ ফকির আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। এ-সম্বন্ধে গোস্বামী মহাশয় নিজে লিখিয়াছেন ঃ—"পাপ মনে আসাতে আত্মহত্যা করিতে গেলাম রাবীর জলে। রাবী নদীর তীরে এক ফকির সহসা আমাকে ধরিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—ও বাচ্চা! শরীর ছোড়নেসে পাপপ্রবৃত্তি নষ্ট হোগা নেই। তু ধীরজ ধর্। তেরা ভাল হোগা। যব পাপ ছুটেগা, তু কুছ নেই জানেগা। আভি বহুত রোজ দের হ্যায়। খোদা সব কাম্‌কা সময় ঠিক্ কর রাখা। বাতাসো যো ধূর্ উড়তা, ওভি খোদাকা ইচ্ছাসে হোতা। ঘাব্ড়াও মৎ। দুনিয়ামে খোদাকা খেল দেখো। তেরা ভাল হোগা। ফকিরের কথার অর্থ হইতেছে ঃ—বৎস, শরীর ত্যাগ করিলেই পাপপ্রবৃত্তি নষ্ট হয় না। তুমি ধৈর্য্য ধর। তোমার ভাল হইবে। যখন পাপ বিনাশ হইবে তখন তার কিছুই জানিতে পারিবে না। কিন্তু এখনও তাহার অনেক দেরী আছে। ঈশ্বর সমুদয় কাজেরই সময় নির্দ্দেশ করিয়া রাখেন। বাতাসে যে ধূলি উড়ে তাহাও তাঁহার ইচ্ছায় হয়। এজন্য কিছু ভেব না—চিন্তিত হয়ো না। পৃথিবীতে ঈশ্বরের নানা খেলা দেখ। তোমার মঙ্গল হইবে।

বিজয়কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কেমন করে জানলেন যে আমি আত্ম-বিসর্জ্জন করতে এসেছি। ফকির—আমি একজন ফকির, আমি আপনার আসনে বসে ভজন করছিলাম, এমন সময় হঠাৎ এক বাণী শুনলাম—একটি লোক আত্মহত্যা করছে, তাকে গিয়ে রক্ষা কর। তাই তোমার রক্ষার্থ আমি ছুটে এসেছি।

গোস্বামী বলিলেন—প্রভু, আমার জীবন যে বড় মলিন, এই মলিন পঙ্কিল মন নিয়ে কেমন করে তাঁকে পাব। এ পাপ জীবন রেখে কি লাভ?

ফকির সাহেব হাসিয়া বলিলেন ঃ—তোমার জীবন মলিন বলছো, কিন্তু এই মলিন জীবন নিয়ে কেমন করে পরপারে যাবে? ভগবানের নাম করো—তিনিই তোমার পাপ মলিনতা দূর করে—পবিত্র করবেন, ধন্য হবে তুমি। তুমি যে কত সুন্দর তা তুমি এখন দেখতে পাবে না। যখন তোমার নিকট সাধন পথের এক আয়না খুলে যাবে তখন তাতে তোমার স্বরূপ দেখলে বুঝতে পারবে তুমি কি সুন্দর! তুমি প্রতিদিন শোবার সময় মা নাম জপ করবে। এরূপ করলে কোন প্রকার পাপ চিন্তা তোমার মনকে চঞ্চল করতে পারবে না।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফকির সাহেবের এই প্রকার উপদেশ লাভে তাঁহার চিত্ত স্থির হইল, মনে বল আসিল। ফকির সাহেব অদৃশ্য হইলেন।

গোস্বামী মহাশয় ঐ সময়ে অনুতপ্ত হৃদয়ে একটি গান রচনা করিয়াছিলেন। গানটি এখানে উদ্ধৃত করিলাম ঃ

মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায় ?
পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলন্ত অনল যথায়।
তুমি পুণ্যের আধার, জ্বলন্ত অনলসম,
আমি পাপী তৃণসম, কেমনে পূজিব তোমায়।
শুনি তব নামের গুণে তরে মহা পাপী জনে,
লইতে পবিত্র নাম, কাঁপে হে মম হৃদয়।
অভ্যস্ত পাপের সেবায়, জীবন চলিয়া যায়,
কেমনে করিব আমি, পবিত্র পথ আশ্রয়।
এ পাতকী নরাধমে, তার যদি দয়াল নামে,
বল ক'রে কেশে ধরে,' দাও চরণে আশ্রয়।'

"এই ঘটনাটি যে সময়ের তাহার ২০।২৫ বৎসর পরে তিনি যখন গেণ্ডারিয়া আশ্রমে ছিলেন, তখন একদিন কথা-প্রসঙ্গে ইহা প্রকাশ করেন, প্রকাশ করিয়াই বলিলেন—২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা আজ ব্যক্ত করিয়া অপরাধ করিলাম।" এ ঘটনাটি অনেকেই জ্ঞাত আছেন।

নিজের দুর্ব্বলতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে কুণ্ঠা তাঁহার ছিলনা। ঐরূপ কামের উত্তেজনায় তাঁহার হৃদয় অনুতাপে দগ্ধ করিয়াছিল এবং সেজন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। গোস্বামী প্রভু শিষ্যদিগকে সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন—"স্ত্রীজাতিকে যত সম্মান করবে ততই নিজে পবিত্র থাকতে পারবে। যাঁকে সম্মান করি তাঁকে কুৎসিত, দূষিত ভাবে দৃষ্টি করা যায় না,— তাঁহার বন্ধু 'অবলাবান্ধব' সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'না জাগিলে সব ভারত ললনা এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা ! এ গানটি গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিতেন। কখনো বলিতেনঃ 'সেই দেশ ধন্য যেথা রমণী পূজিতা।' সে দেশই জগতে উন্নতি লাভ করে।

একবার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে ফিরিয়া আসিয়া গোস্বামী মহাশয় সপরিবারে মুঙ্গেরে তাঁহার আত্মীয় আনন্দচন্দ্র লাহিড়ীর বাসায় বাস করিতেছিলেন। সেখানে তাঁহার প্রিয়তমা প্রথমা কন্যা সন্তোষিণী জ্বরবিকারে দেহত্যাগ করেন। গোস্বামী মহাশয় এই কন্যাটিকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে শোকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিভূত হইয়া পড়েন। অনেক সময় এই শোকের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেন যে, "শোকের জ্বালা যে কি যন্ত্রণাপ্রদ সন্তোষিণীর মৃত্যুতে আমি তাহা বুঝিয়াছি। অপত্যশোকে মানুষের হৃদয় ছিন্ন হইয়া যায়। মেডিকেল কলেজে পড়িবার সময় একটি রমণীর মৃত দেহ কাটিতে গিয়া এইরূপ ব্যাপার আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আমাদের মনে হইত যেন বুকটা ছিঁড়িয়া গেল।" ঐ সময়ে তিনি শোকোপনোদনের জন্য 'শোকোপহার' নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেন। সে-সময়ে এই নিয়ম ছিল যে, প্রচারকগণের লিখিত পুস্তক ব্রাহ্মসমাজের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে। তিনি তখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ছিলেন। পুস্তকটি ঐ সমাজে অর্পণ করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে উহা এখন বিলুপ্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে কেশবচন্দ্র ১৮৭০ (১২৭৭) সনের কার্ত্তিক মাসে ইংলণ্ডে গমন করেন। সেখানে গিয়া তিনি ভারতের গৌরবের কথা এবং ব্রাহ্মসমাজের বিষয় বিশদভাবে বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

"কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ডে ভ্রমণ একটি ঐতিহাসিক স্মরণীয় ঘটনা। যেমন ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে, তেমনি ভারতের ইতিহাসের পক্ষেও। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সুদীর্ঘ ১২ বৎসরের মধ্যে খ্যাতনামা কোন বাঙ্গালী কিম্বা ভারতবাসী ইংল্যাণ্ডে পদার্পণ করেন নাই। ইত্যবসরে ভারতের সেই সর্ব্বপ্রথম মুক্তি প্রচেষ্টার ইতিকথা নানাভাবে বিকৃত ও অতিরঞ্জিত হইয়া ইংলণ্ডে অপপ্রচারিত হইয়াছিল। ভারতবাসী মূর্খ অজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ কুসংস্কারগ্রস্ত, কদর্য্য অভ্যাসে রত সুযোগ এবং সুবিধা পাইলেই তাহারা দুরন্ত হিংসা দ্বারা প্রতিহিংসা লইতে সর্ব্বদা উদ্যত।

সিপাহী বিদ্রোহের রক্ত-তাণ্ডব ইংলণ্ডের প্রাণমন তখনো অত্যন্ত সন্দিগ্ধ ও সন্ত্রাসপূর্ণ। এই আবহাওয়ার মধ্যে লর্ড লরেন্স প্রমুখ ইংলণ্ডের কতিপয় বিশিষ্ট মহোদয়গণের আহ্বানে এবং পাশ্চাত্যদেশের চিন্তা ধারা ও সভ্যতা যাহা ভারতবর্ষকে আক্রমণ করিয়াছিল সেই সকলের উৎপত্তিস্থানে মানবসমাজের সত্যকার রূপ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড গমন করেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার কতটা এবং কী ভাবে ভারতের পক্ষে গ্রহণ করা উচিত ও সম্ভব, তাহার আপন সত্বা ও পুরাবৃত্তি (Tradition) বিনষ্ট না করিয়া তাহা প্রত্যক্ষ ভাবে অনুসন্ধান করিতে এবং রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে বাংলা দেশে নবধর্ম-মাধ্যমে যে জাগরণের ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল এবং যাহার কর্ণধার তখন ছিলেন কেশবচন্দ্র সে বিষয়ে ইংলণ্ডকে অবহিত করিতে যাওয়াই ছিল কেশব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চন্দ্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। কেশবচন্দ্র ভারতীয় আত্মার মূর্ত্ত প্রতীকরূপে ইংলণ্ডে গমন করিলেন।

কেশবচন্দ্রের বিরাট সৌম্যমূর্ত্তি ও ভগবৎ-বিশ্বাস প্রদীপ্ত উজ্জল চক্ষু, শান্ত মুখমণ্ডল এবং বিশুদ্ধ ইংরাজীতে অনর্গল প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা ইংলণ্ডবাসীকে অতি সহজেই মুগ্ধ স্তম্ভিত ও চমৎকৃত করিয়াছিল। ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীদের বিষয়ে যে সকল অকথা, কুকথা, নিন্দাবাদ, আলোচনা ও সমালোচনা ইংলণ্ডের জনসমাজে প্রচলিত ছিল কেশবচন্দ্রেব বিরাট উপস্থিতি হঠাৎ সেই সবকিছুকে একেবারে নীরব ও নস্যাৎ করিয়া দিল।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর মাসে কেশবচন্দ্র দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। হাওড়া ষ্টেসনে পৌছিলে ব্রাহ্মগণ ও দেশের শিক্ষিতব্যক্তিগণ পরম সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

দেশে আসিবার অল্পদিন পরে তিনি নানাভাবে দেশের কল্যাণব্রতে ব্রতী হইলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২রা নবেম্বর ভারতসংস্কারক সভা (Indian Reform Association) প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পাঁচটি বিভাগ সংযোগ করিলেন ১। সুলভ সাহিত্য প্রচার ২। দাতব্য ৩। শ্রমজীবীদের শিক্ষা ৪। স্ত্রী-বিদ্যালয় ৫। সুরাপান নিবারণ। একপয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘সুলভ সমাচার’ প্রচারিত হইল। মুটে মজুর, গাড়ীর গাড়োয়ান পর্য্যন্ত ‘সুলভসমাচার’ পড়িতেন। সমাচার দ্বারা বাঙ্গলাসাহিত্যের জনসাধারণের প্রভূত কল্যাণ হইয়াছিল। সহজ সরল চলতি ভাষায় কাগজখানি লিখিত ও প্রচারিত হইত। সকল সংস্কৃতিমূলক কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য যাঁহারা শরীরের প্রত্যেক রক্তবিন্দু দ্বারা এই সুপরিকল্পিত কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন গোস্বামী মহাশয় তাহার মধ্যে ছিলেন অগ্রণী। প্রাণ ঢালিয়া তিনি এই মহৎ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন।

বিজয়কৃষ্ণ মন্দিরে সঙ্কীর্ত্তন করিতেন, কিন্তু ঢাকা ব্রাহ্মমন্দিরের ব্রাহ্মগণ মন্দিরে কীর্ত্তন করিতে বাধা দিলেন। তখন আর কি করেন শাচিপান্দরিপা দেওয়ান সাহেবের হাবিলি নামক স্থানে গিয়া সমস্ত দিন রাত্রির কিছুকাল পর্য্যন্ত আনন্দের সহিত খোলকরতাল বাজাইয়া উৎসবের সঙ্গে কীর্ত্তন করেন।

গোস্বামী মহাশয় এই উৎসবে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। উপাসনা শেষে উপাসকগণ তাঁহার কাছে শুনিতে চাহিলেন নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা ও ভ্রমণ-কাহিনী। সেই মনোহর ও কৌতূহলোদ্দীপক বৃত্তান্ত শুনিয়া উপস্থিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রাহ্মেরা বিশেষ উৎসাহ ও আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। উৎসবের দিন পাঁচ ছয় জন শিক্ষিত যুবক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু আনন্দমোহন বাবু এ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের তিনি হিতৈষী বন্ধু ছিলেন।

উৎসবান্তে একদিন গোস্বামী মহাশয় ঢাকা আণ্টাঘরের ময়দানে ওজস্বিনী ভাষায় এক বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল—

স্তুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ স্তুনির্ম্মলংতীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলংহি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

বিশাল বিশ্ব হইতেছে পবিত্র ব্রহ্মমন্দির। নির্ম্মল চিত্তই প্রধান তীর্থ, সত্যই একমাত্র অবিনশ্বর শাস্ত্র, বিশ্বাস বা নির্ভর সকল ধর্ম্মের মূল। এই শ্লোকটি রচনা করিয়াছিলেন উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ। এই বক্তৃতা শ্রোতাগণের মনোরঞ্জন করিয়াছিল।

সে সময়ে ঢাকার ব্রাহ্মদের মধ্যে দুইটি দল ছিল। একটি প্রাচীন ও একটি নবীন। তাই দুই দলের মধ্যে আদর্শ লইয়া বিভেদ ছিল। প্রাচীনেরা অভিমত প্রকাশ করেন যে "সমাজ মন্দিরে স্ত্রীলোক দ্বারা সঙ্গীত করান সর্ব্ববাদী-সম্মত উত্তম কার্য্য নহে"। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার উৎসবে নগর সঙ্কীর্ত্তন গাওয়া হইয়াছিল—"নরনারীর সমান অধিকার" অথচ মন্দিরে নারীকণ্ঠে ব্রহ্মসঙ্গীত নিষেধ কি করিয়া হয়? ইহাতে কি ব্রাহ্মসমাজের উদার মত ক্ষুণ্ণ হয় না?

নবীন ব্রাহ্মগণ বাক্যে ও কার্য্যে আদর্শের অনুসরণে ব্রতী হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রাচীনদল অপেক্ষাকৃত সংস্কার বিরোধী হওয়ায় এই সমস্ত বিষয় লইয়া মত ভেদ হয়। ১২৭৭ সন ভাদ্রমাসে এই মতবিরোধিতার মীমাংসায় প্রাচীনেরা সংখ্যাধিক্য বলিয়া তাঁহারা জয়ী হইলেন।

গোস্বামীমহাশয় নব্যদলের নেতা। প্রাচীনগণ তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন—কিন্তু প্রাচীনদলের লোকেরাও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। এই রূপ মীমাংসার ফলে গোস্বামী মহাশয়ের আচার্য্যের পদে ব্রতী থাকা সম্ভব নহে এজন্য তিনি তাঁহার সঙ্গতসভার যুবক ব্রাহ্মবন্ধুদল সহ পূর্ব্ববাঙ্গলাব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের পদ পরিত্যাগ করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলিকাতার ন্যায় ঢাকাতেও তাঁহারই উদ্যোগে স্বতন্ত্র উপাসনার স্থান প্রতিষ্ঠিত হইল। তাঁহার বন্ধু ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় বিজয়কৃষ্ণকে উক্ত সমাজের আচার্য্য পদে ব্রতী থাকিবার জন্য যত্নবান হইয়াও সফলকাম হইতে পারেন নাই।

সে সময় কতিপয় যুবক তাঁহার সঙ্গে একত্র বাস করিতেন। তাহার মধ্যে শিক্ষাব্রতী ভুবনমোহন সেন মহাশয়ও ছিলেন একজন। তিনি বলিয়াছেন ঃ "গোস্বামীমহাশয় আমাদিগকে যে কত ভালবাসিতেন তাহা ভাষার দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। তিনি প্রেমের বলে আমাদের ন্যায় যুবকদিগকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন।"

এই সময়ে বাগ্মী এবং বিখ্যাত চিন্তাশীল লেখক 'বান্ধব' পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় পূর্ব্ববাঙ্গলাব্রাহ্মসমাজের কিছুদিন উপাচার্য্যের কাজ করেন পরে আদিব্রাহ্মসমাজ হইতে অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় পূর্ব্ববাঙ্গলাসমাজে আচার্য্য পদে নিযুক্ত হইয়া ঢাকা আগমন করেন। তাঁহার সুগভীর উপদেশ শুনিতে বহু লোকের সমাগম হইত। তাঁহার রচিত একটি সঙ্গীত সে সময়ে সর্ব্বত্র আদৃত হইয়াছিল ঃ—

মন চল নিজ নিকেতনে……

পূর্ব্ববাঙ্গলাব্রাহ্মসমাজের প্রাচীন ব্রাহ্মগণ ব্রহ্মমন্দিরে বক্তৃতা দিবার জন্য তাঁহাকে মাঝে মাঝে আহ্বান করিতেন। সেই সময়ে "পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজে" ২১শে ভাদ্র ও ২৩শে ভাদ্র দুইদিন বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল "পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ"। বক্তৃতার মূলে ছিল একটি সত্য কাহিনী। সেজন্য বক্তৃতার ভাষা এমন উদ্দীপনাময়ী এবং অগ্নিগর্ভ ছিল যে শ্রোতৃগণের প্রাণে জাগিয়াছিল সমাজ-সংস্কার ও দেশপ্রেমের অপূর্ব্ব প্রেরণা। বিক্রমপুরের কুলিনকুমারী বিধুমুখী দেবী ছিলেন ঢাকার ব্রাহ্মসমাজের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মাসতুত ভগিনী দুর্গাসুন্দরী দেবীর প্রথমা কন্যা, বিক্রমপুর নওগাঁ নিবাসী শ্রীনাথ হালদার মহাশয়ের গৃহে লালিতপালিত হইতেন। বিধুর পিতা গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন একজন বহু বিবাহকারী কুলীন-সন্তান। নবকান্ত বাবুর মাতুলভ্রাতাগণ বরদানাথ ও সারদাকান্ত হালদার এবং নবকান্ত বাবু তাঁহাকে খুব ভালবাসিতেন এবং তাহার বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য উদ্যোগী ছিলেন।

বিধুমুখীর যখন ষোল বৎসর বয়স অতিক্রম করিল তখন বিধুমুখীর মাতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং তাঁহার মাতুল—শ্রীনাথ হালদার তাঁহাকে একজন বহু বিবাহকারী ব্যক্তির সহিত বিবাহ দিবার সমুদয় ব্যবস্থা স্থির করিয়া ফেলিলেন। বরদানাথ, সারদাকান্ত ও নবকান্ত এ ঘটনার এক বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিলেন যে বিধুমুখীর যদি বহু বিবাহকারী বৃদ্ধ বরের সহিত বিবাহ হয় তাহা হইলে চিরদিনের জন্য তাঁহার দুঃখময় জীবন যাপন করিতে হইবে। তাঁহারা বিধুমুখীর উদ্ধারের জন্য ব্রতী হইলেন। নানারূপ কৌশলে নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়া তাঁহাকে গোপনে উদ্ধার করিতে পারিলেন। ১২৭৭ সালের ২২শে ভাদ্র, বিধুমুখীকে উদ্ধার করিয়া তাঁহারা বরিশালের পথে কলিকাতা চলিয়া গেলেন।

বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। 'ঢাকাপ্রকাশ' প্রভৃতি পত্রে 'কুলীনকন্যা বিধুমুখী অপহরণ' লইয়া ব্রাহ্মসমাজকে আক্রমণ করিয়া প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে থাকে। কন্যার মাতুল মোকদ্দমা করিলেন। সৌভাগ্যের বিষয় পরে মোকদ্দমায়—সকলে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হন এবং এই মহৎ কার্য্যের সহায়ক হইয়াছিলেন, সেকালের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার বিক্রমপুরবাসী মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি ব্যবহারজীবিগণ।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীমহাশয় এখানে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে থাকিতেন। তিনি তখন 'ঢাকাপ্রকাশে'র প্রকাশিত প্রবন্ধের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং পূর্ব্ববাঙ্গলাব্রাহ্মসমাজমন্দিরে 'পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ' নামে একটি অতি তেজস্বিনী বক্তৃতা করেন। ঐ বক্তৃতায় গোস্বামী মহাশয় কুলীন—কন্যাগণের দুরবস্থা ও দেশের নানাবিধ কুপ্রথার বিষয় জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করেন। তাঁহার এই বক্তৃতায়' 'হিন্দুহিতৈষিণী' পত্রিকায়—ব্রাহ্মদের প্রতি যে নিন্দা ও তিরস্কার করা হইয়াছিল তাহার প্রতিবাদস্বরূপ বলা যায়। তিনি তাহাতে ভারতের প্রাচীন গৌরব, বর্ত্তমান কুসংস্কার, দুর্নীতি ও দেশাচারের অনিষ্টকারিতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিধুমুখীর উদ্ধার আন্দোলনে ঐ সময়ে কুলীনকন্যাগণের দুরবস্থার প্রতি লোকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। 'ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে' এরূপ ঔপন্যাসিক ঘটনা আর বড় একটা ঘটে নাই। বিধুমুখী উদ্ধারের পক্ষ সমর্থন করেন গোঁসাইজী।—ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশের তিন বৎসর পরে বিক্রমপুরের অন্তর্গত গাওদিয়া গ্রাম নিবাসী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র সুবিখ্যাত রজনীনাথ রায়ের সহিত বিধুমুখীর বিবাহ হইয়াছিল। রজনীনাথ গভর্ণমেণ্টের অর্থ নৈতিকবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রজসুন্দর বাবুর আরমানিটোলার বাড়ীতে বন্ধুগণসহ সপরিবারে গোঁসাইজী তখন বাস করিতেছিলেন। তিনি বদলি হইয়া ঢাকা আসিলেন। প্রথমাকন্যা সন্তোষিণী এই বাড়ীতে ভূমিষ্ঠা হইয়াছিল। সন্তোষিণীর শোচনীয় মৃত্যু কাহিনী পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহার আসিবার পূর্ব্বে—নবকুমার বাবু প্রভৃতি সকলে মিলিয়া ঢাকা পাতলাখাঁর গলিতে একটি বাসা ভাড়া করিয়া রহিলেন। এই পাতলাখাঁর বাড়ীতেই ১৮৭০ খৃঃ গোস্বামী মহাশয়ের একমাত্র পুত্র যোগজীবন জন্মগ্রহণ করেন। কন্যার পিঠে পুত্র হওয়াতে সকলেই অতিশয় আনন্দিত হইলেন। নানাপ্রকার মঙ্গলানুষ্ঠান করেন এবং গোস্বামী প্রভু আদর করিয়া পুত্রের নাম রাখিলেন যোগজীবন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবম অধ্যায়

কেশববাবুর ভারতআশ্রম—পীড়া—আরোগ্যলাভ—আশ্রমবাসিনী—মহিলাদের শিক্ষা

বিজয়কৃষ্ণ ঢাকা হইতে কলিকাতা আসিয়া—'ভারত-সংস্কারক সভায়' যোগদান করিলেন। গোস্বামীমহাশয়ের উপরে দাতব্য চিকিৎসা ও স্ত্রী-শিক্ষার ভার দেওয়া হইল। এ সময়ে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং অঘোরনাথ গুপ্ত তাঁহার সহযোগী শিক্ষক ছিলেন।

সেকালের কথা বলিতে গিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বলেন ঃ "কেশব বাবু কয়েক মাস পরে ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিলেন সেকথা বলিয়াছি। তিনি আসিয়াই নানা নূতন নূতন কাজের প্রস্তাব করিলেন। ইণ্ডিয়ান রিফর্মএসোসিয়েশন নামে একটি সভা স্থাপন করিয়া তাহার অধীনে টেম্পারেন্স, এডুকেশন, চীপ লিটারেচার, টেকনিকেল এডুকেশন প্রভৃতি অনেক বিভাগ স্থাপন করিলেন। আমি সকল কাজেই তাঁহার অনুসরণ করিতাম। আমি সুরাপান নিবারণ বিভাগের সভ্যরূপে 'মদ না গরল' নামে একখানি মাসিকপত্রিকা বাহির করিলাম। তাহাতে সুরাপানের অনিষ্টকারিতা প্রতিপন্ন করিয়া গদ্যপদ্যময় প্রবন্ধ সকল বাহির হইত। সে সমুদয়ের অধিকাংশ আমি লিখিতাম। তদ্ভিন্ন "সুলভসমাচার' নামক এক পয়সা মূল্যের যে সংবাদপত্র বাহির হইয়াছিল, তাহাতেও লিখিতাম।

এই সময়কার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য 'ভারতআশ্রম' স্থাপন।—কেশব বাবু ইংলণ্ডে ইংরাজদের গৃহকর্ম্ম দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া আসিয়াছিলেন। সর্ব্বদা বলিতেন, মিডল ক্লাস ইংলিশ হোম-এর ন্যায় ইন্‌ষ্টিটিওশান পৃথিবীতে নাই। তাঁহার মনে হইল, কতকগুলি ব্রাহ্মপরিবারকে একত্র রাখিয়া কিছুদিন সময়ে আহার, সময়ে বিশ্রাম, সময়ে কাজ, সময়ে উপাসনা, এইরূপ নিয়মাধীন রাখিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহারা সেই ভাব লইয়া গিয়া চারিদিকে ব্রাহ্ম-পরিবারে ব্যাপ্ত করিতে পারে। এই ভাব লইয়া তিনি 'ভারতআশ্রম স্থাপন করিলেন। তাঁহার অনুচর প্রচারকগণ সর্ব্বাগ্রে গেলেন। তৎপরে আমরা ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেকগুলি পরিবার বাহির হইতে গেলাম। আমরা কেশব বাবুর মনের ভাবটা কাজ করিয়া দেখিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলাম।"

ব্রাহ্মসমাজকে সুদৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ করিবার জন্য কেশব বাবু 'ভারতআশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। আচার্য্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের হস্তে ইহার তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হয়। তিনি সপরিবারে এই আশ্রমবাটিকার অন্দরমহলে বাস করিতে লাগিলেন—সে সময়ে বিজয়কৃষ্ণ সেই অন্দরমহলের এক প্রকোষ্ঠে সপরিবারে বাস করিতেন।

ভারত আশ্রম (the hermitage of India) ১৮৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। শাস্ত্রীমহাশয় বলেন: ভারতআশ্রম স্থাপিত হইলে কেশববাবু কলুটোলার বাড়ী ত্যাগ করিয়া আমাদের সঙ্গে আসিয়া থাকিতে লাগিলেন। কলিকাতা ১৩ নং মির্জ্জাপুরষ্ট্রীট ভবনে বর্ত্তমান সিটি স্কুলের ভূমিস্থ ভবনে, প্রথম কিছুদিন থাকিয়া পরে সহরের বাহিরে কোনো বাগানে গিয়া থাকিতে হয়। প্রথমে বেলঘরিয়ার এক বাগানে, তৎপরে কাঁকুড়গাছির এক বাগানে কিছুদিন থাকা হয়। এই সকল স্থানে গিয়া কেশববাবুর বিমল সহবাসে থাকিবার অবসর পাইলাম। স্বীয় স্বীয় ব্যয়ের অংশ দিয়া সকলে একান্নভুক্তপরিবারের ন্যায় থাকিতেন। একসঙ্গে খাওয়া, একসঙ্গে বসা, একসঙ্গে বেড়ানো সুখেই কাল কাটিত। শহরে যাহাদের কাজ থাকিত, তাহারা দিনের বেলায় শহরে গিয়া কাজ করিয়া আসিতেন। প্রাতে ও সন্ধ্যাতে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ চলিত। আমরা সকল বিষয়ে কেশববাবুর পরামর্শ ও সদুপদেশ পাইতাম।

আশ্রমবাসিনী মহিলাদিগকে লইয়া দুপুর বেলা স্কুল হইত, তাহাতে বিজয়কৃষ্ণ ও অঘোর ছিলেন শিক্ষক। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—"আমি ১৮৭২ সালের প্রারম্ভে এম, এ পাশ করিয়া 'শাস্ত্রী' উপাধি পাইয়া কলেজ হইতে বাহির হইবামাত্র তাঁহার (কেশবচন্দ্র) নব প্রতিষ্ঠিত মহিলাবিদ্যালয়ে আমাকে শিক্ষকতা কার্য্য দিয়া আশ্রমে সপরিবারে থাকিতে আদেশ করিলেন। আমার নামে বেতন রূপে যাহা হইত, তাহা প্রচারকগণের চির পরিচারক শ্রদ্ধাস্পদ কান্তিচন্দ্র মিত্রের হাতে জমা হইত। তিনি আমার স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ দেখিতেন, তাহার সহিত আমার কোনো সংস্রব থাকিত না। বলা বাহুল্য তখন প্রচারকগণ সকলে ও তৎসঙ্গে আমি সপরিবারে ঘোর দারিদ্র্যে বাস করিতাম।

আমি কেশববাবুর আশ্রমোৎসাহের মধ্যে প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়াছিলাম। সে সময় আশ্রমের আবির্ভাব সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখি, তাহা বোধহয় 'ধর্ম্মতত্ত্বে' প্রকাশিত হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই মহিলাবিদ্যালয়ে অধিক বয়স্ক মহিলারা অধ্যয়ন করিতেন। আশ্রমবাসিনী মহিলারা "নারীজাতির উন্নতিবিধায়িনী নাম দিয়া এক সভা স্থাপন করিয়াছিলেন সেই সভায় এক অধিবেশনে "স্ত্রী জাতির প্রকৃত উন্নতি কি ?' এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ছাত্রীদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলাম।

গোস্বামী প্রভু শিবনাথ ও অঘোরনাথ এই বিদ্যালয়ে এইরূপ যত্ন সহকারে শিক্ষা দিয়াছিলেন যে অতি অল্প সময়—মাত্র তিন মাসের মধ্যেই তাহারা বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। সেকালের সংস্কৃতকলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহিলাগণের পরীক্ষার উত্তর সকল দর্শন করিয়া এত দূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে তিনি লিখিয়াছিলেন— "আমার সময় না থাকাতে আমি আমার উপযুক্ত ছাত্রকে সাহিত্যের প্রশ্ন করিতে দেই। তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে যে সকল প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেগুলি দেখিয়া আমার এত কঠিন মনে হইয়াছিল যে, আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম, ছাত্রীগণ এ সকলের উত্তর দিতে পারিবেনা, কিন্তু আমি যখন নিজে তাহাদিগের প্রদত্ত উত্তরগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম তখন দেখিলাম, প্রশ্নগুলির সুন্দর উত্তর দেওয়া হইয়াছে আশ্চর্য্য এত অল্প সময় মধ্যে ইহারা কেমন করিয়া এত ভাল করিয়া ব্যাকরণ শিখিল। বস্তুতঃ উত্তর দেখিয়া মনে হয় যেন ছাত্রীরা সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ করিয়াছে। তাহাদের লিখিবার রীতি ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট ও বিশুদ্ধ। আমার ধারণা এই যে, ইহারা অল্পদিনের মধ্যেই অতি উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী হইবে।

এ সময়ে অমানুষিক পরিশ্রম করিতেন বিজয়কৃষ্ণ। তাহার পরিচয় দিতেছি। পরের কল্যাণব্রতে দীক্ষিত গোস্বামীমহাশয় কোনরূপ ক্লেশকে ক্লেশ মনে করিতেন না।

কেশববাবু যখন যে সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেন তখনই গোস্বামী মহাশয় তাহাতে মন প্রাণ ঢালিয়া দিতেন। কেশববাবুও গোস্বামী মহাশয় ও সাধু অঘোরনাথ গুপ্তকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন। প্রচারকদিগের মধ্যে তিনি গোস্বামী মহাশয়কেই অধিক ভালবাসিতেন। সে ভালবাসাও ছিল অকৃত্রিম। ভারতআশ্রমে যোগদান করার পর তাঁহার প্রতি যে কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছিল তাহা তিনি কিরূপ নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিতেন তাহার বিবরণ আমরা তাঁহার দুইজন সহাধ্যায়ী বন্ধুর লেখা হইতে প্রকাশ করিতেছি। যাঁহারা ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী এবং যাঁহারা একসঙ্গে ভারতআশ্রমে বাস করিতেন।— সংস্কৃত কলেজের সহাধ্যায়ী শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এ প্রসঙ্গে বিজয়কৃষ্ণের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ১৮৭১।১৮৭২ সালে ভারত-সংস্কার-সভা ও তদধীনে দাতব্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিভাগ ও বয়স্কা মহিলা বিদ্যালয় ও ভারতআশ্রম স্থাপিত হইলে তিনি স্বাস্থ্যকে স্বাস্থ্য জ্ঞান না করিয়া বয়স্কা বিদ্যালয়ের পাঠনা কার্য্যে ও বেহালা নামক গ্রামে ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত প্রজাপুঞ্জের মধ্যে দাতব্য ঔষধ বিতরণ কার্য্যে প্রধান রূপে আপনাকে নিযুক্ত করেন। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া স্নান ও উপাসনান্তে ঔষধাদি লইয়া ছয় সাত মাইল উত্তীর্ণ হইয়া বেহালা গ্রামে ঔষধাদি বিতরণে যাইতেন। সেখান হইতে দ্বিপ্রহরে ১২টা কি ১টার সময় আহার করিতেন, আহারান্তে ২টার পর বয়স্কাবিদ্যালয়ে পাঠনা কার্য্যে ব্রতী হইতেন। তৎপরে অনেক দিন দেখিতাম, রাত্রে মেয়েদের জন্য পুস্তক রচনাতে প্রবৃত্ত হইতেন। আমি বার বার সতর্ক করিতাম, তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না। এরূপ শ্রম আর কতদিন সয়? একদিন বুকে একপ্রকার বেদনা হইয়া গোঁসাইজী অচেতন হইয়া পড়িলেন। সেই বুকের ব্যথা থাকিয়া গেল।”

প্রতিদিন এইরূপ অমানুষিক পরিশ্রম করিতে করিতে তাঁহার হৃদ্‌রোগ উৎপন্ন হইল। এই সময়ে কেশব বাবু তাঁহার সাহায্যের জন্য একজন লোক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। বেহালা যাইবার সময় কোন কোন দিন কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ও ডাক্তার দুকড়ি ঘোষ ও ডাক্তার গোপালচন্দ্র বসু প্রভৃতি তাঁহার সঙ্গে যাইতেন।

একদিন ১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের বাটীতে ঐ রোগ এত বৃদ্ধি পাইল যে, তিনি মৃতবৎ হইয়া পড়িলেন। তাহা দেখিয়া তাঁহার ব্রাহ্মবন্ধুগণ তাঁহার আত্মার কল্যাণের নিমিত্ত প্রার্থনাদি করিয়া তাঁহাকে ঘরের বারান্দায় বাহির করিলেন; অভিপ্রায় অনতিবিলম্বে সৎকার করিতে হইবে। ইতিমধ্যে গোস্বামী মহাশয়ের বন্ধু ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীর মহাশয় তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে বলিলেন, ‘এখন আপনারা কিছু করিবেন না।’ এই বলিয়া তিনি মেডিকেলকলেজে গিয়া ডাঃ চিবার্স সাহেবকে লইয়া আসিলেন। সাহেব গোস্বামী মহাশয়কে পরীক্ষা করিয়া মরফিয়া সেবনের ব্যবস্থাপত্র দিয়া বলিয়া গেলেন, যদি তিন ঘণ্টার মধ্যে কোন উপকার না দেখ, তাহা হইলে আমাকে খবর দিও নতুবা প্রয়োজন নাই। অনন্তর ঔষধ সেবনের কিছুকাল পরে তিনি চক্ষু মেলিলেন, ওষ্ঠ নাড়িয়া আহারের অভিপ্রায় জানাইলেন। তখন তাঁহাকে ঘরে লইয়া যাওয়া হইল এবং সাহেবকে খবর দেওয়া হইলে তিনি আসিয়া ঐ ঔষধই যাবজ্জীবনের জন্য ব্যবস্থা করিয়া দিলেন ও পর পর যেরূপ অবস্থা ঘটিবে, তাহাও বলিয়া গেলেন। গোস্বামী মহাশয় পরে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, চিবার্স সাহেব যাহা যাহা বলিয়াছিলেন সমস্তই পরে মিলিয়া গিয়াছে।” এই মরফিয়া সেবন ভিন্ন তাঁহার আর অন্য উপায় ছিলনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনিলে আশ্চর্য্য মনে হয় বিজয় প্রাতে সাতটার সময়ে গিয়া অপরাহ্ন তিনটা পর্য্যন্ত রোগীদিগকে ঔষধ পথ্য বিতরণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতেন। ইঁহারা দেড় মাসের মধ্যে এক হাজার পাঁচশত আটাত্তর জন রোগীকে ঔষধাদি বিতরণ করেন। এই অপরিমিত পরিশ্রম তাঁহার হৃদ্রোগ উৎপত্তির অন্যতম কারণ বলিতে হইবে। এই সময়ে আশ্রম পরিচালনা সম্পর্কেও বিবিধ নিয়মাবলী আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের সভাপতিত্বে গঠিত হইয়াছিল; তিনি যে সকল নিয়মাবলী গঠন করেন তাহার প্রত্যেকটি কার্য্যের মধ্যেই ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ। প্রচারকার্য্যে বিদেশে কোথায় প্রচার করিবেন তাহারও নির্দ্ধারণ ছিল। গোস্বামী মহাশয়ের উপর প্রচারের ভার অর্পিত হইয়াছিল রঙ্গপুর, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ। সামাজিক হিতসাধন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও প্রচারকের উপযুক্ত পরিমাণ সময় ও শক্তি ধর্ম্ম প্রচারের কার্য্যে নিয়োগ করিবেন। বিজয়কৃষ্ণ এ-বিষয়ে পূর্ব্ব হইতেই ছিলেন অগ্রণী। যাঁহারা প্রচারার্থ বিদেশে গমন করিবেন তাহারা সময় সময় কার্য্য বিবরণ প্রেরণ করিবেন। গোস্বামী মহাশয়ের প্রেরিত প্রচার বিবরণ 'ধর্ম্মতত্ত্ব' প্রভৃতি পত্রে অনেক প্রকাশিত হইয়াছে। এসময়ে কলিকাতার স্কুলের ছাত্রদিগকে যথোপযুক্ত নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। শিক্ষাব্রতী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রতি সে ভার অর্পিত হইয়াছিল। আশ্রমের জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতির জন্য যে উপায় আবশ্যক তাহা নির্দ্ধারণের ভারও বিজয়কৃষ্ণ এবং উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দের প্রতি অর্পিত হয়।

প্রচারকদিগের কার্য্যের দায়িত্ব সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ হয় সে বিধান মানিয়া লইতে যাঁহারা সম্মতি জ্ঞাপন করেন, তাহাদের বিষয় আমরা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

'আমরা নিম্নস্বাক্ষরিত কয়েকজন প্রচারক এই নিয়মে আবদ্ধ হইয়া অঙ্গীকার করিতেছি আমরা যদি বিশ্বাস বা চরিত্রের বিকার প্রযুক্ত কখনও বর্ত্তমান বিধান ভ্রষ্ট হই, আমরা ইহা ঈশ্বর ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে অথবা কোন প্রকারে ইহার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইব না। এই সভার অনুসরণে আমাদের প্রত্যেকের এবং সাধারণের নিশ্চিত মঙ্গলের জন্য ইহা আমরা বিশ্বাস করি।

ইহার প্রথম স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, উমানাথ গুপ্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, প্রসন্নকুমার সেন, প্যারীমোহন চৌধুরী, দীননাথ মজুমদার কান্তিচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি ছিলেন।

আশ্রমের যাহাতে কোনরূপ অকল্যাণ না হয় সেজন্য অতি কঠোর বিধান ছিল। ইহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—"ব্যভিচার সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর ভাব আসিতে পারিবে না। যাহাতে ৭০০ বৎসরের মধ্যেও ব্যভিচার আসিতে না পারে এরূপ দেখিতে হইবে। অপবিত্র তাকান, নিকটে বসা, এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। অন্যের মনে কি উত্তরকালীয় বংশের মধ্যে কোনকালে এ ভাব না আসে এরূপ ব্যবহার করিতে হইবে। চক্ষুতে, ইচ্ছাতে, ভাবেতে, ভঙ্গীতে কোনরূপ ব্যভিচারের ভাব যেন সম্ভব না হয়। স্বার্থপরতা পরিত্যাগে, বৈরাগ্যগ্রহণ, অহঙ্কার পরিত্যাগ, বিনয় গ্রহণ, বিবাদ বিসম্বাদ পরিত্যাগ প্রেম প্রকাশ করিতে হইবে। সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, রাগবিহীন এবং সত্যগ্রাহী হইতে হইবে। * * মূলমন্ত্র দুই। সকল সময়ে অবিচলিত থাকা, এখন যাহা করিব তাহা চিরকাল করিব।

২৯শে ভাদ্র. ১৭৯৬ শক, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রচারকদিগের সভার সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।

এসময়ে বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতার নানাস্থানে উপাসনা করিতে যাইতেন—চুনাপুকুর প্রভৃতি স্থানে প্রয়োজনানুযায়ী উপাসনা করিতেন।

১৭৯৬ শক, মঙ্গলবার, ১লা পৌষ। সভাপতি শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, উমানাথ গুপ্ত, কান্তিচন্দ্র মিত্র, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, প্রসন্নকুমার সেন, প্যারীমোহন চৌধুরী, গিরিশচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন।

এই সভাতে কে কি কার্য্য করিবেন তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রতি নিম্নলিখিতরূপ কার্য্য করিবার নির্দ্দেশ হইয়াছিল :—

কলিকাতা বিদ্যালয়ের নীতি-শিক্ষা, ধর্ম্মতত্ত্বে নিয়মিতরূপে প্রবন্ধ লেখা, বিশেষতঃ প্রচার বৃত্তান্ত লেখা, 'সুলভসমাচারের' সহকারী সম্পাদক ও প্রচার সভার সম্পাদকের কার্য্য।

দাতব্য বিষয়ে কার্য্যভার ত পূর্ব্বেই অর্পিত হইয়াছিল। সে সময়ে আশ্রমের শাসনপ্রণালী সাধারণতন্ত্র হইবে বলিয়াও স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

আমরা সে সময়ে 'ধর্ম্মতত্ত্বে' গোঁসাইজীর প্রচার বিবরণ পাঠ করিয়া দেখিতে পাই তাঁহার সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণশক্তি, ধর্ম্মানুরাগ। 'সুলভসমাচারের' ছিলেন সহযোগী সম্পাদক। তাহাতে সামাজিক কুসংস্কার, সুরাপান সম্বন্ধে বিবিধ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেই সমুদয় প্রবন্ধ পাঠে কেশবচন্দ্রের নিকট অনেকে অভিযোগ করেন, কেননা সে সময়ে বহু শিক্ষিত ব্যক্তি গোপনে এবং সময় সময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশ্যে মদ্যপান করিতেন, তাঁহার ঐরূপ প্রবন্ধ প্রকাশের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তাহাতে কেশবচন্দ্র দৃক্‌পাত করেন নাই। গোস্বামী মহাশয়ের উপর ছিল অসীম নির্ভর।

১৮৬৪ মে মাসে প্রেসিডেন্সী কলেজ থিয়েটারে (Bengal Temperance Society) সুরাপান নিবারণী সভার প্রথম অধিবেশন হয়। সে সভার সভাপতি হইয়াছিলেন পাদ্রী ডল সাহেব, (Rev. Mr. Dall)। সম্পাদক স্বনামধন্য প্যারীচরণ সরকার। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন :— পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মান্যবর আজিমউদ্দীন হোসেন খাঁ, মাননীয় শম্ভুনাথ পণ্ডিত, বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও কেশবচন্দ্র সেন। কেশবচন্দ্র সেই সভায় ওজস্বিনী ভাষায় মদ্যপানের বিরুদ্ধে সারগর্ভ্য বক্তৃতা করেন।

তাঁহার প্রেরণাবলে এবং উৎসাহে বিজয়কৃষ্ণ, শিবনাথ শাস্ত্রী, ত্রৈলোক্য-নাথ সান্যাল (চিরঞ্জীব শর্ম্মা) প্রভৃতি বহু সঙ্গীত, কবিতা, পুস্তিকা এবং মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

—সে সময়ে সর্ব্ববিধ হিতকর কার্য্যে ব্রতী হইয়া কেশবচন্দ্র চাহিয়াছিলেন জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা এবং 'সুলভসমাচারের' মত এক পয়সা মূল্যের পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। দেশের সহিত সক্রিয় সহযোগিতার জন্য এই উদ্দেশ্যে ছোটবড় সকলকে আহ্বান করিয়াছিলেন। গোস্বামী প্রভু চাহিয়াছিলেন ভক্তি, যোগ, বৈরাগ্য, নাম-কীর্ত্তন, সামাজিক উন্নতি, ধর্ম্মোন্নতির প্রাধান্য স্ত্রীজাতির পবিত্রতা সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে প্রচার। ভারতাশ্রমের প্রধানতম উদ্দেশ্যও ছিল তাই। প্রকৃত অগ্নিমন্ত্রের উপাসক ছিলেন—কেশব ও বিজয়।

গোস্বামী মহাশয় এসময়ের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন : "অল্পদিনের মধ্যেই ব্রাহ্মসমাজে বিবাহবিধি লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইতে লাগিল। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ বিবাহবিধির প্রতিবাদ করিতে গিয়া অত্যন্ত অসত্য ব্যবহার অবলম্বন করিলেন। সেই অসত্য ব্যবহারের প্রতিবাদ করাতে বিবাদ উপস্থিত হইল।" এ বিষয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন : "এই ইণ্ডিয়ান রিফর্ম এ্যাসোসিয়েসন-এর পক্ষ হইতে কেশববাবু আর একটি কাজ করিয়া-ছিলেন। তিনি এক মুদ্রিত পত্র দ্বারা দেশের প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণের নিকট হইতে, এতদ্দেশীয় বালিকাগণের বিবাহের উপযুক্তকাল কি, তাহা জানিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তদুত্তরে অধিকাংশ স্বদেশীয় ও বিদেশীয় ডাক্তার ১৬ বৎসরের ঊর্দ্ধ সেই কালকে নির্দ্দেশ করেন। কেবল ডাক্তার চার্লস চতুর্দ্দশ বর্ষকে বালিকার বিবাহের সর্ব্বনিম্ন বয়স বলিয়া অভিমত দেন। তদনুসারে ১৮৭২ সালের তিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আইনে চতুর্দ্দশ বর্ষকে বালিকার সর্ব্বনিম্ন বয়স বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। তিন আইনের এই আন্দোলনে আমরা সকলেই তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলাম। ১৯শে মার্চ্চ ১৮৭২ সালের বিবাহবিধি আইনে ("Marriage Act III of 1872" passed) পরিণত হইল।

ভারতআশ্রমের ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিজয়কৃষ্ণ যে মত পোষণ করিতেন তাহা তাঁহার ভাষায়ই আমরা বলিতেছি :—"একাকী ধর্ম্ম সাধন করিলে মুক্তি হয় না। সকলে এক পরিবারবদ্ধ হইয়া পরিত্রাণার্থী হইয়া স্বর্গরাজ্যে গমন করিতে হইবে। একাকী ধর্ম্মপথে গমন করা স্বার্থপরতা। সকলকে লইয়া প্রবেশ করিতে হইবে। এই সত্য জীবনে পালন করিবার জন্য ভক্তিভাজন কেশববাবু ভারতাশ্রম সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মগণ পরস্পরে স্বর্গীয় ভ্রাতৃভাবে সম্মিলিত হইয়া দয়াময় পিতার চরণ পূজা করিয়া পরিত্রাণ পাইবেন, পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের আদর্শ প্রকাশিত হইবে, ভারতাশ্রমে সেইরূপ উপাসনাদি হইতে লাগিল। দয়াময় পরমেশ্বর বিশেষ অভাব দূর করিবার জন্য সময়ে সময়ে বিশেষ উপায় বিধান করেন। ভারতাশ্রমকে দয়াময়ের সেই বিধান বলিয়া স্বীকার না করিলে ইহার মহত্ব অনুভব করা যায় না। স্বর্গের মহা সত্যও মনুষ্যের হস্তে পড়িয়া বিকৃত হইয়া যায়। আমরা যদি চেষ্টা না করি, তবে ভারতাশ্রমের উদ্দেশ্য সফল হইবে না।"

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর এই অভিমত পরবর্ত্তীকালে অনেকে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই আশ্রমের বিধিব্যবস্থা অতি সুন্দর ছিল। আশ্রমের ভিতরকার পুষ্করিণীতে মহিলাগণ এবং বাহিরের পুষ্করিণীতে পুরুষগণ মিলিত হইয়া স্নান করিতেন। তারপর প্রাতরাশ। প্রাতরাশের পর উপাসনা গৃহে সকলে সমবেত হইতেন। নরনারী উভয়ে মিলিত হইয়া উপাসনা করিতেন। উপাসনান্তে নারীগণের নির্দ্দিষ্ট স্থানে নারীগণ এবং পুরুষগণের নির্দ্দিষ্ট স্থানে পুরুষগণ, একত্রে ভোজন করিতেন। ভোজনান্তে যাঁহার যাহা দিবসের কার্য্য তাহাতে নিযুক্ত হইতেন। অবসরকালে সকলে সমবেত হইতেন। অপরাহ্ন সময়ে সকলে সমবেত হইয়া সৎপ্রসঙ্গ-সুখে সময়ক্ষেপ করিতেন। সে-সময়ে নরনারীর মুখে যে কি উৎসাহ উদ্যমপূর্ণ স্বর্গীয় নবভাব অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা বর্ণনা দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব নহে।' [আচার্য্য কেশব-চরিত]।

'ভারতাশ্রম' কলিকাতার জয়গোপাল সেন মহাশয়ের বেলঘরিয়াস্থ উদ্যানে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় (১২৭৭ সন ফাল্গুন মাস) ঐ আশ্রম প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই গোস্বামী মহাশয় উহাতে সপরিবারে যোগদান করিয়াছিলেন। পরে সেখান হইতে আশ্রম কাঁকুড়গাছির উদ্যানে উঠিয়া যায়। সে সময়ে পঁচিশটি পরিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একসঙ্গে বাস করিতেন। কাঁকুড়গাছি উদ্যানে গোস্বামী মহাশয় তাঁহার শ্বাশুড়ী মুক্তকেশী ভাদুড়ী, স্ত্রী এবং শিশুসন্তান লইয়া বাস করিতেছিলেন।

এই ভারতাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছুকাল পরে 'ইণ্ডিয়ানমিরার পত্রে' প্রচারকদিগের বিরুদ্ধে নানারূপ নিন্দা ও গ্লানিসূচক একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পত্রে ইহার প্রতিবাদও প্রকাশিত হয়। গোস্বামী মহাশয় উহা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পত্রে প্রতিবাদের প্রতিবাদ করেন। 'ইণ্ডিয়ান মিরারে'র পত্রলেখক প্রচারকদিগকে— মূর্খ, অনভিজ্ঞ, স্বাধীনচিত্ততাবিহীন, অনুদার, উৎসাহহীন প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছিলেন। মিরার সম্পাদক ও পত্রলেখকের মত সমর্থন করায় 'ধর্ম্মতত্ত্বে' ইহার প্রতিবাদ করেন। গোস্বামী মহাশয় সেই প্রতিবাদের উপর যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার মহত্ত্ব, উদারতা এবং উন্নত মনের পরিচায়ক।

গোস্বামী মহাশয় যাহা লিখিয়াছিলেন—এখানে তাহা প্রকাশ করিলাম ঃ

"সাধারণ লোকে প্রচারকদিগকে মূর্খ প্রভৃতি বলিয়া গালি দিতেছে, তাহার প্রতিবাদ করাতে প্রচারকের ব্রত ভঙ্গ হইয়াছে, প্রচারকদিগকে গালি দিউক কিম্বা প্রহার করুক তাঁহারা অম্লানবদনে সহ্য করিবেন। যাঁহারা নিন্দা করেন তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য দয়াময় পিতার নিকট সরল হৃদয়ে প্রার্থনা করিতে হইবে। প্রচারকগণ কখনই আপনার ইচ্ছাতে কি আপনার বলে ধর্ম্মপ্রচার করেন না। দয়াময় পিতা দৃঢ়রূপে আদেশ করিলে এবং উপযুক্ত বল বিধান করিলে তাঁহারা অকুতোভয়ে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করেন। কোন মানুষকে পাপ করিতে দেখিলে অশ্রুপাত করিয়া প্রার্থনা করেন। বাস্তবিক মহামারী পীড়িত ও দুর্ভিক্ষে ক্ষুধার্থ ব্যক্তিকে দেখিলে যেরূপ দয়া হয় ধর্ম্মহীন ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণে দয়া হয়। সেই স্বর্গীয় দয়া হৃদয়ে প্রকাশ হইলে মূর্খ কৃষক, জ্ঞানহীন বালক, কিম্বা অবলা নারী ব্যাকুল হৃদয়ে ধর্ম্ম-প্রচার না করিয়া স্থির থাকিতে পারে না। প্রচারকগণ এইরূপ ব্যাকুল হৃদয়ে অস্থির হইয়া দয়াময় নাম ঘোষণা করেন। তাহাতে তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধির কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। দয়াময় নামের গুণে সত্যের অসীম পরাক্রমে জগতে ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। মনুষ্যের সাধ্য কি তাহা জগতে প্রচার করিতে পারে?

কতিপয় ব্রাহ্মপ্রচারকদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন, ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। প্রচারকগণ যাঁহাদের জন্য দিবানিশি অশ্রুপাত করিয়াছেন এখন তাঁহারা উপযুক্ত হইয়া যদি প্রচারকদিগকে নির্য্যাতন করেন, তথাপি প্রচারকগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণান্তেও তাঁহাদের প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন না। কারণ ভ্রাতাদের ক্রোধ ও উদ্ধতভাবে যদি স্বর্গীয় সম্বন্ধ তিরোহিত হয়। তাহা অপেক্ষা অবিশ্বাসের কার্য্য আর কিছুই নাই।

সাধনভজন না থাকিলেই মনুষ্য ঘোর সংসারী হইয়া পড়ে। সাধনা দ্বারা মন বিনীত হয়, সর্ব্বদা দীনহীন অকিঞ্চন হইয়া ঈশ্বরচরণ পূজা করিতে অভিলাষ হয়। ভ্রাতা ভগিনীদের পদানত থাকিতে ইচ্ছা করে। সাধনাহীন মন অত্যন্ত উদ্ধত হইয়া সকলকেই আঘাত করে, অকৃতজ্ঞ হইয়া উপকারী ব্যক্তিকে গালি বর্ষণ করে।

ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকগণ দেবতা নহেন, তাঁহারা মনুষ্য; মনুষ্য দোষগুণ মিশ্রিত। এমন অনেক ব্রাহ্ম আছেন যাঁহারা প্রচারকদিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। প্রচারকগণ তাঁহাদিগকে ভক্তি করিয়া থাকেন। অতএব প্রচারকদিগের দোষ থাকা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। প্রচারকদিগের যদি দোষ দেখেন তবে দয়াপূর্ব্বক ক্ষমা করুন। যাঁহাদিগের দোষ দেখিবেন সদ্ভাবে তাঁহাদের দোষ দেখাইয়া তাঁহাদের নিকট প্রশংসা করিয়া সংশোধন করুন।

এখন যাহাতে ব্রাহ্মগণ সাধন ভজন করিয়া বিনীত হন, পরিত্রাণার্থী হন, তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করুন। লোকে গালি দিউক, কি প্রহার করুক অম্লান বদনে তাহা সহ্য করুন। যদি আপনারা বিরক্ত হন, অভিমানী হন, তবে নিশ্চয়ই আপনাদেরও পতন হইবে। দয়াময়ের চরণে আপনারা জীবন বিক্রয় করিয়াছেন, সে জীবনে পিতার সন্তানদিগের সম্পূর্ণ অধিকার। সুতরাং ভ্রাতা-ভগিনীগণ যাহা বলিবেন তাহা সত্য হইলে শিরোধার্য্য করিতে হইবে। প্রতিবাদের ভাব আমাদের মনে যেন স্থান না পায়। উপাসনা সাধন না থাকিলে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কেহ নাস্তিক হইবে কেহ পৌত্তলিক হইবে। কারণ উপাসনায় শান্তি না পাইলে কি লইয়া ব্রাহ্মসমাজে অবস্থিতি করিবে। পরিশ্রম না করিলে পিতার নিকট কেহ এক কপর্দ্দকও পাইবে না। ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ, আসুন আমরা ব্রহ্মসাধনে প্রাণমন উৎসর্গ করি। সকল প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ তিরোহিত হইয়া শান্তিরাজ্য সংস্থাপিত হইবে।

"এইরূপ বিবিধ সংস্কারকালে ব্রহ্মসমাজে ব্রাহ্মিকাদের স্বাধীনতা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হয়। সে সময়ে কতিপয় ব্রাহ্ম বলিলেন ব্রাহ্মিকাদিগকে ব্রহ্মমন্দিরে যবনিকার অভ্যন্তরে বসিতে দেওয়া উচিত নহে। তাঁহারা বাহিরের পুরুষদিগের সঙ্গে বসিবেন। যদি ভ্রাতা ভগ্নী এক সঙ্গে উপাসনা করিতে না পারি, তবে আমরাও মন্দিরে উপাসনা করিতে গমন করিবনা। আচার্য্য মহাশয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন না, কিন্তু ব্রাহ্মিকাদিগের জন্য প্রকাশ্য স্থান নির্ণয় করিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। এই অবসরে প্রস্তাবকারিগণ স্ত্রী-পুরুষে একত্রিত হইয়া পৃথক স্থানে উপাসনা করিতে লাগিলেন। একটা মনান্তরের সৃষ্টি হইল। অল্প দিনের মধ্যে পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন হওয়াতে সমাজ হইতে সদ্‌ভাব ভ্রাতৃভাব তিরোহিত হইল।" গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন—"এই আন্দোলনে অনেক অল্পবয়স্ক ব্রাহ্মের বিশেষ অপকার হইয়াছে। কেহ কেহ প্রচারকদিগকে তিরস্কার করিয়া বাটি গিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পৌত্তলিক হইয়া পড়িয়াছেন।

সে সময়ে প্রচারক বিজয় বলেন, প্রচারকেরা স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী নহেন। জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি প্রচারকের না হইলে মন নিকৃষ্ট বৃত্তির অধীন হইয়া স্বেচ্ছাচারী হয়, স্বাধীনভাবে ধর্ম্মভাবে কোন কার্য্য করিতে পারেনা।— বিলাসিতাকে স্বাধীন বলিয়া গণ্য করা যায় না। অতএব স্ত্রীজাতি যাহাতে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে তজ্জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু স্বাধীনতার নাম লইয়া স্ত্রী-জাতিকে স্বেচ্ছাচারিণী করা উচিত নহে।

এই আন্দোলন ক্রমে তিরোহিত হইতে লাগিল। এসময়ে ব্রাহ্মসমাজের যে সকল ঘটনা ঘটে তাহা বলিবার অবকাশ আমাদের নাই। এবিষয়ে গোস্বামী মহাশয় দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন—"কিছুদিন পরে আচার্য্যমহাশয় মন্দিরে আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া ভ্রাতাভগ্নীদিগকে আহ্বান করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ আগমন করিলেন না।

বিজয়কৃষ্ণ এই দুঃসময়ে কয়েকটি নিয়ম নির্দ্দেশ করিলেন। ব্রাহ্মগণ যদি তদনুরূপ জীবন যাপন করেন তবে সমাজের বিশেষ উপকার হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহার এই সুচিন্তিত নিয়ম কয়টি এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

১। প্রতিদিন অন্ততঃ তিনবার উপাসনা করিবে। ২। কেহ বিশ্বাস বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে পারিবেন না। মনে যাহা সত্য জানিবেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবেন। সহস্র ক্ষতি হইলেও কপট আচরণ করিতে পারিবেন না। ৩। কেহ ভ্রাতার কথায় অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না। ৪। সুরাসক্তি, মাদক সেবন, কোনপ্রকার মিথ্যা কথা, মিথ্যা ব্যবহার, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা কৃতঘ্নতা, ব্যভিচার, পরনিন্দা, উৎকোচগ্রহণ প্রভৃতি পাপাচরণ করিলে তাহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ করা উচিত নহে। ৫। ব্রাহ্ম যেমন ঘৃণার সহিত পাপকার্য্য পরিত্যাগ করিবেন, তেমনই শ্রদ্ধার সহিত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। পাপ করা যেমন অধর্ম্ম, কর্ত্তব্য পালন না করা সেইরূপ অধর্ম্ম। ৬। কাহার দোষ দেখিলে, তাহার দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

হইবে এবং গোপনে তাঁহাকে সংশোধন করিবে, ভ্রাতার দোষ লইয়া উপহাস করিবেনা। ৭। যেমন নির্জ্জনে উপাসনা করিবে, তেমনি নিয়মিত রূপে সামাজিক উপাসনা করিবে। ৮। স্বীয় দুর্ব্বলতাকে সমর্থন না করিয়া বিনীত ভাবে দুর্ব্বলতা স্বীকার করিবে। ৯। কেহ ঈশ্বরের নাম লইয়া উপহাস করিলে কর্ণে হস্ত দিয়া তাহার কথাকে অগ্রাহ্য করিবে। ১০। ঈশ্বর, পরলোক, প্রার্থনা, পাপ পুণ্য প্রায়শ্চিত্ত, মুক্তি' অনন্ত উন্নতি প্রভৃতি ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে যাহার বিশ্বাস নাই। তাহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ করা হইবে না।

এই দশটি নিয়ম ব্রাহ্মসমাজে অনুশাসনরূপে প্রবর্ত্তন করিবার জন্যই গোস্বামী মহাশয় উদ্যোগী ছিলেন। নিয়ম কয়টিকে সার্ব্বজনীন বলা যাইতে পারে। কেননা প্রত্যেক ধর্ম্মানুরাগী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকের পক্ষেই ইহা প্রযোজ্য।

গোস্বামী মহাশয় কেশবচন্দ্রকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। সে ভালবাসা ছিল গভীরতম। প্রত্যেকটি কার্য্যে তাহা প্রকাশ পাইত। এখানে দুই একটি গল্প বলিতেছি।

শিষ্যদের কেশব বাবুর কথা উঠিলে বলিতেন—"তাঁহাকে আমরা কত ভাল বাসিতাম। সমস্ত দিন প্রচার করিয়া ক্ষুধিত ও পরিশ্রান্ত হইয়াছি সঙ্গে ছয়টি মাত্র পয়সা আছে, দুই পয়সার মুড়ি খাইয়া কেশববাবুর জন্য চারিটি পয়সার ভাল খাবার লইয়া গিয়াছি।"

একদিন সাধু অঘোরনাথ ও গোস্বামী মহাশয় কোন কার্য্য উপলক্ষে বাগবাজারে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিতে অনেক বেলা হইল। পথে যাইতে যাইতে গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, 'অঘোর অনেক বেলা হইয়াছে, ক্ষুধাও বেশ পাইয়াছে। আমার নিকট পয়সা আছে। চল কোন দোকানে গিয়া কিছু খাই। এই বলিয়া তাঁহারা একখানি মেঠাইর দোকানে গেলেন। সেখানে উৎকৃষ্ট রসগোল্লা দেখিয়া গোস্বামীমহাশয় অঘোরবাবুকে বলিলেন, 'ভাই অঘোর, দেখেছ কেমন সুন্দর রসগোল্লা। কেশববাবু রসগোল্লা অত্যন্ত ভালবাসেন। এস আমরা দুই পয়সার মুড়ি মুড়কি খাইয়া তাঁহার জন্য একটি রসগোল্লা লইয়া যাই।—এই বলিয়া তাঁহারা দুই বন্ধুতে দুই পয়সার মুড়ি মুড়কি খাইয়া কেশববাবুর জন্য একটি রসগোল্লা লইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে খাওয়াইয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলেন। তিনি অনেক সময়ে বলিতেন, কেশব-বাবু বড় ঘরের ছেলে, চিরদিন ভাল খাওয়া ও ভাল ভাবে থাকা অভ্যাস ; তিনি কি আমাদিগের ন্যায় কষ্ট করিতে পারেন ? তাঁহার আহারাদি বিষয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্লেশ দেখিলে তাঁহার বড়ই কষ্ট হইত। এমনি গভীর ছিল তাঁহার কেশবের প্রতি প্রেম। ভারতাশ্রম ১৮৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মহারাণী স্বর্ণময়ীর কাঁকুড়গাছির উদ্যানে একমাস থাকে পরে ১২নং ও ১৩নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটে আনয়ন করা হইয়াছিল।

ভারতাশ্রমে বাস করিবার সময় আবার হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় গোঁসাইজী আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং কিছুদিন চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিয়াই আবার প্রচারক সভার নির্দ্ধারণ অনুযায়ী সারা ভারতবর্ষের নানাস্থানে পরম উৎসাহ সহকারে ধর্ম্ম প্রচারে বাহির হইলেন। এই সময় গোস্বামী মহাশয় রঙ্গপুর, দিনাজপুর, পুনরায় ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, কাছাড়, বগুড়া কোচবিহার প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচার কার্য্যে বাহির হইয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশম অধ্যায়

উত্তরবঙ্গে প্রচার দিনাজপুর, রঙ্গপুর, কোচবিহার, কাকিনিয়া

১২৭৯ সালের (১৮৭২) শ্রাবণ মাসে উত্তরবঙ্গে প্রচার করিতে বাহির হইলেন বিজয়কৃষ্ণ। তিনি প্রথমে রঙ্গপুর গেলেন। সেকালে উত্তরবঙ্গে যাতায়াত যে কিরূপ ক্লেশকর ও বিপজ্জনক ছিল তাহা বর্ত্তমান সময়ে আমাদের কল্পনারও অতীত। তাঁহার সেই সমুদয় প্রচার-বার্ত্তা 'ধর্ম্মতত্ত্ব' প্রভৃতি পত্রে সংক্ষেপে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি রঙ্গপুরে ২১শে শ্রাবণ প্রাতঃকালে উপাসনা ও উপাসনার আবশ্যকতা সম্বন্ধে যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহা অনেকের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। প্রচার বিবরণে লিখিত আছে—" এই বক্তৃতার দ্বারা অনেক দুষ্কর্ম্ম ও পতনশীল ভ্রাতার হৃদয় প্রবলরূপে আহত হইয়াছিল, অনেক নির্জীব হৃদয়ে শান্তি ও পবিত্রতা আসিবার কারণ হইয়াছিল, উপাসনা যে অন্ন পানের ন্যায় অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয় বস্তু তাহা অনেক ভ্রাতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। সেই মহাত্মা নানাপ্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়া সুদুর্গম নদনদী সকল অতিক্রম পূর্ব্বক এই দূর দেশে কেবল আমাদিগের দুঃখ দেখিয়া আগমন করিয়াছেন। হে ভ্রাতৃগণ, ইহা তোমরা বিস্মৃত হইওনা।"

সেদিন সন্ধ্যায় গোস্বামী মহাশয় উপাসনা করেন এবং 'পরকালে বিশ্বাস' বিষয়ে একটি বক্তৃতা হয়। বক্তৃতাটি দীর্ঘ হইয়াছিল। প্রচার বিবরণে আছে ইহা শুনিয়া অবধি সকল লোকের পাপের প্রবৃত্তি কমিয়াছে, পরকালের জন্য জীবন পবিত্র করিতে ইচ্ছা জন্মিয়াছে। এইভাবে তিনি যে কয়দিন সেখানে ছিলেন প্রতিদিন উপাসনা আরাধনা, ধ্যান, কৃতজ্ঞতা, প্রার্থনা প্রভৃতি উপাসনার অঙ্গগুলি এমন গম্ভীর ভাবে সম্পন্ন করিতেন যে সমাগত সভ্যগণ অনেকেই অশ্রুসংবরণ করিতে পারিতেন না।

অক্লান্তকর্ম্মী মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ সেখানে হইতে শ্রাবণের ২৪শে তারিখে আসিলেন কাকিনিয়ার জমিদার মহিমারঞ্জনের বাড়ী। তাঁহার বাড়ীতে থাকিয়া সেখানে জ্ঞান, ধর্ম্ম, ও সভ্যতার সামঞ্জস্য, বিষয়ে যে বক্তৃতা দেন তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে সুরাপান, ব্যভিচার ও উৎকোচগ্রহণ প্রভৃতি দুষ্কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্ম ছিল দেশের ও জাতির কল্যাণের জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্মজীবন যাপন একান্ত আবশ্যক।—সে কথাই বিশেষ করিয়া শ্রোতাদের বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

গোস্বামী মহাশয়ের প্রতি বীতশ্রদ্ধ সেখানে সে সময়ে গোপালচন্দ্র বসু নামে একজন মুন্সেফ ছিলেন, তিনি গোস্বামী মহাশয়ের বক্তৃতার কদর্থ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইহাতে কাকিনিয়ার প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ প্রতিবাদকারীদের প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে কাকিনিয়ার অন্যতম জমিদার জগদীশনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় ছিলেন একজন। তাঁহার অনুরোধে গোস্বামীপ্রভু সেখানে ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত অন্যান্য ধর্ম্মের সম্পর্ক নিরূপণ সম্পর্কে একটি যুক্তিপূর্ণ সুন্দর বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

গোপালবাবুর মনের বাসনা ছিল, গোস্বামী মহাশয়কে অপমানিত করা,—তাঁহার এই দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া অনেকে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন সভাস্থলে না যাইবার জন্য; কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ প্রচারক বিজয়কৃষ্ণ নির্ভীক ভাবে সভাস্থলে যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করিলেন।—সেদিন সভাস্থলে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক পরাজিত ও অপমানিত হইবেন, এ উৎসাহে এবং কৌতুক দেখিতে হিন্দু মুসলমান অনেকে সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

গোপালবাবু বিজয়কৃষ্ণের বক্তৃতার প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। উহার মর্ম্ম এইরূপ: (১) জ্ঞানধর্ম্ম দ্বারা সভ্যতার সামঞ্জস্য করা যায় না, তাহার প্রয়োজনও নাই। (২) ধর্ম্ম শিক্ষা দ্বারা জনসমাজকে ধার্ম্মিক করার চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন। ধর্ম্ম কখনও লোকদিগকে সুখী করিতে পারে নাই; উহা কেবল অশান্তি ও অসদ্ভাব আনয়ন করে। (৩) ব্যভিচার সুরাপান ইত্যাদি যখন সভ্যসমাজে দৃষ্ট হইতেছে তখন উহা উঠাইবার যত্ন করা নিষ্প্রয়োজন। (৪) পাপ পুণ্য বলিয়া কিছু নাই, যাহাতে সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি তাঁহাই পুণ্য, তদ্ব্যতীত পাপ।"

বিরুদ্ধবাদীদের নিন্দা ও গ্লানি কোন কিছুতেই বিচলিত না হইয়া পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ প্রতিবাদকারীর প্রত্যেকটি কথার অতি সুন্দর উত্তর প্রদান করেন। তিনি বলেন:—"মনুষ্যের প্রকৃতিই ধর্ম্ম। ঈশ্বর মনুষ্যের প্রকৃতিতে গভীররূপে ধর্ম্মভাব অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। যতদিন মনুষ্য ও মনুষ্যহৃদয় বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন তাহার ধর্ম্মও থাকিবে। ঈশ্বর, পরকাল, ভক্তি, শান্তি, জ্ঞান, কৃতজ্ঞতা, দয়া, আশা, কামনা প্রভৃতিই মনুষ্যের প্রকৃতি; এবং এইগুলিই তাহার ধর্ম্ম। কোন মনুষ্য এই প্রকৃতিকে ধ্বংস করিতে পারে না। কখনও মনুষ্য প্রকৃত নাস্তিক হইতে পারে না; তাহার প্রকৃতিই তাহাকে বলপূর্ব্বক ঈশ্বরের দিকে লইয়া যায়। যাহারা অনবরত পাপ করে, তাহারা ঈশ্বরের কথা মনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেও ভয় পায়। এই নিমিত্ত মনে করে ঈশ্বর হইতে দূরে অবস্থান করাই ভাল।

"মনুষ্যের ধর্ম্ম নিত্য ও সত্য, সহজ ও স্বাভাবিক। ধর্ম্মালোচনা না করিলে কিম্বা পুনঃ পুনঃ পাপাচরণ করিলে ধর্ম্মভাব মলিন হইতে পারে; কিন্তু একেবারে বিলুপ্ত হয় না। এই স্বতঃসিদ্ধ প্রাকৃতিক ধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্ম। যাহা সত্য তাহাই ধর্ম্ম। যাহা-ধর্ম্ম তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্মে যেমন জ্ঞানের প্রয়োজন, তেমনি ভক্তি ও কার্য্যের প্রয়োজন। জ্ঞান দ্বারা সত্য, সুন্দর, মঙ্গল বিষয় নির্ব্বাহিত হয়; ভক্তি দ্বারা ধ্যান, প্রার্থনা, কৃতজ্ঞতা ও ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়; কার্য্য দ্বারা জগতের ও নিজের মঙ্গল হয়। জ্ঞানের আদর্শ প্রাচীন ঋষিগণ ভক্তির আদর্শ চৈতন্য, বিশ্বাস ও নির্ভরের আদর্শ প্রহ্লাদ বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।" এই সারগর্ভ বক্তৃতা শুনিয়া সকলে তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। এবং সেখানকার শিক্ষিতসম্প্রদায় অনেকেই ধর্ম্মানুরাগী এবং সংস্কারপন্থী হইয়াছিলেন।

কাকিনিয়া হইতে গোস্বামীমহাশয় দিনাজপুর আসিলেন এবং সেখানকার প্রচার শেষে রঙ্গপুরবাসীদের সাদর আহ্বানে আবার আসিলেন রঙ্গপুর। একসময়ে যে রঙ্গপুরবাসী তাঁহার কথা শুনিতে, তাঁহাকে আশ্রয় দিতেও কুণ্ঠিত হইয়াছে এইবার তিনি যখন রঙ্গপুরে আসিলেন, সেখানে যুগান্তর উপস্থিত হইল। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য লোকে লোকারণ্য হইতে লাগিল। একদিন প্রার্থনা শেষে তিনি যখন অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে গাহিলেন ঃ

শেষের সেদিন মন, কররে স্মরণ, ভবধাম যবে ছাড়িবে।
সুখ-স্বপন যত, দেখিছ অবিরত, চিরদিনের মত ফুরাবে।...

"অতএব লও, ব্রহ্মপদে আশ্রয়, যদি বিপদে নিরাপদ হইবে।...ইত্যাদি তখন তাঁহার নিন্দাকারী দল ও কাঁদিয়া চক্ষুর জলে বুক ভাসাইয়াছিলেন। এমন কি ধর্ম্মপিপাসী ব্যক্তিগণ রাত্রি একটা দুইটা পর্য্যন্ত দলে দলে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করিতেন। বহু ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ স্থাপন করিলেন।

অনাহার, অনিদ্রায়, পথক্লেশ, প্রখর রৌদ্র, বর্ষার অবিশ্রান্ত বর্ষণ উপেক্ষা করিয়াও বিজয় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেন। এই প্রচারকার্য্যে নিজের সুখ দুঃখের কথা ভাবিতেন না। এইবার রঙ্গপুর হইতে গোস্বামী মহাশয় সেখানে—ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে কুচবিহারে গেলেন। সেখানে পৌঁছিয়া তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃৎপিণ্ডের পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি শান্তিপুর ফিরিয়া আসিলেন এবং কিছুদিন নির্জ্জনে বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে কেশববাবু বৈরাগ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে কলিকাতা আসিতে লিখিলেন। এ-প্রসঙ্গে গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন:—"আমি কলিকাতায় আসিয়া দেখি কেশববাবু স্বহস্তে রন্ধন করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজে যাহাতে বৈরাগ্যভাব প্রকাশ করে সেজন্য তিনি চেষ্টা করিতেছেন। সেই সময় অনেকের মুখে বৈরাগ্যের প্রশংসা শ্রবণ করিয়াছি।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ব্রাহ্মসমাজকে সুদৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ করিবার জন্য কেশববাবু 'ভারত-আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সে সময় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ও তাঁহার দুই বন্ধুকে লইয়া আশ্রমবাটিকার সর্ব্বোচ্চতলে একটি কুঠরি ভাড়া করিয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহার এক বন্ধু ছিলেন চন্দ্রমোহন মজুমদার, অপর ছিলেন দুর্গাদাস গুপ্ত। দুর্গাদাসবাবু ছিলেন কেশববাবুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা নবীনচন্দ্র সেনের জামাতা। তিনি সে সময়ে মেডিকেল কলেজে পড়িতেন।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন:—"এই সময় কেশবচন্দ্র সেনের গৌরব-রবি মধ্যাহ্ন-গগনে সমুদিত হইয়াছিল। ব্রাহ্ম নরনারী তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। কত কত ব্রাহ্ম তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইয়া আপনাকে চরিতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। বিজয়, শিবনাথ প্রভৃতি ব্রাহ্মগণও তাঁহাকে আদর্শ মানব বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। ইহার বিপরীত কিছু বলিলে তাঁহারা তখন চটিয়া উঠিতেন। ব্রাহ্মিকাগণের গুরুভক্তি পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।"

কেশবচন্দ্রের বাটি লোকে লোকারণ্য! পারিবারিক উপাসনায়, মন্দিরের উপাসনায় সর্ব্বত্র কেশব। ব্রাহ্মসমাজ যেন কেশবময় হইয়া উঠিল। বোধ হইল যেন বৃন্দাবন স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল। নগরের কোলাহলে উদ্বেলিত হইয়া কেশবাবু বিজনবাসের সঙ্কল্প করিলেন।'

সাধনের জন্য কোন্নগরের নিকট মোড়পুকুর গ্রামে একটি উদ্যান ক্রয় করিয়া—"সাধন কানন" স্থাপন করিলেন। "কিন্তু অচিরকাল মধ্যে এই উদ্যান ব্রাহ্ম-নরনারীতে পূর্ণ হইল। এইরূপে কেশবচন্দ্রের বিজনবাস পাণ্ডবদিগের অরণ্য বাস তুল্য হইয়াছিল।"

"কেশববাবুর প্রতি ব্রাহ্মিকাদিগের অনুরাগ দিন দিন উপচীয়মান হইতে লাগিল। গুরুভক্তির আতিশয্যে স্বামী বা অভিভাবকগণ বিশেষ উদ্বিগ্ন ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। কেশববাবুর মনোহর মূর্ত্তি, প্রতিভা-বিচ্ছুরিত মুখ-কান্তি, মধুর ও চিত্তপ্রমাথি সম্ভাষণ, এবং হৃদয়-বিদারি নয়নযুগল—প্রকৃতই ব্রাহ্মিকাগণকে উন্মাদিত করিয়া তুলিয়াছিল। বস্তুতঃই তিনি কেশবাবতার হইয়া উঠিয়াছিলেন। এদিকে ব্রাহ্মিকাগণের কেশবানুরাগের বৃদ্ধির পরিমাণানুসারে ব্রাহ্মগণের অন্তরে কেশববিদ্বেষ অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর স্রোতের ন্যায় ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত ও অন্তঃপ্রবাহিত হইতে লাগিল। একদিন ইহার প্রমাণও প্রত্যক্ষ করিলাম। বিজয়ের শ্বাশুড়ী ও স্ত্রী ভারত-আশ্রম হইতে একদিন কেশব-কাননে যাইবার জন্য শকটারোহণ করিয়াছেন—এই সংবাদ পাইয়া বিজয় ভারত-আশ্রমের সম্মুখস্থ শকটের-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমার সহিত বিজয়ের পরিবারবর্গের বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। বিজয় দ্রুতপদে যাইতেছেন দেখিয়া আমি তাঁহার পশ্চাদগামী হইলাম। বিজয় আরক্তলোচনে পত্নীকে ও ঠাকুরাণীকে শকট হইতে অবতরণ করিতে বলিলেন। বিজয়ের শ্বাশুরী বলিলেন যে 'আমি নামিব না—আমি জামাই ত্যাগ করিতে পারি, তথাপি গুরুকে ত্যাগ করিতে পারিব না'। বিজয়ের স্ত্রী জননীর অনুবর্ত্তন করিয়া বলিলেন যে, 'আমি স্বামী পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি, তথাপি গুরুকে ত্যাগ করিতে পারি না।" সেইস্থানে বিজয় বই আর কেহ ছিলেন না। বিজয় বজ্রাহতের ন্যায় হতচেতন হইয়া তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। এদিকে শকট আরোহিণীদ্বয়ের আদেশে গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল। অনেকক্ষণ পর ধৈর্য্য ধরিয়া তিনি আশ্রমাভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন। সেই বীরের হৃদয়ে তখন যে সঙ্কল্প সঞ্চার হইল—কিছুকাল পরে তাহা কার্য্যে পরিণত হইল। সে সঙ্কল্প তখন তাঁহার অতলস্পর্শ হৃদয়-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছিল। বাহিরে কেহ কিছু জানিতে পারিল না।" *

কলিকাতা আসিবার পরের বৎসর, কেশবচন্দ্র ১৮৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বন্ধুজন সহ প্রচারার্থে যাত্রা করিয়াছিলেন। প্রচারার্থ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গমন করেন। যে সকল বন্ধু তাঁহার সঙ্গী ছিলেন তাহার মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ ছিলেন অন্যতম। এ যাত্রায় বাঁকিপুর, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, অযোধ্যা, দেরাদুন, লাহোর, অমৃতসর, আগ্রা, কানপুর, জব্বলপুর প্রভৃতি স্থানে, কীর্ত্তন ও বক্তৃতা উপদেশ প্রভৃতির দ্বারা সর্ব্বত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের বাণী প্রচার করিয়া কলিকাতা সাম্বৎসরিক উৎসবের জন্য কেশব ও বিজয় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

[নব্যভারত, সপ্তদশ খণ্ড, দশম সংখ্যা, মাঘ ১৩০৬-৫৪৪-৫৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একাদশ অধ্যায়

যোগ ও ভক্তি, মন্ত্রে দীক্ষা—বাগআঁচড়া, নির্জ্জন সাধন ব্রত

কেশবচন্দ্র নিজে বৈরাগ্য সাধন ব্রত ও ভক্তি সাধন ব্রত গ্রহণ করেন। এবং ঐ সময়ে তিনি ১২৮২ সনের ৫ই ফাল্গুন একটি বক্তৃতায় সাধনের শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে অতি সুন্দরভাবে আলোচনা করেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন: "যাঁহার মনের গতি যে দিকে বেশী প্রবল তিনি যদি সেই দিকে যাইতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে পরিশ্রম সফল এবং জীবন গঠিত হইবে। যাঁহার ভক্তি প্রেমের দিকে গতি তিনি ভক্ত হইয়া সর্ব্বদা ব্রহ্মানন্দ রসসাগরে মগ্ন থাকিতে যত্ন করেন। যিনি ধ্যান যোগ, বৈরাগ্য, দর্শন, শান্তি ভালবাসেন তিনি কঠোর তপস্যাও ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা যোগ সাধনে প্রবৃত্ত হউন। যিনি কেবল সৎকার্য্য দ্বারা জনসমাজের উপকার করিতে অভিলাষী তিনি সেবকের পদ গ্রহণ করুন। আপনার অন্তরে ঈশ্বরের অভিপ্রায় বুঝিয়া যিনি যে বিভাগে জীবন অতিবাহিত করিতে প্রবৃত্ত হন তিনি তাহার দ্বারাই মুক্তিলাভ করিবেন।"

এই উপদেশের পর গোস্বামী মহাশয়ের শাশুড়ী—মুক্তকেশী ভাদুড়ী সেবিকা বা পরিচারিকা ব্রতের জন্য সংযমব্রত গ্রহণ করিলেন, গোস্বামী মহাশয়ের বাল্যবন্ধু সাধু অঘোরনাথ যোগ শিক্ষার্থ, বিজয়কৃষ্ণ ভক্তি ও যোগ শিক্ষার্থ, গৌর গোবিন্দ রায় জ্ঞানসাধনব্রত গ্রহণপ্রার্থী হইয়াছিলেন। ১২৮২ সনের ৭ই ফাল্গুন, এবং ১৩ই ফাল্গুন ইঁহারা ব্রতগ্রহণের প্রার্থী হইয়াছিলেন। ইংরাজী ১৮৭৬-১৮ই ফেব্রুয়ারী এবং ২৪শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতাতে এইরূপ স্থির হইয়াছিল।

সাধু অঘোরনাথ ও বিজয়কৃষ্ণকে কেশবচন্দ্র কলুটোলা গৃহে ব্রতদান করেন। যোগ ভক্তির সংযম ব্রত গ্রহণকালে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় সপ্তদশ সংযম-বিধি পাঠ করেন। তাহা এই—প্রাতঃস্মরণ, প্রাতঃস্নান, নাম শ্রবণ, নাম গান, উপাসনা, বিবিধগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত ভক্তি বিষয়ক শ্লোকাদি পাঠ, রন্ধন, দরিদ্রকে অন্নদান, সেবা, পশুপক্ষী সেবা, বৃক্ষলতাদি সেবা, আহার, প্রাতঃকালে পঠিত শ্লোকাদি পরহিতার্থে পুনরাবৃত্তি, সৎ প্রসঙ্গে নির্জ্জনে স্তব ও কীর্ত্তন, ভক্তদের নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

উক্ত বিধি পঠিত হইবার পর—গোস্বামী মহাশয় আচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"ভক্তি শিক্ষার্থী হইয়া আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, দয়াময় ঈশ্বর আমার শুভ সংকল্প সিদ্ধ করুন।"

উপস্থিত প্রচারক মণ্ডলী বলিলেন,—"আমরা সকলে ভক্তি শিক্ষার্থী ভ্রাতাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি।" যোগশিক্ষার্থী সাধক অঘোরনাথ সম্বন্ধে ও অনুরূপ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল। আচার্য্য কেশবচন্দ্র নিম্নলিখিতরূপ উপদেশ দ্বারা ব্রতদান করেন। তিনি এই দুইজন যোগ ও ভক্তি শিক্ষার্থীকে লক্ষ্য করিয়া বলেন: তোমরা দুইজন এক সময়ে সংসার ছাড়িয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়াছিলে। থাক্ পড়িয়া থাক্ সংসার, একথা বলিয়া তোমরা সেবার চলিয়া গিয়াছিলে। সেবার বাহ্যিক সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলে, এবার মানসিক সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাও। অন্তরের সংসার, অন্তরের পাপ-বিকার পড়িয়া থাক্, এই কথা বলিয়া চলিয়া যাও। এবার উপাসনার ভিতরে তোমরা গভীর সাধনে নিযুক্ত হইবে। তোমরা এখনও ভাল করিয়া ঈশ্বরকে দেখ নাই, যাঁহাকে দেখিলে আনন্দসাগরে পরম যোগী, পরম ভক্ত ভাসেন, যাঁহার সৌন্দর্য্য সর্ব্বদাই ভক্তদিগকে অনুরঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে,—সেই ঈশ্বর কোথায়? সম্মুখে তাকাইয়া দেখ। বহু দূরে। এই পথ অতিক্রম করিয়া যখন তোমরা সেই স্থানে যাইবে। তোমাদের প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হইবে।'

বিজয় এবং অঘোর, তোমরা সেখানে গিয়াও দেখিবে, তোমাদের ইচ্ছা হইবে, আরও উচ্চতর ক্রমে গিয়া উপস্থিত হইবে। উপাসনা কেবল তীর্থ-ভ্রমণ। —কতক দূরে গিয়া দেখিবে, আবার সব ফেলিয়া যাইতে হইবে। এইরূপে কতবার যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে, কতবার শেষ করিতে হইবে, তাহার সীমা নাই। তোমাদিগকে আজ আদর করিব না, বড়লোক বলিয়া সম্মান করিব না। তোমাদিগকে ক্ষুদ্রকীট বলিয়া তোমাদের ভ্রাতাভগ্নীদিগের পদতলে ফেলিয়া দিতেছি। তোমাদিগকে রাজবেশ দিব না। ধার্ম্মিকদিগের মধ্যেও গণ্য করিব না। ব্রত দান তোমাদিগকে বড় করিবার জন্য নহে। —তোমাদের স্থান ভ্রাতাদিগের মস্তকের উপর নহে, কিন্তু সকলের পদতলে। সেবার বিষয় আগে ভাবিবে, সেবার জন্য তোমরা ভৃত্য হইয়াছ। তোমরা চিরকাল বিনয়ের দৃষ্টান্ত দেখাইবে। ইন্দ্রিয়-সংযম অতি কঠিন কার্য্য; কিন্তু যে ইন্দ্রিয় সংযম না করে, সে মরে। যদি রসনা শুদ্ধ না হয়, হস্ত পবিত্র না হয়, শুদ্ধাচার না হও, সকলই বৃথা। ঈশ্বরের বলে বলী হইয়া বলিবে, দূর হও ক্রোধ, দূর হও লোভ, দূর হও অহঙ্কার, দূর হও অসূয়া দ্বেষ, দূর হও সংসারাসক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দূর হও মানঅকাঙ্ক্ষা, দূর হও স্বার্থপরতা, ব্রহ্ম বলে বলী হইয়া এই কয়জনকে প্রতিদিন দূর হও বলিয়া বিদায় করিয়া দিবে, তপস্যার নিকট আসিতে দিবে না।'

'ভক্তির অনেক প্রণালী এবং অনেক লক্ষণ আছে। চক্ষু হইতে অশ্রু পড়িবে, নাম শুনিবামাত্র আনন্দে নৃত্য করিবে, পাঁচজন ভক্ত একত্র হইয়াছেন ইহা দেখিবামাত্র আনন্দিত হইবে। নামে ভক্তি, প্রেমে ভক্তি, এ সমুদয় ভক্তের লক্ষণ। দিবস রাত্রিতে ভক্তি তোমার স্বর্গ হইবে। ভক্তিতে আহ্লাদ হইবে। চির প্রসন্নতা ভক্তের লক্ষণ।

যোগধর্ম্ম শিক্ষার্থী অঘোরকে ও তিনি উপদেশ দিলেন অনুরূপভাবে এরূপ যোগসাধন করিবে যে, তোমার সমস্ত প্রাণের স্রোত ভিতরে যাইবে। শান্ত, প্রশান্ত, সুগম্ভীর মুখ তুমি দেখিবে।—পরমহংসের ন্যায় এই বিবর্ণ অসার জগতের মধ্যে থাকিয়াও সেই নিত্য পদার্থ দর্শন করিবে। এই অসার সংসার মধ্যে হংসের ন্যায় কেবল সার গ্রহণ করিবে।"

তোমরা দুইজনে এই স্বর্গ গ্রহণ কর। তোমাদের চারিদিকে যাঁহারা বসিয়া আছেন, তোমাদের সঙ্গে তাঁহাদের কিছু ব্যবধান রহিল। তোমাদের ভিতর দিয়া যাহা কিছু জ্যোতিরবার্ত্তা আসিবে তাঁহারা তাহাতেই শিক্ষালাভ করিবেন।

আমি ও ব্রত গ্রহণ করিলাম, আমি ও তোমাদের নিকট শিক্ষা করিব। শিক্ষা করিয়া শিক্ষা দিব। শিক্ষা দিয়া শিক্ষা করিব। এই প্রকার ধর্ম্ম জ্ঞান-বিনিময়ের ভিতরে বসিয়া, এই ধর্ম্ম-ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছি, —হে দয়ারসাগর, হে আমাদের জীবনের জীবন, আমাদের ভার তোমার হস্তে, তব হস্তে আমাদের জীবন রাখিতেছি। গূঢ় কথা সকল গোপনে বলিবে। সাধারণ মন্ত্রদাতা, এখন আমাদিগকে সাধারণ মন্ত্রে দীক্ষিত কর। তোমার চরণাথাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর।"

অঘোরনাথ ও বিজয়কৃষ্ণ পঞ্চদশ দিবস সংযমব্রত পালন করিলে পর ভক্তি ও যোগ সম্বন্ধে ব্রত গ্রহণ করেন। উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় জ্ঞানব্রত গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের প্রতি যে সমুদয় দৈনন্দিন কর্ত্তব্য ও নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা এই মাসিককৃত্য,—পিতৃমাতৃ সেবা, পত্নী সেবা, বিরোধী ও ভ্রাতৃ সেবা, সন্তান সেবা, দাসদাসী ও দীন সেবা, পশুপক্ষী সেবা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিত্যকৃত্য ঃ—প্রাতঃস্মরণ, নামসাধন, উপাসনা, পাঠ্যকার্য্য সৎপ্রসঙ্গ ; নিদিধ্যাসন ও চিত্তসংযম।

কলুটোলা, শুক্রবার, ১৭৯৮ শক ; ২১শে এপ্রিল, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ ১০ই বৈশাখ আচার্য্য কেশবচন্দ্র শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে বরণপূর্ব্বক বলিলেন, আমার শ্রদ্ধাও প্রীতির উপহার স্বরূপ এই বস্ত্রাদি আপনি গ্রহণ করুণ।

বিজয়। গ্রহণ করিলাম।

কেশব। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

বিজয়। প্রসন্ন হইলাম।

কেশব। আপনি ঈশ্বরভক্ত, আপনি বড়, আমি ক্ষুদ্র, আমি আপনাকে প্রণাম করি। আপনাকে দিলে ঈশ্বর স্বয়ং তাহা হস্তে লন, আপনাকে আক্রমণ করিলে তাঁহার প্রতি আঘাত করা হয়, আপনার অভ্যন্তরে তিনি অবস্থান করিতেছেন, আমি সেই ভক্তবিহারীকে প্রণাম করি।

এইরূপ ভক্তিব্রত গ্রহণ করিবার পর—গোস্বামী মহাশয় ও অঘোরনাথ প্রতিদিন অপরাহ্নে ৩ ঘটিকায় সময় আচার্য্যের নিকট উপদেশ শুনিতেন। সে সময়ে কেশব বাবু তাঁহাদের বাসগৃহ তৃতীয় তলের সম্মুখস্থ দ্বিতলে কুটির নির্ম্মাণ করাইয়া স্বহস্তে রন্ধন ও ভোজন করিয়া বাস করিতেন। এ সময়ে তিনি যে সমুদয় উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা পরে 'ব্রহ্মগীতোপনিষৎ' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

গোস্বামী মহাশয় এবং অন্যান্য সাধকগণকে সাধনের অনুকূল নিম্নলিখিত নিয়মগুলিও গ্রহণ করিতে হয়, বিশেষ প্রয়োজন ও অনুমতি ব্যতীত কানন ত্যাগ, আলস্য, উপবাস, পরনিন্দা, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, কুতর্ক, অনুমতি বিনা ফুল পাড়া এসব পালন করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। গোস্বামী মহাশয়ের উপর যে সমুদয় ভার দেওয়া হয়, তাঁহার মধ্যে অতিথি-সমাগমে দণ্ডায়মান, তাঁহার যথোচিত সেবা। বিশেষ ভার গোস্বামী মহাশয়ের প্রতি ঘাট ও উপাসনাস্থানের পরিষ্কার করার ভার অর্পিত হয়। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞায়ও আবদ্ধ হইতে হয়।

১। আমি কোন বিষয়ে মনে অহঙ্কার আসিতে দিব না, ২। আমি নারী সম্বন্ধে কোন কুচিন্তা মনে আসিতে দিব না। ৩। আমার জিহ্বা আমোদ-প্রমোদে বা অসাবধানতাবশতঃ মিথ্যা বলিবে না, ৪। আমি কাহারো হৃদয়ে শক্ত কথা দ্বারা পীড়া দিব না, চিন্তায় বাক্যেতেও কার্য্যে আমি অনুগত দাসের ন্যায় থাকিব। ৫। আমি ভ্রাতাদিগের প্রসন্নতা ও আশীর্ব্বাদের জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বদা ব্যাকুল হইব, আমি নিজের মঙ্গল সাধু সেবা ও জগতের হিতসাধন জন্য উপযুক্ত পরিশ্রম না করিলে ঈশ্বরের ধনভাণ্ডার লইব না।

[কলুটোলা, ২৭শে বৈশাখ, ১৭৯৮ শক, এই যে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।], এই তারিখে আর একটি অনুষ্ঠান হয় তাহা 'নামগ্রহণ।'

শিক্ষার্থীদ্বয় বলিলেন : "অদ্য হইতে আমরা উভয়ে ভিন্ন পথে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আর আমাদের এখানে সাধনাবস্থায় একত্র হইবার সম্ভাবনা নাই। আমাদিগের আশা সাধনে সিদ্ধ হইয়া আমরা যথাস্থানে উত্তীর্ণ হইলে পুনরায় একত্র মিলিত হইব।

এইরূপ বলিয়া উভয়কে প্রণাম করিয়া কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া পুনরায় একত্রে কুটিরে প্রবেশ পূর্ব্বক শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, নাম গ্রহণার্থ তথায় অবস্থিতি করিলেন। শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত কুটির হইতে বহির্গত হইয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন।

আচার্য্য—এইবার হরিসুন্দর; এই নাম তিন বার শুনাইলেন বিজয়কৃষ্ণকে। তারপর বলিলেন :—হে ভক্তিশিক্ষার্থী, তুমি যে নাম-মন্ত্র শিক্ষা করলে, এই নাম আমাকে তিন বার শ্রবণ করাও, হরিসুন্দর, হরিসুন্দর, হরিসুন্দর। আমি তোমায় দশবার শ্রবণ করাই। তুমি মনে মনে কিয়ৎকাল এই নাম জপ কর। এই নাম বক্ষে, কর্ণে, জিহ্বায়, হৃদয়ে, প্রাণে রাখিবে।—এই নাম রূপ করিয়া দর্শন কর, শব্দ করিয়া শ্রবণ কর, রস জানিয়া আস্বাদ কর, প্রেম জানিয়া হৃদয়ে ধারণ কর, মুক্তি জানিয়া প্রাণের ভিতর রাখ। এই নাম আপনি বাঁচিবে, পরকে বাঁচাইবে। নাম সর্ব্বস্ব। ইহকাল পরকাল নাম ভিন্ন আর কিছু নাই। —নাম সৎ, অতএব নাম সার কর।

এই সময় হইতে গোস্বামী মহাশয়ের স্বভাবসিদ্ধ ভক্ত হৃদয়ে প্রেমের বন্যা ডাকিল; ভক্তির পবিত্র মন্দাকিনী ধারা তাঁদের মনও প্রণ সরস সুন্দর করিল। বৈষ্ণবধর্ম্ম শাস্ত্রের ভক্ত ও ভক্তি সম্বন্ধে যে লক্ষণ বর্ণিত আছে প্রকাশ পাইতে লাগিল। নির্জ্জন সাধনের জন্য গোস্বামীমহাশয় মধ্যে মধ্যে ইডেনগার্ডেনে যাইতেন। গমন সময়ে তিনি প্রতিদিন দেখিতেন, একটি লোক পথের ধারে বসিয়া লোকের ছেঁড়া জুতা মেরামত করিয়া দেয়। কিন্তু কখনও কাহার নিকট মজুরি যাচে না। যে যাহা দেয় তাহা লয়। পাদুকা সংস্কারকের এই কার্য্য তাঁহার নিকট নিতান্তই অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইল। তিনি একদিন সন্ধ্যাকালে তাহার অনুসরণ করিলেন। এই লোকটি খিদিরপুরে থাকিত। কাজ শেষ করিয়া সে তাহার বাসাতে উপনীত হইয়া গঙ্গাস্নান করিল। পরে বিগ্রহ ও তুলসীর অর্চ্চনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

করিয়া তাহার সমস্ত দিনের অর্জ্জিত পয়সার দ্বারা ঘৃত আটা প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনিল এবং রুটি তরকারী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরকে ভোগ দিল। তাহার পর উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে প্রসাদ বণ্টন করিয়া দিয়া আপনি ভোজন করিল। সে প্রতিদিন যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহা সমস্তই এইরূপে ব্যয় করিত। ভবিষ্যতের জন্য কিছুই সঞ্চয় করিত না। গোস্বামী মহাশয় তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া জানিতে পারিলেন যে তিনি একজন উচ্চ সাধক। কর্ম্ম ক্ষয়ের জন্য তাঁহার গুরু তাঁহাকে এই কর্ম্ম করিতে আদেশ দিয়াছেন। গুরু আজ্ঞায় তিনি এইরূপ করিতেছেন। লোকের নিকট পয়সা চাওয়া গুরুদেবের নিষেধ এজন্য তিনি কাহারও কাছে পয়সা চাহিতেন না।

ভারতআশ্রমে অবস্থান কালে রাত্রিতে নির্জ্জনে সাধন করিতেন বিজয়। বহুক্ষণ ছাদের উপর একাকী ধ্যানস্থ থাকিয়া পরে নীচে শয়ন করিতে আসিতেন। সাধু সন্ন্যাসীদের দর্শনে, তাঁহাদের সহিত আলাপ-পরিচয় করিতে খুব ভাল বাসিতেন, কত দিন গঙ্গার ঘাটে সন্ধ্যার সময় ভস্মলেপিত জটাধারী সন্ন্যাসীদের নিকট বসিয়া থাকিতেন। তাঁহাদের সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতেন, হয়ত কোন একজন বৈষ্ণব তাঁহাকে তিলক পরাইয়া দিয়াছেন সেই তিলক পরিয়াই আশ্রমে ফিরিতেন।

এইরূপ সাধন ভজনে নিয়ত আছেন—এমন সময় প্রায়ই ভারতআশ্রমে নানারূপ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিতে লাগিল। তখন তিনি কলিকাতার কল—কোলাহল হইতে মুক্তি পাইবার উদ্দেশে তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত প্রথম প্রচারের স্থান বাগআঁচড়া গ্রামে গমন করিলেন। তিনি নিজে লিখিয়াছেন—"এইরূপ সাধন ভজন চলিতেছে। এ সময়ে পুনঃ পুনঃ দুর্ঘটনা উপস্থিত হওয়াতে কতিপয় প্রচারকের সহিত সহিত আমার বাদানুবাদ হয়। এই সকল কারণে আমি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া সপরিবারে বাগআঁচড়া গ্রামে গিয়া অবস্থিতি করিলাম।

বাগআঁচড়া গ্রামে গোস্বামী মহাশয় সপরিবারে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। পল্লী-সংস্কার সম্বন্ধে বিজয়কৃষ্ণের যত্ন ও চেষ্টা ছিল অতীব প্রশংসনীয়। সেকালে দেশের লোকের এ জ্ঞান ভাল করিয়া জন্মে নাই যে নিজের বা পরিবার-বর্গের সুখ ও কল্যাণ ছাড়া সমাজের ও জাতির সুখ ও কল্যাণ বলিয়া একটি জিনিষ আছে। দশ জনের হিত ব্যতিরেকে নিজেরও হিত হইতে পারে না। সমাজের ও জাতির মঙ্গলের জন্য নিজের ও নিজের পরিবারের সুখ স্বার্থ বলি দেওয়া উচিত। পুরুষ যেমন দেশের লোক, নারীরাও তেমনি দেশের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোক। সমুদয় কুসংস্কার দূর করিয়া পল্লীর সেবা দ্বারা ধর্ম্মের প্রচারই ছিল বিজয়ের জীবনের লক্ষ্য ও সাধনা। পল্লী উন্নয়ন ও পল্লীসংস্কারে তাঁহার অবদান স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

বিজয়কৃষ্ণ বাগআঁচড়া গ্রামে আসিয়া ব্রাহ্মসমাজের নির্জ্জন উদ্যানে বসিয়া ধ্যান ও ধারণা এবং যোগ সাধন করিতেন। বাগআঁচড়া ও তাঁহার নিকটবর্ত্তী কয়েকখানি-গ্রামে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। ব্রাহ্মসমাজ এবং স্কুল স্থাপনাদি করিয়া ঐ সকল গ্রামবাসীদের যে কত মঙ্গল ও উপকার সাধন করিয়াছিলেন তাহা বলিয়া বোঝান যায় না। সে গ্রামের অধিবাসীরা তাঁহার মহৎ কার্য্যের জন্য চিরদিন ঋণী হইয়া থাকিবে।

একবার উৎসবের সময় সেখানকার মন্দিরের প্রাঙ্গণে পশ্চিমে কিছু দূরে বাজিতেছিল নহবত, সকলে কীর্ত্তন করিতে করিতে উপাসনা গৃহে যাইতেছিলেন,—মিলিত কণ্ঠে গীত হইতেছিল ঃ

চল ভাই সবে মিলি যাই সেই পিতার ভবনে ;
শুনেছি নাকি তাঁর বড় দয়া দুঃখী তাপী কাঙ্গাল জনে।
কাঙ্গাল বলে দয়া করে কেহ নাই মোদের ত্রিসংসারে ;
আর কে বুঝিবে মর্ম্মব্যথা দয়ার সাগর বিনে॥

সেদিন উপাসনা—মন্দিরে একে একে সকলে প্রবেশ করিলে ভক্তিভাজন গোস্বামী মহাশয় মধুর ভাবে মর্ম্মস্পর্শী উপাসনা করিবার পরে নিজে গাহিলেনঃ

আহা কি অপরূপ হেরি নয়নে, মিলে বন্ধুগণে
প্রীতি প্রফুল্ল হৃদয়ে, ভক্তি কমল লয়ে
করেন অঞ্জলি দান বিভু চরণে॥
স্নেহময়ী মাতা হয়ে, পুত্রকন্যাগণ লয়ে।
বসেছেন আনন্দময়ী আনন্দ ধামে॥
নিমন্ত্রণ করি সবে, এনেছেন এই মহোৎসবে
বিতরিতে প্রেম অন্ন ক্ষুধিত জনে॥

সেদিন কাঙ্গালীদিগকে চাউল ও পয়সা দেওয়া হইল। এবং অন্ধ আতুর, প্রাচীন ও প্রাচীনাদিগকে চাউল ও বস্ত্রদান করা হইল, পরে ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকা দিগের প্রীতি ভোজন হইল। আহারের সমুদয় ব্যয় সেখানকার রূপচাঁদ হালদার মহাশয় বহন করিয়াছিলেন।

বিপন্নের সেবা ছিল তাঁহার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। একদিন সেখানকার একজন নারীর জীবন রক্ষা করিলেন আশ্চর্য্য ভাবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজয় সাপ্তহিক উপাসনায় বসিয়াছেন,—উপাসনাতে মন স্থির হইতেছেনা। এই হেতু তিনি সংক্ষেপে ব্রহ্মোপাসনা শেষ করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন স্থানীয় একজন ভদ্রলোক তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহার নাম ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি গোস্বামী মহাশয়কে তাঁহার ভ্রাতৃবধূর প্রসব বেদনা আরম্ভ হওয়ায় ভীষণ ক্লেশ পাইতেছেন বলেন। আপনি অনুগ্রহ করে একবার আমাদের বাড়ীতে চলুন। তখনই চলিলেন তাঁহার সহিত, গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশক্রমে ব্যবস্থা করায় মহিলা একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। অপরাহ্নে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ভক্তিভাজন গোস্বামী মহাশয়কে একথালা সন্দেশ পাঠাইয়াদিলেন। তিনি সেই সন্দেশ বিলাইয়া দিলেন স্কুলের ছাত্রদের।

একদিবস রবিবার স্কুল বন্ধ। গোস্বামী মহাশয় ফুলবাড়িয়া গ্রামে এক বাড়ীতে ১০টার মধ্যে আহার করিতে বসিয়া অনেকের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করিতেছেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন, ঐ গ্রামে এক কারিকর মুসলমানের গৃহে অগ্নি লাগিয়াছে। যেই শুনা, অমনি উর্দ্ধশ্বাসে কোমরে বস্ত্র জড়াইতে জড়াইতে সেই বাড়ীর দিকে ছুটিলেন। তিনি যে বাড়ীতে বসিয়াছিলেন, সেই বাড়ী হইতে ঐ অগ্নি লাগা বাড়ীটি প্রায় ২০৷২৫ রসি দূর হইবে। তাঁহার সঙ্গে ২০ কি ২৫ জন লোক গেলেন। তাঁহারা মিলিত হইয়া ঘরখানি রক্ষা করিলেন। এইরূপ ছুটাছুটি ও পরিশ্রমে গোঁসাইজী এতদূর ক্লান্ত হইয়াছিলেন যে, পাশের এক বাড়ীর উঠানে সামান্য একটি নোংরা কলসির জল লইয়া হাতে মুখে দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব কুবের জোলার অন্ন পাইয়া প্রেম বিলাইয়াছিলেন; এই ভক্ত মহাত্মাও তাহাই করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাগআঁচাড়ায় বাস-কালে, এক ক্রোশ-দেড় ক্রোশ দূর হইতে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ ও খ্রীষ্টীয় পাদরিরা তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মালাপ করিতে আসিতেন এবং সন্তুষ্ট হইয়া যাইতেন।

সে সময় বিজয় একবৎসর কালের জন্য একটি ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন অন্য কাহারও হাতের রান্না অন্ন আহার করিতেন না। নিজে রন্ধন করিয়া খাইতেন। প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া এক যোড়া করতাল হাতে লইয়া নাম গান করিতে করিতে কোন ব্রাহ্মের বাড়ীতে উপস্থিত হইতেন তাঁহার মুখে এই গানটি শোনা যাইত,—'সদাই হরিবল, হরিবল, হরি নামের নাই তুলনা সদাই হরিবল। যদি বিষয়েতে সুখ হতোরে, তবে লালজী ফকির হত না। অজামিল পাপী ছিল, হরিনামে তরে গেল, তারে যমদূতে ছুঁতে পারিল না। এই গানটি যখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শেষ হইত, তখন বলিতেন—"ভিক্ষা"। গৃহকর্তা এবং গৃহকর্ত্রী একজন মানুষের আহারের উপযুক্ত চাউল ও অন্যান্য দ্রব্যাদি দিতেন। তারপর বাড়ী আসিয়া নিজ হাতে রান্না করিয়া আহার করিতেন।

বাগআঁচাড়া বাস কালেও তিনি অনাসক্ত হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রকন্যার কথা ভাবিতেন না। একদিনের ঘটনার কথা বলি; তাঁহার শিশুসন্তানের দুগ্ধ নাই; তাঁহার শ্বাশুরী ঠাকুরাণী জানাইলেন বলিলেন দুধের কথা, কিন্তু তাঁহার সে কথা শুনিয়া তিনি স্থির হইয়া রহিলেন। কোনরকম চিন্তা কি উদ্বেগের ভাব দেখা গেল না। স্থিরভাবে থাকিয়া বলিলেন, "ভাতের মাড় খাওয়াইয়া দিন।"

বাগআঁচাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রূপচাদ মল্লিক মহাশয় গোস্বামী মহাশয়ের অভাব অভিযোগের কথা প্রচারক সমাজে জানাইলেন—১৬ শ্রাবণ সোমবার, ১৭৯৯ শক। সেদিনকার প্রচারসভায় শ্রীকেশবচন্দ্র সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। "শ্রীযুক্ত রূপচাঁদ মল্লিকের পত্র পাঠের পর স্থির হইল যে, শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং তাঁহার পরিবারের সংসার খরচ জন্য প্রচার কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ প্রতিমাসে উপযুক্ত অর্থ প্রেরণ করিবেন।"

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের মধ্যে ছিল ঐশীশক্তির পূর্ণ বিকাশ। তাঁহার সেবা, শিক্ষাদান ও চিকিৎসার কৃতিত্ব বাগআঁচড়া ও তাহার আশেপাশের পল্লীতে-পল্লীতে প্রচারিত হইয়াছিল। সে সকল গ্রামের দীন-দরিদ্র, রোগী আর্ত্ত সকলেরই ছিলেন তিনি প্রিয় "গোঁসাই প্রভু"। লোকের তাঁহার উপর কিরূপ শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও বিশ্বাস ছিল তাহার একটি গল্প বলিতেছি।

বাগআঁচড়ার কাছে বাগুড়ি নামে একটি পল্লীতে ছিল মুসলমানের বাস। সে গ্রামের একটি মুসলমান রমণী, বয়স তাহার ৬০ কি ৬৫ বৎসর। পেটের বেদনায় সমস্ত রাত্রি ছটফট করিতেছিল এমন সময় স্বপ্নে কে একজন তাঁকে বলিলেন:—তোর রোগমুক্তি হবে, বাগআঁচড়া গ্রামে বিজয় গোঁসাই আছেন, তাঁহার কাছে গিয়ে বল্, সে তোর বেয়ারাম ভাল করে দিবে।"

রাত্রির শেষ ভাগে এই স্বপ্নটি দেখিয়া সে বৃদ্ধ আর নিদ্রা যাইতে পারিল না। রাত্রি প্রভাত হইলে সে বাগআঁচড়ার দিকে রওয়ানা হইল। পথের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি প্রতিদিন প্রত্যূষে বায়ুসেবন জন্য বাহির হইতেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সেই বৃদ্ধা গোস্বামী প্রভুর পা জড়াইয়া কহিলেন—"বাবা আমাকে ঔষধ দেও, আমার আর কষ্ট সহ্য হইতেছে না। সমস্ত রাত্রি কি ভাবে গিয়েছে, তা উপরে অল্লাহাকিম জানেন। তিনি আমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার নিকট পাঠিয়েছেন। যাহা দেবে দেও, নইলে আমি তোমার কাছে আত্মহত্যা করবো।

বিজয় বলিলেনঃ মা আমার কাছে ত কোন ঔষধ নেই। বৃদ্ধা কি শোনে? পরে তাহার করুণ-ক্রন্দনে বিগলিত হইলেন, গোস্বামীমহাশয়—কি করিবেন ভাবিতেছিলেন হঠাৎ আছটি গাছের কতকগুলা পত্র আর ঐ গাছের কতকগুলা ফুল (মঞ্জরী) আনিয়া দিয়া বলিলেন—'লবণ দিয়ে বেটে খেয়ে ফেলো।'

কিছুদিন পরে সেই মুসলমান মহিলা আসিয়া বলিলঃ—"বাবা তুই আমার জান দিয়েছিস্; খোদা তোর কাচ্ছা-বাচ্ছা ভাল রাখুন। আমার বেদনা সেরে গেছে।

গোঁসাইজী বলেনঃ—আমি ১২৭০ সাল হইতে ১২৮৯ সাল পর্য্যন্ত ১৯ বৎসর বাগআঁচড়ায় বাস করিয়া, তত্রত্য ব্রাহ্মদিগের অবস্থা যাহা অবগত হইয়াছি—তাহার স্থূল স্থূল বিবরণ দিতেছি।—তাঁহারা সরল, তাঁহাদের হৃদয় গুরুভক্তি পূর্ণ ও তাঁহারা সেবাপরায়ণ। এই সকল গুণ বলিয়া এত দীর্ঘকাল তথায় তাঁহাদের সহবাসে অবস্থিতি করিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই গুরুগিরি করেন। পূর্ব্বের গুরুমহাশয়দিগের বিদ্যা তাহা অনেকেই জানে, বাঙ্গলা হস্তলিপি ও শুভঙ্করী, শিশুবোধ পড়াইতে পারিলে এক রকম পাঠশালার কার্য্য সম্পন্ন হইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইঁহারা গুরুগোষ্ঠি, কিন্তু আমি যখন সেখানে ছিলাম ইঁহাদের উপর আমার গুরুগিরি করিতে হইত; অনেক ৪০।৬০ বৎসরের বুড়াদের উপর আমার ধর্ম্ম শিক্ষার ভার পড়িয়াছিল।

প্রত্যেকে উপাসনা করেন কিনা, তাহা দেখিবার ভার আমার উপর অর্পিত ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ অন্যায় করিলে আমার বিচার করিতে হইত।—একদিনকার ঘটনার কথা বলি। বাগআঁচড়া নিবাসী জগচ্চন্দ্র মল্লিক উপাসনা করিতেছেন, আমি গোপনভাবে একস্থানে দাঁড়াইয়া শুনিতেছি—"ওদিন গেল দয়াল বল না, মন-রসনা, দয়াল নামটি সাধন হলে শমন-ভয় আর রবে না।"—৭০।৭৫ বৎসর বয়সের বৃদ্ধের মুখে গানটি কি মধুর লাগছিল, তাহা বর্ণনাতীত।

প্রাতে বুধবার ফুলবাড়িয়া গ্রামে উপাসনা হয়, সে বাটিতে চন্দ্রনাথ মল্লিক ও আমি গিয়া দেখি, একটি স্ত্রীলোক গান করিতেছেন; তাঁহার নাম উমাসুন্দরী, বেলা তখন ৪॥ টা। গানটি এই,—"একবার ডাকরে দিন যায় চলে, ডাক তাঁরে পিতা বলি চরণ ধরিয়ে, ডাক তাঁরে হৃদয় কপাট খুলিয়ে, একবার ডাক ডাকরে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুরন্ত কৃতান্ত আছে শিওরে বসিবে, কখন কি হবেরে। ভাই বন্ধু দারা সুতা যাইবে ফেলিয়া কেহ তোর সঙ্গে যাবে নারে”—এই গানটি করিতেছেন, আর চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে, আমি আড়ালে থাকিয়া শুনিলাম। তখন ভগবানকে ধন্তবাদ দিয়া বলিলাম, তুমি ধন্য, এই অশিক্ষিতা নারীর হৃদয়ে এমন ভাব উদ্দীপনা করিয়া দিবে, ইহা কখন ভাবি নাই, অনেক সুকণ্ঠ গায়ক আছেন, কিন্তু এরূপ ভাবপূর্ণ গান আমি আর কখনও শুনি নাই। তাহার পর সকলে ব্যস্ততার সহিত উঠিয়া আমাকে বসিবার আয়োজন করিয়া দিলেন। আমি একটি সঙ্গীত করিয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলাম, ভগবানের কৃপায় সেদিনকার উপাসনা কি মধুর লাগিয়াছিল, তাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।

বাগআঁচড়া তাঁহার প্রতিদিনকার কার্য্য ছিল—প্রাতঃস্নান ও আহারাদি সম্পন্ন করিয়া তাঁহার স্থাপিত স্কুলের তত্ত্বাবধান করিতে গমন করিতেন এবং ৪টা পর্য্যন্ত স্কুলের তত্ত্বাবধান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন।

তৎপরে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া, তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে পড়াইতেন। তাহার পরে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে চারিটি গ্রামে তিনি যে চারিটি উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই চারিটির মধ্যে যে দিবস যেটির পালা, সেই গ্রামে গিয়া ব্রহ্মোপাসনা সম্পন্ন করিতেন। ইহা করিয়াও দিবসের সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ হইত না। তৎপর বাগআঁচড়া গ্রামের বাজারে তাঁহার স্থাপিত যে নৈশ্যবিত্থালয় ছিল, সেই বিত্থালয়ের ছাত্রদিগকে তিনি স্বয়ং শিক্ষা দিতেন। এই সকল সম্পন্ন করিয়াও বিশ্রাম কাল উপস্থিত হইতনা। নৈশ বিত্থালয়ের ছাত্রদিগকে পড়াইয়া বাড়ীতে আগমন করিয়া বন্ধুগণের সহিত মিলিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন। তৎপরে আহারান্তে নিদ্রা যাইতেন। ইহাত গেল তাঁহার দৈনিক কার্য্য। ইহা ভিন্ন তিনি স্ত্রী-শিক্ষা ও সঙ্গত সভার কার্য্যও করিতেন।

বিজয় বলেন : “বাগআঁচড়া ব্রাহ্মসমাজের উত্থানে একদিন নির্জ্জনে বসিয়া প্রার্থনা করিতেছি। হঠাৎ আমার মধ্যে যেন একটী জ্যোতিঃ প্রবেশ করিল এবং কে যেন বলিল তুই আর আপনাকে বদ্ধ রাখিস্ না। গণ্ডির মধ্যে থাকিলে ধর্ম্ম হয় না। ভাদ্র মাসে বাগআঁচড়ার ব্রহ্মোৎসব হইল তাহাতে স্বর্গ হইতে প্রেমস্রোত প্রবাহিত হইল। এমন অবস্থা জীবনে কখনও লাভ করি নাই।

এদিকে কলিকাতা হইতে প্রচারক ভ্রাতারা পত্র লিখিতে লাগিলেন যে, তুমি শুষ্ক হইয়া মরিবে। মাতৃস্তন পান না করিলে বাঁচিবে কিরূপে? এই পত্র পাইয়া আমি অবাক্ হইলাম। আমি নিজে আছি ভাল, তাঁহারা গালি দেন ইহার কারণ কি?’

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার আমাকে কে যেন ডাকিয়া বলিল, যদি ধর্ম্মজীবন চাও আর গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করিও না। আমি পিঞ্জর মুক্ত পক্ষীর স্থায় উড়িতে গিয়া থাকার বাসা পাই না। তখন বুঝিলাম ইহা গণ্ডীর পরিণাম।

ইহার পর কেশববাবুর কন্থার বিবাহ লইয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। তাহাতে আমিও কেশববাবুর প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইলাম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল ১৫ই মে ১৮৭৮ খৃঃ। ব্রাহ্মসমাজ কোন মনুষ্যের উপর নির্ভর করে না। যখনই মানুষ ব্রাহ্মসমাজে প্রাধান্য লাভের জন্য যত্ন করিয়াছেন, তখনই ব্রাহ্মসমাজে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। স্বয়ং পরমেশ্বর ব্রাহ্মসমাজের নেতা ও বিধাতা। কোন মনুষ্য ইহার রক্ষক নহে।

বাগআঁচড়া থাকিবার সময় তাঁহার আত্মদৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইয়াছিল। আপনাকে বেশ ভালভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার 'যোগসাধন' নামক পুস্তিকাতে লিখিয়াছেন—শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্থার বিবাহের আন্দোলনের কিছু পূর্ব্বে আমি যখন বাগআঁচড়া গ্রামে ছিলাম তখন একাকী থাকাতে আত্মদৃষ্টি অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণ হয় এবং তাহাতে দেখি যে জীবনের প্রকৃত ধর্ম্মের অবস্থা অতি হীন ; সুবিধা হইলে এবং লোকে জানিতে না পারিলে সকল প্রকার পাপই আমা দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে পারে অর্থাৎ তখন পাপাশক্তির মূল জীবিত ছিল, অবকাশ পাইলে অনায়াসেই আমাকে ঘোর পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিতে পারিত। এইরূপ হীন অবস্থা দেখিয়া আমার প্রাণে দারুণ আশঙ্কার উদয় হইল। এতকাল ধর্ম্ম চিন্তা, আলোচনা, উপাসনা, ধ্যান ধারণাদি এবং নানা দেশবিদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া, হায়! আমার অবস্থা এমন শোচনীয়। তবে ধর্ম্মের ভিত্তি কোথায়? নিশ্চিন্ত হইবার উপায় কি? সম্পূর্ণ নিরাপদ ভূমি কি নাই? এইরূপ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হইল।—বুঝিলাম যে ব্রহ্মলাভ ও দিন যামিনী তৎসহবাস ব্যতীত ইহার কোনও উপায় নাই। তাঁহার সহিত আমার সমস্ত প্রাণের যোগ ভিন্ন এ মহা ব্যাধির অন্য ঔষধ নাই। তখন নানা স্থানে ঔষধের অন্বেষণে ফিরিতে লাগিলাম।"

কোচবেহার বিবাহের আন্দোলন বিষয় সকলেই বিদিত আছেন। কেশব বাবু ব্রাহ্ম বিবাহ বিধির বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া অধিকাংশ ব্রাহ্ম তাহার বিরোধী হইয়াছিলেন এবং পৃথক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হইলেন। গোস্বামী মহাশয় বাগআঁচাড়া হইতে—বন্ধুজনের অনুরোধে কলিকাতা আসিলেন এবং ১২৮৫ সনের (১৮৭৯ খৃঃ) ২রা আগষ্ট কলিকাতা টাউন হলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক মহতী সভার অধিবেশন হইল। গোস্বামী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন—একটি পৃথক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হউক। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। এইরূপে "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" প্রতিষ্ঠিত হইল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় গোস্বামী মহাশয়ের মুখে এই কথা শুনিয়া তাহাতে সম্মতিদান করিয়া এই নব গঠিত সমাজের নাম দিলেন "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।"

ব্রাহ্মগণের অন্তর্বিচ্ছেদ না করিলে এইভাব বোধ হয় ক্রমশঃ ভীষণাকার ধারণ করিত—এবং হিন্দু ও ব্রাহ্মে ঘোরতর বিবাদ বিসম্বাদ বাধিয়া উঠিত। ভগবানের তাহা ইচ্ছা নহে বলিয়াই অল্পদিনের মধ্যে গৃহ বিবাদ বাধিয়া উঠিল। কুচবিহারের মহারাজার সঙ্গে কেশববাবুর কন্যার বিবাহ লইয়া ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

"ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সেই বিবাদ উপলক্ষে দুই দলে বিভক্ত হইলেন। কেশব সেনের দল "ভারতবর্ষীর ব্রাহ্মসমাজ" নামেই আখ্যাত রহিলেন—এবং তাঁহার বিরোধিগণ "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" নাম ধারণ করিলেন। এই দুই দলে কি ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় অনেকেই বিদিত আছেন। যে ব্রাহ্মসমাজ আদর্শ ধর্ম্ম সমাজ হইবে বলিয়া একদিন আমরা আশা করিয়াছিলাম আজ সেই ধর্ম্ম সমাজ, অর্দ্ধ শতাব্দী মধ্যে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া আসুরিক সমাজে পরিণত হইতেছে দেখিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম।"

"আদিসমাজ এই সংগ্রামে কোন পক্ষভুক্ত না হইয়া আপনাদের ধার্ম্মিকতা ও মাহাত্ম্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। এই সংগ্রামে শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইয়া কেশববাবুর বিরুদ্ধে বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হন। এই সংগ্রামে কোন্ পক্ষে অন্যায় ছিল বা কোন্ পক্ষ জয়লাভ করিয়াছিলেন তাহা সকলেই জানেন বলিয়া আমি আর তাহা সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করিনা।"

কেশববাবুর জীবনের এই ঘোর পরীক্ষা কালে সাধু অঘোর শিশুর ন্যায় গুরুর কোলে সংলগ্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার গুরুভক্তি একদিনের জন্যও কমে নাই। সেই সরল প্রেমিক শিষ্যের গুরুভক্তি অটল অচলসম ছিল। গুরু যে পথে তিনিও সেই পথে।

বিজয় যদিও এই সংঘর্ষে কেশববাবুকে প্রচণ্ড আক্রমণ করিয়াছিলেন—তথাপি ভবিষ্য ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, তিনি নিজের প্রবল বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া এরূপ করিয়াছিলেন—কোন স্বার্থ-সাধন তাঁহার লক্ষ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিল না। তাঁহার জীবনের সমস্ত ঘটনা সাক্ষ্য দিতেছে যে তিনি নিষ্কাম যোগী ছিলেন—সাংসারিকতা বা আত্মোন্নতি তাঁহার কার্য্যকলাপের নিয়ন্ত্রী ছিল না।

সাধু বিজয় ও সাধু অঘোর উভয়েই এই মহারণের পর—প্রকৃত সন্ন্যাসী হইলেন। এই আত্মবিচ্ছেদ তাঁহাদের উভয়েরই মনে প্রগাঢ় বৈরাগ্য ভাব উদিত হইল। দুইটি উজ্জ্বল নক্ষত্র দুই দিকে ছুটিয়া বাহির হইলেন—একটি প্রাচ্যে ও একটি প্রতীচ্যে। দরিদ্রের কুটিরে, রোগীর রুগ্নশয্যার পার্শ্বে, পাপী ও তাপীর শূন্য ও হতাশ হৃদয়-মন্দিরে ব্রহ্মজ্যোতিরূপে তাঁহারা আবির্ভূত হইয়া দরিদ্রের দারিদ্র্যজনিত দুঃখ, রোগীর রোগের যাতনা, পাপীর অনুতাপজনিত তাপ, এবং শোকতাপ দগ্ধ ব্যক্তির অন্তর্দাহ বিমোচন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন জগতের দুঃখ ভার মোচন করিবার জন্য জগজ্জননী দুইটি জ্যোতির্ম্ময় গোলক ধরা পৃষ্ঠে বিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। সে জ্যোতির্ম্ময় গোলক মানব হিতের জন্য মানবরূপ ধারণ করিয়া ভারতের—এই দগ্ধ ভারতের প্রতি গৃহে সন্তাপ হরণ করিয়া বেড়াইতেছেন—আপনাদের তাপহীন বিমল জ্যোতিতে ভারতবাসীর তমসাছন্ন হৃদয়গগন আলোকিত ও স্নিগ্ধ করিতেছেন।"

বিজয়কৃষ্ণ, অঘোর ও শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সহাধ্যায়ী প্রত্যক্ষদর্শী যোগেন্দ্রনাথের উক্তি হইতে সুস্পষ্টভাবে আমরা সে সময়কার কুচবিহার বিবাহ আন্দোলনের অন্তর্বিচ্ছেদের বিবরণের কথা বলিলাম।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আত্মচরিতে লিখিয়াছেন :—"গোঁসাইজী বাগআঁচড়া গ্রামকে তাঁহার প্রধান কার্য্যক্ষেত্র করিয়া সেখানে অধিকাংশ সময় বাস করিতেন। বাগআঁচড়া হইতেই তিনি কুচবিহার বিবাহের প্রতিবাদ করেন, তদন্তর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্থাপনকর্ত্তাদের প্রথম ও প্রধান প্রচারক হইলেন।"

—"সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হওয়ার পর কয়েকদিন ইহার কার্য্যের ব্যবস্থা করিতে গেল।—এইরূপে কয়েকমাস অতীত হইলে অবশেষে সমাজকমিটি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে মন দিবার সময় পাইলেন। চারি ব্যক্তিকে আপনাদের প্রধান প্রচারকরূপে মনোনীত করিলেন। সে চারি ব্যক্তি এই : (১) পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, (২) পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন, (৩) বাবু গণেশচন্দ্র ঘোষ, (৪র্থ) আমি—অর্থে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়।

* নব্যভারত [সপ্তদশ খণ্ড, দশম সংখ্যা। মাঘ, ১৩০৬। বীরপূজা (২) ৫৪৪-৫৪৫ পৃষ্ঠা। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম. এ.। 'আত্মচরিত' শিবনাথ শাস্ত্রী ১৫৬-১৫৭।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বাদশ অধ্যায়

ব্রাহ্মসমাজের উপদেষ্টা—ঢাকা—প্রচারনিবাসে বাস—ভ্রমণ বিক্রমপুর, ময়মনসিংহ

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের জীবন ছিল কর্ত্তব্যময় ও ধর্ম্মময়। 'আদি সমাজের' প্রচারক পদে বরিত হইয়া তিনিই প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। পরে সে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সহিত ভারতবর্ষীয়ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়া পাপী তাপীর প্রাণের জ্বালা এবং দুঃখ বেদনা জুড়াইবার জন্য অন্তরদেবতার আহ্বানে ছুটিয়া গিয়াছেন, দেশ দেশান্তরে পল্লীতে পল্লীতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত, সে ইতিহাস পূর্ব্বে বলিয়াছি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ—প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত সম্পর্কচ্যুত হইল,—প্রকৃত সাধক ও ব্রহ্মজ্ঞানী বিজয়,— আবার হইলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক।

বাঙ্গলা ১২৮৪ (ইং ১৮৭৮) সনের ১৩ই চৈত্র পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভায় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে উপাচার্য্য মনোনীত করার জন্য কার্য্য নির্ব্বাহক সভাকে অনুরোধ করা হয়। উক্ত সভা গোস্বামী মহাশয়কে আহ্বান করিলে বাংলা ১২৮৫ (ইং ১৮৭৯) সনের আষাঢ় মাসে তিনি ঢাকা আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তাঁহার ঢাকা আসায় উপাসকগণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ সঞ্চার হয়। সমাজ-মন্দিরে লোকসমাগম হইতে আরম্ভ হইল।

ঢাকা আসিয়া তিনি পাতলাখাঁর গলিতে আনন্দ মাষ্টারের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বেও তিনি ঢাকা সহরে অবস্থান কালে এ বাড়ীতে বাস করিয়াছিলেন।

এ সময়ে গোস্বামীমহাশয়ের পারিবারিকব্যয় নির্ব্বাহার্থ ঢাকা হইতে মাসিক ৩৫৲ টাকা এবং কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে ২০৲ টাকা মঞ্জুর হয়।—গোস্বামী মহাশয় বাঙ্গলা ১২৮৫ (১৮৭৯) সনে ঢাকা পূর্ব্ববাঙ্গলাব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য রূপে আসিয়া তিন বৎসর অর্থাৎ ১২৮৭ সন পর্য্যন্ত 'নিষ্ঠা, যত্ন ও উৎসাহের সহিত সমাজের সেবা করেন। তাঁহার কার্য্যের সফলতার কারণ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার গভীর ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা, ঈশ্বরের প্রতি তীব্র অনুরাগ ও জনসাধারণের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা।

এ তিন বৎসর গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য কিরূপ বিপুল পরিশ্রমের সহিত অক্লান্ত ভাবে প্রচার, উপদেশ ও প্রার্থনা করিয়া পূর্ব্ববাঙ্গালার সর্ব্বত্র ধর্ম্মানুরাগ বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন—সে ইতিহাস ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। আমরা সংক্ষেপে সে পরিচয় দিতেছি।

বিজয়কৃষ্ণ ঢাকা আসিলে পর—সেখানকার ব্রাহ্মসমাজে জাগিল নূতন প্রেরণা ও উৎসাহ। গোস্বামী মহাশয়ের আসিবার পূর্ব্বে বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় ছিলেন—ব্রাহ্ম সমাজের উপাচার্য্য। কিন্তু তিনি বাঙ্গলা ১২৮৮ সনের মাঘ মাস হইতে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যার কুচবিহারের অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজকুমারের সহিত বিবাহ ব্যপারে একজন সমর্থক ছিলেন—সেজন্য তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যের পদ হইতে অপসারিত করা হয়। এবং তাঁহার স্থলে উপাচার্য্যের পদে নিযুক্ত হইলেন ভক্তবীর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

গোস্বামী মহাশয় এসময়ে সাধারণসমাজে যে সকল বক্তৃতা করেন তাহা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তন্মধ্যে "আমার জীবনের পরীক্ষিত বিষয়", "ব্রাহ্মসমাজের মতভেদ ও আন্দোলন "পরকাল," প্রভৃতি এই চারটি বক্তৃতাতে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এ সময়ে তিনি মহাভারত, রামায়ণ, ভগদ্গীতা, উপনিষদ, পুরাণ, যোগাবশিষ্ট, মহানির্ব্বাণতন্ত্র এই সমস্ত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হিন্দুশাস্ত্র হইতে বিবিধ শিক্ষাপ্রদ এবং ঈশ্বর সম্পর্কিত বচন উদ্ধৃত করিয়া এমন উপদেশ দিতেন যে সেই সমুদয় বাক্য শ্রবণে সকলের প্রাণেই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং নৈতিক উন্নতি হইয়াছিল।

ছাত্রেরাই যে দেশের ভবিষ্যত আশা ও নির্ভর, তাহাদের উন্নতিতেই যে জাতীয় উন্নতি বিজয়কৃষ্ণ বিশেষ ভাবে তাহা বুঝিয়াছিলেন তাই ঢাকা সহরে প্রতি শনিবার ছাত্রদের ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, ব্রাহ্মগণের বাসায় সংকীর্ত্তন ও উপাসনা করিতেন।

পূর্ব্ববাঙ্গলাব্রাহ্মসমাজে প্রতি বৎসর নববর্ষ, শারদীয় সাম্বৎসরিক ও মহোৎসব সম্পন্ন হইত। এই সকল উৎসব ব্রাহ্মসমাজের এমন এক ব্যাপার যাহার মধ্যে দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মহৎ আদর্শ জনসাধারণে বিশেষ প্রচারিত হয়। গোস্বামী মহাশয়ের সহায়তায় এই সকল উৎসব, উৎসাহ ও আন্তরিকতার সহিত সম্পাদনের ব্যবস্থা হয়।

যে তিন বৎসর কাল গোস্বামীমহাশয় ঢাকা পূর্ব্ববাঙ্গলা সাধারণ ব্রাহ্ম-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাজের উপাচার্য্য ছিলেন, সে সময়ে তিনি পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক রূপে সিরাজগঞ্জ, ফরিদপুর, বাগআঁচাড়া, বিক্রমপুরের বিভিন্ন পল্লীতে এবং ময়মনসিংহ, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে গিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। ফরিদপুরে ও ময়মনসিংহে প্রায় ৮।৯টি বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

প্রথমে ঢাকার কথা বলিতেছি। ঢাকার কার্য্য সম্বন্ধে পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের নিম্নলিখিত মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য।

"বিজয়বাবুর আগমনে সমাজের সভ্যগণ বিশেষ উৎসাহিত ও আনন্দিত হইয়াছেন। তাঁহার আগমনাবধি ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনাকালীন এত লোক সমাগম হইতেছে মন্দির পরিপূর্ণ হইয়া যাইতেছে। পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্ম মন্দির যেরূপ একটি বৃহৎ এবং সুন্দর গৃহ, বিজয় বাবুর ন্যায় আচার্য্য নিযুক্ত হওয়াতে সেই ব্রহ্ম মন্দিরের বেদীর উপযুক্ত কার্য্যই চলিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বিজয়বাবু হিন্দুশাস্ত্র হইতে যে সমুদয় উপদেশ প্রদান করেন তদ্বারা শ্রোতৃগণ বিশেষ সন্তোষ লাভ এবং উপকার বোধ করিতেছেন। এমন কি পৌত্তলিকগণেরও বিজয়বাবুর উপদেশ শ্রবণ করিতে আগ্রহ দেখা যাইতেছে। বিজয়বাবুর কার্য্যের প্রতি সভ্যগণের যে কতদূর শ্রদ্ধা তাহা ইহা দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে যে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে প্রতিমাসে বিজয়বাবুর মাসিক খরচের নিমিত্ত সমাজের নিয়মিত চাঁদার অতিরিক্ত অর্থ সাহায্য করিতেছিলেন। বিজয়বাবু এখানে অবস্থান করাতে কেবল যে পূর্ব্ববাঙ্গলাব্রাহ্মসমাজেরই উপকার হইতেছে তাহা নহে, তদ্বারা পূর্ব্ববাঙ্গলার অন্যান্য স্থানেও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা হইতেছে।

* * পূর্ব্ববাঙ্গলা বিজয়বাবুর নিকট বিশেষ ঋণী এবং অনেক দিন হইতে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত। ছয় সাত বৎসর পর তাঁহাকে লাভ করিয়া পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ আগ্রহ ও যত্ন প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এখানে সর্ব্বদাই বিজয়বাবুর ন্যায় একজন সচ্চরিত্র ও বিশুদ্ধ মতাবলম্বী ব্যক্তি আচার্য্য থাকেন ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।"

গোস্বামী মহাশয় যখন ঢাকায় অবস্থান করিতেছিলেন সে সময় ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের গৃহবিচ্ছেদ, দলাদলি, যে কত অনিষ্টকর—তাহা কি ভাবে দূর হইতে পারে সে বিষয়ে স্থানীয় ব্রাহ্মেরা সচেষ্ট ছিলেন। কুচবিহার বিবাহের জন্য আর বাদ প্রতিবাদ করা অনুচিত অনেকে তাহা মনে করিতেছিলেন। ময়মনসিংহ শাখা সমাজের উৎসবের কয়েক দিন পরে ময়মনসিংহের অকৃত্রিম সুহৃদ আনন্দমোহন বসু মহাশয় কোন কার্য্যোপলক্ষে ময়মনসিংহে আসেন তিনি ময়মনসিংহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

ব্রাহ্মসমাজের দুঃখকাহিনী শুনিয়া অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। কলিকাতার গৃহবিরোধ যাহাতে মফঃস্বলের ক্ষুদ্র সমাজগুলিকে ছিন্নভিন্ন না করে, যতদূর সম্ভব মনের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া যাহাতে একত্রে কার্য্যাদি হইতে পারে সেজন্য তিনি যত্নবান্ হইয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ সুফল হইল না।

এই সময়ে গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ ময়মনসিংহ সমাজের অনৈক্য, গৃহ-বিচ্ছেদ প্রভৃতির জন্য ব্যথিতচিত্তে মিলনপ্রয়াসী মন লইয়া ব্যাকুল ভাবে ছুটিয়া আসিলেন ময়মনসিংহ।

ঢাকা হইতে কার্ত্তিক মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথম দিকে রওয়ানা হইয়া ১৫ই কার্ত্তিক ময়মনসিংহ পৌঁছিয়াছিলেন।—তিনি ব্রাহ্মমন্দিরে গোপনে মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সফলকাম হইতে পারেন নাই।

"ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর" নামক গ্রন্থ-প্রণেতা স্বর্গত শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়, ময়মনসিংহে গোস্বামী মহাশয় অবস্থানকালীন কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন সে-বিষয়ে লিখিয়াছেন—"গোস্বামী মহাশয় কয়েকদিন এখানে থাকিয়া আমাদিগকে লইয়া উপাসনা, কীর্ত্তন ও আলোচনাদি করিলেন; তাঁহার এই আগমন সময়োচিত হইয়াছিল; আমাদের শুষ্ক ও ভগ্ন প্রাণে অনেকটা সরসতার সঞ্চার হইল, উত্তেজিত মন কিয়ৎ পরিমাণে প্রশান্ত হইল। এস্থলে একটি বিষয়ে উল্লেখ করা আবশ্যক। গোস্বামী মহাশয় একদিন এখানকার পুরাতন নর্ম্মাল স্কুলগৃহে ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে গোপীবাবু মহা উত্তেজনার সহিত বলিতে আরম্ভ করিলেন, "ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরের সমাজ, মানুষ ইহার কি করিবে?" উত্তেজনাবশতঃ তাঁহার স্বরভঙ্গ হইয়া গেল, তিনি আর বলিতে পারিলেন না। গোপীবাবু বাসায় চলিয়া গেলেন, গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মবাসায় যাইয়া বিশ্রাম করিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, অতঃপর আর তাঁহার গোপীবাবুর বাসায় যাওয়া উচিত নহে। কিন্তু তিনি অম্লানবদনে বলিলেন, কেন, গোপীবাবু পূর্ব্বে যেমনএখনও আমার তেমনি বন্ধু আছেন, আমি অবশ্য তথায় যাইব। শ্রীমান্ বিহারীকান্ত তাঁহাকে গোপীবাবুর বাসায় রাখিতে গেলেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, গোপীবাবু ভাবিয়াছিলেন, গোস্বামী মহাশয় আর এখানে আসিবেন না, কিন্তু তখনই তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া তিনি দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার পায়ে পড়িলেন। গোস্বামী মহাশয় তাঁকে ধরিয়া তুলিয়া প্রেমভরে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। বিহারী বলেন সে অপূর্ব্ব দৃশ্য এখনও চক্ষে ভাসিতেছে।—এইরূপ আদর্শ বন্ধুপ্রীতি ছিল বিজয়কৃষ্ণের।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইবার গোস্বামী মহাশয় আমার প্রথম পুত্রের নামকরণ অনুষ্ঠানসম্পন্ন করেন, পুত্রের নাম শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ রাখা হয়।

—শ্রদ্ধেয় কালীকুমার বাবু ও গোপী বাবু প্রভৃতিও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন উভয় দলে ঘোর বিরোধ ও মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল, কেহ কাহারো সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেন না। কিন্তু আমার প্রতি উঁহাদের যে অতুল স্নেহ ছিল সে স্নেহের বন্ধন কিছুতেই কমাইতে পারেন নাই। তাঁহারা সপরিবারে এই দীনের গৃহে উপস্থিত হইয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। তখন ভক্ত বিজয়কৃষ্ণের উদার প্রেম সকলকেই স্পর্শ করিয়াছিল।”

গোস্বামী মহাশয় এই আন্দোলন সময়ে যে ভাবে ব্রাহ্মদিগকে পরিচালিত হইতে উপদেশ করিয়াছিলেন, যে অতুল সত্যনিষ্ঠা ও উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহার লিখিত পত্রে তাহার আভাস আছে; তন্মধ্যে নিম্নে তিনটি বাক্য গ্রহণ করিলাম:—(১) “সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছি। চিরকাল তাঁহারই চরণ ধরিয়া থাকিব। কোন মনুষ্যের মতে অনুমোদন করিব না। এজন্য যদি অনাহারে সপরিবারে শুকাইয়া মরি তাহাও সুখের বিষয়।” (২) বিদ্বেষ, হিংসা, পরনিন্দা, কপটতা এই সকল পাপ হইতে দূরে থাকিয়া অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পবিত্র সত্য প্রচার করিব। (৩) সত্যের জন্য প্রাণপণে সংগ্রাম করিতে হইবে; কিন্তু হিংসা বিদ্বেষ, নিন্দা প্রভৃতি পাপে যেন ব্রাহ্মদের হৃদয় বশীভূত না হয়।”

ময়মনসিংহের প্রচার কার্য্য সম্বন্ধে গোস্বামী মহাশয় তাঁহার প্রচার বিবরণে—যে যে বিবরণ লিখিয়া পাঠাইতেন তাহার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

—“১৯শে কার্ত্তিক ময়মনসিংহে উপস্থিত হইয়াছিলাম। প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে শ্রীনাথবাবুর বাসায়, ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করিতাম। শ্রীনাথবাবুর পুত্রের নামকরণ অনুষ্ঠানে উপাসনা করিয়াছিলাম। ‘মানব জীবন’, ‘ভারতে ধর্ম্মচর্চ্চা’, ‘ভারতমাতার আহ্বান’, ‘ভক্তি ও পবিত্রতা’ সম্বন্ধে চারিটি বক্তৃতা করিয়াছিলাম। বক্তৃতাকালে অনেক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

৬ই পৌষ, ১০ই পৌষ, ১১ই পৌষ—আসিয়া গোস্বামী মহাশয় ঢাকা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সহিত ফরিদপুরে গমন করেন এবং সেখানে বক্তৃতা, প্রার্থনা ও উপদেশ দেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোস্বামী মহাশয় এ-বিষয়ে লিখিয়াছেন—"ফরিদপুরে উপস্থিত হইয়া ৭ই পৌষ 'মানবপ্রকৃতি', ১০ই পৌষ 'আর্য্যজাতির উত্থান ও পতন' বিষয়ে বক্তৃতা করি। ১১ই পৌষ সাংবাৎসরিক উৎসব হয়; প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে উপাসনা করি। এই কয়েক দিবসই এখানকার অধিকাংশ শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়-গণ উপস্থিত হইয়া সুখী করিয়াছিলেন।"

ঐ সময়ে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সাধারণব্রাহ্মসমাজের বিবরণীতে লিখিয়াছিলেন— "ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দ্বারা ঢাকা নগরে বিশেষ কার্য্য হইতেছে। তিনি শরীর মন দ্বারা এবং অর্থ দ্বারা অক্লান্তভাবে ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তিনি ব্রাহ্ম-সমাজকে আপনার বস্তু মনে করিয়া তাহার মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া থাকেন।

আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে গোস্বামী মহাশয় ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ গৃহে—'আমার জীবনের পরীক্ষিত সত্য বিষয়ে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন—সেই বক্তৃতাটি অনেক দিন ধরিয়া চলিয়াছিল। এই ওজস্বিনী বক্তৃতা শ্রোতৃবর্গকে এতদূর মুগ্ধ করিয়াছিল যে ক্রমে এই বক্তৃতার সময় লোকারণ্য হইতে লাগিল। তখন সমাজ গৃহে স্থান না হওয়ায় সমাজ গৃহের পশ্চাৎভাগে নাটকাভিনয় গৃহে এক বক্তৃতা প্রদত্ত হইয়াছিল। পরে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই বক্তৃতা 'ব্রাহ্মসমাজও আমার জীবনের পরীক্ষিত সত্য' নাম দিয়া মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

বিক্রমপুর প্রাচীন ইতিহাসের কীর্ত্তিভূমি। অতীতেও বর্ত্তমানে বহু পণ্ডিত ধনী সন্তান এবং ঈশ্বরানুরাগী অনেক মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঢাকা ব্রাহ্ম-সমাজের নিষ্ঠাবান্ সম্পাদক এবং ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারাভিলাষী নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে সহ বিক্রমপুরের বিভিন্ন পল্লীতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারর ব্রহ্ম-মন্দির নির্ম্মাণ ও ব্রহ্মপল্লী স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হইয়া গমন করেন। নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন:—"নানা স্মৃতি-বিজড়িত আমার অতি প্রিয় জন্মস্থান ও বাল্যক্রীড়া কৌতুকভূমি পশ্চিমপাড়ায় আমার নূতন বাড়ী করিবার যে কয়টি উদ্দেশ্য ছিল—তন্মধ্যে পল্লীগ্রামে সত্যধর্ম্ম প্রচার করা একটি প্রধান উদ্দেশ্য।—আমি বিক্রমপুরে কোন কোন স্থানে ব্রাহ্মসমাজ, ব্রাহ্মপল্লী স্থাপনের জন্য চেষ্টা করি। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় আমি কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই।"

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ফরিদপুর হইতে ঢাকা আসিয়া নবকান্ত বাবুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহিত বিক্রমপুরের বিভিন্ন পল্লীতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের বাসপল্লী পশ্চিমপাড়াতে আসিলেন গোঁসাইজী ; নবকান্তবাবুর বাড়ী কেন্দ্র করিয়া পশ্চিমপাড়া, জৈনসার, তাজপুর, মধ্যপাড়া, ভরাকৈর, বেজগাঁও, গাউপাড়া, নওগাঁ, স্বর্ণগ্রাম (কামারখাড়া) মূলচর, মুন্সীগঞ্জ, বজ্রযোগিনী প্রভৃতি নানাস্থানে বক্তৃতা, উপাসনা, ও কীর্ত্তনাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

পশ্চিমপাড়ার নিকট একটি দীঘির পারে এক বিরাট বট গাছ ছিল। গোস্বামী মহাশয় পশ্চিমপাড়া হইতে সেই গ্রামের সন্নিকটবর্ত্তী জৈনসার গ্রামে আসিবার পথে মাঠের ধারে সেই বটগাছটি দেখিয়া খানিকক্ষণ সেই গাছের দিকে অপলক দৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন—এই বটগাছটি একজন মহাপুরুষের সমাধির উপর অবস্থিত। যেদিন এই গাছটি মরিয়া যাইবে—সেদিন এ অঞ্চল হইতে হিন্দুধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবে। জৈনসার গ্রাম নিবাসী শীতলচন্দ্র দত্তগুপ্ত সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার মুখে ইহা শুনিয়াছি। বঙ্গ বিভাগ হইবার অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে গাছটি মরিয়া গিয়াছে। তৎকালে জৈনসার গ্রাম নিবাসী অধ্যাপক নলিনীকুমার দত্তগুপ্ত এবং পশ্চিমপাড়া নিবাসী ব্যারিষ্টার ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়, মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ গোঁসাইজীর প্রচারের ফলেই তাহা হইয়াছিল।

বিজয়কৃষ্ণ বিক্রমপুরের বিভিন্ন পল্লীতে উপাসনা, আলোচনা ও বক্তৃতাদি করেন। হিন্দু সমাজের কেন্দ্রভূমি বিক্রমপুর অঞ্চলের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং হিন্দুধর্ম্মের নেতৃবৃন্দ এবং শত শত সাধারণ লোক তাঁহার জ্বলন্ত উপদেশ শুনিয়া ধন্য হইয়াছেন।

ঢাকার পল্লী অঞ্চল হইতে আসিয়া অতি অল্প দিন অবস্থান করিয়া আবার গোঁসাইজী ১২৮৬ সনের (১৮৭৯ খৃঃ) শ্রাবণ মাসে ব্রাহ্মণবাড়িয়া গমন করিয়া সেখানে কয়েক দিন অবস্থান করেন এবং ধ্রুব ও প্রহ্লাদের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া ভক্তি মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

সেখান হইতে কুমিল্লায় গমন করিয়া ধ্রুবোপাখ্যান অবলম্বন পূর্ব্বক নীতি, ধর্ম্ম ও বিশ্বাস সম্বন্ধে বক্তৃতা ও উপাসনা করিয়াছিলেন। এইভাবে পৌষমাসে বাগআঁচড়া ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যোগদান করেন এবং ফাল্গুন মাসে নবদ্বীপের অন্তর্গত মহেশপুর ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসবে উপস্থিত হইয়া উপাসনা ও বক্তৃতা করেন। তিনি প্রচার বিবরণে লিখিয়াছেন,—"উপাসনার সময় সকলের প্রাণ এরূপ বিগলিত হইয়াছিল যে, তাঁহারা সকলেই অশ্রুপাত করিয়া-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিলেন। বালক, বৃদ্ধ, যুবক, তিন চারি শত লোক ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছেন। যেখানে ব্রাহ্মসমাজ আছে, কেবল সেখানে প্রচার করিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তৃতরূপে প্রচারিত হইবেনা।—সর্ব্বত্র গ্রামে গ্রামে প্রচার করিতে হইবে।'

অতঃপর গোস্বামী মহাশয় বৰ্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন করিয়া, তথাকার কার্য্যশেষে কলিকাতা আসিলেন এবং কলিকাতার সন্নিহিত গ্রাম সমূহে কিছুদিন ধর্ম্ম প্রচার করেন! এই বৎসর সাধারণ সমাজের যে দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্য বিবরণে প্রকাশিত হয় তাহাতে গোস্বামী মহাশয়ের প্রচার সম্বন্ধে লিখিত আছে—'বিজয়কৃষ্ণ যে সমস্ত স্থানে প্রচারার্থ গমন করিয়াছেন, সেই স্থানেই প্রত্যেকের ভিতর নূতন জীবন ও উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। শত শত লোক অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি তথায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত বহু লোকের নিকট অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত আহুত হইয়াছেন।'

কয়েক মাস পরে—নবেম্বর মাসে গোস্বামী মহাশয় বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের সাংবাৎরিক উৎসবে বিশেষ ভাবে আহুত হইয়া সেখানে গমন করেন। সেখানকার ব্রাহ্মদের মধ্যে যে অবসাদ ও মনোমালিন্য ছিল পূজ্যপাদ গোস্বামী মহাশয়ের আগমনে এবং ভগবৎ কৃপায় তাহা দুর হইয়াছে। তাঁহার গভীর প্রেম, উন্নত ধর্ম্মজীবন, প্রত্যেকের নিকট বিনীত ভাবে নিবেদন, সকলের মনকে বদলাইয়া দিয়াছে। ছোট বড় সকলের অনেক দিনের মনোমালিন্য দুর হওয়ায় আবার তথায় উপাসকগণ ভগবানের মন্দিরে মিলিত হইতেছেন।

১২৮৭ সন (১৮৮০ খৃঃ) বৈশাখ মাসে গোস্বামী মহাশয় সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্ম-সমাজে বাৎসরিক উৎসবে গমন করেন এবং সেখানে উপাসনা, ধর্ম্মজীবন ও 'ব্রহ্মপূজা' সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজে তিনি 'ব্রহ্মপূজা' সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, সেই বক্তৃতা গুলি পরে 'ব্রহ্মপূজা' নামে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। কাজেই তাহা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন।

এখানে 'ব্রহ্ম পূজা' বক্তৃতা হইতে আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

"বিশ্বের হিত করিলে বিশ্বাত্মা বিশ্বপতি পরমেশ্বর প্রীত হয়েন। কারণ জগৎ তাঁহার আশ্রিত। তিনি এক সৎস্বরূপ সত্য, অদ্বৈত, পরাৎপর, স্বপ্রকাশ, সদাপূর্ণ, সচ্চিদানন্দ, নির্ব্বিকার। সেই সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের সত্তা আশ্রয় করিয়া প্রত্যেক পদার্থ পৃথক্ পৃথক্ সত্য রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, এজন্য ত্রিলোকে তিনি স্রষ্টা ও ব্রহ্ম বলিয়া গীত হইয়া থাকেন। তাঁহার আরাধনাতে সকলের প্রীতি হয়। তরুর মূলে জল সেচন করিলে যেমন সমস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাখা পল্লব সজীব হয়, তদ্রূপ তাঁহার পূজাতে সকলেই প্রীত হয়। সেই ধ্যায়, পূজ্য, সুখারাধ্য পরমেশ্বরের পূজা ভিন্ন মুক্তি লাভের উপায় নাই।"

এই ব্রহ্ম পূজাই ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম্ম। শিব স্বীয় মুখে পরব্রহ্মের পূজা প্রচার করিয়াছেন। ব্রহ্মপূজা যে কষ্টসাধ্য নহে, তাহাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন। এই শারদীয় উৎসবে গৃহে গৃহে যে পার্ব্বতীর পূজা হইতেছে, সেই পার্ব্বতীর ব্রহ্মপূজা জানিবার জন্য শিবের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন।—অতএব ভারতবাসীর গৃহে গৃহে ব্রহ্মপূজাই প্রচলিত হউক। ব্রহ্মপূজার প্রভাবেই আর্য্যগণ সর্ব্বপ্রকার উন্নতিলাভ করিয়া, মহাগৌরবে কাল যাপন করিয়া গিয়াছেন। প্রতিমাপূজা অজ্ঞ-জাতিদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, আর্য্য-সন্তানদিগের জন্য নহে। ব্রহ্মপূজাই ভারতকে আর্য্য সিংহাসন দান করিয়াছিল, পুনর্ব্বার সেই ব্রহ্ম পূজাতেই ভারতের দুঃখ দুর্দ্দিন তিরোহিত হইবে। যেদিন এই জাতীয় শারদোৎসব গৃহে গৃহে ব্রহ্মপূজার ওঁকার ঊর্দ্ধনাদে সমুচ্চারিত হইবে সেই শুভদিনের জন্য আমরা প্রতীক্ষা করিতেছি।"

ঢাকা পাতলাখাঁর গলিতে অবস্থানকালে কতকগুলি ব্রাহ্ম এই বলিয়া আপত্তি করেন যে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক হইয়া মাদক দ্রব্য সেবন করেন। ইহা ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরোধী কার্য্য। এই কথা তাঁহার কানে আসা মাত্র তিনি মরফিয়া ব্যবহার ত্যাগ করেন। তাহাতে তাঁহার হৃদ্‌রোগ বৃদ্ধি হইয়া প্রায় ১৪ দিন অচৈতন্যঅবস্থায় শয্যাগত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী যোগমায়া দেবী তাঁহার এই অবস্থার কথা আত্মীয় নবকুমার বাবুকে জানাইলেন। নবকুমার বাবু বলেন—যোগমায়া দেবী এই কথা আমাকে জানাইলে আমি ডাক্তার রুদ্র নাগ মহাশয়ের ডাক্তারখানা হইতে মরফিয়া আনিয়া তাঁহাকে দিলাম। তিনি তাহা গোস্বামী মহাশয়কে সেবন করাইলে তিনি সংজ্ঞালাভ করিলেন। আর আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আপনার জীবনের জন্য যাহা ডাক্তার সাহেব ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা অপরের কথায় ব্যবহার না করিয়া জীবনকে বিপন্ন করিয়াছিলেন!" তাহাতে তিনি আমাকে বলেন যে "আমার যে অবস্থা ও কষ্ট তাহা উহারা বুঝিতে পারেন না। এই মনে করিয়াছিলাম দূর হোক দেহটা পাত হইলেই যত আপদ চুকিয়া যায়। এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, "অপরের কথায় জীবন নষ্ট করা এবং আত্মীয়দিগের প্রাণে কষ্ট দেওয়া সঙ্গত নহে। বিশেষত ঃ যোগজীবনের মাতাঠাকুরাণী আপনার এই অসুখের অবস্থায় কয়দিন অনশনে কাটাইয়াছিলেন। ইহাতে গোস্বামী মহাশয় কিছু বলিলেন না কিন্তু জীবদ্দশায় আর কখনও ঔষধ পরিত্যাগ করেন নাই। চীবার্স সাহেব গোস্বামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাশয়ের হৃদ্‌রোগের জন্য যাবজ্জীবন মরফিয়া সেবন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

নবকুমার বাবু বলেন :—'এসময়ে আমার বাসা গোস্বামী মহাশয়ের বাসার অতি নিকটেই ছিল। তখন আমার বাসায় প্রায় ১০।১২ সের দুগ্ধ হইত। আমি তাঁহার সেবার জন্য প্রত্যহ যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধ দিয়া, আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতাম। না গ্রহণ করিলে এই মূঢ় লোক মনে ক্লেশ পাইবে, এই জন্য তিনি উহা গ্রহণ করিতেন, কখনও প্রত্যাখ্যান করেন নাই। আমার মাতৃ বিয়োগের পর গোস্বামী মহাশয়ের বাসাতেই ব্রাহ্মমতে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। গোস্বামী মহাশয় উপাসনা করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। তত্রত্য ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাগণ আহুত হইয়া উপাসনাদি ও সঙ্গীত করেন এবং উপাসনান্তে আহারাদি করিয়া আমাকে ধন্য করিয়াছিলেন।"

১২৯০ সালে পূর্ব্ববাঙ্গলাব্রাহ্মসমাজে মন্দিরের পশ্চাতে প্রচারকনিবাস নির্ম্মিত হইলে—১২৯১ সনের ২০শে চৈত্র গৃহ প্রবেশ অনুষ্ঠান পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়। —ঐ দিন ঢাকা সহরের শিক্ষিত এবং গণ্যমান্য দেশী এবং বিদেশীয় বহু লোক নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইলে প্রথমে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী উপাসনা ও নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিবৃত করেন। পরে উহার মর্ম্ম ইউরোপীয় মহোদয়গণের অবগতির জন্য শাস্ত্রী মহাশয় বিবৃত করেন। পরে গোস্বামী মহাশয় ও শাস্ত্রী মহাশয়ের হৃদয়স্পর্শী প্রার্থনান্তে পূর্ব্বাহ্নের কার্য্য শেষ হয় এবং সায়ংকালে 'ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য" সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় একটি উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা করেন।

পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণ এ সময়ে হইতে প্রচারক নিবাসে বাস করিয়া প্রতিদিন ধর্ম্মালোচনা ও ঈশ্বরোপাসনা, ও সঙ্কীর্ত্তনাদি করিয়া দাতার দানকে সার্থক করিয়াছেন।

প্রচারকনিবাসে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সংস্পর্শ লাভের জন্য এবং তাঁহার ধর্ম্মালোচনা ও কীর্ত্তনাদিতে যোগ দিবার জন্য ঐ সময় প্রতিদিন অপরাহ্নে প্রচারকনিবাসের নীচের বড় ঘরে ধর্ম্মপ্রাণ অনেক লোকের সমাগম হইত এবং তাঁহাদের ব্যাকুলতা হৃদয় হইতে হৃদয়ান্তরে সঞ্চারিত হইয়া একটি পবিত্র আবহাওয়ার সৃষ্টি ও মন্দির প্রাঙ্গণ উৎসব ক্ষেত্রে পরিণত হইত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাখা পল্লব সজীব হয়, তদ্রূপ তাঁহার পূজাতে সকলেই প্রীত হয়। সেই ধ্যায়, পূজ্য, সুখারাধ্য পরমেশ্বরের পূজা ভিন্ন মুক্তি লাভের উপায় নাই।"

এই ব্রহ্ম পূজাই ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম্ম। শিব স্বীয় মুখে পরব্রহ্মের পূজা প্রচার করিয়াছেন। ব্রহ্মপূজা যে কষ্টসাধ্য নহে, তাহাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন। এই শারদীয় উৎসবে গৃহে গৃহে যে পার্ব্বতীর পূজা হইতেছে, সেই পার্ব্বতীর ব্রহ্মপূজা জানিবার জন্য শিবের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন।—অতএব ভারতবাসীর গৃহে গৃহে ব্রহ্মপূজাই প্রচলিত হউক। ব্রহ্মপূজার প্রভাবেই আর্য্যগণ সর্ব্বপ্রকার উন্নতিলাভ করিয়া, মহাগৌরবে কাল যাপন করিয়া গিয়াছেন। প্রতিমাপূজা অজ্ঞ-জাতিদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, আর্য্য-সন্তানদিগের জন্য নহে। ব্রহ্মপূজাই ভারতকে আর্য্য সিংহাসন দান করিয়াছিল, পুনর্ব্বার সেই ব্রহ্ম পূজাতেই ভারতের দুঃখ দুর্দ্দিন তিরোহিত হইবে। যেদিন এই জাতীয় শারদোৎসব গৃহে গৃহে ব্রহ্মপূজার ওঁকার উর্দ্ধনাদে সমুচ্চারিত হইবে সেই শুভদিনের জন্য আমরা প্রতীক্ষা করিতেছি।"

ঢাকা পাতলাখাঁর গলিতে অবস্থানকালে কতকগুলি ব্রাহ্ম এই বলিয়া আপত্তি করেন যে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক হইয়া মাদক দ্রব্য সেবন করেন। ইহা ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরোধী কার্য্য। এই কথা তাঁহার কানে আসা মাত্র তিনি মরফিয়া ব্যবহার ত্যাগ করেন। তাহাতে তাঁহার হৃদ্‌রোগ বৃদ্ধি হইয়া প্রায় ১৪ দিন অচৈতন্যঅবস্থায় শয্যাগত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী যোগমায়া দেবী তাঁহার এই অবস্থার কথা আত্মীয় নবকুমার বাবুকে জানাইলেন। নবকুমার বাবু বলেন—যোগমায়া দেবী এই কথা আমাকে জানাইলে আমি ডাক্তার রুদ্র নাগ মহাশয়ের ডাক্তারখানা হইতে মরফিয়া আনিয়া তাঁহাকে দিলাম। তিনি তাহা গোস্বামী মহাশয়কে সেবন করাইলে তিনি সংজ্ঞালাভ করিলেন। আর আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আপনার জীবনের জন্য যাহা ডাক্তার সাহেব ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা অপরের কথায় ব্যবহার না করিয়া জীবনকে বিপন্ন করিয়াছিলেন!" তাহাতে তিনি আমাকে বলেন যে "আমার যে অবস্থা ও কষ্ট তাহা উহারা বুঝিতে পারেন না। এই মনে করিয়াছিলাম দূর হোক দেহটা পাত হইলেই যত আপদ চুকিয়া যায়। এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, "অপরের কথায় জীবন নষ্ট করা এবং আত্মীয়দিগের প্রাণে কষ্ট দেওয়া সঙ্গত নহে। বিশেষতঃ যোগজীবনের মাতাঠাকুরাণী আপনার এই অসুখের অবস্থায় কয়দিন অনশনে কাটাইয়াছিলেন। ইহাতে গোস্বামী মহাশয় কিছু বলিলেন না কিন্তু জীবদ্দশায় আর কখনও ঔষধ পরিত্যাগ করেন নাই। চীবার্স সাহেব গোস্বামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাশয়ের হৃদ্‌রোগের জন্য যাবজ্জীবন মরফিয়া সেবন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

নবকুমার বাবু বলেন ঃ—'এসময়ে আমার বাসা গোস্বামী মহাশয়ের বাসার অতি নিকটেই ছিল। তখন আমার বাসায় প্রায় ১০।১২ সের দুগ্ধ হইত। আমি তাঁহার সেবার জন্য প্রত্যহ যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধ দিয়া, আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতাম। না গ্রহণ করিলে এই মূঢ় লোক মনে ক্লেশ পাইবে, এই জন্য তিনি উহা গ্রহণ করিতেন, কখনও প্রত্যাখ্যান করেন নাই। আমার মাতৃ বিয়োগের পর গোস্বামী মহাশয়ের বাসাতেই ব্রাহ্মমতে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। গোস্বামী মহাশয় উপাসনা করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। তত্রত্য ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাগণ আহূত হইয়া উপাসনাদি ও সঙ্গীত করেন এবং উপাসনান্তে আহারাদি করিয়া আমাকে ধন্য করিয়াছিলেন।"

১২৯০ সালে পূর্ব্ববাঙ্গলাব্রাহ্মসমাজে মন্দিরের পশ্চাতে প্রচারকনিবাস নির্ম্মিত হইলে—১২৯১ সনের ২০শে চৈত্র গৃহ প্রবেশ অনুষ্ঠান পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়। —ঐ দিন ঢাকা সহরের শিক্ষিত এবং গণ্যমান্য দেশী এবং বিদেশীয় বহু লোক নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইলে প্রথমে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী উপাসনা ও নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিবৃত করেন। পরে উহার মর্ম্ম ইউরোপীয় মহোদয়গণের অবগতির জন্য শাস্ত্রী মহাশয় বিবৃত করেন। পরে গোস্বামী মহাশয় ও শাস্ত্রী মহাশয়ের হৃদয়স্পর্শী প্রার্থনান্তে পূর্ব্বাহ্নের কার্য্য শেষ হয় এবং সায়ংকালে 'ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য" সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় একটি উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা করেন।

পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণ এ সময়ে হইতে প্রচারক নিবাসে বাস করিয়া প্রতিদিন ধর্ম্মালোচনা ও ঈশ্বরোপাসনা, ও সঙ্কীর্ত্তনাদি করিয়া দাতার দানকে সার্থক করিয়াছেন।

প্রচারকনিবাসে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সংস্পর্শ লাভের জন্য এবং তাঁহার ধর্ম্মালোচনা ও কীর্ত্তনাদিতে যোগ দিবার জন্য ঐ সময় প্রতিদিন অপরাহ্নে প্রচারকনিবাসের নীচের বড় ঘরে ধর্ম্মপ্রাণ অনেক লোকের সমাগম হইত এবং তাঁহাদের ব্যাকুলতা হৃদয় হইতে হৃদয়ান্তরে সঞ্চারিত হইয়া একটি পবিত্র আবহাওয়ার সৃষ্টি ও মন্দির প্রাঙ্গণ উৎসব ক্ষেত্রে পরিণত হইত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১২৯১ সনের ভাদ্র মাসে ঢাকাতে শারদীয় ও সাম্বৎসরিক উপাসনার পর, ঐ বৎসরের আশ্বিন মাসে কুমারখালি ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সপরিবারে কুমারখালি আসিয়া 'কাঙ্গালের' সাধন কুটিরে' অবস্থান করেন।

কাঙ্গালের নাম হইতেছে হরিনাথ মজুমদার। এই মনস্বী মহাজন গ্রামের উন্নতিকল্পে ২৩ বৎসর কাল অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে "গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচার করিয়াছিলেন। —তিনি ছিলেন একজন ধর্ম্মপরায়ণ সাধুব্যক্তি। "ব্রহ্মাণ্ডবেদ" পত্র প্রচার করিয়াছিলেন। বাঙ্গলা সর্ব্বাধর্ম্মাবলম্বীর প্রীতিকর সহজ বাউলের সুরে জ্ঞান ও প্রেমতত্ত্ব উদ্দীপক বহু সঙ্গীত রচনা করেন। বাউল সঙ্গীত প্রচারে তিনি ভণিতায় নাম দিয়াছিলেন—'কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ।' কাঙ্গাল হরিনাথের হৃদয়ে যখন যে ভাবের উদয় হইত, তখনই তাহা বাউলের সুরে গাহিয়া সেই পরমার্থ সঙ্গীত গায়কদিগের সহযোগে নিজে গান করিয়া আপনি মাতিয়া অন্যকে মাতাইতেন।'

এদিকে কেশবচন্দ্র সেন তখন গুরুতররূপে পীড়িত। বহুমূত্ররোগে শয্যাশায়ী। মন্দির প্রতিষ্ঠার দিবস—সকালে ও সন্ধ্যাকালে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনান্তে তখন আর তিনি থাকিতে পারিতেন না। নববিধান মন্দির প্রতিষ্ঠা দিবসে সকলের অমতে বলপূর্ব্বক চেয়ারে বসিয়া উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন এবং নূতন বেদীর উপরে উপবিষ্ট হইয়া দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন; তাঁহার রোগদুর্ব্বল কণ্ঠ হইতে অতি কাতরস্বরে, অতি ক্ষীণস্বরে যখন প্রার্থনার শব্দ উত্থিত হইল, তখন সেই ভাব দর্শন করিয়া ভক্তবৃন্দদের মধ্যে মহা ক্রন্দনধ্বনি সমুত্থিত হইল।—তাঁহার প্রার্থনার সারাংশ এই:—"এসেছি, মা, তোমার ঘরে। ওরা আস্‌তে বারণ করেছিল, কোনরূপে শরীরটা এনে ফেলেছি।' মা, তুমি এই ঘর অধিকার করে বসেছ। এই দেবালয় তোমার ঘর। নমঃ সচ্চিদানন্দ হরে, নমঃ সচ্চিদানন্দ হরে, নমঃ সচ্চিদানন্দ হরে।' আজ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে, ১লা জানুয়ারী মঙ্গলবার, ১৮০৫ শকের ১৮ই পৌষ, এই দেবালয় তোমার শ্রীচরণে উৎসর্গ করা হইল।' এইভাবে 'নববিধান ব্রাহ্মসমাজ-প্রতিষ্ঠিত হইল। তারপর ২৫শে পৌষ মঙ্গলবার, ১৮০৫ শকে ইংরাজী ১৮৮৪ সালের ৮ই জানুয়ারী বেলা ৯টা ৫৩ সময় কেশবচন্দ্র স্বর্গারোহণ করিলেন।

গোস্বামী মহাশয় বলেন:—"কেশববাবুর কন্যার বিবাহের পরে যখন বাগআঁচড়ায় ছিলাম, তখন একদিন স্বপ্নে দেখিলাম আমি একটা ভীষণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অরণ্যের মধ্যে বাস করিতেছি। অরণ্য ঘোরতর অন্ধকার এবং হিংস্রজন্তুগণের বিকট চীৎকারে পরিপূর্ণ। আমার সাথের সাথী কেহই নাই। সে অরণ্য হইতে বাহির হইবার কোনও পথও পাইতেছি না। যতই চলিতে চাই, পথ হারাইয়া কেবল ঘুরিয়া মরি এবং কণ্টকাঘাতে শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়। শ্বাপদগণ যেন প্রতি মুহূর্ত্তে আমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। আমি নিরাশ্রয়, একান্ত নিরাশ্রয় হইয়া দিশাহারা হইয়াছি, এমন সময় উপরে একটী আলো দেখিলাম, রাস্তার বা দোকানের সাইনবোর্ডে যেমন একখান হাত আঁকা তেমনি দেখিলাম, হাতের তর্জ্জনী—আঙ্গুলী আমাকে একদিক দেখাইয়া দিতেছে। আমি সেই সঙ্কেত অনুসারে আঙ্গুল যেদিক দেখাইতেছিল, সেই দিকে চলিলাম, হাতখানি আমার মাথার কিছু উপরে উপরে আমার আগে চলিল। এইভাবে, আমি অনায়াসে অল্পসময়ের মধ্যে অরণ্য উত্তীর্ণ হইলাম। তখন সম্মুখে এক প্রকাণ্ড তরঙ্গাকুল নদী পড়িল, আমি সভয়ে নদীর তীরে দাঁড়াইলাম, কিন্তু আমার পথপ্রদর্শক সেই হাতখানি, নদীর উপর দিয়া চলিল দেখিয়া, আমি সাহসের সহিত নদীতে অবগাহন করিলাম। প্রকাণ্ড নদী, অগাধজল, প্রবলস্রোত, প্রলয়তরঙ্গ কিন্তু কিছুতেই আমার কিছু করিতে পারিল না, আমি, আমার রক্ষাকর্ত্তা হাতের পশ্চাতে পশ্চাতে হাটিয়া নদী পার হইয়া গেলাম। সেইদিন হইতে আমি বুঝিয়াছি যে, অপার্থিব হস্তের ইঙ্গিতেই আমাকে চলিতে হইবে। মানুষের মতে চলিতে হইবে না"। বস্তুতঃ তিনি মানুষের মুখাপেক্ষা করিয়া কোন কার্য্যই করেন নাই।

গোস্বামী মহাশয় কলিকাতা আসিয়া দেখিলেন, 'আচার্য্য কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে 'নববিধান' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' নববিধান ব্রাহ্মসমাজ নামে অভিহিত হইয়াছে।

নানাস্থান ভ্রমণ করিয়াও তিনি মনে ও প্রাণে কিসের যেন অভাব বোধ করিতেছিলেন, শান্তি কোথায়? তাঁহার প্রাণের পিপাসা কিছুতেই মিটিতেছিল না। নানা সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে মিশিয়া ও বিস্তর ধর্ম্মকথা শুনিয়া ও তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইল না। 'যোগসাধন' পুস্তিকায় লিখিয়াছেন :—"কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েকজন শ্রদ্ধেয় বন্ধুর সহবাসে প্রাণায়াম শিক্ষা করিলাম ও তাঁহাদের নিকট বিস্তর ধর্ম্মকথা ও অনেক উপকার পাইলাম। কিন্তু তাহাতেও আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে পারিলাম না। তখন নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। অঘোরপন্থীদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাছে গেলাম, তাঁহারা সাধক বটেন, কিন্তু তাঁহাদের নর মাংসাহার ও অন্যান্য বীভৎস ব্যাপারে আমার রুচি হইল না। কাপালিকদিগের ব্যবহার আরও ভয়াবহ দেখিলাম। রামাৎ, শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল, দরবেশ, মুসলমান ফকীর এবং বৌদ্ধযোগী, সকলের নিকটই গেলাম, কিন্তু কোথাও আমার প্রাণের পিপাসা দূর হইল না।"

বিজয়কৃষ্ণ যখন এইরূপ মানসিক অশান্তি বোধ করিতেছিলেন—তখন একদিন কলিকাতা ঠনঠনিয়ার মোড়ে একটি সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি সন্ন্যাসীর শান্ত সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহার মস্তকে হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। উভয়ের ধর্ম্মবিষয়িণী বহু আলোচনা হইল। শেষে সাধু বিদায় গ্রহণ করিলেন। গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে একদিন ব্রাহ্মসমাজে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। পরে এক রবিবার দিন সাধু আসিলেন এবং মন্দিরের এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাদি শুনিলেন। সেদিন গোস্বামী মহাশয় বেদীতে বসিয়াছিলেন। উপাসনা শেষ হইলে—তিনি তাঁহার কাছে গিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমাদের উপাসনা কেমন লাগিল বলুন ?"

সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন—"তুমি যে শাস্ত্রের কথা ব্রহ্ম-জ্ঞানের কথা বললে তাতে আনন্দ পেয়েছি, তৃপ্ত হয়েছি।"

গোস্বামী মহাশয় বলিলেন—'বাবা, আমি শাস্ত্রের অনেক গভীর কথা বলি, তত্ত্বকথা নিয়ে আলোচনা করি, কিন্তু তবু কেন আমার প্রাণের অশান্তি যায় না—বলতে পারেন ? কেন এমন হয় ? আমাকে উপদেশ দিন।

সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—"বাবা, তুমি অনেক ভাল কথা বলেছ, তবে তোমার মনে অশান্তি কেন ?" (বাত্ তো বহুৎ আচ্ছা বোল্‌তা হায়, তব্ বি এসা কাহে ?") কেন এমন হয়, তার উত্তর দিতে পারেন তোমার গুরু। তাঁকে জিজ্ঞাসা করো, তিনি পথ বাৎলে দিবেন।

গোস্বামী মহাশয় দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন,—আমার গুরু নাই, আমি গুরুকরণের কোন আবশ্যকতা স্বীকার করি না। আমাদের ব্রাহ্মসমাজে গুরু করবার বিধি নাই।

বিস্মিত হইলেন সন্ন্যাসী—গোস্বামী প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—'দেখ, গুরুকরণ ব্যতীত ধর্ম্মলাভ হয় না। বৃষ্টির জলধারা ধরে কি কেউ আকাশে উঠ্‌তে পারে ? তা যেমন পারে না, তেমনি গুরুকরণ না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর ...

হলে ধর্ম্মলাভ হয় না।—বলিতে লাগিলেন—সন্ন্যাসী—আউরভি দেখ, কোই আকাশমে এমারত্ নাহি বানানে সেক্তা! তোম্‌কো গুরু করণে হোগা।" গোস্বামী মহাশয় এ-সম্বন্ধে আরও নানাকথার আলোচনা করিয়া শেষে সন্ন্যাসীকে বলিলেন—তবে আপনি আমার গুরু হন। সন্ন্যাসী বলিলেন—নেহি নেহি; না না—সে হয় না। আমি তোমার গুরু নই, তোমার যিনি গুরু, তিনি তোমাকে উপযুক্ত সময় দীক্ষা দিবেন।—'ঘাব্‌ড়াও মত্ বখত্ মে মেল জায়গা।' এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন সন্ন্যাসী!

বিজয়কৃষ্ণের মনে প্রশ্ন জাগিল—কোথায় গুরু? কে আমার গুরু? কোথায় তাঁর সন্ধান মিলিবে? সেদিন সেই সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ-আলোচনার পর হইতেই দিনরাত্রি—শয়নে-জাগরণে নিদ্রায় সেই কথাই মনের ভিতর সাড়া দিতেছিল—কোথায় গুরু? কোথায় মিলিবে তাঁর সন্ধান?

এ-ঘটনার কিছু দিন পরে গোস্বামী মহাশয় প্রকৃতির লীলানিকেতন দার্জ্জিলিং গমন করেন। সেখানকার কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষারমৌলি অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য,-নির্ঝর-সলিল-সিক্ত তরুশ্রেণীর ছায়াশীতল বিচিত্ররূপ, পুষ্পিত বনবীথি ও উপবন। সর্ব্বোপরি মেঘের বিচিত্র লীলা—কখনও নির্ম্মল প্রসন্ন নীল আকাশ, —কখনও ঝরঝর ঝমঝমরূপে ঘনঘোর বর্ষণ, মুগ্ধ করিয়াছিল, সৌন্দর্য্যপ্রিয় সাধু বিজয়কৃষ্ণকে!—এক দিবস পর্ব্বতপার্শ্বে নিসর্গের বিচিত্র শোভা সন্দর্শন করিতেছেন, এমন সময় সেই নিভৃত পর্ব্বতপাদমূলে তরুলতাকুঞ্জের মধ্যে দেখিতে পাইলেন—এক সৌম্যমূর্ত্তি লামা সন্ন্যাসী। মহাপুরুষ ধ্যানস্তিমিত-লোচনে সেখানে বসিয়া আছেন। অপূর্ব্ব তেজঃপুঞ্জ-জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি! ধীরে নীরবে উপস্থিত হইলেন সেখানে গোঁসাইজী। সন্ন্যাসীর ধ্যান ভঙ্গ হইলে পর, লইলেন তাঁহার স্মরণ, নিজের প্রাণের অশান্তির কথা বলিলেন।

সাধু সব শুনিয়া বলিলেন—'বাবা, ব্যস্ত হয়ো না। উদ্বিগ্ন হয়ো না, সময়ে তোমার গুরু লাভ হইবে।' গুরুকরণ ছাড়া কিছু হয় না।

সেদিন হইতে তাঁহার পণ হইল—যেরূপেই পারি আমার গুরুর সন্ধান লইব —তাঁহাকে চাই-ই। আরম্ভ করিলেন—দেশ-বিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও সঙ্গে সঙ্গে সৎ গুরু অন্বেষণ।

চাতক পাখী যেমন—'দেজল! দেজল' বলিয়া আকাশের পানে চাহিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে—তেমনি গোস্বামী মহাশয় গুরু পাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন—সর্ব্বদা সন্তপ্ত মনে গাহিতেন—

পাপে তাপে বিগলিত মনঃ শীঘ্র সন্তাপনাশ।
মোহাচ্ছন্ন হৃদয়-গগনে—প্রেম সূর্য্য প্রকাশ॥

—এই সময়ে কত দুর্গমস্থানে তিনি গিয়াছেন, কত রকম বিপদে যে পড়িয়াছেন তাহা আশ্চর্য্য, এবং সে সমুদয় বিপদ হইতে যে ভাবে রক্ষা পাইয়াছেন তাহা বিধাতার অপার করুণা ব্যতীত কিছুই নহে।

গুরু সন্ধানে ব্যাকুল মন—নদী, গিরি, পর্ব্বত, দুর্গম অরণ্য, লঙ্ঘন করিতেছেন সে সময়ে যখন কাহারো নিকট কোন সৎগুরুর কথা শুনিতেন, তখনই সেদিকে উন্মত্তের মত ছুটিতেন—একদিন সেই সুদূর অতীতে ধ্রুব যেমন, 'কোথায় তুমি পদ্ম-পলাশ-লোচন হরি?' বলিয়া ছুটিয়াছিল—তেমনি ভক্তপ্রবণ -- গোঁসাইজী ছুটিলেন কোথায় তুমি গুরু? বলিয়া নানাদিকে।—একবার বিন্ধ্যাচলে গেলেন। বিন্ধ্যাচল বনাকীর্ণ পার্ব্বত্য প্রদেশ। অপরাহ্নে পাহাড়ের শোভা ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া চলিতেছেন ত চলিতেছেন! কোন দিকে লক্ষ্য ছিল না। আনমনা চলিয়াছেন বিজয়, এমন সময় কে একজন বলিল—ঐ দূর পাহাড়ের অরণ্যমধ্যে একজন মহাশক্তিশালী সন্ন্যাসী থাকেন। চলিলেন সেই পথে,—সন্ন্যাসীর সন্ধানে,—কিছু দূর গিয়া দেখিতে পাইলেন সাধুর আশ্রম।

সাধুর আশ্রমে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সাধু তাঁহাকে আহ্বান করিলেন পরম স্নেহভরে—বসিতে আসন দিলেন। সেই আশ্রমটির চারিদিকে নিবিড় বন-লতাগুল্মাচ্ছন্ন বড় বড় উচ্চ তরুশ্রেণী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অতি নীরব নির্জ্জন ভয়াবহ স্থান। প্রাণের মানুষ পাইলেই প্রাণের কথা হয়,—দুইজনে ধর্ম্মালোচনা করিতে করিতে রাত্রি হইয়া গেল। এমনই তন্ময় হইয়াছিলেন দু'জনে যে, কখন সন্ধ্যা হইল, কখন রাত্রি বাড়িয়া গেল সেদিকে কেহ লক্ষ্য করেন নাই।

রাত্রি হওয়াতে সাধু তাঁহাকে আসিতে দিলেন না। আশ্রমেই রাখিয়া দিলেন এবং ফলমূল দিয়া অতিথিসৎকার করিলেন এবং কুটিরেই শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

আশ্রমের অল্প দূরে ছিল ডাকাতদের এক আড্ডা। অপরাহ্নে সেই পথে যখন গোস্বামী মহাশয় সাধুর আশ্রমের দিকে যাইতেছিলেন—তখন ডাকাতরা ভদ্রপরিচ্ছদধারী গোস্বামী মহাশয়কে দেখিতে পাইয়াছিল—তাহাদের মনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছিল, নিশ্চয়ই ইঁহার কাছে অনেক টাকা কড়ি আছে। এইজন্য গভীর রাত্রিতে তাহারা দল বাধিয়া চলিল—গোস্বামী মহাশয়কে সাধুর আশ্রমে গিয়া আক্রমণ করিতে,—তাহারা অগ্রসর হইল আশ্রমের দিকে।

আশ্রমের অল্পদূরে আসিয়া পৌছিয়াছে, এমন সময় দেখিতে পাইল—পথের সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড বাঘ গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছে—রাগে খুব জোরে জোরে মাটিতে লেজ আছড়াইতেছে। অন্ধকারের মধ্যে আগুনের মত তাহার তুই চক্ষু জ্বলিতেছে! ভয়ে তাহারা সে পথ হইতে পলাইয়া আসিয়া—আবার অন্য একটি পথ ধরিয়া—আশ্রমের দিকে চলিল। সে পথে ও ঢুকিতে পারিল না। কি আশ্চর্য্য! সে পথেও বাঘ! তেমনি আশ্রমে প্রবেশের পথ আগলাইয়া বসিয়া—তেমনি হাঁ করিয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছে! তেমনি আগুনের মত বাঘের চক্ষু জ্বলিতেছে! দস্যুরা বনের আড়ালে একটু নিরাপদ স্থানে বসিয়া রহিল, ভাবিল বাঘটা চলিয়া গেলে আশ্রমে যাইবে! এমন সময় আরম্ভ হইল ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি। ভীষণ বজ্রের ধ্বনি! বাজ পড়িয়া কয়েকজন দস্যু প্রাণ হারাইল—বাকী দস্যুরা ভয়ে পলাইয়া গেল।

ক্রমে আকাশ পরিষ্কার হইল। গোঁসাইজী নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন,—তিনি এসব কিছুই জানিতে পারেন নাই। সাধু জাগিয়া থাকিয়া নিজ আসনে বসিয়া সমস্তই কিন্তু দেখিয়াছিলেন। ঊষার আলো প্রকাশমান্ হইলে—তিনি গোস্বামী মহাশয়কে জাগাইয়া একটি সোজা পথে তাঁহাকে বাসায় পাঠাইয়া দিলেন। কিছু দূর আসিতেই শুনিতে পাইলেন—বিন্ধ্যবাসিনীদেবীর আরতি।

গোঁসাইজী কাঁসর ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া আসিয়া পৌছিলেন—বিন্ধ্য দেবীর মন্দিরে, সেখানে উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তাড়াতাড়ি পথ চলিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমন সময় সেই দস্যুগণের সর্দ্দার তাঁহার কাছে আসিয়া তাহাদের রাত্রের তুরভিসন্ধির কথা বলিল এবং বাঘ, ঝড়বৃষ্টি ও বিপদের কথা প্রকাশ করিয়া কহিল এবং তাঁহার পদযুগল ধারণ করিয়া দস্যু সর্দ্দার—বলিল 'সাধুজী, বহুৎ গুণা হুয়া—মাপ কিজিয়ে।'

আশ্চর্য্য হইলেন সব শুনিয়া গোঁসাইজী। আনন্দে বিধাতার নাম স্মরণ করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন!

ধর্ম্মব্যাকুল প্রাণ—গুরুকরণের জন্য—গুরুর সন্ধানে এমনি করিয়া বহু বিপদকে আলিঙ্গন করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১২৮৮ সনে (১৮৮১ খৃঃ) গোস্বামী মহাশয় প্রচারার্থে গয়া গমন করেন। সে সময়ে তাঁহার সঙ্গী ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারক শ্রীযুক্ত শশীভূষণ বসু মহাশয়। তাঁহারা গয়া যাইবার উদ্দেশে প্রথমতঃ মধুপুর আসেন। মধুপুর হইতে গোস্বামী মহাশয় ও শশীবাবু পচম্বা আসিলেন। সেখানে তাঁহারা শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বসু মহাশয়ের বাটীতে কয়েকদিন অবস্থান করেন। এখানে আসিয়া—সকলে মিলিত হইয়া উপাসনা করিতেন, নিজ রচিত সঙ্গীত গাহিতেন। তাঁহার এসময়ের উপাসনা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া জনগণের মন বিগলিত হইত।

পচম্বা আসিয়া গোস্বামী মহাশয়ের মনের অত্যন্ত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। ধ্যানানুরাগ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। অধিকাংশ সময় নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসিতেন। বাহ্য জগতের সহিত নির্লিপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তিনি জীবনের কর্ত্তব্যকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। অধিকাংশ সময়ই ধ্যানধারণায় অতিবাহিত করিতেন। অবশিষ্ট সময় নিবিষ্টচিত্তে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন। ধর্ম্মগ্রন্থ সকলের মধ্যে তুলসীদাসকৃত রামায়ণ ও গুরু নানকের গ্রন্থসাহেব তাঁহার অতীব প্রিয় ছিল। তিনি প্রতিদিন অপরাহ্নে ভক্তিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেন। তাহা এরূপ হৃদয়গ্রাহিণী ও মাধুর্য্যময়ী হইত যে, মধুচক্রে মধুকরের ন্যায় শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া আর বিষয়ান্তরে যাইতে চাহিত না।"

পচম্বা হইতে গোস্বামী মহাশয় সঙ্গী শশীবাবুর সহিত গয়াতে আসিলেন। এই গয়াতেই বিজয়কৃষ্ণ প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গয়ার প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক ভাবেই গভীর আকর্ষণ ছিল। তখন সেখানে শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র রক্ষিত নামে একজন ব্রাহ্ম ছিলেন, তিনি সেখানকার স্থানীয় লোক এবং ব্যবহারজীবী ছিলেন। গোবিন্দবাবুর বাড়ীর গৃহের ছাদে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে উপাসনা, ধর্ম্মালোচনা এবং বিবিধশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা সঙ্গীত, স্তবপাঠ হইত—এবং সন্ধ্যাকালে ও গভীর রাত্রিতে বিজয়কৃষ্ণ ধ্যানমগ্ন থাকিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বাদশ অধ্যায়

গয়াধাম,—রঘুবরদাস বাবাজী, আকাশগঙ্গা—গুরুলাভ, দীক্ষা

গয়া সহরের সহিত গোস্বামী মহাশয়ের পরিচয় অনেক দিনের, এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, তীর্থখ্যাতি, সাধুসন্তের বাসভূমি গয়া ছিল তাঁহার প্রিয়ভূমি। এখানে আসিয়া তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইল গুরুলাভের জন্য। গোবিন্দ রক্ষিত মহাশয় গোঁসাইজীর ছিলেন অনুরাগী বন্ধু। এমন কি নিজের ব্যবসায় ওকালতি পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া অধিকাংশ সময় তিনি গোস্বামী প্রভুর সহিত ধর্ম্মালোচনা করিয়া কাটাইতেন। তখন তিনি ধ্যান—ধারণায় ও শাস্ত্র পাঠে সদানিয়ত থাকার দরুন স্থানীয় ব্রাহ্মগণের মনে এই ধারণা হইল যে বিজয়কৃষ্ণকে দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারকের কাজ আর হইবে না।

একদিন কথা-প্রসঙ্গে গোবিন্দবাবু তাঁহাকে বলিলেন: 'দেখুন এখানে আকাশগঙ্গা পাহাড়ে একজন সাধু পুরুষ বাস করেন। চলুন তাঁহার ওখানে যাই। আপনি তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিলে অত্যন্ত আনন্দলাভ করিবেন।

শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় বলিলেন—অতি উত্তম কথা। আমাকে সেখানে নিয়ে চলুন।

পরদিন তাঁহারা আকাশগঙ্গাবাসী বাবাজীর আশ্রমে গমন করিলেন। গোবিন্দবাবু তাঁহার ভৃত্যসহ প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যাদি—চাউল, ডাইল ইত্যাদি লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। অতিথিসেবাপরায়ণ বাবাজী পরম সমাদরের সহিত তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন।

বাবাজী তখন আশ্রমের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র গোঁসাইজী দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার চরণতলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন: 'প্রভু বলে দিন কেমন করে উদ্ধার পাব? আপনি আমাকে দয়া করুন।'

বাবাজী তাঁহাকে দু'হাত দিয়া তুলিয়া লইয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন—"এইছে সাধু হাম কভি নেহি দেখা। দয়াল রামজী তোমকো আলবৎ কৃপা করেগা। বৈঠো বাবা, বৈঠো। দৈন্য ছোড় দেও।" এই বলিয়া তিনি গোস্বামী-মহাশয়কে আশ্বাস প্রদান করিলেন। রঘুবর দাস বাবাজী ছিলেন রামাউত সাধু। তারপর গোবিন্দবাবু ও গোস্বামীমহাশয়কে সযত্নে আশ্রমে বসাইয়া—রন্ধন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে গেলেন। সাধু রঘুবর বাবাজীর সেই অতিথিসেবার তুলনা মিলে না। তিনি নিজের হাতে রন্ধন করিলেন, আহার্য্য প্রস্তুত হইলে স্নেহময়ী জননীর মত তাঁহাদিগকে যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন।' বাবাজীর প্রতি গোস্বামী মহাশয়ের অত্যন্ত ভক্তি হইল। আহারান্তে বাবাজীর সহিত বিজয়কৃষ্ণের ধর্ম্ম বিষয়ে বিবিধ আলোচনা হইতে লাগিল। সেই হইতে তিনি সর্ব্বদাই আকাশগঙ্গার আশ্রমে বাবাজীর নিকটে বাস করিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন। রঘুবর দাস ছিলেন প্রকৃতই একজন ভক্ত মহাপুরুষ।

আকাশগঙ্গার আশ্রম অতি সুন্দর। একটি প্রস্রবণের নাম আকাশগঙ্গা অতি নির্ম্মল জল। বোধ হয় যেন প্রস্তর ঘামিয়া ঘামিয়া জল পড়িতেছে। এ জল কোথা হইতে আসিয়াছে? কেহ কেহ বলেন—আকাশ হইতে গঙ্গা আসিতেছেন। তাই ইহার নাম 'আকাশগঙ্গা' 'আশাবতীর উপাখ্যানে' এ-বিষয় সুন্দর উত্তর আছে। বাবাজী আশাবতীকে বলিলেন : না মা! উহা ঠিক্ কথা নহে। পাণ্ডারা যাত্রীদিগকে ভুলাইয়া অর্থ লইবার জন্য ঐরূপ বলিয়া থাকে। উহাকে প্রস্রবণ কহে। বৃক্ষ যেমন শিকড় দিয়া জল টানিয়া সমস্ত শাখা—প্রশাখায় লইয়া যায় সেইরূপ নীচে জল আছে; অথবা পাহাড়ের কোন স্থানে জল জমিয়া থাকে, পাথরের মধ্যে শিকড়ের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম শিরা আছে, তাহাই জল টানিয়া থাকে। ইহা ভগবানের লীলা। নতুবা জল কখন উর্দ্ধে উঠিতে পারে? জলের গতি নীচের দিকে। কিন্তু পাহাড়ের উপরে লোকের বসতি, নীচ হইতে উপরে জল লইয়া যাইতে হইবে; ভগবান্ হুকুম করিলেন আর জল প্রস্তর ভেদ করিয়া উপরে উঠিয়া পড়িতেছে। ইহাও বাস্তবিক গঙ্গা। বিষ্ণুর চরণে গঙ্গার উৎপত্তি, ইহাও সেই প্রভুর দয়ারূপ চরণ হইতে চলিয়া আসিতেছে।

আশ্রমটির মনোরম পরিবেশ, নির্ঝরের অবিশ্রান্ত কলতান, বিহঙ্গগণের সুমিষ্ট কণ্ঠের গান, তরুলতার পবন স্পর্শে কম্পন, বনকুসুমের সুগন্ধি বিস্তার, মন প্রাণ কাড়িয়া নেয়। নির্জ্জনতা এত মধুর, শান্তি এমন তৃপ্তিদায়িনী তাহা অনুভব করিলেন গোস্বামী প্রভু!

সেদিন আহারান্তে বাবাজীর সঙ্গে ধর্ম্মালোচনার পর রঘুবর বাবাজী তাঁহাদিগকে ব্রহ্মযোনী পাহাড়ে যাইতে বলিলেন। সেখানে একজন সাধু বাস করিতেন। ব্রহ্মযোনী পাহাড়ের সাধু দূর হইতে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া দৌড়িয়া আসিয়া গোস্বামী প্রভুকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—'আনন্দরহ, আনন্দরহ আনন্দরহ'। ইঁহার সঙ্গে ও গোস্বামীমহাশয়ের ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক আলাপ হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেক সিঁড়ি বাহিয়া ব্রহ্মযোনী পাহাড়ের উপর উঠিতে হয়। তাঁহারা পাহাড়ের উপর উঠিলেন। সেখানে উঠিয়া চারিদিকের প্রকৃতির মনোহর শোভা দেখিয়া সন্ধ্যার সময় সকলে নীচে নামিয়া আসিলেন। আসিতে আসিতে পথে গোস্বামী প্রভু একটি স্থান দেখাইয়া শশীবাবু ও সঙ্গীদের বলিলেন—'দেখ শশী, এই স্থানে মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের ভাবসিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছিল—তিনি কৃষ্ণ বিরহে উন্মত্ত হইয়া 'কৃষ্ণরে বাপরে! হা কৃষ্ণ কোথায় গেলিরে' বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন। ভক্তবীর বিজয় এই কাহিনী এমন করুণ ভাবে আকুল কণ্ঠে বলিতেছিলেন যে সঙ্গীদের হৃদয় ও দ্রবীভূত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যেমন বিষ্ণু পাদপদ্ম দর্শনে ভাবান্তর হইয়াছিল, তেমনি গোস্বামী মহাশয়ের হৃদয়-নদাতে প্রেমের বন্যা ডাকিয়াছিল।

প্রতিদিন আকাশগঙ্গা আশ্রমে আসেন ধ্যান করেন,—কি যে এক মহা আকর্ষণ কে বুঝিবে ঈশ্বরপরায়ণ প্রেমে পাগল ভিন্ন অন্য জনে। একদিন শশীবাবুকে বলিলেনঃ—'শশী আজ আমি সারারাত্রি ভজন করবো তুমি আমার পাশে ঘুমিয়ে থেকো।' শশীবাবু বলেন—এই বলিয়া তাঁহার গাত্র বস্ত্র দ্বারা আমাকে উপাধান করিয়া দিলেন। শিশু যেমন মাতৃপার্শ্বে নির্ভয়ে নিশি যাপন করেন আমিও সেইভাবে তাঁহার পার্শ্বে নিশি যাপন করিলাম। আর এই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদসঙ্কুল সেই ভীষণ অরণ্যের পার্শ্বে সমগ্র রজনী অটল ভাবে ভয় উদ্বেগবিহীন হইয়া ব্রহ্ম ধ্যানে অতিবাহিত করিলেন।—রাত্রিশেষে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে পুনরায় আমাকে উঠাইলেন। আমরা দুইজনে নির্ঝর বারিতে স্নান করিয়া নির্জ্জন গুহাপ্রান্তে বসিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিলাম। তিনি করতাল বাজাইয়া অতীব সুমধুর স্বরে গান ধরিলেন—

ভৈরবী—যৎ

প্রভু হৃদিরঞ্জন মনোমোহনকারী।
তুমি প্রাণ রমণ হৃদিভূষণ পাপহরণকারী॥
(আমার) সাধ সতত হয় যে মনে, ওরূপ নেহারি।
পরশন করি মোহ আঁধার নিবারি॥
(সেদিন কবে বা হবে!)

এই গান করিতে করিতে তিনি অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইতে লাগিলেন।

সেদিন সেই উপাসনার সময় বনের ভিতর হইতে একটা খুব বড় সাপ তাঁহার উরু দেশে উঠিয়াছিল—কিন্তু কোন অনিষ্ট করে নাই। গোঁসাইজীর তাহা অজ্ঞাত ছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সময় গোস্বামী মহাশয় আকাশগঙ্গা পাহাড়ে (কপিলধারা) রঘুবর বাবাজীর আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন। উৎসবের দিন স্থানীয় ব্রাহ্মগণ তাঁহাকে উপাসনার জন্য আহ্বান করিলেন। নির্দ্ধারিত সময়ে তিনি উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। উপাসনা আরম্ভ করিলেন। হৃদয় এমনি ভাবোন্মত্ত ছিল যে দুই চারিটি কথা বলিতেই তাঁহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল—বলিলেন "আপনারা কেহ উপাসনা করুন, আমি আর কথা বলতে পারিনা।'

সে সময়ে গয়া ব্রাহ্মসমাজে যে কয়জন ব্রাহ্ম ছিলেন—তাঁহাদের নাম এখানে প্রয়োজনবোধে উল্লেখ করিতেছি—বামাচরণ সেন, উমেশচন্দ্র সরকার, গোবিন্দ-চন্দ্র রক্ষিত, চন্দ্রনাথ ঘোষ, চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জি, ঈশানচন্দ্র সেন ও ভক্ত হরিসুন্দর বসু। সেদিনকার ঘটনা সম্বন্ধে হরিসুন্দর বাবুর চতুর্থ পুত্র স্বর্গীয় সত্যসুন্দর বসু লিখিত ভক্ত হরিসুন্দরের চরিতকথার ২৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন: আমি যখন খুব ছোট তখন একবার তাঁকে গোস্বামী (মহাশয়কে) দেখেছিলাম, সে সময়ে তিনি "আকাশগঙ্গার' আশ্রমে থাকতেন। বাবা গয়া ব্রাহ্মসমাজে চৈতন্যোৎসব" নামে একটি অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন। দোলপূর্ণিমার দুই একদিন আগে, যে কয়টি ব্রাহ্মপরিবার ছিলেন, সকলেই কয়েকটি তাঁবু নিয়ে গিয়ে ব্রহ্মযোনী পাহাড়ের নীচে আমবাগানে কয়েকদিন কাটাতেন, সেখানেই রাঁধাবাড়া হত। একদিনকার সকালবেলার ঘটনা আমার মনে আছে। সকাল ৮-টায় কীর্ত্তন আরম্ভ হয়েছে, সকলে দাঁড়িয়ে কীর্ত্তন করছেন; প্রায় ৯টার সময় গোস্বামীমহাশয় 'আকাশগঙ্গা' থেকে নেমে এলেন—মাথায় জটা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে লাল তিলক, লালআলখেল্লা পরা হাতে লাল রঙ্গের কাঠের কমণ্ডলু। তিনি এসে দাঁড়াতেই তাঁকে দলের ভিতর টেনে আনা হল ও তাঁকে ঘিরে খুব জোরে সঙ্কীর্ত্তন চল্ল। কিছুক্ষণ সঙ্কীর্ত্তনের পর সকলে বসলেন।—তাঁরা পরে সকলে গোস্বামী মহাশয়কে উপাসনা করতে অনুরোধ করলেন, কিন্তু তিনি বল্লেন—"উপাসনা হরিসুন্দর বাবুই করবেন।" বাবাই উপাসনা করলেন।"

এই কথা শুনিয়া আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম শ্রদ্ধেয় হরিসুন্দর উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন—"হে প্রভো আজ তোমার ভক্তের মুখে তোমার কথা শুনিব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম: কিন্তু তাহা আর ভাগ্যে ঘটিল না। তোমার ভক্তগণকে নিভৃতে তোমার অমৃতনিকেতনে লইয়া এমন প্রেমসুধা দান কর, যাহা আমাদের চর্ম্মচক্ষে ও কর্ণে দেখিবার কি শুনিবার ক্ষমতা নাই।"—এ সময়ে ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, গোস্বামী মহাশয়ের ভগ্নীপতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিশোরীলাল মৈত্র ও রামকুমার বিদ্যারত্ন, তিনি পরে রামানন্দ ভারতী নাম গ্রহণ করেন।

রঘুবর বাবাজী বস্তুতঃই একজন মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার ইষ্টদেবতা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ছিল তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তি ও অনুরাগ। বাবাজী ছিলেন প্রসিদ্ধ সাধক—বনের হিংস্র ব্যাঘ্রও তাঁহার আদেশে কোনরূপ উপদ্রব না করিয়া চলিয়া যাইত। তিনি যখন পাখীদের 'আও' বলিয়া ডাকিতেন, তখন ডাকা মাত্র তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া তাঁহার কাঁধে বসিত! তাঁহার কান, জটা ঠোক্‌রাইয়া পরিষ্কার করিয়া দিত।"

সেই সময়ে আর একটি ব্রহ্মচারী আকাশগঙ্গা পাহাড়ের আশ্রমে বাস করিতেন। একত্র থাকাতে উভয়ের মধ্যে অতিশয় সৌহার্দ্দ হইয়াছিল। তাঁহাদের দু'জনের ধর্ম্মালোচনা ও ধ্যানধারণায় আনন্দে সময় অতিবাহিত হইত।

—এই আকাশগঙ্গা পাহাড়ে—১২৯০ সাল, ১৮৬৩ খৃঃ আষাঢ় মাসে তাঁহার বহুবাঞ্ছিত গুরুলাভ হইল।

একদিন তিনি ব্রহ্মচারী বন্ধুর সহিত আশ্রমে বসিয়া আছেন। এমন সময় কয়েকটি রাখাল আসিয়া বলিল যে উপরের পাহাড়ে একটি মহাত্মা বসিয়া আছেন। ইহা শ্রবণ মাত্র কিছু সেবার বস্তু লইয়া সেই মহাত্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। মহাত্মার দিব্যকান্তি, দিব্য লাবণ্য; একপ্রকার স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। ইহা দেখিয়া গোস্বামী মহাশয় মুগ্ধ হইলেন। জ্ঞান-হারা হইয়া অজ্ঞাতভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। পিতা যেরূপ কন্যাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করেন, মহাপুরুষ তেমনি বিজয়কৃষ্ণকে গ্রহণ করিলেন। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই মহাপুরুষের প্রতি ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিতে লাগিলেন।

মহাত্মা শক্তিসঞ্চারপূর্ব্বক গোস্বামী মহাশয়কে দীক্ষিত করে দিলেন। তাঁহার প্রাণে এক অপূর্ব্ব শক্তি প্রবেশ করিল! মহাপুরুষ তাঁহাকে সাধন প্রণালী শিক্ষা দিলেন। বিজয় এই অযাচিত দয়া লাভ করিয়া ভক্তিভরে গুরুদেবকে প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিবামাত্র অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। উঠিয়া দেখিলেন, মহাপুরুষ প্রস্থান করিয়াছেন। অনেক অন্বেষণ করিলেন, কিছুতেই পাইলেন না। নীচে আসিয়া সমস্ত ঘটনা রঘুবরবাবাজীকে বলিলেন।—তিনি হাস্য করিয়া বলিলেন :—গোস্বামী তোমাকে যোগীরাজ কৃপা করিয়াছেন। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার দর্শনের জন্য চিন্তা করিও না। যখন প্রয়োজন হইবে, তখনই তাঁহার দর্শন পাইবে।

দীক্ষালাভের কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন তাঁহার গুরুর সহিত সাক্ষাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল। তিনি সস্নেহে গোস্বামী মহাশয়ের হাত ধরিয়া বলিলেন :—"ঘাবড়াও মত্ ভজন্ করো বখত্ মে সব মিল্ যায়েগা।' বাবা নিরাশ হয়ো না, ভজন করো, সময়ে সব মিলবে।' গুরুজী গোস্বামী মহাশয়কে এই কথা বলিয়া অন্তর্ধান হইলেন।

গোঁসাইজী তাঁহার গুরুজীর বাক্য পালন করিবার জন্য ভজন সাধনে ব্রতী হইলেন। 'আকাশগঙ্গার' আশ্রমের একটি পর্ব্বত গহ্বরে সাধন করিতে লাগিলেন। অদ্ভুত তাঁর সংযম-সাধনা ও ধ্যান। এখানে তিনি এগারো দিন পর্য্যন্ত এক আসনে বসিয়া স্নানাহার পর্য্যন্ত না করিয়া ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। দৈনন্দিন সমস্ত কার্য্যই স্থগিত ছিল।—বাবাজী রঘুবরদাস এ সময়কার অবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—'গোস্বামী মহাশয়ের উক্ত সমাধি অবস্থায় তিনি তাঁহাকে দুগ্ধপক্ক সুজি খাওয়াইয়াছিলেন। বাহ্য জ্ঞান না থাকিলেও অভ্যাসবশতঃ কোন প্রকারে গলাধঃকরণ হইত। ধ্যান ভঙ্গ হইলে বাবাজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন :—"বাবা, তোম্‌রা আজ এগারো রোজ হো গিয়া।"

গোস্বামী মহাশয়ের গুরুদেবের পরিচয় জানিবার জন্য অনেকেরই কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। তিনি নিজে তাঁহার গুরুদেব সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা বলেন নাই, সংক্ষেপে কিছু কিছু বলিয়াছেন। 'প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী' প্রণেতা পণ্ডিত জগদ্বন্ধু মৈত্র মহাশয় লিখিয়াছেন :—"গোস্বামী মহাশয়ের গুরুদেবের নাম ব্রহ্মানন্দ স্বামী। সকলে তাঁহাকে পরমহংসজী বলিতেন। তিনি ছিলেন পাঞ্জাব দেশীয় ব্রাহ্মণ। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে তিনি সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন। তিনি প্রথমে নানকপন্থী ছিলেন। পরে বৈদিকপন্থায় প্রবেশ করিয়া তাহাতে সিদ্ধিলাভ করেন। এই বৈদিক পন্থারই অন্য নাম ঋষিপন্থা। উপনিষদে এই পন্থার কথা বিবৃত হইয়াছে। তিনি মানসসরোবরে বাস করিতেন।' গোস্বামীমহাশয় তাঁহার 'যোগসাধন' পুস্তিকায় লিখিয়াছেন :—"রামাৎ, শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল, দরবেশ, মুসলমান ফকীর এবং বৌদ্ধ যোগী সকলের নিকটই গেলাম, কিন্তু কোথাও আমার প্রাণের পিপাসা দূর হইল না। অবশেষে ঈশ্বর কৃপায় আকাশগঙ্গা নামক পর্ব্বতে একজন নানকপন্থী মহাত্মা কৃপা করিয়া আমাকে এই যোগধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। সেই অবধি আমার জীবনের অবস্থা খুলিয়া গিয়াছে।"

গয়া ফল্গু নদীর অপর পারে রামগয়া। দীক্ষা গ্রহণের কিছুদিন পরে গোস্বামী মহাশয় একদিন রামগয়ায় গমন করেন। সেখানে তাঁহার পূর্ব্ব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্মের স্মৃতি মনে উদিত হয়। এ বিষয়ে 'আশাবতী উপাখ্যানে' অতি সুন্দর বর্ণনা আছে।

যোগী। আশাবতী, চল আমরা রামগয়ায় যাই। ফল্গু নদীর তীরে ঐ পথ দিয়া যাই। ফল্গু পার হইয়া ঐ ক্ষুদ্র পাহাড়। উহার নাম রামগয়া। ঐখানে রামচন্দ্র পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, এজন্য উহাকে রামগয়া কহে। পাহাড়ের এই গোফাতে একটি সাধু থাকিতেন, তাঁহার নাম দুধারি বাবা। তিনি কেবল দুগ্ধ পানে জীবন ধারণপূর্ব্বক তপস্যা করিতেন। ঐ দেখ ওপারে শ্মশানঘাট। এই পাহাড়ের নীচে ঐ গুহাটিতে সীতা দশরথের হস্তে পিণ্ড দিতেছেন, মৃত্তিকার নীচ হইতে একখানি হস্ত বাহির হইয়াছে। মা! চল আমরা নৃসিংহ মন্দিরে যাই।

আশাবতী। প্রভো! একি! একি! আমার প্রাণ কেমন করিতেছে। আমি যেন এখানে ছিলাম। আরও তিনটি সাধু এখানে থাকিতেন।

সন্ন্যাসী। কি বলিলে মা! তুমি এখানে ছিলে? কৈ তোমাকে ত দেখি নাই। কিন্তু তুমি যে তিনজন সাধুর কথা বলিতেছ, তাঁহারা এখানে ছিলেন।

আশাবতী। মহারাজ! আপনাকে প্রণাম করি। আপনাকে আমি এখানে অনেকবার দর্শন করিয়াছি। আপনার চরণসেবা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। ঐ বৃক্ষতলে আমার আসন ছিল। ঐ বৃক্ষের উত্তরের শাখায় আমার একটি চিহ্ন আছে। (ওঁরাম) সকলে চিহ্ন দর্শন করিলেন ও আশাবতী নৃসিংহ দেখিয়া "এই যে, এই যে, বলিয়া যেন কত পরিচিত আত্মীয়স্বজনের চরণে প্রণাম করিলেন।"

একদিন একজন লোক আসিয়া গোঁসাইজীকে সংবাদ দিলেন, বরাবর পাহাড়ে একজন মহাপুরুষ অবস্থান করিতেছেন। তিনি তাঁহার ব্রহ্মচারী বন্ধুর সহিত সেখানে গমন করিলেন।

বরাবর পাহাড়ে একটি মন্দির আছে। ঐ মন্দিরে একজন ভৈরব থাকেন। তাঁহারা মহাপুরুষের সন্ধান লইতে সেখান গেলেন। অদ্ভুত এই ভৈরবের আকৃতি। ভৈরব সর্ব্বশরীরে কালী মাখিয়া মুখে সিন্দুর দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। গোস্বামী মহাশয় ও ব্রহ্মচারীকে দেখিবামাত্র তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রস্তর ছুঁড়িতে লাগিলেন। তাঁহারা ভীত না হইয়া ভৈরবের স্তব করিতে করিতে তাঁহার নিকট গিয়া চরণ ধরিয়া প্রণাম করিলেন—বলিলেন, 'প্রভো! আমাদিগকে দয়া করুন। আমাদিগকে মহাপুরুষ দর্শন করান। স্তব স্তুতিতে ভৈরবের দয়া হইল।

ভৈরব বলিলেন—তোরা কিছু প্রসাদ পাবি। তোদের ক্ষুধা হয়েছে, কিছু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসাদ গ্রহণ কর। তাঁহারা বলিলেন আপনি কৃপা করিয়া যাহা দিবেন তাহাই প্রসাদ। দয়া করিয়া প্রসাদ দিন।

ভৈরব প্রসাদ আনিয়া দিলেন। কি বীভৎস ব্যাপার! ভৈরব নরমাংস আনিয়া দিলেন। বিনীতভাবে গোস্বামী মহাশয় বলিলেন,—আজ্ঞা আমরা মৎস্য মাংস ভোজন করি না। বিশেষতঃ নরমাংস।

বিকট হাস্য করিয়া ভৈরব কহিলেন—তবে তোরা অঘোরীর আশ্রমে এসেছিস্ কেন? বিনীত ভাবে বলিলেন গোস্বামী প্রভু,—আমাদের আর পরীক্ষা করবেন না। দয়া করে মহাপুরুষের কাছে নিয়ে চলুন।

ভৈরব পূর্ব্বের ন্যায় হা হা রবে হাস্য করিয়া কর্কশ স্বরে বলিলেন—চল্ তোরা চল্। মহাপুরুষ, মহাপুরুষ! কত মহাপুরুষ দেখ্‌বি চল্।

ভৈরব তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া এক সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া এক প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। সে গৃহের চারি কোণে চার জন মহাত্মা সমাধি লইয়া বসিয়া আছেন। সন্ধ্যা হইলে তাঁহাদের সমাধি ভাঙ্গিল। তাঁহারা স্নানাদি কার্য্য শেষ করিয়া আসনে আসিয়া বসিলেন।

ভৈরব বলিল—ইঁহারা আপনাদের দর্শন করিতে আসিয়াছেন।

মহাপুরুষ। সেবা হইয়াছে?

ভৈরব। মহাপ্রসাদ দিয়াছিলাম, উহারা নরমাংস বলিয়া ত্যাগ করিলেন। যৎকিঞ্চিৎ ফলমূল সেবা করেছেন। মহাপুরুষ। একি অন্যায়। তোমার ধর্ম্মে নরমাংস ভোজন করে বলিয়া কি সকলেই তা করিবে? ইহাতে অতিথির অপমান করা হয়।

গোস্বামী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন আজ্ঞে ওরূপ বস্তু ভোজন কি ধর্ম্মের অঙ্গ?

মহাপুরুষ। না, মহারাজ! ধর্ম্ম এক, গম্যপথ ও এক। লোকের রুচি অনুসারে নানা মত, নানা পথ। যে, যে পথে গমন করে, সেই পথের অনুরূপ তাহার আহারব্যবহার; কোন পথে অন্নব্যঞ্জন প্রভৃতি বিবিধ উপাদেয় খাদ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, কোন পথে মাংস ভিন্ন আর কিছুই মিলেনা। গম্য স্থানে উপনীত হইলে আর ভেদ জ্ঞান থাকে না। দেখুন আমরা এই চারিজন পূর্ব্বে স্বতন্ত্র পথে চলিতাম। একজন রামাৎ, একজন নানকপন্থী, একজন কাপালী, আর আমি অঘোরী, পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে মিল ছিল না; বরং ঘোর বিরোধ ছিল। পথে চলিতে চলিতে যখন আমরা গম্য স্থানে, অর্থাৎ সভাগৃহে উপস্থিত হইলাম, তখন আমরা চারিজনই দেখি যে আমরা একস্থানে আসিয়াছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশংকর শংকার

আমাদের সমস্ত ভিন্নতা চলিয়া গিয়াছে। আমরা এক গৃহে একভাবে এক বস্তু দেখিতেছি একরূপ আস্বাদন করিতেছি। ভেদজ্ঞানে হৃদয়ের যে ক্লেশ ভোগ করিতাম এখন সে ক্লেশ নাই। যত দিন গম্যস্থানে উপনীত না হওয়া যায় তত দিনই মতভেদ,—দলাদলি সম্প্রদায়। সুতরাং মতভেদের সঙ্গেই আহার বিহার সমস্ত বিষয়েরই বিভিন্নতা থাকে।

গোস্বামী মহাশয় বলিলেন আপনার উপদেশে আমরা অত্যন্ত উপকৃত হইলাম এইবার অনুগ্রহ করুন, আমরা প্রস্থান করি। এই মহাপুরুষই হইতেছেন গম্ভীরনাথ বাবাজী।

গোস্বামী প্রভু ও ব্রহ্মচারী মহাশয় বরাবর পাহাড় হইতে তাঁহাদের আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

আকাশগঙ্গা আশ্রমে আসিয়া গোস্বামীমহাশয় কঠোর সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যখন এইরূপ ভাবে দিবারাত্র তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন গুরুদত্ত মন্ত্র জপে মগ্ন। এমন সময় সহসা একদিন তাঁহার গুরুদেব পরমহংসজী তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন—'তুমি কাশীধামে যাও সেখানে হরিহরানন্দ সরস্বতী নামে একজন তপঃনিষ্ঠ সন্ন্যাসী আছেন, তুমি তাঁহার কাছে গিয়ে সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ কর।—গোস্বামীমহাশয় গুরু নির্দ্দেশে কাশী গমন করিলেন—সঙ্গে গেলেন আকাশগঙ্গা আশ্রমের ব্রহ্মচারী।—পরমহংসজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন তুমি সবকথা হরিহরানন্দ সরস্বতীর কাছে বলিবে—ব্রাহ্মসমাজে গমন উপবীত ত্যাগ, সর্ব্ববর্ণের অন্নগ্রহণ, যাহা যাহা তোমার জীবনে করিয়াছ তাহা বলিবে।

হরিহরানন্দ সরস্বতীর নিকট সমুদয় বিষয় বৃত্তান্ত অকপটে বিবৃত করিলেন। তিনি শুনিয়া বলিলেন ঃ—তোমার ন্যায় নির্ম্মল, পবিত্র ও সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক করে না,—কিন্তু আমি শাস্ত্রানুশাসন মানিতে বাধ্য। এইজন্য তোমার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

গোস্বামী মহাশয় তাঁহার আদেশ অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত করিলেন—। প্রায়শ্চিত্ত শেষে সরস্বতী মহোদয় তাঁহাকে উপবীত প্রদান করিলেন—পরে তাঁহার আদেশ অনুযায়ী সন্ন্যাস দিলেন। তাঁহার সন্ন্যাসের নাম হইল—অচ্যুতানন্দ সরস্বতী—সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আবার তিনি আকাশগঙ্গা আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

সেখানে আসিয়া গভীর সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন অচ্যুতানন্দ। এইভাবে দিন যাইতেছে—এমন সময় একদিন তাঁহার গুরুদেব পরমহংসজী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—দেখ, তুমি সংসারত্যাগ করবার সংকল্প করেছ, তা করবে না। সংসারত্যাগের কোন প্রয়োজন নেই। যেমন ছিলে—তেমনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বের ন্যায় স্ত্রী-পুত্রাদি নিয়ে একত্র থেকে সাধন কর, তাতেই তোমার কল্যাণ হবে। সেই হবে তোমার পরম পথ—সংসার ত্যাগ বৎস, তোমার পথ নহে। জনকল্যাণব্রতই তোমার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। আর ব্রাহ্মসমাজে যেমন আছ, তেমনি থাক। হঠাৎ কিছু করো না। তাতে উপকার হয় না—অপকারই হয়।'

একদিন গোস্বামীমহাশয় তাঁহার গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—শাস্ত্রে যে অষ্টসিদ্ধির কথা আছে, সেকি সত্য? অষ্টসিদ্ধিতে আমার বিশ্বাস নাই। অণিমা, লঘিমা, মহিমা বা গরিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, বশিত্ব, ঈশিত্ব এবং কামাবসায়িতা,—একি সত্য? মানুষের পক্ষে কি সম্ভব?

পরমহংসজী হাসিয়া বলিলেন—স্বচক্ষে দেখলে বিশ্বাস করবে ত? এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে এক নির্জ্জনস্থানে লইয়া গেলেন। এবং এক একটি করিয়া অষ্টসিদ্ধির অলৌকিক সমস্ত ব্যাপার তাঁহাকে দেখাইলেন। পরমহংসজী কখনও বাতাস অপেক্ষা লঘু হইয়া পক্ষীর ন্যায় শূন্যে বায়ুসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। কখনও পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্ম হইয়া পর্ব্বত ভেদ করিয়া অপর পার্শ্বে গমন করিলেন। অতঃপর পরমহংসজী সূক্ষ্ম দেহে অন্য শরীরে প্রবিষ্ট হওয়ার ব্যাপারও দেখাইলেন। তথায় একটি মৃতদেহ পড়িয়াছিল তিনি স্থূল শরীর হইতে সূক্ষ্মদেহে বাহির হইয়া সেই মৃতদেহে প্রবেশ করিলেন। তিনি মৃতদেহে প্রবেশ করিলে, সেই শব সজীব হইয়া উঠিয়া বসিল এবং তাঁহার নিজের শরীর মৃতবৎ হইল। মৃতদেহে প্রবেশ করিয়া পরমহংসজী গোস্বামী মহাশয়ের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন: 'এখন বিশ্বাস করিলেত?'

গোস্বামী মহাশয় এই সকল কল্পনাতীত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং বিনীতভাবে বলিলেন,—'আর অবিশ্বাস হইবে কেন?'

অমরকরাজ দেহাশ্রিত শঙ্করাচার্য্যের কথাও আমরা জানিতে পারি। উভয় ভারতীর সঙ্গে কামশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া তর্কে পরাজিত হইয়া মৃত অমরক রাজার দেহাশ্রিত হইয়া কামবিদ্যা উপার্জ্জন করেন শঙ্কর। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র শঙ্করাচার্য্যের মুখ দিয়া বলিয়াছেন:—

যে হয় সে হয়, কাম-বিদ্যা করিব অর্জ্জন।
দেব-কার্য্য সাধনের তরে
না হব পশ্চাৎপদ আত্মবিসর্জ্জনে।
হয় বৎস, হৃদয়ে উদয়
দেব-দেব পদাশ্রিত আমি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংস্কার কভু না স্পর্শিবে, কার্য্য সিদ্ধি হবে,
নির্ব্বিঘ্নে পশিয়ে পুনঃ এ যোগি-শরীরে,
বিমল অদ্বৈত-পন্থা করিব প্রচার।
এস বৎস, গুপ্তস্থানে রাখিব শরীর,
সাবধানে গৌরবে রাখিও সবে মিলি।

এই পরকায় প্রবেশ অষ্টসিদ্ধির একটি প্রধান অঙ্গ। এই অপ্রাকৃত বিষয়ে বিশ্বাস করা বা না করা পাঠক সাধারণের বিচারের উপর নির্ভর করে।

গোস্বামী মহাশয় গয়ার প্রত্যেকটি দর্শনীয় স্থান সম্বন্ধে—যে পরিচয় দিয়াছেন ও বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অতি সুন্দর এবং তাঁহার সূক্ষ্মপর্য্যবেক্ষণ শক্তির পরিচায়ক।

এদিকে গোস্বামী মহাশয়ের গৈরিক বসন পরিধান, সংসারের প্রতি বৈরাগ্য দেখিয়া তাঁহার ব্রাহ্মবন্ধুগণের ভয় হইল—বুঝি গোস্বামী মহাশয় সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যাইবেন। তাঁহারা গোস্বামী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী যোগমায়া দেবীকে সমুদয় অবস্থা জানাইয়া কলিকাতা পত্র দিলেন। —পত্র পাইয়া বিচলিতা হইয়া পড়িলেন যোগমায়া এবং তিনি কালবিলম্ব না করিয়া গয়ায় আসিয়া তাঁহাকে গয়া হইতে কলিকাতা লইয়া গেলেন। গোস্বামী মহাশয় কলিকাতা আসিয়া সাধারণব্রাহ্মসমাজের প্রচারক নিবাসে বাস করিতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ব্রাহ্মসমাজের প্রচার নিবাস, মানসিক অশান্তি, জ্বালামুখী গমন

কলিকাতা আসিয়া গোঁসাইজী প্রচারনিবাসে বাস করিতে লাগিলেন। ভজন সাধন করেন কিন্তু মনে কিছুতেই শান্তি পাইতেছেন না। কেন এ জ্বালা? কিসের এ জ্বালা? কি করিলে, কেমন করিলে এ জ্বালা নিবৃত্ত হইবে তাহা বুঝিতে পারিতেছিলেন না। ঘরের ভিতর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেছিলেন না।

একদিন তিনি প্রখর রৌদ্রের ভিতর উন্মত্তের মত রাজপথে ছুটিয়া বাহির হইলেন। এমন সময় সেই পথে একজন মুটে যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া গোস্বামী মহাশয় তাহার কাছে গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। এবং দুই হাতে তাহার পদধূলি লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে লাগিলেন। তাঁহার এইরূপ আচরণে মুটের প্রাণও গলিয়া গেল। তাহার দুই চক্ষু বহিয়াও অশ্রুজল পড়িতে লাগিল। সেও গোস্বামী মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিল। 'বাবা বাবা' বলিতে লাগিল। পথের লোক অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল এই স্বর্গীয় দৃশ্য। তারপর উভয়ে শান্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলেন। এই আলিঙ্গনে বিনীত ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার মান অভিমান বিসর্জ্জন দিলেন,—স্থির হইল মন। দুর হইল সমুদয় অশান্তির জ্বালা। তিনি প্রশান্ত মনে প্রীতি প্রফুল্ল হৃদয়ে এক নূতন ভাব প্রকাশ পাইল। প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে, উভয়ে উভয়ের প্রতি অপলক নয়নে চাহিতে চাহিতে যার যার গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেলেন,—বিস্মিত হইল পথিকেরা সব। প্রচারনিবাসে ফিরিয়া আসিলেন গোঁসাইজী।

একদিন গোস্বামী মহাশয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তিনি তখন চুঁচুড়ায় গঙ্গার উপর একটি বাগানবাড়ীতে বাস করিতেন। গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মহর্ষি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তোমাকে যে নূতন মানুষ দেখছি। তুমি কিছু নূতন বস্তু লাভ করেছ। এ অমূল্য পদার্থ কোথায় পেলে বিজয়?"

গোস্বামী মহাশয় বলিলেন—'গয়ার আকাশগঙ্গা পাহাড়ে এক মহাপুরুষ কৃপা করে ইহা আমাকে দিয়েছেন।' মহর্ষি বলিলেন, 'বিজয় তুমি যে বস্তু পেয়েছ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাদ্বারা তুমি ধন্য হবে। এ দেবদুর্লভ পদার্থ কদাচ পরিত্যাগ করোনা। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে তোমার স্থান হবে না, তুমি সেখানে তিষ্ঠিতে পারবে না। ব্রাহ্মসমাজ ছাড়তে হয় ছাড়বে, কিন্তু এ বস্তু কখনও ছাড়বে না।'

তারপর তাঁহারা দুইজনে ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেকক্ষণ আলোচনা করিলেন। আলোচনা শেষে গোঁসাই মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া কলিকাতা আসিলেন।

স্বর্গত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় গোস্বামী মহাশয়ের একজন অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছিলেন। ১২৯০ সনে আষাঢ় মাসে গোস্বামী মহাশয় যোগসাধন ব্রত গ্রহণ করেন, আর ১২৯২ সনে 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় তাঁহার লিখিত 'আশাবতীর উপাখ্যান' তাঁহার স্বীয় জীবনের ঘটনা অবলম্বনে লিখিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের দৈনন্দিন লিপি হইতে জানা যায় ৫।৬ই ও ৮ই ডিসেম্বর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি ২৫ বৎসর পূর্ব্বে বিজয় গোস্বামীকে এই শ্লোক লিখিয়া দিয়াছিলেন এবং উহা সার্থক হইয়াছে। শ্লোকটি এই :

নামান্যনন্তস্য শত শোহ পঠন্ মুদা
গুহ্যানি ভদ্রাণি কৃতানি চ স্মরণ
গাং পর্য্যটন্, তুষ্টমনা গতস্পৃহঃ
কাল্ং প্রতীক্ষন্ ন ক্রোধ নমৎসরঃ।

ইহার ভাবার্থ এই যে :— অনন্তের নাম হৃষ্টচিত্তে পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া গোপনে অনুষ্ঠিত কল্যাণকর কার্য্যগুলি স্মরণ করিয়া স্পৃহাহীন ভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া এবং কালের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া সাধু ক্রোধ ও ঈর্ষ্যার অতীত হন।

৭ই ডিসেম্বর ১৮৮৭। সে সময়ে সাধারণ সমাজের সাধন আশ্রমের একদিকে গোস্বামী মহাশয় এবং অপরদিকে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী থাকিতেন।

সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার কিছুদিন পরে বিজয়কৃষ্ণ একবার তাঁহার মাতুলালয় গিয়াছিলেন। তাঁহার মাতুল ৺বেণীমাধব জোয়াদ্দার গ্রামের একজন সঙ্গতিপন্ন ধার্ম্মিক ও পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। ভাগিনেয় গোস্বামী মহাশয়ের আগমনে তাঁহার খুব আনন্দ হইল।

বিজয়ের মাতার সে সময় ভয়ানক উন্মাদ অবস্থা একমাত্র তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিয়া থাকেন। কাহারোসাধ্য নাই সেই ঘরে প্রবেশ করে। কেহ প্রবেশ করিলে তাঁহাকে কিল, লাথি, চড় মারিয়া তাঁহার চুল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেন, এই ঘোরতর উন্মাদ অবস্থায় জোয়াদ্দার মহাশয় যেমন তাঁহাকে বলিলেন, 'দিদি! বিজয়কৃষ্ণ আসিয়াছে। অমনি তাঁহাকে দেখিবার জন্য ছুটিয়া বাহির বাড়ীতে আসিলেন। উঠানে দাঁড়াইয়া বলিলেন, কোথায় আমার বিজয়কৃষ্ণ? গোস্বামী মহাশয় আমি এই যে মা, আমি—বলিয়া ঘর হইতে উঠানে নামিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তিনি প্রণাম করিয়া উঠিলে তাঁহার মুখপানে তাকাইয়া অমনি বলিয়া উঠিলেন স্বর্ণময়ী—হাঁ, এ আর আমার বিজয়কৃষ্ণ হইতে হয়না! এ কোথাকার একটা ভূত, আমার বিজয়কৃষ্ণ সোনার ছেলে। আবার তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল।

গোস্বামী মহাশয়ের মাতা সময় সময় উন্মাদ অবস্থায় পালাইয়া যাইতেন। মা পালাইয়াছেন শুনিয়া একবার গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে কাঠুরিয়াগণের নিকট শুনিতে পান; এই বনে একটি মেয়েমানুষ বাঘের গায়ে মাথা দিয়া শুইয়া আছে। তখন তিনি বনের ভিতর প্রবেশ করিয়া মাকে দেখিলেন—মা, আদর করিয়া হাত চাপড়াইতে চাপড়াইতে বাঘকে বলিতেছেন, "ও আমার বাঘ ঘুমাচ্ছিস্? আচ্ছা ঘুমা, আমি যাই এই বলিয়া চলিয়া আসিতে আসিতে গোস্বামী মহাশয়কে দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি মায়ের পা জড়াইয়া ধরিলেন। মা মা বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মাতা স্বর্ণময়ী অনেকক্ষণ তাহার মুখের পানে এক দৃষ্টে তাকাইয়া বলিলেন, কে তুই আমার ছেলে? তা নয় আমার ছেলের দাড়ি হবে কেন?" পরে তিনি তাঁহাকে তেল দিয়া স্নান করাইয়া নূতন বস্ত্র পরাইয়া বাড়ী নিয়া গেলেন।

গোস্বামী মহাশয় তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "ওঁর জীবন্মুক্ত অবস্থা। কোন বিশেষ অবস্থায় এরূপ হয়, ইহা লোকে বুঝিতে না পারিয়া উঁহাকে পাগল মনে করে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইনি পাগল নন; কারণ সে অবস্থায় যে সকল ঘটনা ঘটে, তাহা সমস্তই স্মরণ থাকে, পাগলের তাহা থাকেনা।"

সে গ্রামবাসী ৺তাঁরকনাথ বাগচি মহাশয়ের পিস্‌তুত বড় ভাই ছিলেন জোয়াদ্দার মহাশয়। সন্ন্যাস গ্রহণের পর প্রভুজী তাঁহার জন্মস্থান শিকারপুর দেখিবার জন্যই আসেন। শিকারপুরবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বাগচী আমাকে লিখিয়াছেন:—"প্রভুজী আমার দাদা হইতেন। তিনি উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—জন্মস্থান দেখিলে মহাপুণ্য হয়। আমার জ্যেঠা মহাশয় এবং গ্রামের লোকেরা তাঁহার আগমনে অত্যন্ত প্রীতি ও আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতুল জোয়াদ্দার মহাশয়—ভাগিনেয়ের আগমনে গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। গোস্বামীদাদাকে লইয়া সকল ব্রাহ্মণ একসঙ্গে ভোজন করিবেন ইহাই ছিল তাঁহার অভিপ্রায়। ভোজনের পূর্ব্বে সমস্ত ব্রাহ্মণেরা প্রভুজীর নিকট নানাশাস্ত্র ও ধর্ম্মকথা শুনিতেছিলেন। তারপর ভোজনের ডাক আসিল, সকল ব্রাহ্মণ বাড়ীর ভিতর উঠিয়া ভোজনস্থানে গেলেন। গোস্বামী প্রভু বাড়ীর ভিতর গেলেন না, বাহির বাড়ীতেই বসিয়া রহিলেন। এদিকে সকলে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি ভিতর বাড়ীতে আসিলেন না। তাহাতে আমার পিতা ৺তারকনাথ বাগচী—প্রভুজীর মাতুল আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন—'চল তোমার জন্য ব্রাহ্মণেরা সব অপেক্ষা করিতেছেন।'

গোস্বামী প্রভু বলিলেন :—'ব্রাহ্মণদের বাড়ীর ভিতর খেতে দিন। আমার আহার্য্য এখানে পাঠিয়ে দিন কারণ আমি সন্ন্যাসী হয়েছি, আমার জাতি বলে কিছু নেই সব মানুষমাত্রেই একজাতি। ইহাই ভগবানের নির্দ্দেশ। আপনারা গৃহী সমাজ বন্ধনে আবদ্ধ। আমাকে নিয়ে একসঙ্গে যদি আপনারা ভোজন করেন, তবে সমাজে আপনাদের ক্ষতি হতে পারে।'

তখন তারকনাথ বাগচী মহাশয় বলিলেন, "তোমার ন্যায় পুত্র যে বংশে ও যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছে সে বংশ ও গ্রাম নিজেকে মহা গৌরবান্বিত ও সৌভাগ্যশালী মনে করিবে। তারপর তাঁহাকে ভিতর বাড়ীতে লইয়া ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর মধ্যে বসাইয়া সকলে মহানন্দে ভোজন করিলেন।"

এদিকে গোস্বামী মহাশয় কলিকাতায় কিছুদিন থাকার সময় তাঁহার মনের মধ্যে যে অশান্তির ও অতৃপ্তির আগুন জ্বলিতেছিল তাহা কিছুতেই দূর হইতেছিল না। এইরূপ মানসিক অবস্থায় তাঁহার মনে জীবনের প্রতিও কোনও মায়া ছিল না। তিনি লিখিয়াছেন :—"ঐ যন্ত্রণায় আমি দুইবার আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলাম, পরমহংসজী রক্ষা করিলেন। সর্ব্বদা অগ্নি জ্বলিত। "গুরুদেব এই সময়ে আমাকে সাধন করিতে বলিতেন। তাঁহার কথা আমার ভাল লাগিত না। আমি তাঁহার সহিত তর্ক বিতর্ক এবং সাধন সম্বন্ধে অবিশ্বাস ও অনাস্থা প্রদর্শন করিতাম। গুরুজী সহাস্য বদনে বলিতেন, 'অধীর হইয়ো না, স্থির হইয়া ধৈর্য্যের সহিত কিছুদিন সাধন কর, এ অবস্থা থাকিবে না। তাঁহার কথায় আমার বিশ্বাস হইত না। তখন তিনি আমাকে জ্বালামুখী যাইতে বলিলেন। আমি প্রথমে তাঁহার কথায় সম্মত হই নাই। পরে যখন তিনি বলিলেন যে জ্বালামুখীতে গিয়া সাধন করিলে অতি সত্বর তোমার মনের এই অবস্থা চলিয়া যাইবে, তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি তাঁহার কথায় সম্মত হইলাম। সেখানে গিয়া কিছুদিন সাধন করিবার পরেই আমার সমস্ত জ্বালা চলিয়া গিয়া প্রাণ সরল হইল। অতঃপর আমি ঢাকায় ফিরিয়া আসিলাম।

জ্বালামুখী হিন্দুদিগের মহাতীর্থ'। দক্ষযজ্ঞে সতী প্রাণত্যাগ করিলে পর যখন মহাদেব উন্মত্তভাবে সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া ভ্রমণ করেন এবং সতীদেহ খণ্ড খণ্ড হইয়া দিগদিগন্তে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন সতীর জিহ্বা জ্বালামুখীতে পড়িয়াছিল, তাই ৫১টি মহাপীঠেরর মধ্যে জ্বালামুখী একটি মহাপীঠ। পঞ্জাব প্রদেশের জলন্দর বিভাগের অন্তর্গত কাঙ্গরা জেলার মধ্যে জ্বালামুখী গ্রাম। জ্বালামুখী রেল ষ্টেশনের নিকটে নহে, ষ্টেশন হইতে অনেক দূরে, হয় পদব্রজে কিংবা ডুলিতে যাইতে হয়। জ্বালামুখী গ্রামের প্রাকৃতিক শোভা অতি মনোরম। গ্রামের দুই দিকে দুইটি উচ্চ পাহাড়। মাঝখানে জ্বালামুখী গ্রাম।

জ্বালামুখী মন্দিরের মধ্যস্থলে মেঝের উপর একটি হোমকুণ্ড আছে, ঐ হোম-কুণ্ডের ভিতরে দেওয়ালের গায়ের ছিদ্র হইতে অগ্নি শিখা নির্গত হইতেছে, সেজন্য অগ্নি জ্বালাইয়া আর হোম করিতে হয় না। ঐ অগ্নি শিখাতেই ঘৃতকাষ্ঠ দিয়া তীর্থযাত্রীরা হোম করেন। জ্বালামুখী দেবীকে এ প্রদেশের লোকেরা বলেন জ্বালাজী। এই মন্দিরের হাতার ভিতর শিবের ক্ষুদ্র মন্দির আছে। শিবের নাম গোরক্ষনাথ। জ্বালামুখীর অগ্নি শিখাকেই পাণ্ডারা বলেন দেবীর জিহ্বা পতিত হওয়ায় ঐ জিহ্বা হইতে অগ্নি শিখা নির্গত হইতেছে।—

এরূপ যাতায়াতে ক্লেশকর স্থানে ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ বিবিধ ক্লেশ করিয়া গিয়াছিলেন গুরুর আদেশে তপস্যা করিবার জন্য। সে স্থান হইতে প্রফুল্ল মনে ফিরিয়া আসিলেন গোস্বামী প্রভু কলিকাতা।—

কলিকাতা হইতে কিছুদিন পরে বেহার অঞ্চলে গিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার সাধনের অনেক অবস্থা খুলিয়া যায়।—কিন্তু মনের মধ্যে নানা সন্দেহের উদ্রেক হয়। এইভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে উপস্থিত হইলেন দ্বারভাঙ্গা সহরে। সেখানে একদিন অকস্মাৎ তাঁহার গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহাতে গোস্বামী মহাশয় অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন—তিনি গুরুদেবকে একে একে সমুদয় কথা বলিলেন। পরমহংসজী বলিলেন :—'তোমার ভিতর যে সকল অবস্থা হয়েছে, তাহা কি? তুমি জান্‌তে পারবে যদি 'বিচারসাগর'—ও 'হট-যোগ প্রদীপিকা' নামক বই খানি পড়। তুমি অমুক দোকানে যাও ঐ দুইখানি পুস্তক এক এক খণ্ড করিয়া আছে, তাহার মূল্য এই লাগিবে। তুমি এখনই গিয়ে কিনে আনো।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই কথা বলিয়া তিনি দোকানের ঠিকানা ও পুস্তকের মূল্য বলিয়া গোস্বামী প্রভুকে সেখানে পাঠাইয়া দিলেন। গুরুর আদেশে তৎক্ষণাৎ নির্দ্দিষ্ট দোকানে গিয়া বই দুইখানি কিনিয়া আনিলেন। পরমহংসজী যে মূল্য বলিয়া দিয়াছিলেন, দোকানি তাহাই চাহিল এবং সে আরও বলিল যে এই দুইখানি বই ভিন্ন আর বই তাঁহাব কাছে নাই।

গোস্বামী মহাশয় অভিনিবেশ সহকারে সে বই দুই খানি পড়িলেন—তাঁহার যে অবস্থা হইয়াছে. বই দুইখানিতে তাহাই লেখা আছে। ইহা যোগের অবস্থা। শাস্ত্রের নির্দ্দেশ পাইয়া গোস্বামী মহাশয়ের মন শান্ত হইল নিঃসন্দেহ ও নিশ্চিন্ত হইলেন। একা তাঁহার জীবনেই যে এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল তাহা নহে—সাধকজীবনের সকলেরই এই অবস্থা হয়। পরে গুরুদেবকে বলিলেন—'আপনি যদি পূর্ব্বে আমাকে এ পুস্তক দুইখানির কথা বলিতেন, তাহা হইলে আমার মানসিক অশান্তি কখনও হইত না।'

পরমহংসদেব হাসিয়া বলিলেন—'বৎস, তোমার যেরূপ স্বভাব—তোমাকে পূর্ব্বে যদি এই বই দুইখানি পড়িতে দিতাম, তাহা হইলে তোমার মনের এইরূপ সংস্কার জন্মিত যে বই দু'খানি পড়িয়াই ঐরূপ অবস্থা হইয়াছে। উহা যে যোগের অবস্থা, সাধনের সময় সাধকের অন্তরে বিকশিত হয়, তাহা তুমি কখনো বিশ্বাস করিতে না। এখন বোধ হয় তুমি বুঝিতে পারিলে যে ইহা তোমার চিত্তবিকারও নয়—রোগও নয়। ইহাই সাধারণ অবস্থা।'

গোঁসাইজী বলিলেন ঃ—হাঁ গুরুজী এখন বুঝতে পেরেছি।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে তীর্থভ্রমণও প্রচার উদ্দেশ্যে আবার কলিকাতা হইতে যাত্রা করিলেন। এবং গয়ায় আসিলেন। সেই সময় সেখানে একজন তান্ত্রিক ক্রিয়ায় সিদ্ধ মহাপুরুষ তীর্থপর্য্যটনোদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন। একদিন পরমহংসজী গোস্বামীপ্রভুকে বলিলেন ঃ—দেখ, এখানে একজন তান্ত্রিক মহাত্মা আছেন, আগমোক্তপন্থায় তিনি সিদ্ধ। তাঁহারা ভৈরবচক্রের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আমার ইচ্ছা যে তুমি তাঁহাদিগের চক্রে গিয়া ভৈরব চক্রের অনুষ্ঠান একবার দেখ। ইহাতে তোমার বিশেষ উপকার হইবে। গোস্বামী মহাশয় পরমহংসজীর আদেশ অনুসারে সিদ্ধ তান্ত্রিক সাধকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার ভৈরবচক্র দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সিদ্ধপুরুষ তাহাতে সম্মতি দিলেন! চক্রের অধিবেশনের দিন গোস্বামী মহাশয় তথায় উপনীত হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাত্মা চক্রেশ্বর হইয়া চক্রের কার্য্য আরম্ভ করিলেন। চক্রে একটি শক্তি (নারী) বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহাকে শাস্ত্রানুযায়ী অর্চ্চনা করা হইল। উপস্থিত সকলের সেই রমণীর প্রতি মাতৃভাবের উদয় হইল। তাঁহাদের মনে হইল যে ইনি তাঁহাদের জননী—সকলেই যেন এই মহিলার গর্ভজাত সন্তান।

গোস্বামী মহাশয় তাঁহাদের মনের এইরূপ ভাবান্তর দেখিয়া যারপর নাই বিস্মিত হইলেন। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন যে চক্রেশ্বর পূজা করিবার জন্য যে দেবতাকে আহ্বান করিতেছিলেন সেই দেবতা প্রকাশ্যভাবে উপস্থিত হইয়া পূজা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পূজান্তে চক্রেশ্বর কর্তৃক বিসর্জ্জিত হইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। যতক্ষণ চক্র বিদ্যমান ছিল, ততক্ষণ তথায় এক আনন্দ স্রোত উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছিল। সকলেই সে বিশুদ্ধ আনন্দ সম্ভোগ করিয়া পরম সুখী হইয়াছিলেন। গয়া হইতে বুদ্ধগয়ায় যে রাস্তা গিয়াছে, সেই পথে মহাবীরের এক মন্দির আছে। সেই মন্দিরে এই চক্র বসিয়াছিল। চক্রানুষ্ঠানের সময় মন্দিরের চারিদিকে রক্ষিগণ অস্ত্র লইয়া প্রহরীর কার্য্য করিয়াছিলেন।"

গোস্বামী মহাশয় অনেক সময় এই চক্রের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেন, তান্ত্রিক ক্রিয়া যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হইলে মানুষ মুক্তিলাভ করিতে পারে।

গয়া হইতে কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক নিবাসে বাস করিতেন এবং উপাসনা ও প্রচার করিতেন। একদিন সহসা বেলা প্রায় ১।২টার সময় তাঁহার গুরু পরমহংসজী উপস্থিত হইয়া বলিলেন—তোমার এখনি আমার সঙ্গে যাইতে হইবে। তুমি চল।

গোস্বামী মহাশয় বলিলেন আমাকে একটু সময় দিন। প্রস্তুত হয়ে আসি।

আমি মুহূর্ত্তকালও অপেক্ষা করিতে পারব না। তুমি পরে এসো। গয়া কাশী, বৃন্দাবন, কিংবা নর্ম্মদা তটে আমার সঙ্গে তোমার দেখা হইবে।

পরমহংসজী চলিয়া গেলে—গোস্বামী মহাশয় তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সঙ্গী হইলেন তাঁহার আত্মীয় নবকুমার বাকচী মহাশয় ও স্বামী দেবপ্রতিপালক। নবকুমার বাবু গোস্বামী মহাশয়ের আত্মীয় শিষ্য অনুচর ও অনুগত ছিলেন। এ-বিষয়ে আমরা পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি। নবকুমার বাবু অর্থাদি সংগ্রহ করিলেন এবং নির্দ্ধারিত দিনে তীর্থ ভ্রমণ ও প্রচারে যাত্রা করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথমে আসিলেন বাঁকিপুর। সেখানকার জজ কোর্টের প্রধান উকীল গুরুপ্রসাদ সেনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। গুরুপ্রসাদবাবু স্বনামধন্য ব্যক্তি দেশ হিতৈষী এবং ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন। তিনি গোস্বামী মহাশয়কে পাইয়া শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মালোচনা, শিক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা প্রভৃতি দেশ ও সমাজকল্যাণকর বহু বিষয়ের আলাপ ও আলোচনা করিয়া কয়েকদিন সেখানে ছিলেন।

সেখান হইতে তাঁহারা গয়ায় আসিলেন। গয়ায় আগেই আকাশ গঙ্গা পাহাড়ে রঘুবর বাবাজীর আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। গোস্বামী প্রভুর ন্যায় তাঁহার কথানুসারে নবকুমারবাবুও কাপড় জামা ছোপাইয়া লইলেন।—ক্রমে ক্রমে বিষ্ণু পাদপদ্ম দর্শন বুদ্ধগয়া, ব্রহ্মযোনী, রামগয়া, রামশিলা, প্রেমশিলা গোবাস্থরস্থ, অক্ষয়বট প্রভৃতি দর্শন করিলেন। মধ্যে মধ্যে গোস্বামী মহাশয় তাঁহার সঙ্গিগণকে লইয়া সাধুদর্শনে যাইতেন। ব্রহ্মযোনী পাহাড়ের রাধাশ্যামজী, কপিলধারাতে গম্ভীরানাথ বাবা, রামশিলা পাহাড়ে রামদাস বাবা ও রামগয়ায় অন্যান্য সাধু দর্শন করিলেন।

গম্ভীরানাথ বাবা তাঁহাদিগকে একপ্রকার বস্তু খাইতে দিয়াছিলেন, উহা বজ্রংকা রোট্। নবকুমারবাবু লিখিয়াছেন—'এমন অপূর্ব্ব বস্তু আমরা জীবনে কখনও খাই নাই।'

গোস্বামী মহাশয় গম্ভীরানাথ বাবাকে বলিলেন—"আপনি সাধন সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।" তাহাতে নাথজী বলিলেন—"বাবা আমি কিছুই জানিনা, আমার গোফার ভিতরে আসুন আমি যাহা কিছু করি তাহা দেখিতে পারেন। হামাগুড়ি দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন সঙ্গিগণ। গোস্বামী মহাশয় ক্ষুদ্র দ্বারের মধ্যে মস্তক প্রবেশ করাইয়া উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিলেন। আমরা দেখিলাম আসনের সম্মুখে কোশা কুশী ধুনি ও প্রজ্বলিত প্রদাপ রহিয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়া মহাদেবের ন্যায় বোধ হইল, অঙ্গে ভস্মমাখা, মস্তকে জটাজুট, গলে রুদ্রাক্ষমালা, দিব্যকান্তি, সুদীর্ঘ বাহু, জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ। আমরা গয়ায় থাকিতে জানিতে পারিলাম "বাবার' সঙ্গীত শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি আছে। তিনি মধ্যে মধ্যে সুগভীর জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে আকাশগঙ্গা পাহাড়ের উপর বসিয়া এমন মধুর সেতার বাজাইতেন যে, সেই সঙ্গীতলহরী দিগ্‌দিগন্ত পূর্ণ করিয়া আমাদিগের শ্রবণপথবর্ত্তিনী হইয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিত, আনন্দাবেগে আর নিদ্রা হইত না। ইহার কিছুদিন পরে নাথ বাবা সন্ধ্যার প্রাক্কালে একবার মাত্র বাহিরে আসিতেন। ভক্তগণ নানাবিধ ফলাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লইয়া উপস্থিত থাকিতেন। তিনি একবার উহাতে দৃষ্টিপাত করিলে ঐ প্রসাদ উপস্থিত সকলকে বিতরণ করা হইত। পরে তিনি ঐ বেশ পরিত্যাগ করিয়া দীনহীন কাঙ্গালের বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। একখানা সাদা ধূতি ও একখানা চাদর ব্যবহার করিতেন।"

গয়াতে কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া তিনি সঙ্গীদের বলিলেন, চলুন আমরা এখান হতে চলে যাই। গয়া হইতে বাঁকিপুর হইয়া গাজিপুরে এক গোফায় পয়াহারী বাবা থাকিতেন। তিনি প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গঙ্গাস্নান করিয়া গোফায় প্রবেশ করেন, আর অহোরাত্র বাহিরে আসেন না। তাঁহারা শুনিলেন বাবাজী রথযাত্রার দিন বাহির হইবেন, কিন্তু এবার রথযাত্রার দিন বাহিরে আসিলেন না। রথযাত্রার পূর্ব্বদিন ঠাকুর বাহির করিয়া লিখিয়া দিলেন— "আমি বাহির হইব না, তোমরা ঠাকুর লইয়া গিয়া রথযাত্রা নির্ব্বাহ কর"। ইঁহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী শুনিলেন।

গাজীপুর হইতে গোস্বামী মহাশয় প্রয়াগধামে আসিলেন। সে সময়ে প্রয়াগধামে পাণ্ডাদের অত্যাচার ছিল অমানুষিক। যাত্রীদের প্রতি যে উৎপীড়ন করিত, তাহার অনেক কথা সেকালের সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রচারিত হইয়াছিল। গোস্বামী মহাশয় যেদিন সঙ্গিগণসহ ত্রিবেণীঘাট ও অক্ষয়বট দর্শন করিতে গিয়াছিলেন সেদিন একজন যাত্রী পাণ্ডার কবলে পড়িয়া সম্পূর্ণভাবে বিপন্ন হইয়া পড়ে, গোস্বামী মহাশয়কে দেখিতে পাইয়া যাত্রী তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইলে, তিনি পাণ্ডাকে শাসন করিয়া বলিলেন: যদি তুমি একে নিপীড়ন করে সব টাকাকড়ি কেড়ে নাও, তবে আমি তোমাকে পুলিশে দিব, তখন পাণ্ডা-ঠাকুর তাহার কার্য্য যথারীতি সম্পন্ন করিয়া দিলেন, এবং যাত্রীকে নিরাপদে পৌছিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

কেল্লার ভিতরে অক্ষয়বট দেখিলেন গোঁসাইজী। কেল্লার নিকটে নীচে একটি আশ্রমে তাঁহারা একজন অন্ধ সাধুকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার কয়েকজন শিষ্য সেখানে ছিলেন। নবকুমারবাবু বলেন—সাধু অন্ধ কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ এবং দেখিতে দিব্যকান্তি। তথাকার লোকেরা তাঁহাকে সুরদাস মহারাজ বলিয়া থাকেন।—মহারাজ সুরদাস সম্বন্ধে শিষ্যেরা বলেন,—মহারাজজীর বড় প্রতাপ। যখন সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজ বাহাদুরের সঙ্গে লড়াই হয়। তখন সকলে ইঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যান, এ সময়ে এখানে থাকিলে গোলা গুলির আঘাতে মারা পড়া আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু তিনি সেকথা শুনিয়া গ্রাহ্য করিলেন না। বলিলেন, "যো বাঁচানেবালা ও মারনেবালা উন্‌কী মর্জি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যো হোয়েগী সোই হোয়েগা, মৈঁ আস্তানা নেহি ছোড়েগা।" সেই ভীষণ যুদ্ধের সময় তিনি সেই স্থানেই অটলভাবে স্থিতি করিলেন। অথচ একটি গোলাগুলিও তাঁহাকে স্পর্শ করিল না। এই মহাত্মাকে দর্শন করিয়া গোস্বামী মহাশয় অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।

প্রয়াগধাম পরিক্রমা করিয়া আসিলেন কাশীধাম। সেখানে শিকরোলের ষ্টেশন মাষ্টার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের বাসায় অবস্থিতি করেন। এখানে ব্রাহ্মবন্ধুগণের অনুরোধে গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা, উপদেশ ও বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই ভ্রমণকালে গয়া, গাজীপুর, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, প্রভৃতি সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য করিয়াছিলেন।

গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গী নবকুমারবাবু লিখিয়াছেন :—'এই সময় মহেন্দ্রবাবু সপরিবারে আমাদের যেরূপ আদর ও যত্ন করিয়াছিলেন, তাহা কখনও বিস্মৃত হইবার নহে। তখন অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময়। মহেন্দ্রবাবু আমাদের ঘরে সমস্ত রাত্রি পাখা টানিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তাহাতে স্বামী দেব প্রতিপালক ও আমি সুখে নিদ্রা যাইতাম; কিন্তু গোস্বামী মহাশয় সমস্ত রাত্রি আসন করিয়া কাটাইতেন।

এখানে আমরা একটু পূর্ব্বকথা বলিতেছি। গোস্বামী প্রভু যখন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকের কার্য্য করিতেছিলেন, তখন একবার তিনি কাশীধামে আসিয়াছিলেন। তখন তিনি বারাণসীধামের বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার লোকনাথ মৈত্র মহাশয়ের বাসাতে অবস্থিতি করিতেন। ডাক্তার লোকনাথ মৈত্র মহাশয় গোস্বামী মহাশয়ের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তিনি পরম সমাদরে তাঁহাকে তাঁহার আবাসে রাখিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, "দেখুন, আমি নিয়মমত থাকিতে পারিব না, কোন্ সময় বাসায় থাকি, ঠিক নাই। হয়ত সমস্ত দিন না থাকিয়া অধিক রাত্রিতে আসিতে পারি। যদি ইহাতে সম্মত হন, আপনাদের বাসাতে থাকিতে পারি।" ডাক্তার বাবু ইহাতে সম্মত হইলেন। সেইবার ভাস্করানন্দ স্বামী ও ত্রৈলঙ্গস্বামীকে দর্শন করেন। পুণ্যতীর্থ বারাণসীধামে প্রাতঃকাল হইতে সমস্ত দিনরাত্রি সেখানে কেবল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। বরুণা নদীর সঙ্গমস্থান, মন্দির, দুর্গাবাড়ী প্রভৃতি দর্শনের পর তাঁহারা একটি ক্ষুদ্র আশ্রমে আসিলেন। সেই আশ্রমে থাকিতেন মহাপুরুষ ত্রৈলঙ্গস্বামী।

তাঁহার ত্রৈলঙ্গস্বামীর সঙ্গ খুব ভাল লাগিত। স্বামীজীও গোস্বামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাশয়কে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। গোস্বামী মহাশয়ের ক্ষুধা লাগিয়াছে কিনা ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিতেন। ক্ষুধা হইয়াছে বলিলে তাঁহার ইঙ্গিতে পাঁচ ছয়জন অনুচর প্রচুর খাবার লইয়া আসিত। গোস্বামী মহাশয়ের তাহা খাওয়া সম্ভব হইত না। তখন ইঙ্গিতে তাঁহাকে মুখের ভিতর খাইয়ে দিতে বলিতেন।

অদ্ভুত ক্ষমতাশালী ছিলেন স্বামীজী। কোন কোন সময়ে অসীঘাটে পড়িয়া ডুব দিতেন এবং মণিকর্ণিকার ঘাটে উঠিতেন। গোস্বামী মহাশয় তখন গঙ্গার তীর দিয়া দৌড়িয়া যাইতেন।

'একদিন স্বামীজী পথিস্থিত শিবলিঙ্গ ও এক কালীর মন্দিরে গিয়া প্রস্রাব করিয়া তাঁহাদের অঙ্গে ছিটিয়ে দিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া গোস্বামী মহাশয় প্রশ্ন করিলেন—"কালীর গাত্রে ছিটাইয়া দিলেন কেন?' অমনি তিনি মাটিতে লিখিয়া দিলেন—"গঙ্গোদকম্"। পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কালার গাত্রে ছিটাইয়া দিলেন কেন? উত্তর দিলেন পূজা।" প্রশ্ন হইল—'ইহার দক্ষিণা কি? উত্তর—যমালয়।' গোস্বামী মহাশয় ত্রৈলঙ্গ বা তৈলঙ্গ স্বামীর এইরূপ অদ্ভুত আচরণে একজন স্থানীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ইনি এইরূপ করেন কেন?—উত্তর হইল, ইনি ত সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর। জনসাধারণের স্বামীজীর প্রতি এইরূপ প্রগাঢ় ভক্তি ছিল।

একবার দাক্ষিণাত্যের এক রাজা স্বামীজীকে অনুরোধ করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন এবং স্বামীজীর হাতে, বাহুতে, কোমরে, মাথায় সোনার গহনাও উৎকৃষ্ট পট্টবস্ত্র পরাইয়া দিলেন। পরে তিনি বাহিরে আসিবামাত্র গুণ্ডারা সমস্তই খুলিয়া লইয়া গেল। রাজার লোকেরা পুলিশে দিতে চাহিল। রাজা বলিলেন,—"এক্ষণে ঐ সকলত উঁহার জিনিষ, উনি যাহা ইচ্ছা করুন।" স্বামীজী ইঙ্গিতে বুঝাইলেন,—"ওরা আমার কি করিল? আমি যেই সেই।" গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, "দুনিয়ায় লোক কামিনী কাঞ্চন পাইলেই খুশী।"

একদিন গোস্বামী মহাশয় মণিকর্ণিকার ঘাটে ক্লান্তভাবে বসিয়া আছেন, এমন সময় স্বামীজী আসিয়া বলিলেন 'ডুব দাও'। গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, "আমি ক্লান্ত, পারিব না।' তিনি বারবার জিদ করিলেন, গোস্বামী মহাশয় ও হঠ করিলেন, তখন তাঁহাকে ধরিয়া স্নান করাইলেন, পরে বলিলেন,—"দীক্ষা দিব।" গোস্বামী মহাশয় বলিলেন,—"হাঁ, আপনার কাছে আবার দীক্ষা লইতে হইবে? আপনি কখন শিবপূজা করেন, কখন কালীও শিবের গায়ে প্রস্রাব ছিটাইয়া দেন, আর বলেন' 'গঙ্গোদকং। আমি নিব না।" হাসিয়া স্বামীজী বলিলেন "বাচ্চা সাচ্চা হায়।" "গোস্বামী মহাশয় বলিলেন—"মন্ত্র পাইয়াছি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

জিজ্ঞাসা করিলেন "কে দিয়াছে?" উত্তর করিলেন 'মা'। বলিলেন—আমিও দিব। "গোস্বামী মহাশয় বলিলেন," 'আমার বিশ্বাস নাই, আমরা ব্রাহ্মসমাজের লোক।' তখন বিড়াল যেমন ইঁদুর ধরে, সেইরূপ ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন,—"তোমাকে দীক্ষা দিবার বিশেষ কারণ আছে। রীতিমত দীক্ষা দিব না। তোমার গুরু আমি নহি, অন্য একজন। তাহা সময়ে হবে। তবে আমি এখন তোমার শরীর শুদ্ধ করিয়া দিব। এই বলিয়া তিনি গোস্বামী মহাশয়কে বিবিধ মন্ত্র দিলেন (১) যাহা তিনি কুলক্রমানুসারে মার নিকট পাইয়াছিলেন—রাধাকৃষ্ণ যুগল সাধন (২) সর্ব্বদা জপিবার মন্ত্র। (৩) বিপদে পড়িলে অন্য মন্ত্র।

এই বার গোস্বামী মহাশয় তাঁহার ব্রহ্মচারী বন্ধুর সহিত কাশী গিয়া ভাস্করানন্দ স্বামীজীও মাতাজী মহারাষ্ট্রদেশীয়া একটি সুপণ্ডিতা যোগিনী প্রভৃতিকে দর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহাকে দেখিতে ব্যাকুল হন। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, তিনি গঙ্গায় সাঁতার দিয়া, কাশীর অপর পারে গ্রীষ্মের উত্তপ্ত বালুকাময় পুলিনে শয়ন করিয়া আছেন। তখন গোস্বামী মহাশয় বন্ধুর সহিত খেয়া নৌকায় পার হইয়া তথায় গমন করিলেন। উভয়ের সংস্কৃতে প্রশ্নোত্তর হইয়াছিল। গোস্বামী মহাশয় তদীয় "আশাবতীর উপাখ্যান" নামক পুস্তকে তাহার বিবরণ দিয়াছেন।

"আশাবতী ত্রৈলঙ্গস্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, "প্রভো! আমি স্ত্রীলোক, অতি অজ্ঞান, কিছু জানি না; আমার অপরাধ লইবেন না। আপনি মহাপুরুষ, জ্ঞানের সাগর, আপনাকে পাইয়া আমার কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষ হইতেছে, আমার প্রশ্ন এই যে জগতে উপাস্য দেবতা কতজন এবং তাঁহারা কে?

ত্রৈলঙ্গ স্বামী প্রস্তর খণ্ড দ্বারা দেবনাগর অক্ষরে লিখিলেন, উপাস্য দেবতা এক। যে ব্যক্তি যে কোন নামে যে ভাবে পূজা করুক, সেই একেরই পূজা করে। কারণ দেবতা একমাত্র অদ্বিতীয়, দ্বিতীয় নাই। তিনি শিব অর্থাৎ মঙ্গলং।

আশাবতী। তাঁহার রূপ কি?

ত্রৈলঙ্গস্বামী। তিনি সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ। যোগিজনের হৃদয়রঞ্জন।

আশাবতী। তবে প্রতিমা পূজা কেন?

ত্রৈলঙ্গস্বামী। পূজা দুইপ্রকার। সাবলম্বন আর নিরবলম্বন। প্রতিমা, জল, স্থল, চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ, লতা, নদী-পর্ব্বত, এইরূপ সৃষ্ট বস্তুকে অবলম্বন করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে পূজা তাহাই সাবলম্বন এবং নিকৃষ্ট। যতদিন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার না হয়, ততদিন উহার কোন একটি অবলম্বন না করিলে পূজা হয় না। ব্রহ্ম দর্শন হইলে আর কিছুই অবলম্বন করিতে হয় না। সাবলম্বন পূজার মন্ত্র—"যে দেবতা ঘটে, প্রতিমার জলে, অগ্নিতে, সর্ব্বভূতে, বিশ্ব সংসারে সেই দেবতাকে নমস্কার সে কিন্তু নিরবলম্বন পূজার মন্ত্র কেবল 'ত্বংহি ত্বংহি। স্বাবলম্বন পূজা উহার কোনটিতে বদ্ধ থাকিলে প্রকৃত অবস্থা বিলম্ব হয়।

আশাবতী। প্রকৃত অবস্থা লাভের উপায় কি?

ত্রৈলঙ্গ স্বামী কোন উত্তর না লিখিয়া যোগসাধনে বসিয়া সাধন প্রণালী দেখাইলেন।

যোগী। আশাবতি! দেখ, দেখ, কি শোভা! যেন পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়েছে! কি উচ্চ হাস্য! যেন রাজ ঘাটে হাস্যতরঙ্গ আঘাত করিতেছে!

ত্রৈলঙ্গ স্বামী ভাব সম্বরণ করিয়া স্থির হইলেন। যোগী ও আশাবতী প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

দীক্ষা প্রাপ্তির পর কাশীধামে আসিয়া পুনরায় ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে দর্শন করিলেন। ইঙ্গিতে গোস্বামী মহাশয়কে 'ইয়াদ হ্যায়' এই কথা জানাইয়া দিলেন, সেই পূর্ব্ববারের দীক্ষার কথা। স্বামীজী এ সময়ে অজগর বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। কাশীতে একটি কমণ্ডলু এবং 'দেবীভাগবত' নামে একখানি গ্রন্থ ক্রয় করিলেন। এই গ্রন্থটি এখনও পুরীধামে গোস্বামী মহাশয়ের আসনের সমীপে আছে।

কাশী হইতে অযোধ্যা আসিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের বাটী, হনুমানগড় প্রভৃতি দর্শন করিলেন। অবশেষে ৺রঘুনাথ বাবাজীর আশ্রমে গেলেন। আশ্রম একটি অতি উচ্চভূমির উপর অধিষ্ঠিত। সেখানে বাবাজীর সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কথা বলিলেন আশ্রমের সেবক। তাঁহার ব্যবহৃত খড়ম, যষ্টি প্রভৃতি যত্নে রক্ষিত আছে।

রঘুবর বাবাজীর আশ্রম হইতে মাধবদাসবাবাজী নামে একজন সাধুর আশ্রমে আসিলেন। বাবাজীর কমনীয় মূর্ত্তি, গৌরবর্ণ দীর্ঘ সুবলিত দেহ হইতে যেন তেজঃ বাহির হইতেছে। বাবাজী তাঁহাদিগকে সবিশেষ সম্বর্দ্ধনা করিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের সহিত অনেকক্ষণ শাস্ত্রালাপ হইতে লাগিল। এই অবসরে আশ্রম হইতে নানাবিধ জলযোগের সামগ্রী আনীত হইল। সকলে তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলেন। এইরূপে বেলা অধিক হইল দেখিয়া গোস্বামী মহাশয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উঠিবার উপক্রম করিলে, বাবাজী মহাশয় তথায় আহার করিবার নিমিত্ত বিশেষ অনুরোধ করিলেন।

মহাপুরুষের অনুরোধ উপেক্ষা করা অনুচিত মনে করিয়া গোস্বামী মহাশয় অগত্যা তথায় আহার করিতে সম্মত হইলেন। বাবাজী মহাশয় তাঁহাদের বিশ্রামের জন্য শীতলপাটী, ও বালিস, পাখা করিবার লোকের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এই আশ্রমটি যেন একটি মনোরম রাজপ্রাসাদ। বহু প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর। আশ্রমের মধ্যে কোথাও সংস্কৃত পাঠশালা, কোথাও অতিথিশালা, রোগীদের পরিচর্য্যা স্থান। আশ্রমের ভিতরে নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রীতে পূর্ণ। আশ্রমে কত লোক যে আশ্রয় পাইতেছে, এবং কতলোক যে নানাবিধ গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে, তাহা না দেখিলে পরিষ্কার বুঝা যায় না। দীনদরিদ্রের বন্ধু, রোগীর সেবক, তারপর কন্যাদায়, পিতৃদায়, জলাভাব, অন্নাভাব যে দূর করিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ভক্তবৃন্দের প্রদত্ত টাকা, মোহর, দ্রব্যসামগ্রী কিছুই তিনি স্পর্শ করিতেন না। প্রতিদিন আশ্রমের আম্র-কাননে ২।৩ ঘণ্টা থাকিতেন, তৎপরে কুটিরে প্রবেশ করিতেন এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাহির হইয়া প্রায় দুই ঘণ্টা কাল বাহিরে থাকিতেন। পরে তাঁহার পর্ণকুটিরে প্রবেশ করিয়া, সমস্ত রজনী অতিবাহিত করিতেন। গোস্বামী মহাশয় এই মহাপ্রাণ সাধক বাবাজীর এইরূপ মধুময় চরিত্র দর্শনে ও তাঁহার মধুর আলাপে অতীব প্রীতি লাভ করেন।

অযোধ্যা হইতে গোস্বামী মহাশয় কানপুরে আসেন। তাঁহার সেখানে প্রসিদ্ধ সঙ্গীতরচয়িতা ও সঙ্গীতাচার্য্য পুণ্ডরীকাক্ষ বাবুর বাটীতে অবস্থান করেন। পুণ্ডরীকাক্ষ—শান্তিপুর নিবাসী। একজন প্রসিদ্ধ সুগায়ক। ইনি রেল অফিসে কর্ম্ম করিতেন। পুণ্ডরীকাক্ষ, গোস্বামী মহাশয়কে পাইয়া পরম আনন্দিত হইলেন। তিনি প্রাতঃকালে ও রাত্রিতে স্বীয় রচিত গীত সকল গোস্বামী মহাশয়কে শুনাইতেন। যখন গান হইত তখন গায়ক ও শ্রোতা উভয়ই তন্ময় হইতেন।

পুণ্ডরীকাক্ষ বাবুর সাংসারিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না, তথাপি তিনি অত্যন্ত আনন্দসহকারে তাঁহাদের কিছুদিন সেখানে রাখিলেন। এখানেও গোস্বামী মহাশয়ের ব্রাহ্মসমাজে প্রচার, উপাসনা ও বক্তৃতার বিরাম ছিল না। কানপুর হইতে লক্ষ্ণৌ আসিলেন। এখানকার অতীত ঐশ্বর্য্য, নবাব বাড়ী প্রভৃতি দেখিয়া গোস্বামী মহাশয় বলিতেন এইত মানবের অহঙ্কার ও এইত ঐশ্বর্য্যের পরিণাম। সুমিষ্ট স্বরে বলিতেন ঃ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'যদুপতেঃ ক্বগতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক্বগতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃস্থিরম্
অনাদিদং জগদিত্য বধারয়॥'

যদুপতির মথুরাপুরী ও রঘুপতির উত্তর কোশলা (অযোধ্যা) আজ কোথায়? ইহা বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া মন স্থির কর; এই জগৎ অনিত্য, ইহা অবধারণ কর।

একদিন নবাবের প্রাসাদের বাহিরের প্রকোষ্ঠে গোস্বামী মহাশয় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌ সহরে অনেক ধর্ম্মানুরাগী মহোদয়ের বাড়ীতে উপাসনা করিয়াছিলেন।

লক্ষ্ণৌ হইতে গোস্বামী মহাশয় শ্রীবৃন্দাবন আসিলেন। সেখানে সহসা একদিন পথে তাঁহার ভগ্নীপতি কিশোরীলাল মৈত্র মহাশয়ের সাক্ষাৎ হইল। দূর হইতে গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া 'হরিবোল, হরিবোল' বলিয়া দৌড়াইলেন। কিছুক্ষণ শিষ্টাচারের পরে তাঁহার নিকট আমাদের ঠিকানা বলা মাত্র, তিনি বলিলেন ঐ বাড়ী এখনি ছেড়ে এসো। কিছুদিন পূর্ব্বে কয়েকজন ব্রজবাসী এ বাটীতে একজন ভদ্রলোককে প্রসাদের সহিত বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিয়াছে; দুষ্টদের সমুচিত রাজদণ্ড হইয়াছে। গোস্বামী মহাশয়ও বলিয়াছিলেন—বাড়ীটাতে ভূত আছে, এস্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিশোরী বাবু, গোস্বামী মহাশয় ও তাঁহার সঙ্গিগণ সহ নাভাজীর কুঞ্জে লইয়া গেলেন। সেস্থানটি অতি উত্তম।—

যে মৈত্র মহাশয় একদিন গোঁড়া ব্রাহ্ম ছিলেন, স্বয়ং কন্যার অসবর্ণ বিবাহ দিয়াছিলেন, আজ তিনি মালাধারী বৈষ্ণব। নবকুমার বাবু লিখিয়াছেন:— "এইখানে থাকিতে গোস্বামী মহাশয় আমাদিগকে বলিলেন, চলুন, গৌর শিরোমণি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি। এই বলিয়া তিনি বাহির হইলেন—স্বামী দেবপালক ও আমি তাঁহার পশ্চাৎ অনুগমন করিতে লাগিলাম। —আমরা গোস্বামী মহাশয় হইতে কিছু অধিক অগ্রবর্ত্তী হইয়া গেলাম।— বৰ্দ্ধমানের কুঞ্জের নিকট আসিয়া, তাঁহার কোন সাড়া শব্দ না পাইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি তিনি নীচের দিকে দৃষ্টি করিয়া ঢুলিতে ঢুলিতে আসিতেছেন। তিনি আমাদিগকে দেখিয়াই বলিলেন, 'আমার যেজন্য আসা তাহা আজ সফল হইয়াছে, পরমহংসজী কৃপা করিয়া দর্শন দিয়া আমাকে একটি গলির ভিতরে ডাকিয়া লইয়া, যাহা বলিবার ও করিবার তাহা বলিলেন ও করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

আমি গুরুজীকে আপনাদিগকে দর্শন দিবার জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম; তিনি বলিলেন, এখনও ইঁহাদিগকে দেখা দিবার সময় হয় নাই, তাহাতে ইঁহাদিগের নিয়ম ভঙ্গ ও সন্দেহজনিত অপরাধ হইবার সম্ভাবনা।'

অতঃপর আমরা পরম ভাগবৎ সুপ্রসিদ্ধ গৌর শিরোমণি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলাম। সেই সময় তথায় 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' পাঠ হইতেছিল, গোস্বামী মহাশয় শ্রবণ করিবার জন্য তথায় বসিয়া গেলেন। আমরাও বসিলাম। পাঠ অতি সুন্দর হইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে দেখিতে পাইলাম, একটি গৌরবর্ণ সুন্দর পুরুষ করযোড়ে নত দেহে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। আমি সেদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মনে করিলাম, পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের কথিত ভক্তি ও বিনয়ের অবতার ইনিই সেই গৌর শিরোমণি।—ইঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য দেশবিখ্যাত। সন্ধ্যা সমাগত হইলে পাঠক পাঠ বন্ধ করিলেন, তখন আঙ্গিনায় কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। গোস্বামী মহাশয় কীর্ত্তনে যোগদান করিলেন। ক্রমে কীর্ত্তন খুব জমাট হইল। ভাবাবেগে নৃত্য করিতে করিতে গোস্বামী মহাশয় সমাধিস্থ হইয়া প্রায় একঘণ্টা কাল দাঁড়াইয়া রহিলেন। পাছে তিনি পড়িয়া যান এই আশঙ্কায় আমি তাঁহার পশ্চাতে রহিলাম। অনন্তর তিনি পড়িয়া যাইতেছেন দেখিয়া আমি তাঁহাকে ধরিয়া বসিয়া পড়িলাম এবং তাঁহার মস্তক আমার উরুদেশে স্থাপন করিলাম। বহুক্ষণ পরে তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইল, কিন্তু তখনও ভাবাবেগ ছুটে নাই।—পরে শিরোমণি মহাশয় করযোড়ে বিনীত প্রার্থনা জানাইয়া, গোস্বামী মহাশয়কে বহু উপাদেয় সামগ্রী দ্বারা জলযোগ করাইলেন; আমরাও তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া জলযোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম।

"অতঃপর একদিন শ্রীরাধারমণজীউ দর্শন করিতে করিতে গোস্বামী মহাশয়ের দাঁড়াইয়া ভাবাবেশে সমাধি হইল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম দেখিয়া, আমি তাঁহার মস্তক আমার ক্রোড়ের উপর রাখিলাম। এই সময়ে তথাকার লোকেরা তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। গোস্বামী মহাশয় ইতিপূর্ব্বে আমাকে তাঁহার পরিচয় দিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি আমি তাঁহার পরিচয় বলিয়া ফেলিলাম। কিছুক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইলে আমরা যখন বাসায় ফিরিয়া আসিতেছি, তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম, আপনার নিষেধ সত্ত্বেও আমি আপনার পরিচয় বলিয়া ফেলিয়াছি। তিনি বলিলেন, 'বলিয়াছেন, বেশ করিয়াছেন।"

কয়েকদিন পরে গোস্বামী মহাশয় শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমা করেন। একা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গাড়ীতে সঙ্গীদ্বয়কে লইয়া ভ্রমণে বাহির হইলেন এবং ক্রমে রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন প্রভৃতি দর্শনীয় স্থান দর্শন করিলাম। একদিন গোবর্দ্ধন ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে এক বাবাজীর আশ্রমে আশ্রয় লইলেন।' সেখানে গ্রীষ্মাধিক্য হেতু তাঁহারা রাত্রিতে একটি বাঁধান অশ্বত্থবৃক্ষতলে শয়ন করিয়াছেন। এমন সময় 'এক পাহারাওয়ালা অতি মধুর স্বরে "জয়রাধে শ্রীরাধে" বলিয়া পাহারা দিতে যাইতেছিল। শ্রীবৃন্দাবনে পাহারাওয়ালারা 'রাধারাণীর জয়' বলিয়াই পাহারা দিয়া থাকে। ঐ ব্যক্তি গোস্বামী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইল। তখন গভীর রাত্রি। প্রকৃতি নিস্তব্ধ। কিছুক্ষণ আলাপে উভয়েরই পরম তৃপ্তিলাভ হইল। —পাহারাওয়ালা বিদায় চাইলে গোস্বামী মহাশয় বলিলেন,—'আপনি দয়া করিয়া আবার ঐ নামটি করিবেন।' পাহারাওয়ালা রাস্তায় বাহির হইয়া আবার "জয়রাধে শ্রীরাধে" বলিয়া শ্রীমতীর জয় দিতে দিতে চলিয়া গেল। সেই ধ্বনি দিগদিগন্তে মধুধারাবর্ষণ করিয়া চলিল। গোস্বামী মহাশয় নাম শ্রবণ করিয়া বলিলেন—মধুরং মধুরং পরিপূর্ণানন্দম্।

গোবর্দ্ধনের নীচে একজন অতি বৃদ্ধ মহাপুরুষকে তাঁহারা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।—বাবাজীর আনন্দময় মূর্ত্তি ও সহাস্য বদন, শরীরের দিব্যলাবণ্য মধুর হাস্য ও প্রেমময় বিনীত সম্ভাষণ সকলের মন প্রাণ কাড়িয়া লইয়াছিলেন। প্রথম দর্শনেই বলিয়াছিলেন—'আইয়ে, আইয়ে, আচ্ছা দর্শনধারী বইঠিয়ে মহারাজ, হামতো ধন্য হুয়া!'

সেখানকার কুসুমসরোবর ও বনের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন গোঁসাইজী।

একদিন সেখানে নবকুমার বাবু খিচুড়ি রান্না করিয়াছিলেন। প্রায় ৫।৬ সের খিচুড়ী হইয়াছিল। উহা সমস্তই তিনখানা পলাশপত্রে ঢালিয়া লইলেন। "প্রায় এগার দিন পরে লুচি পুরীর পরিবর্ত্তে খিচুড়ী পাইয়া তিনজনে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় সময় সময় নবকুমারবাবুকে বলিতেন, "নবকুমার বাবু! সেই গোবর্দ্ধনে কি চমৎকার খিচুড়ী রান্না হইয়াছিল। তাহা সমস্তই আমরা তিনজনে আহার করিলাম অথচ কাহারও অসুখ হইল না।" নবকুমারবাবু উত্তর করিলেন—(উত্তম কিসে হইল, তাহাত জানি না। রান্না করিয়া উহা আপনার নিকট রাখিয়া বিশ্রাম করিতে গিয়াছিলাম, তাহাতে এমন উপাদেয় হইয়া থাকে, তবে তাহাই যা!

বৃন্দাবন হইতে গোস্বামী মহাশয় আসিলেন ভরতপুর। সেই স্থানের একজন লালার স্ত্রী, পতি বিয়োগের পর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে অতিথি পাইয়া বিশেষ সমাদরের সহিত থাকিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থান দিলেন। গৃহ হইতে লালার স্ত্রী বহু পরিমাণে নানাবিধ অত্যুৎকৃষ্ট খাদ্যসামগ্রী আহারের জন্য পাঠাইয়া দিতেন। আহারান্তে গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছিলেন, এ দেশের ঐশ্বর্য্যশালী বড়লোকেরা ও রাজারা ঐরূপ সামগ্রী আহারার্থ খাইয়া থাকেন। লালার পত্নী যে কয়দিন গোস্বামীমহাশয় সেখানে ছিলেন তাঁহার দেবরকে প্রভৃতিকে লইয়া গোস্বামীমহাশয়ের নিকট ধর্ম্মকথা শুনিতেন। তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল গোস্বামী মহাশয়কে কিছুদিন রাখিয়া তাঁহার নিকট ধর্ম্মকথা শ্রবণ করেন। ইহা গোস্বামী মহাশয়কে তাঁহারা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পক্ষে তখন কোথাও বেশীদিন থাকার সম্ভব ছিল না। ভরতপুর সহরের পথের দুইধারে কেলীকদম্ব প্রভৃতি অসংখ্য বৃক্ষের শ্রেণী শোভা পাইতেছে। কত প্রকারের পাখী মধুরস্বরে গান করিতেছে। শতশত ময়ূর রাস্তার দুইধারে পেখম ধরিয়া নৃত্য করিতেছে তাহাদিগকে কেহ কখনও হিংসা করে না, কাজেই মানুষ দেখিয়া তাহারা কোন ভয় করে না। দেখিলেন কোথাও তৃণাচ্ছাদিত পাহাড়ের সমতলক্ষেত্রে আনন্দে হরিণগণ চক্রাকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

ভরতপুর হইতে কাম্যবনে গমন করিলেন। সেখানে প্রস্তর নির্ম্মিত একটি পুরাতন বাড়ী দেখিলেন। স্থানীয় লোকেরা তাঁহাদিগকে বলিলেন, প্রবাদ এইরূপ, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী বনবাস সময়ে কাম্যবনে এই বাটিতে বাস করিয়াছিলেন। 'উহা দেখিলে বহুকাল পূর্ব্বে যে নির্ম্মিত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ হয় না।—পুনরায় কাম্যবনে' সেই দেবালয়ে গেলেন, তাঁহারা গোস্বামী মহাশয়কে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। পাঁচ সাতদিন তাঁহাদের আগ্রহে তথায় থাকিতে হইয়াছিল। গোস্বামী মহাশয়ের মধুর আলাপে তাঁহারা বিশেষ আপ্যায়িত ও উপকৃত হইয়াছিলেন। তথা হইতে তাঁহারা পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনধামে আসিলেন এবং মাত্র একদিন পরে বাঁকিপুর আসিলেন। সেখানেও দুই একদিন থাকিয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।*

মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় যেমন বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলা ও পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করিয়া অসাধারণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তেমনি উত্তর পশ্চিম-অঞ্চলের বিবিধ নগর, পল্লী ও তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়া প্রচুর প্রত্যক্ষ জ্ঞানও লাভ করিয়াছিলেন।

---

* আমরা এই অধ্যায়টি লিখিতে গোস্বামী মহাশয়ের ভ্রমণ-সঙ্গী—নবকুমার বাগচী মহাশয়ের লিখিত "শ্রীশ্রীবিজয় কথামৃত" গ্রন্থের তীর্থভ্রমণ ও প্রচার এবং আশাবতী উপাখ্যান গ্রন্থ হইতে সাহায্য পাইয়াছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

পরমহংসজীর আদেশে সাধন দান, ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষের অভিযোগ উত্তর,—ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ—

সাধক ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার গুরুদেবের উপদেশ অনুসারে ব্রাহ্মসমাজ যেমন ত্যাগ করেন নাই, তেমনি গুরুদেবের আদেশে কলিকাতায় প্রকাশ্য ভাবে সাধন প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সাধন ছিল—অসাম্প্রদায়িক। "তিনি বলিয়াছিলেন, পরব্রহ্মকে লাভ করিবার কেমন নির্দ্দিষ্ট প্রণালী উপায় নাই। তিনি স্বপ্রকাশ, তাঁহার কৃপাই তাঁহাকে লাভ করিবার একমাত্র উপায়। আর একথা মনে রাখিতে হইবে যে প্রার্থনা বচনবিন্যাস নহে, মনের ভাবও নহে, কোনরূপ প্রক্রিয়া নহে। প্রার্থনা আত্মার একটি স্বভাব। যদি মানুষ নিজের আত্মার একটি বা অনেক প্রবল অভাব অনুভব করে, পরে সেই অভাব মোচনের জন্য তাহার প্রাণে নিতান্ত ব্যাকুলতা জন্মে, তখন পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও যদি দেখে ঐ অভাব দূর করিবার তাহার নিজের তিলমাত্র ক্ষমতা নাই, অপর কোন সর্ব্বশক্তিমান্ করুণাময় পুরুষের সেই শক্তি আছে, তখন তাহার আত্মার যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থাটির নাম প্রার্থনার অবস্থা।

গোস্বামী মহাশয় তাঁহার সাধন প্রণালী সম্বন্ধে, ইহাতে বাহিরের কোন অবলম্বন নাই। ইহা কোনরূপ প্রক্রিয়াও নহে। কেবল অবিশ্রান্ত এক অব্যক্ত শক্তিশালী জীবন্ত প্রার্থনা। অনেকে ইহাকে অজপা সাধন বলিয়া থাকেন।

নাম সাধন সম্বন্ধে তিনি বলেন:—'নামসাধন স্বতন্ত্র কথা, তাহাতে ভগবানের একটি মাত্র নাম জপে তাদৃশ উপকার হয় না। যখন যে ভাব প্রবল হয় ও মিষ্ট বোধ হয় তখন সেই নামই জপ করিলে উপকার হয়। পরমেশ্বরের কোন নির্দ্দিষ্ট নাম নাই। ব্রহ্ম, ঈশ্বর, হরি, দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ, আল্লা বা গড্, যে কোন নামে সেই পূর্ণপরাৎপর অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে ডাক ক্ষতি নাই। তাঁহার গভীর রূপ কল্পনাই দোষ। আমাদের সাধন নাম সাধন নহে। নাম বাহিরের জিনিষ, আমাদের সাধন প্রাণের বস্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাকে এক কথায় জীবন্ত প্রার্থনা বা ব্রহ্মসাধন বলা যাইতে পারে।—এই সাধন গ্রহণে উপযুক্ততা বলিয়া বড় একটা কথা নাই। ইহাতে পাণ্ডিত্য, বিদ্যা বুদ্ধি চাই না, ধনী, দরিদ্র, বিদ্বান, মূর্খ, স্ত্রী, পুরুষ, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, পৌত্তলিক বা কুসংস্কারাপন্ন, যে কেহ বর্ত্তমান অবস্থায় তৃপ্ত না হইয়া যোগ প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হন এবং যতদিন প্রকৃত অবস্থা লাভ না করেন, ততদিনের জন্য সাধন সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি তাঁহার বিবেক বিরুদ্ধ না হইলে প্রতি প্রণাম করিতে প্রতিশ্রুত হন, তিনিই এই সাধন গ্রহণ করিতে পারেন।

গোস্বামী মহাশয় দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন ঃ—ইহাতে কোন সম্প্রদায় নাই। হিন্দু, মুসলমান খৃষ্টান বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শক্তি, শৈব, নানকপন্থী ইত্যাদি যত বিভিন্ন সম্প্রদায় আছেন, তাহাদের সকলের মধ্যেই সত্যধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। সেই সত্য ধর্ম্ম সর্ব্বত্র হইতে গ্রহণ করিতে হইবে ও যেখানে কিছু পাইবে তাহারই নিকট মস্তক অবনত করিতে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবে। এবং কতকগুলি বিধি সাধনাবলম্বীদের মানিতে হইবে। তাঁহারা মনে রাখিবেন—ঈশ্বরই স্বয়ং ইহার একমাত্র গুরু, এবং সমস্ত পদার্থ ও মনুষ্য সাধারণ ভাবে গুরু বা উপদেষ্টা।—দেহ ও মন সর্ব্বতোভাবে পবিত্র রাখিতে হইবে। দিবানিশি অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করা আবশ্যক। কতকগুলি সাধারণ নিয়ম ও পালনীয়—মাংস ভক্ষণ নিষেধ। তবে শরীর রুগ্ন হইলে চিকিৎসকের ব্যবস্থামতে নিতান্ত আবশ্যক যদি হয় তবে খাইতে পারেন। মাংসের উপকারিতা শক্তি বশতঃ উহা চিত্ত সংযমের বিরোধী এজন্য যোগ-সাধকেরা চিরকাল মাংস ভোজন নিষেধ করেন। কিন্তু মৎস্যের যে দোষ নাই বলিয়া উহা নিষিদ্ধ নহে। যাঁহারা জীব হিংসা অবৈধ মনে করেন তাঁহারা দুই-ই ত্যাগ করিতে পারেন।—অপরের উচ্ছিষ্ট ভোজন নিষেধ।

কেননা ইহা দ্বারা নানাবিধ রোগ সংক্রামিত হইতে পারে। তবে পিতা-মাতা গুরুজনের কিংবা কোন বন্ধু আদর করিয়া কিছু দিলে তাহা এবং ধর্ম্মাত্মা সাধুদিগের ভুক্তাবশেষ ভোজন শ্রদ্ধা হইলে তাহাতে কোন অনিষ্ট নাই বরং উপকার হয়। এরূপ স্থলে প্রেমের প্রবল স্বাভাবিক শক্তিতে রোগাদি নিবারণ করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ কোথায় খাওয়া উচিত, কোথায় নয় ইহা স্থির করা কঠিন বলিয়া উক্ত নিয়ম অবধারিত হইয়াছে।

যাঁহাদের শরীর শুদ্ধ নহে তাহাদিগের পক্ষে শরীর সংশোধনের জন্য প্রথম প্রথম কিছুদিন প্রত্যহ দুইবার প্রাণায়াম অর্থাৎ ভূতশুদ্ধি করা আবশ্যক। স্ত্রীলোক ও পুরুষের স্বতন্ত্র গৃহে সাধনা করা আবশ্যক। তবে যেখানে সেরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুবিধা নাই, তথায় সতর্ক হওয়া উচিত। যেন উভয়ে পরস্পরে স্পর্শ না হয়। ইহা ঋষি ও পরমহংসদিগের অতি আদরের পবিত্র সাধন।

অবতারবাদ সম্বন্ধে গোস্বামী মহাশয়ের উক্তি এই :—কোন সৃষ্ট বস্তু, জীব বা মনুষ্যকে বিশ্বনিয়ন্তা সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর জ্ঞানে পূজা করার নাম অবতারবাদ। উহা সত্যের বিরোধী, এজন্য আমার ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে ইহার কোন সংস্রব নাই।

গুরুবাদ সম্বন্ধেও তাঁহার মতে অপূর্ণ মনুষ্যকে তাহার উপদেশকে, অথবা উল্লিখিত শাস্ত্রকে অভ্রান্ত মনে করিয়া ইহার সম্মুখে নিজের বিবেককে, হীন ও অবরোধ করার নাম গুরুবাদ। এই ভয়ানক মত আমাদের নিয়মের যারপর নাই বিপরীত। বিবেকই ঈশ্বর লাভের প্রকৃত পথ, তজ্জন্য আপনার বিবেকই মানবের সর্ব্বোপরি অনুসরণীয়।

গোস্বামী মহাশয় কৃষ্ণ, দুর্গা, কালী প্রভৃতির সঙ্গীত করেন এ বিষয়ের উত্তরে তিনি বলিয়াছেন, এই জাতীয় সঙ্গীত করার কোন নিয়ম নাই। সাধনের সহিত ইহার কোন সংস্রবই নাই, তবে রাধাকৃষ্ণের যে আধ্যাত্মিক ভাব তাহাকে আমি যোগ এবং ধর্ম্ম পথের উপযোগী অতি মহৎ ও উচ্চভাব বলিয়া জানি। রাধা উপাসক, কৃষ্ণ উপাস্য পরমেশ্বর এই ভাব অত্যন্ত উপকার হইয়া থাকে, এজন্য আমি স্বয়ং এই ভাবে সাধন করিয়া থাকি এবং যাঁহারা এই ভাবে চিন্তনে সাধনে উপকার পান, তাঁহাদের সহিত একত্রে রাধাকৃষ্ণের অর্থাৎ প্রেমযোগ সম্বন্ধীয় সঙ্গীত করিয়া থাকি। কিন্তু প্রকাশ্য স্থানে, যাঁহাকে ঐ আধ্যাত্মিভাব গ্রহণে অসমর্থ তাঁহাদের মধ্যে অথবা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সময় বক্তৃতা উপাসনাদিতে রাধাকৃষ্ণের নাম কখনো ব্যবহার করি নাই, এবং যতদিন রাধাকৃষ্ণের ঐতিহাসিক লজ্জাস্কর ভাব দূর হইয়া উহার সুন্দর আধ্যাত্মিক ভাব জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত না হয়, ততদিন ঐরূপ করা উচিত বলিয়া বিবেচনা করিনা। কালী দুর্গার নাম সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই অনেক কথা হইয়াছে।

রামপ্রসাদ প্রভৃতি সাধকগণ কালী, দুর্গা নামে পরব্রহ্মকেই সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গীতে তাহা পাওয়া যায়। কিন্তু কোন প্রকারে ঐ সকল দেবদেবীর সৃষ্টি বা রূপের প্রশংসা করিয়া পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। নাম ও মূর্ত্তি বিভিন্ন, ইহা যেন কেহ বিস্মৃত না হন। অথচ সকলকে স্পষ্ট বুঝান আবশ্যক যে, ঈশ্বরকে যে নামে ইচ্ছা ডাকিলেই পাওয়া যায়, মূর্ত্তিতে পাওয়া অসম্ভব। কেননা মূর্ত্তি অসত্য, নাম সত্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোস্বামী মহাশয়ের সাধনপ্রণালী ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে উদার মত পোষণ করিতেন, তাহা পাঠক সাধারণের অবগতির জন্য উল্লেখ করিলাম।

ব্রাহ্মসমাজের প্রচারনিবাসে বাস করিয়া সাধন প্রদান, সাধু সন্ন্যাসীদের মদ, গাঁজা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য প্রদান, রাধা-কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক সঙ্গীত গান ও শ্যামা সঙ্গীত হয় এবং গোস্বামী মহাশয় তাহাতে যোগদান করেন। তাঁহার বাসগৃহে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি রাখা হয়, দেব দর্শনের জন্য তিনি দেবালয়ে যান এবং দেব মূর্ত্তির ভিতরে নিজের ইষ্টদেবতাকে প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি সেখানে প্রণাম করেন, তিনি অভ্রান্ত গুরুবাদে বিশ্বাস করেন। ব্রাহ্মদিগের নিকট ইহা অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইল। এই বিষয় লইয়া ব্রাহ্মদিগের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হইল। পুণ্যদাপ্রসাদ সরকার ও গগনচন্দ্র হোম নামক দুইজন ব্রাহ্ম, গোস্বামী মহাশয়ের মত সকল ব্রাহ্মসমাজের অতিশয় অকল্যাণজনক মনে করিয়া সেই মর্ম্মে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নিকট দুইখানি পত্র প্রেরণ করেন। আমরা সেই পত্র দুইখানির মর্ম্ম প্রকাশ করিলাম।

পুণ্যদাপ্রসাদের পত্রে লিখিত ছিল :—"গোস্বামী মহাশয় বর্ত্তমান সময়ে যে সকল কার্য্য করিতেছেন, তাহা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের অত্যন্ত অনিষ্ট হইতেছে। ইহার প্রতিবিধান হওয়া উচিত। গোস্বামী মহাশয়কে প্রচারক পদ হইতে বিচ্যুত করা হউক। তিনি ভিন্ন কি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য চলিবে না? তিনি ব্রাহ্মসমাজে থাকেন কেন? যোগসাধন করিবার ইচ্ছা থাকে ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথক্ হইয়া করুন।"

গগনচন্দ্র হোম মহাশয় লিখিয়াছিলেন—"ব্রাহ্মসমাজের বাড়ীতে পৌত্তলিক গান হয়। গোস্বামী মহাশয়ের গৃহে অশ্লীল ছবি, যেমন নরনারীকুঞ্জের অষ্টসখী ঘোড়া ইত্যাদি রাখা হয়। ইহা অতিশয় অন্যায় ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ।"

"গোস্বামী মহাশয় গোপনে সাধন প্রদান করেন। সাধন গোপনে দেওয়া হয় কেন? তাঁহার প্রদত্ত সাধন প্রণালী যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে প্রচারিত হউক। লোকে বিচার পূর্ব্বক গ্রহণ করিবে। যাঁহারা কিছুদিন গোস্বামী মহাশয়ের প্রদত্ত সাধন প্রণালী অবলম্বন করিয়া সাধন ভজন করেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বীতরাগ হইয়া পড়েন। তাঁহার শিষ্যগণের বিশ্বাস যে তাঁহার চরণে মস্তক রাখিলে তাঁহাদিগের উপকার হয়। এ কি ভয়ানক কথা! ইহা দ্বারা মানুষ ভগবানের আসনে অভিষিক্ত হইতেছে কিনা ইহার প্রতিবিধান হওয়া আবশ্যক।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইঁহাদের পত্র লিখিবার পূর্ব্বেই ১৮০৮ শকের ১০ই চৈত্র সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নিকট গোঁসাইজী তাঁহার প্রচারকের পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করেন, কিন্তু সে সময় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সেই পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করিতে হইয়াছিল।

পুনরায় পুণ্যদাবাবু ও গগনবাবুর পত্র পাইয়া উক্ত সভা গোস্বামী মহাশয়ের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত এক সব কমিটি নিযুক্ত করেন। তাঁহার মধ্যে ৺আনন্দমোহন বসু, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ৺নবদ্বীপচন্দ্র দাস, কৃষ্ণকুমার মিত্র ও আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় সব-কমিটির সভ্য হন। তাঁহারা ১৮০৯ শকের ৩০শে বৈশাখ (১৩ই মে) সিটি কলেজে সভা করিয়া, গোস্বামী মহাশয়ের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহার নিকট সেই সকলের কৈফিয়ৎ চাহিলেন। গোস্বামী মহাশয় বলিলেন—"কৈফিয়ৎ আমি দিব না। আমার বাড়ীতে গিয়া বন্ধুভাবে এ সম্বন্ধে আলাপ করিতে ইচ্ছা করিলে আমি তাহাতে সম্মত আছি—সে ব্যবস্থাই হইল। তাঁহারা তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহার বর্ত্তমান ধর্ম্মমত সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করিলেন। তাহার পর তাঁহারা কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির অন্তর্ভুক্ত উপসমিতির নিকট তাঁহাদের মন্তব্য প্রকাশ করিলেন।

—গোস্বামী মহাশয়ের ধর্ম্ম সম্পর্কিত মত কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির মনঃপুত হইল না। পূর্ব্বেই গোস্বামী মহাশয় প্রচারকের পদ ত্যাগ করিয়া 'ব্রাহ্মবন্ধু-দিগের প্রতি নিবেদন' নামে এক আবেদন পত্র মুদ্রিত করিয়া সকলের নিকট প্রেরণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা কার্য্যতঃ হয় নাই। গোস্বামী মহাশয় এলবার্ট হলে প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিয়া প্রচারকের পদ ত্যাগ করিতে চাহিলেন। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতি তাঁহার এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করিলেন। অবশেষে সিটি কলেজ গৃহে ১৭ই মে সোমবার ব্রাহ্মদিগের এক সভা আহুত হইল। গোস্বামী প্রভু সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পদত্যাগ পত্র প্রদান করিলেন। সভাস্থ অনেকের ইচ্ছা ছিল যে তাঁহার এই পদত্যাগ পত্র গৃহীত না হয়, এবং তাঁহাকে আরও কিছুদিন সময় দেওয়া হউক,—'ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত তাঁহার সংস্রব ত্যাগ করা উচিত কি না।—অনেকে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেও শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া বলিলেন যে,—"আমি কার্য্যনির্ব্বাহকসভার পক্ষ হইতে গোস্বামীমহাশয়ের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিলাম। কার্য্যনির্ব্বাহকসভা পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করাই স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা এই বিষয় লইয়া আর সময় নষ্ট করিতে চাহেন না।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপসমিতিতে গোস্বামী মহাশয়ের বিরুদ্ধে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন—তাহার অধিকাংশ মতবিরোধী কথা আমরা তাঁহার সাধন প্রণালীর সম্বন্ধে বলিতে পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বিজয়কৃষ্ণের বিরুদ্ধে তাঁহাদের অভিযোগের মধ্যে প্রধানতঃ একটি কথা ছিল :—'গোস্বামী মহাশয় বলেন—'মানুষ গুরু নাই। গুরু একমাত্র পরমেশ্বর। কিন্তু সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহাদের মধ্যে গুরুপদ না থাকিলেও পরোক্ষভাবে তাঁহাদের মধ্যে গুরুবাদ প্রচার হইতেছে। তাঁহার 'আশাবতীর উপাখ্যান,' ব্যাস ও ব্রাহ্মণ সংবাদ গুরুপদের সমর্থন করিতেছে। গোস্বামী মহাশয় তাঁহার শিষ্যদিগকে যে সাধন প্রদান করেন, তাহা তাঁহারা অভ্রান্ত মনে করেন। এ অতি মারাত্মক কথা। গোস্বামী মহাশয়কে প্রণাম করিলে, তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলে এবং তাঁহার পায়ে মস্তক দিয়া পড়িয়া থাকিলে, আধ্যাত্মিক উপকার হয়, গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ ইহা বিশ্বাস করেন। এই মত সম্পূর্ণ ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী। ইহা এক প্রকার নরপূজা। গোস্বামী মহাশয়ের নিকট রাধাকৃষ্ণের ছবি থাকে। রাধাকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা থাকিলেও তাহা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের মহৎ অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। সুতরাং তাহা একেবারে বর্জ্জন করা উচিত।

"আমরা এই সকল কারণে গোস্বামী মহাশয়ের বর্ত্তমান মত ও সাধনপ্রণালী ব্রাহ্মধর্ম্মের অনিষ্টকারী মনে করি। ইহার কোন প্রকার প্রতিকার না হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনিষ্ট হইতেছে।

গোস্বামী মহাশয় পদত্যাগ পত্রে যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহার অনেক কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তথাপি পদত্যাগ পত্রের কতকাংশ এখানে উদ্ধৃত করা হইল।

গোস্বামী মহাশয়ের পদত্যাগ পত্র

সত্য স্বরূপ, জ্ঞান-প্রেম মঙ্গলময়, সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে দিব্যচক্ষে দর্শন করা যায় এবং তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য। তাঁহাকে নিয়ত দেখা ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়সমূহের দিব্যাবস্থায় সম্ভোগ করা, এক কথায়, তাঁহাকে লাভ করিয়া নিয়ত তাঁহার সত্তাসাগরে নিমগ্ন থাকিয়া সমস্ত কর্ম্মকরা ও জীবন যাপন করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ।

(১) এইরূপ ব্রহ্মলাভ কেবল মানুষের নিজের চেষ্টায় বা সাধনে হয় না। সম্পূর্ণ তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া যথাসাধ্য সাধন ভজন করিলে যথা সময়ে সেই অবস্থা প্রাণে অবতীর্ণ হয়। এইজন্য তাঁহার চরণেই আমার ধর্ম্মজীবনের সমস্ত ভার সমর্পণ করিয়া, তাঁহারই প্রদর্শিত যোগ সাধনপথ অবলম্বনে গত কয়েক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৎসর চলিয়া আসিতেছি। পরমহংসবাবাজীর উপদেশ অনুসারে যোগপিপাসু ব্যক্তিগণের মঙ্গলার্থে উক্ত সাধনপথ তাঁহাদিগকে উপদেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। (২) এই সাধনে বাহিরের কিছুরই সহিত সংস্রব নাই। ইহা সম্পূর্ণ আভ্যন্তরিক আধ্যাত্মিক বস্তু। তবে কিছুদিনের জন্য ভূতশুদ্ধি করণোদ্দেশে প্রাণায়াম করিতে হয়। কিন্তু উহা আমাদের সাধন নহে। (৩) এইজন্য সাধকমণ্ডলীর বহির্ভূত লোকদিগের সম্মুখে আমরা সাধন করি না। তাঁহারা ইহার ভিতরের তত্ত্বকথা কিছুই বুঝিবেন না, কেবল বাহিরের প্রাণায়ামটুকু দেখিয়া সাধনের প্রতি অশ্রদ্ধা হইলে তাঁহাদেরই অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। (৪) কোনরূপ অহঙ্কার বা অন্য পাপাচার, পাপচিন্তা, পাপ কল্পনা পর্য্যন্ত ও সাধনের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে।—(৫) ইহাতে গুরুবাদের লেশ মাত্র নাই, ঈশ্বর স্বয়ং-ই ইহার গুরু আর সকলেই ইহার উপদেষ্টা ও তন্নিযুক্ত পথ-প্রদর্শক মাত্র। যেমন তিনি বৃক্ষ, লতা, গ্রহ, উপগ্রহ ও পর্ব্বত নানা উপায় দ্বারা নানাভাবে শিক্ষা দেন, তদ্রূপ মনুষ্যরূপ উপায় দ্বারাও ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া থাকেন। এই জন্য আমরা সমস্ত পদার্থকে ও মনুষ্যকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকি।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই এই যোগশক্তি বর্ত্তমান আছে। এই শক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্য একজন জাগ্রত শক্তিশালী মনুষ্যের সাহায্যের আবশ্যক ; এবং তদ্ভিন্নও নিতান্ত ব্যাকুলতা থাকিলেও অন্যান্য অবস্থা ঠিক অনুকূল হইলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবানের শক্তিও লাভ করিতে পারেন ; কিন্তু সেরূপ অবস্থা অতীব বিরল। যেমন চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি ভগবান্ দিয়াছেন কিন্তু তাহাতে যদি কোন কুটি পড়ে, তাহা অন্যের দ্বারা না উঠাইলে চলে না। (৬) পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের ন্যায় ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগকেও প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধা করা ধর্ম্মসঙ্গত। পদধূলি লওয়ার সম্বন্ধে আমাদের কোন নিষেধ নাই। আত্মার যেরূপ অবস্থায় পদধূলি গ্রহণের ইচ্ছা হয়, সেই বিনীত অবস্থা অতি সুন্দরও উপকারী। এই জন্য উপকার হইতেছে দেখিলে আমার পদধূলি লইতে বাধা দিই না। আমিও সকলের পদধূলি গ্রহণ করিয়া থাকি। আমাকে যিনি যখনই প্রণাম করেন, তখনই আমি সেই প্রণাম সেই বিশ্বগুরুর প্রাপ্য, এই অর্থে—জয়গুরু! জয়গুরু উচ্চারণ করিয়া থাকি। একটি প্রণামও স্বয়ং গ্রহণ করি না।

আহারের উচ্ছিষ্ট ভোজন সম্বন্ধে গোস্বামী মহাশয়ের মন্তব্য পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। (৭) দেবতার মন্দিরে কালী, দুর্গা বা অন্য প্রতিমার সম্মুখেই যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি হয় তবে সেইখানেই আমি আত্মহারা হইয়া যাই ও আমার ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিয়াও হয়ত সেইখানে গড়াগড়ি দিয়া চিরতার্থ হই। আমার ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং আমি যেখানেই তাঁহার দর্শন পাই সেইখানেই মুগ্ধ হই, স্থানের বিচার থাকে না।

(৯) কালী দুর্গা সকল নামেই ভক্ত ভগবানকে ডাকিতে পারেন, তাহাতে কোন দোষ দেখি না। এজন্য আমার যখন যে নামে প্রাণে আরাম হয় তখন তাই বলিয়াই ডাকিয়া থাকি। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে উপাসনার সময়ে কোথায়ও এই সকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ করাও উপযুক্ত মনে করি না।

(১০) রাধাকৃষ্ণের ভাবের মত ধর্ম্ম ও যোগ পথের সহায় অন্য কোন ভাব নাই মনে করি। রাধা ভক্ত, কৃষ্ণ উপাস্যদেবতা পরমেশ্বর; এজন্য সর্ব্বপ্রযত্নে আমি ঐ ভাব সাধনের চেষ্টা করি ও যাঁহারা ঐ আধ্যাত্মিক ভাবে উপকার পান তাঁহাদিগকে লইয়া একত্রে রাধা কৃষ্ণের গান করিয়া থাকি। তবে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার সময়ে কখনও ঐ নাম গ্রহণ করি নাই; এবং বর্ত্তমান সময়ে ঐরূপ মনে করি না, সমাজের বন্ধুদিগকে সুখী করিবার জন্য আমি তাঁহাদের সঙ্গে সমস্ত বাহ্যিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলাম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, নববিধান সমাজ, আদিসমাজ, খৃষ্টীয়সমাজ, মুসলমানসমাজ, হিন্দুসমাজ আমি সকল সমাজের সেবক। আমার কোন সম্প্রদায় নাই, অথচ সকল সম্প্রদায় আমার যেখানে যতটুকু সত্য, ততটুকুই আমার ব্রাহ্মধর্ম্ম, কিন্তু কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহা কিছু অসত্য আছে তাহার সহিত আমার কোন সংস্রব নাই। এখন হইতে এই সত্য সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিব।

এই অসীম বিশ্বরাজ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, আনন্দ শান্তি মঙ্গল স্বরূপ, অজর অমর নিত্য একমাত্র অদ্বিতীয়, পবিত্র স্বরূপ। তিনি নিরাকার অর্থাৎ তাঁহার কোন প্রকার জড়ীয় রূপ নাই। তিনি স্বতন্ত্র কাহারও সহিত তুলনা হয় না।

"তিনি একমাত্র অদ্বিতায়।—কোন মনুষ্য জগদীশ্বর বলিয়া যে কোন নামে তাঁহাকে ডাকে সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে ডাকে। আর দ্বিতীয় যখন নাই তখন অন্য ঈশ্বর কোথা হইতে আসিবে।

পরমেশ্বরের কোন নির্দ্দিষ্ট নাম নাই। নানা দেশের লোকে আপন আপন ভাষায় তাঁহাকে এক একটি নাম করিয়া ডাকিয়া থাকে। সৃষ্টিকর্ত্তাকে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্ম বল, আল্লা বল, খোদা বল, হরি বল, রাম বল, কৃষ্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বল, কালী বল, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই।—তুমি যে নামে ভগবানকে লাভ করে সেই নাম তোমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ, অন্য যে নামেই ডাকুক তাহাতে আপত্তি কি ?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ঈশ্বরের জড়ীয় রূপ নাই। এজন্য তাঁহাকে নিরাকার বলি। কিন্তু তাঁহার নিরাকার সচ্চিদানন্দ রূপ আছে। যাহা জ্ঞান চক্ষে দর্শন করা যায়, যেমন জ্ঞানচক্ষু আছে সেইরূপ জ্ঞানকর্ণ আছে, জ্ঞান নাসিকা, জ্ঞানরসনা আছে; যাহাতে শ্রবণ, ঘ্রাণ আস্বাদন অনুভব হয়। জ্ঞান চক্ষে, ইহলোক ও পরলোকে যাহা কিছু সত্য আছে, তাহা প্রত্যক্ষ করা যায়। সাধন দ্বারা জ্ঞানচক্ষু বিকশিত করা হয়। যাঁহার শরীর, আত্মা নির্ম্মল, তাঁহার আপনা আপনি জ্ঞানচক্ষু বিকশিত হইতে পারে, অনেকেরই হয়। পরমেশ্বর এক, তাঁহার প্রদত্ত মানবীয় ধর্ম্মও এক। যাহা সত্য তাহাই ধর্ম্ম। সত্য ধর্ম্মে দল নাই, সম্প্রদায় নাই। মনুষ্যের ভ্রম প্রমাদে দলাদলির সৃষ্টি হয়। প্রকৃত ধর্ম্মে দল নাই।

ঈশ্বরকে প্রীতি করা এবং তাঁহার কার্য্য সাধন করা তাঁহার উপাসনা। তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসিলে তবে তাঁহার প্রিয় কার্য্য করা যায়। আমি যদি তাঁহাকে বাস্তবিক ভালবাসি, তাহা হইলে যে কেহ তাঁহাকে ভালবাসেন ও তাহাকে পর মনে করি না।

এই আমাদের যোগসাধন প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বাহিরের কথা। ভিতরের কথা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। এই সকল বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক সভ্যের সহিত আমার মতভেদ লক্ষিত হইতেছে। যাহা সত্য বুঝিব তাহাই অবনত মস্তকে অনুসরণ করিব, এই জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক সভ্য আমার এই প্রকার কার্য্যের দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মত ও বিশ্বাস প্রচারের হানি হইতে পারে আশঙ্কা করেন বলিয়া আমি উক্ত সমাজের সহিত সমস্ত বাহ্যিক সংস্রব পরিত্যাগ করিলাম। আন্তরিক যোগ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রহিল। কেবল প্রচারকপদ প্রভৃতি সামাজিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলাম। এখন অবধি ধর্ম্মপ্রচারের সমস্ত কার্য্য আমার নিজের দায়িত্বে করিতে থাকিব। আমার একটি কথাও এখন অবধি সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের কথা বলিয়া পরিগণিত না হউক। (১১) আমি মনে করি যাহা সত্য, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং সমস্ত মানবমণ্ডলীর মধ্যেই এই সত্য লাভ করা যায়। এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মকে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করি। পরমেশ্বর এক, তাঁহার ধর্ম্মও এক। মনুষ্যের ভ্রম প্রমাদ ও রুচি অনুসারে নানা প্রকার দল ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকৃত ধর্ম্মে দল বা সম্প্রদায় নাই। আমি সার সত্য অসম্প্রদায়িক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছি—এবং করিব। আমি সমস্ত মনুষ্যের দাসানুদাস, কিন্তু কোনও দল বা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহি। দয়াময় প্রভু আশীর্ব্বাদ করুন, এই সার্ব্বভৌম ব্রাহ্মধর্ম্ম চিরদিন প্রচার করিতে পারি।

কলিকাতা — নিবেদক

সাধারণব্রাহ্মসমাজের — শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

প্রচারাশ্রম, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ

১২৯৩ সন, ১৮০৮ শক।

পদত্যাগের পর গোস্বামী মহাশয় সাধারণের নিকট যে একখানি নিবেদন পত্র প্রেরণ করেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

ব্রাহ্মবন্ধুদিগের প্রতি নিবেদন

"যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম। ইহাতে দল নাই। এই জন্য আমি যেখানে সত্য পাই, এবং যাহা সত্য বুঝি, তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু সাধারণব্রাহ্মসমাজ আশঙ্কা করিতেছেন যে আমার কার্য্যে তাঁহাদের ক্ষতি হইবে। অতএব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুদিগকে সুখী করিবার জন্য আমি তাঁহাদের সমস্ত বাহ্যিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলাম। যাঁহারা তাঁহার পূজা অর্চ্চনা করেন, তিনিই আমার পরম আত্মীয়, পরম বন্ধু। এজন্য যেখানে তাঁহার পূজা অর্চ্চনা হয়, সেই স্থানেই গমন করি। যেখানে তাঁহার নাম কীর্ত্তন হয়, সেই স্থানেই উপস্থিত হইয়া আপনাকে ধন্য মনে করি। আমার প্রভুকে পূজা করিতেছে, কত আনন্দ, আনন্দ ধরে না। এজন্য শাক্ত, বৈষ্ণব, খৃষ্টান, মুসলমান সকল স্থানে প্রভুকে অন্বেষণ করি। কত বৃক্ষতলে, কত পর্ব্বতে, নদীগর্ভে, দেবমন্দিরে. মস্‌জিদে, গির্জ্জায় আমার প্রভুকে প্রত্যক্ষ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।'

'আমাদের দেশে রাধাকৃষ্ণের একটি আধ্যাত্মিক রূপক 'উপাসনা ও যোগের এরূপ উচ্চভাব আর আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। রাধাভক্ত, কৃষ্ণ উপাস্যদেবতা, পরমেশ্বর। বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য, নানক, কবীর, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ, জনক প্রভৃতি মহাত্মাগণ আমাদের ভক্তির পাত্র। উপাসনা-কালে ঈশ্বরের মধ্যে তাঁহাদিগকে দর্শন করা যায়।

'পরমেশ্বরই একমাত্র গুরু। তিনি গুরু হইয়া সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। জল, বায়ু, অগ্নি, বৃক্ষলতা, নদী, পর্ব্বত, গ্রহ, উপগ্রহ, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্য সকলের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্য দিয়া সেই জগদ্‌গুরু শিক্ষা দিতেছেন। যখন যে বস্তুর মধ্যে শিক্ষা পাই, সেই বস্তুকেই ভালবাসি, ভক্তি করি। পিতা, মাতা, উপদেষ্টা প্রভৃতি গুরুজনকে ভক্তি করা প্রয়োজন। তাঁহাদের চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে ধর্ম্মলাভ হয়। কোন মনুষ্যকে ঈশ্বর জ্ঞানে কি তাঁহার অবতার কি মধ্যবর্ত্তীরূপে প্রার্থনা করিলে অধোগতি হয়। নিজের অহঙ্কার নষ্ট করিতে হইলে নরনারীমাত্রেরই পপদধূলি গ্রহণ করা বিশেষ উপায়।

'অহঙ্কার নষ্ট না হইলে ধর্ম্মের অঙ্কুর বাহির হয় না। পরমেশ্বর প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে জ্ঞান· প্রেম শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। আত্মার সহিত পরমাত্মার জ্ঞান প্রেমশক্তির যোগ করাকেই যোগসাধন বলে। এই যোগসাধন করিলে মনুষ্যের দিব্যদৃষ্টি প্রস্ফুটিত হয়। ইহাকেই "করতলন্যস্ত আমলকবৎ বলিয়াছেন। এ অবস্থা হইলে সংশয় থাকে না। এজন্য প্রাচীন ঋষিগণ বলিয়াছেন ঃ

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

কলিকাতা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের
প্রচারনিবাস, ৩১শে বৈশাখ
১৮০৮ শক,
(১২৯৩ সন)

নিবেদক
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

"সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষ গোস্বামী মহাশয়ের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিলে পর তাঁহার অন্যতম বন্ধু শ্রীযুক্ত কালীনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কতিপয় শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মের স্বাক্ষরিত অপর একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। উহাতে তাঁহারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন যে 'গোস্বামী মহাশয়ের পদত্যাগ পত্র গ্রহণে উপযুক্ত বিচার হয় নাই, এবং তাঁহার অবলম্বিত মত যে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী তাহা সাধারণ ব্রাহ্মগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয় নাই।" এইরূপে একদল গোস্বামী মহাশয় যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যক্ষেত্র হইতে স্বতন্ত্র হন ইহাই ইচ্ছা করিতেছিলেন, অপর দল তাঁহাকে কার্য্যক্ষেত্রে রাখিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন। বলা বাহুল্য যে যাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার মতভেদ ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের মুখেও তাঁহার অকপট সাধুতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা, ঐকান্তিকী ঈশ্বর ভক্তি ও অতুলনীয় স্বার্থত্যাগের পুনঃপুনঃ ভূয়সী প্রশংসা শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোস্বামী মহাশয়ের পদত্যাগপত্র গৃহীত হইবার পর—'তত্ত্বকৌমুদী" পত্রে লিখিত হইয়াছিল—"গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় ব্রাহ্মসমাজের সেবা অতি অল্প লোকই করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষার জন্য বার বার যেরূপ সংগ্রাম করিয়াছেন আমাদের মধ্যে এরূপ কেহ করেন নাই। তাঁহার সত্যপ্রিয়তাতে আমাদের যেরূপ বিশ্বাস, তাহাতেই এই মাত্র বলিতে পারি যে, যেদিন তিনি তাঁহার ভ্রম দেখিতে পাইবেন, সেই দিন বিষাক্ত দ্রব্যের ন্যায় তাহাকে বর্জ্জন করিয়া আবার সাধারণব্রাহ্মসমাজকে আলিঙ্গন করিবেন। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যেন সামান্য মতভেদের জন্য আমরা প্রেম ও কৃতজ্ঞার ঋণ বিস্মৃত না হই।"

—কিরূপ সত্যের হস্তে প্রাণ সমর্পণ করিয়া ঈশ্বরের সেবা করিতে হয়, ইহার দৃষ্টান্ত আমরা যেমন তাঁহার নিকট পাইয়াছি এমন অতি অল্প দেখিয়াছি। তাঁহার ন্যায় কুসংস্কার ও অসত্যের প্রতিবাদ কে করিয়াছে? তিনিই ত সর্ব্বপ্রথম প্রতিবাদ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করেন। তিনি বিশ্রুতকীর্ত্তি কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া সাধারণব্রাহ্মসমাজ গঠনে সহায়তা করেন। আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার প্রতি তাঁহারই এই একমাত্র দাবী নহে। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তির প্রতি সাধক নাম প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তিনি তন্মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি।"

'গোস্বামী মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিলে সমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে মাসিক বিশ টাকা পেন্‌সন দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু অধিক দিন তাঁহারা সেকথা রক্ষা করেন নাই। কয়েক মাস দিয়াই বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের জন্য বিজয়কৃষ্ণ যাহা করিয়াছেন—তাহা চিরদিন ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে অক্ষয় ও অমর হইয়া থাকিবে।

আমরা এখানে ইচ্ছা করিয়াই সন তারিখের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া পদত্যাগ পত্রের পর, 'ব্রাহ্মবন্ধুদিগের প্রতি নিবেদন' পত্রখানি প্রকাশ করিয়াছি, ইহাতে পাঠক সাধারণের পক্ষে বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে বুঝিবার সুবিধা হইবে।

সাধারণসমাজের প্রচারকের পদ পরিত্যাগ করিবার পর তিনি ঢাকাতে পূর্ব্ববাঙ্গলাব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের পদে মনোনীত হন; এবং তথাকার প্রচার আশ্রমে বাস করিয়া নিয়মিতরূপে সামাজিক উপাসনা ও আলোচনাসহকারে প্রচার কার্য্য আরম্ভ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চদশ অধ্যায়

ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ

যখন বীর সাধক বিজয় ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার সাধন-প্রণালী সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজে সকলেই কিছু না কিছু আলোচনা করিতেছিলেন, উত্তেজনার সময় মানুষের হিতাহিত ভালমন্দ কিছুই জ্ঞান থাকে না। বিরুদ্ধ মতকে আক্রমণ করিতে গিয়া—বিরুদ্ধমতাবলম্বীকে আক্রমণ করে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণও (নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ভিন্ন) অনেকে সময় সময় অনাবশ্যক ভাবে গোস্বামী মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া অনেক কটু কথা বলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কি কথা বলিয়াছেন বলিয়া একদিন শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ আলোচনা করিয়াছিলেন এবং শিবনাথবাবুর প্রতি কিছু তীব্র ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। একদিন কথা—প্রসঙ্গে ঐ সকল শিষ্যের নিকটে গোঁসাইজী বলিলেন—"শিবনাথ বাবু অতি মহৎ লোক, সকলে তাঁহাকে বুঝিতে পারে না"! কি সুন্দর উত্তর! সকলে লজ্জিত হইলেন এবং নির্ব্বাক্ হইলেন।

বিজয় যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সেই সমাজ ত্যাগ করিতে—তিনি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না। অন্তরমধ্যে যাঁহার হৃদয় দেবতা বিরাজমান, তাঁহার কিসের ভয়? কিসের মায়া!—লক্ষ্য তাঁর ধ্রুব তারা, তাঁহার কি সত্য গ্রহণে দিগ্‌ভ্রম হয়!

'শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সবে গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেখানে অনেকদিন নির্জ্জন বাস ও সাধুসঙ্গ হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি গৈরিক বসন পরিধান করিয়াছেন। অবস্থা ভারী সুন্দর, যেন সর্ব্বদা অন্তর্মুখ। পরমহংসদেবের নিকট হেঁটমুখ হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। বিজয় যেন মগ্ন হইয়া কি ভাবিতেছেন।

বিজয়কে দেখিতে দেখিতে পরমহংসদেব তাঁহাকে বলিলেন, "বিজয়! তুমি কি বাসা পাকৃড়েছ?

"দেখ দুজন সাধু ভ্রমণ করতে করতে এক সহরে এসে পড়েছিল। একজন হাঁ ক'রে সহরের বাজার, দোকান, বাড়ী দেখ্‌ছিল, তখন অপরটির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে দেখা হ'ল। তখন সে সাধুটি বল্লে, তুমি যে হাঁ করে সহর দেখছ, তল্পী তালপা কোথায়? প্রথম সাধুটি বল্লে, আমি আগে বাসা পাকড়ে তল্পি তাল্পা রেখে ঘরে চাবি দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়েছি। এখন সহরের রং দেখে বেড়াচ্ছি। (বিজয়ের প্রতি) তাই তোমায় জিজ্ঞাসা কচ্ছি, তুমি কি বাসা পাকড়েছ?

পরমহংসদেব—গভীর অন্তর্দৃষ্টি বলে বুঝিয়াছিলেন বিজয়ের সাধনলাভ, তাই সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন: 'দেখ বিজয়ের এতদিন ফোয়ারা চাপা ছিল, এইবার খুলে গেছে।—মহাপুরুষ—মহাপুরুষকে চিনিতে পারেন।

আমরা এখানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিতেছি। এই মহাপুরুষকে জনসমাজে প্রথম পরিচিত করেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র। "১৮৭৫ সনের ১৫ই মার্চ্চ বেলঘরিয়ার তপোবনে পরমহংস রামকৃষ্ণের সহিত কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎকার হয়। পরমহংস আপনার ভাগিনেয় হৃদয় সহকারে কেশবচন্দ্রকে দেখিবার জন্য কলুটোলাস্থ ভবনে গমন করেন। সেখানে শ্রবণ করেন যে, কেশবচন্দ্র তাঁহার বন্ধুগণ সহ বেলঘরিয়া উদ্যানে সাধনে নিযুক্ত আছেন। কেশবচন্দ্রকে দেখিবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়াছিল, সুতরাং পরদিন প্রাতে ভাগিনেয়কে সঙ্গে করিয়া তপোবনে আসিয়া উপস্থিত। প্রথমতঃ তিনি একখানি ছেকড়া গাড়ীতে উদ্যানে প্রবেশ করিয়া, পুষ্করিণীর দক্ষিণ পশ্চিম কোণস্থ ঘাটে ভাগিনেয় সহ হস্তপদাদি ধৌত করিবার জন্য অবতরণ করিলেন। তাঁহার পরিধেয় একখানি রাঙা পেড়ে বস্ত্রমাত্র ছিল, উত্তরীয়াদি কিছুই ছিল না। তাঁহাকে দেখিতে অধিক দিনের পীড়িতাবস্থার ব্যক্তির ন্যায় বোধ হইল। পূর্ব্ব দিকের বৃহৎ ঘাটে কেশবচন্দ্র বন্ধুগণ সহ উপবিষ্ট ছিলেন, স্নানের উদ্যোগ হইতেছিল। এই সময়ে পরমহংস তাঁহার ভাগিনেয় সহ কেশবচন্দ্রের নিকটে উপনীত হইলেন। ভাগিনেয় হৃদয় বলিলেন, আমার মাতুল আপনার সঙ্গে হরিপ্রসঙ্গ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া আপনার গৃহে গিয়াছিলেন, সেখানে শুনিলেন আপনি এ উদ্যানে, তাই তিনি এখানে আপনার নিকট উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া কাহারও মনে তত শ্রদ্ধার উদ্রেক হয় নাই। অভ্যাগত বলিয়া উভয়কে বসিবার জন্য আসন প্রদত্ত হইল। অভ্যাগত পরমহংস (তখন আর পরমহংস বলিয়া কে জানিত) প্রথমেই বলিলেন, বাবু তোমরা নাকি ঈশ্বর দর্শন কর? সে দর্শন কিরূপ, আমি তাহা জানিতে চাই। প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গের ভাবোপযোগী একটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামপ্রসাদী গান তিনি ধরিয়া দেন। গাহিতে গাহিতে তাঁহার সমাধি হয়। ভাগিনেয় হৃদয় ভট্টাচার্য্য ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিতে থাকেন এবং সকলকে ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিতে অনুরোধ করেন। পরমহংসের চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রুর উদগম হইল, মধ্যে মধ্যে হাসিতে লাগিলেন, পরিশেষে সমাধি ভঙ্গ হইল। কেশবচন্দ্র আজ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত হইলেন, পরমহংস কিন্তু তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতে জানিতেন।

রামকৃষ্ণ একবার কলিকাতাসমাজে গমন করেন। ইনি বিলক্ষণ লোক চিনিতে পারিতেন। সেখানে যত সকল লোক উপাসনা করিতে বসিয়াছে, দেখিলেন, যেন তাহারা ঢাল খাঁড়া লইয়া লড়াই করিতেছে, কেশবচন্দ্রকে তিনি তখন কেশবচন্দ্র বলিয়া জানিতেন না, তাঁহাকে দেখিয়া তিনি হৃদয়কে বলিয়াছিলেন, "এই লোকটার ফাতনা ডুবেছে।'

বেলঘরিয়ার তপোবনে তাঁহাদের প্রথম পরিচয়, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আকর্ষণ ও পরস্পরের যাতায়াত আরম্ভ—কেশবচন্দ্র পরিচালিত 'সুলভসমাচার' 'ধর্ম্মতত্ত্ব,' 'ইণ্ডিয়ানমিরার' প্রভৃতি পত্রিকায় ও পুস্তকে ইঁহার উচ্চচরিত্র ও ধর্ম্মভাবের বিষয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন হইতে রামকৃষ্ণকে জনসাধারণ জানিলেন। কেশবচন্দ্রের সহিত পরিচিত হইবার পর হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে 'হ্যাঁ গা মশাই' বলিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ১৭৫৬ শক; ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফাল্গুন হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে পুঁথিপড়া বিদ্যার তিনি অনুরাগী ছিলেন না। বালক বয়স হইতেই মেধাবী গদাধরের ধর্ম্মানুরাগ হইয়াছিল এবং যোগী-সন্ন্যাসীদের নিকট যাতায়াত করিতে ভালবাসিতেন। দক্ষিণেশ্বর রাণী রাসমণির ভবতারিণী কালী মন্দিরের পূজারী ছিলেন অল্প বৎসর (১৮৫২-১৮৬০ খৃঃ) পরে পৌরোহিত্যে বিতৃষ্ণা জন্মে এবং নির্জ্জনে পঞ্চবটিতলে গভীর সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। রিপুদমন, যোগসাধন ও ঈশ্বর দর্শনের নানারূপ সাধনা ও তপঃক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন। কামিনী কাঞ্চন বর্জ্জন। নির্ভীক ভাব, সিদ্ধিলাভ-ও ঈশ্বর দর্শন, তাঁহার যোগসমাধি ও অচলা ভক্তিভাব—শিক্ষিত সমাজের প্রতি প্রভাব আপনা হইতেই বিস্তৃত হইয়া পড়িল। সাকার ও নিরাকার মিশ্রিত তাঁহার উপাসনা—এবং যোগ ও ভক্তির অপূর্ব্ব সম্মেলন ছিল তাঁহার চরিত্রে ও সাধনার মূলে। শিশু প্রকৃতি ছিল —পরমহংসের, তাঁহার উপদেশ বাঙ্গলার ঘরে ঘরে পরিচিত এবং তাঁহার জীবনী আলোচনা করিয়া অনেকেই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার জীবিতকালে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে অনেকেই তাঁহার নিকট যাইতেন। ১২৯৩, ৩১শে শ্রাবণ ইং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ৫১ পাঁচমাস ২০ দিন বয়সে তাঁহার তিরোভাব হইয়াছে।

পরমহংসদেবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ১৮০৮ শক ৩১শে শ্রাবণ ১৫ই আগষ্ট সম্পন্ন হয়। কেশবচন্দ্রের সহসাধকদল সেই সময় শ্মশানঘাটে উপস্থিত.ছিলেন। পয়লা ভাদ্র সোমবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় কাশীপুরস্থ গোপাল বাবুর উদ্যানবাটী হইতে পরমহংসদেবের পবিত্র দেহ বরাহনগরের শবদাহ ঘাটে নীত হয়। কলিকাতা হইতে একশত দেড়শত লোক যাইয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণদেবের প্রথম আলোকচিত্র শ্রীমৎ আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের কমলকুটিরে ২১শে সেপ্টেম্বর ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ভক্তবৃন্দসহ সমাধিস্থ অবস্থায় গৃহীত হয়।

বাঙ্গলাভাষায় 'কোরানশরীফের সর্ব্বপ্রথম অনুবাদক গিরিশচন্দ্র সেন কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের ব্যবস্থানুসারে ১৫ই মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ হইতে উপদেশাদি যথাযথ সঙ্কলন করিয়া 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পত্রিকায় প্রকাশ করিতে থাকেন। ঐগুলি একত্রিত করিয়া ভারতবর্ষীয়ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে শ্রীমৎরামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি পুস্তক ১৮৭৫ খৃঃ প্রকাশিত হয়। একাদিক্রমে এগার বৎসর কাল তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিয়া একত্রে কীর্ত্তন প্রসঙ্গাদি করিয়া যেমন দেখিয়াছেন ও ও তাঁহার মুখে যেমন শুনিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া তাঁহার তিরোধানের প্রায় একাদশ বৎসর পূর্ব্বে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন নিপুণতার সহিত একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণ জীবনী 'ধর্ম্মতত্ত্বে' প্রকাশ করেন। এই পুস্তক প্রকাশের ৯ বৎসর পরে ১৮৮৪ খৃঃ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবিতকালে, একমাত্র সুরেশচন্দ্র দত্ত সঙ্কলিত 'পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি' প্রকাশিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ গুরুতা ব্যবসায় বা পৌরোহিত্য বিরোধী ছিলেন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের Theistic Quarterly review পত্রের অক্টোবর সংখ্যায় Paramhamsa. Ramkrishna নামে একটি প্রবন্ধ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রকাশ করেন, পরে উহা পুস্তিককারে প্রকাশিত হইয়াছে।

বিজয়কৃষ্ণের সহিত পরমহংস রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পরিচয় কবে প্রথম হইয়াছিল বলিতে পারিনা, তবে মনে হয় কেশবচন্দ্রের সহিত রামকৃষ্ণের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ও অন্যান্য বন্ধুগণের পরিচয়ই ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেম ও কর্ম্মত্যাগ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়কৃষ্ণকে বলিলেন ঃ—ঈশ্বরের প্রতি প্রেম আসলে কর্ম্মত্যাগ আপনি হ'য়ে যায়। যাদের ঈশ্বর কর্ম্ম করাচ্ছেন, তারা করুক। তোমার এখন সময় হয়েছে, সব ছেড়ে তুমি বলো 'মন্ তুই ছাথ্ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।"

অতুলনীয় কণ্ঠে মাধুর্য্য বর্ষণ করিতে করিতে গান গাইলেন শ্রীরামকৃষ্ণ—

যতনে হৃদয়ে রেখ আদরিণী শ্যামা মাকে।
মন তুই ছাথ্ আর আমি দেখি আর যেন কেউ না দেখে।
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি।
রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা বলে ডাকে॥'
মাঝে মাঝে সে যেন মা ব'লে ডাকে॥
কুরুচি কুমন্ত্রী যত, নিকট হতে দিওনাকো
জ্ঞাননয়নকে প্রহরী রেখো, সে যেন সাবধানে থাকে।
(খুব যেন সাবধানে থাকে)

এই *সঙ্গীতটি* সাধক কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের রচিত। অষ্টপাশ ও জীব সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন (বিজয়ের প্রতি) ভগবানের শরণাগত হ'য়ে এখন লজ্জা ভয় এসব ত্যাগ কর। 'আমি হরিনামে যদি নাচি লোকে আগায় কি বলবে এসব ভাব ত্যাগ কর।'

'লজ্জা ঘৃণা ভয়। তিন থাকতে নয়॥
লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি অভিমান এসব জীবের পাশ।
এ সব গেলে তবে সংসার হতে মুক্তি হয়'
পাশবদ্ধ জীব পাশমুক্ত শিব॥

"ভগবানের প্রেম বড় দুর্ল্ভ জিনিষ। স্ত্রীর যেমন স্বামীতে নিষ্ঠা আছে, সেইরূপ একটি নিষ্ঠা ঈশ্বরেতে হয়। তবেই ভক্তি হয়। শুদ্ধাভক্তি হওয়া বড় কঠিন। ভক্তিতে প্রাণ মন ঈশ্বরেতে লীন হবে।

'তার পর ভাব। ভাবেতে মানুষ অবাক্ হয়। বায়ু স্থির হ'য়ে যায়। আপনি কুম্ভক হয়। যেমন বন্দুকে গুলি ছোড়বার সময়, যে ব্যক্তি গুলি ছোঁড়ে, সে বাক্য শূন্য হয় ও তার বায়ু স্থির হ'য়ে যায়।'

প্রেম হওয়া অনেক দূরের কথা। চৈতন্যদেবের প্রেম হ'য়েছিল। ঈশ্বরে প্রেম হলে বাহিরের জিনিষ তাও সব ভুল হয়ে যায়। আর নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিষ তাও ভুল হ'য়ে যায়।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই বলিয়া পরমহংসদেব আবার গান গাহিতে লাগিলেন ঃ—

গান

সে দিন কবে বা হবে ?
হরি বলিতে ধারা বেয়ে পড়বে (সেদিন কবে বা হবে)
সংসার বাসনা যাবে (সেদিন কবে……)
অঙ্গে পুলক হবে (সেদিন কবে……)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সহিত বিজয়ের সিঁতি ব্রাহ্মসমাজ ৺কালী পূজার পরদিন, কার্ত্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথি, ইংরাজী ১৯শে অক্টোবর, ১৮৮৪ সাল। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পালের উদ্যানবাটিতে ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হইয়াছিল। সেই অধিবেশনে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ও অনেকগুলি ব্রাহ্মভক্ত উপস্থিত ছিলেন। এখানে ব্রাহ্মসমাজ, নিরাকারবাদ ও খ্রীষ্টধর্ম্ম পাপবাদ প্রভৃতি নানা বিষয়ে বিজয় ও অন্যান্য অভ্যাগত ব্যক্তিদের সহিত আলাপ-আলোচনা ও ধর্ম্ম প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণ আসীন, সম্মুখে বিজয়। বিজয়ের শাশুড়ী ঠাকুরাণী ও অন্যান্য মেয়ে ভক্তেরা তাঁহাকে দর্শন করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সংবাদ পাঠাইলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ একটি ঘরের ভিতর গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বিজয়কে বলিলেন, দেখ, তোমার শাশুড়ীর কি ভক্তি! বলে সংসারের কথা আর বলবেন না! এক ঢেউ যাচ্ছে আর এক ঢেউ আস্‌ছে। আমি বল্লুম, ওগো তোমার আর তাতে কি! তোমার তো জ্ঞান হয়েছে! তোমার শাশুড়ী তাতে বল্লে, 'আমার আবার কি জ্ঞান হয়েছে ; এখনও বিদ্যা মায়া অবিদ্যামায়া পার হই নাই, শুধু অবিদ্যায় পার হলে তো হবে না, আবার বিদ্যার পার হতে হবে, তবে তো জ্ঞান হবে। আপনিই তো ও কথা বলেন।

বেণীপাল বিজয়কে বলিলেন, মহাশয়, তবে গাত্রোত্থান করুন, অনেক দেরি হয়ে গেছে, উপাসনা আরম্ভ করুন। বিজয়। মহাশয়, আর উপাসনার কি দরকার। আপনাদিগের এখানে আগে পায়েসের ব্যবস্থা, তারপর কড়ার ডাল ও অন্যান্য তরকারির ব্যবস্থা। শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিয়া) যেমন ভক্ত সে সেইরূপ আয়োজন করে। সত্ত্বগুণী ভক্ত পায়েস দেয়, রজগুণী ভক্ত পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়ে ভোগ দেয় ; তমোগুণী ভক্ত ছাগ ও অন্যান্য বলি দেয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজয় উপাসনা করিলেন। বেদীতে আসীন হইয়া ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা করিলেন। বিজয় প্রার্থনার সময় মা মা করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। সকলেরই মন দ্রবীভূত হইল।

** যাইবার পূর্ব্বে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বিজয়ের সহিত একান্তে বসিয়া কথা কহিতে লাগিলেন। এ কথা-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি) তুমি তাঁকে মা মা বলে প্রার্থনা করছিলে। এ খুব ভাল। কথায় বলে মায়ের টান বাপের চেয়ে বেশী।

বিজয়। ব্রহ্ম যদি মা, তাহলে তিনি সাকার না নিরাকার?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী (আদ্যাশক্তি)। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি স্থিতি, প্রলয় এইসব কাজ করেন, তখন শক্তি ব'লে কই। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেল্‌চে দুল্‌চে, শক্তি বা কালীর উপমা। কালী কিনা যিনি মহাকালের (ব্রহ্মের) সহিত রমণ করেন। এই কালী 'সাকার আকার নিরাকারা।' তোমার যদি নিরাকার বলে বিশ্বাস হয়, তুমি কালীকে সেইরূপ চিন্তা কর্‌বে। তিনি যদি কৃপা করে কখনও দর্শন দেন, আর বুঝিয়ে দেন, তা হলে বুঝা যায়। নচেৎ নয়। কালী ব্রহ্ম কখন অভেদ—'যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। অভেদ।

'প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি বোঝ নারে মন ঠারে ঠোরে।'

'আমি যাঁরে তত্ত্ব করি অর্থাৎ আমি সেই ব্রহ্মকে তত্ত্ব করছি। তাঁরেই মা মা বলে ডাকছি।

আবার রামপ্রসাদ ঐ কথাই বল্‌ছে ঃ

"আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ছেড়েছি।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা ছিল বিজয়ের, সে পরিচয়ের জন্যই পরমহংসদেব ও শ্রীবিজয়কৃষ্ণের প্রসঙ্গের অবতারণা করিলাম। উভয়ে ছিলেন উন্নত মার্গের লোক। উভয়ে উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন, পরস্পর মিলিত হইলে আনন্দে উদ্বেলিত হইতেন—নানা প্রসঙ্গ হইত। বিজয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কিরূপ স্নেহময় ছিলেন তাহা বলিলাম।

এই প্রসঙ্গে "শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ" প্রণেতা শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী—তাঁহার গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ড ৮৫ পৃষ্ঠায় (১৩০০ সালের ডায়েরী) লিখিয়াছেন ঃ—"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মাহাত্ম্য বলিতে বলিতে ঠাকুরের সমবয়স্ক আমাদের একটি ব্রাহ্মগুরুভ্রাতা বলিলেন—"গোস্বামী মহাশয়ের যাহা কিছু লাভ হয়েছে সমস্তই রামকৃষ্ণ পরমহংস-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবের কৃপায়। পরমহংসদেবের নিকটেই উনি দীক্ষা নিয়াছেন।" মানসসরোবরের পরমহংস পরমহংস" যে উনি বলেন, ও কথা কিছু নয়। আমি তো বহুকাল ওঁর সঙ্গে সঙ্গে। গয়াতেও সঙ্গে ছিলাম। মানসসরোবরের পরমহংসের নিকট দীক্ষা নিলে, আমি কি জানিতাম না?" গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় এসকল কথা শুনিয়া প্রাণে অত্যন্ত ব্যথা পাইলেন। তিনি ভাবিলেন, পরমহংসদেবের শিষ্য বলিয়া যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা গোঁসাইকে নিজেদের দলভুক্ত বলিয়া প্রচার করিতেছেন। এখন গোঁসাইয়ের শিষ্যেরাও যদি ঐরূপ মিথ্যা কথা বলেন, তাহা হইলে গোঁসাইয়ের কথায় সাধারণের সন্দেহ আসিতে পারে। সুতরাং এই বিষয়ে পরিষ্কার মীমাংসা নিতান্তই আবশ্যক। এই ভাবিয়া মিত্র মহাশয় সকলের সাক্ষাতে ঠাকুরকে গিয়া সমস্ত কথা বলিলেন। ঠাকুর গুরুভ্রাতাটিকে ডাকিয়া আনাইলেন এবং অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বলিলেন—"মানসসরোবরের পরমহংসজীর নিকটে আমি দীক্ষা নেই নাই, রামকৃষ্ণ পরমহংসের নিকটে দীক্ষা নিয়েছি—একথা আপনি কোথায় পেলেন? আপনি অত্যন্ত মিথ্যাবাদী। আপনি এখনই এখান থেকে চ'লে যান। আপনার মুখ দেখ্‌তে নাই।"—সকলের সমক্ষে গুরুভ্রাতাটিকে এই প্রকার অনেক কথা বলিয়া শাসন করাতে, গুরুভ্রাতাটি অভিমানে দারুণ আঘাত পাইলেন এবং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে অভয়বাবুর বাসায় যাইয়া আশ্রয় লইলেন।

বর্ত্তমান সময়েও কেহ কেহ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী না লইয়া এবং বিনা অনুসন্ধানে বিজয়কৃষ্ণকে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের শিষ্যরূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য চেষ্টা ও অপপ্রচার করিয়াছেন। তাহার উত্তর গবেষণার সহিত তথ্যানুসন্ধান দ্বারা প্রকৃত সত্য প্রকাশ করিয়াছেন—বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ" প্রসঙ্গ, নামক পুস্তিকায়, এবং শ্রীমান্ আশুতোষ মণ্ডল ও শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় "পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ" গ্রন্থে বিজয়কৃষ্ণ' ও 'পরম পুরুষ রামকৃষ্ণ্যে ধর্ম্ম বিন্যাস' নামক নিজ নিজ পুস্তিকায় ঔপন্যাসিক অচিন্ত্যকুমারের মতবাদের প্রতিবাদ ইঁহারা করিয়াছেন।

বিজয়কৃষ্ণ যে রামকৃষ্ণের 'শিষ্য ছিলেন না বিজয়কৃষ্ণের মুখ হইতেই সেই সত্য প্রকাশিত হইয়াছে—তাহা আমরা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি।

মনস্বী বিপিনচন্দ্র পাল, স্বদেশপ্রাণ অশ্বিনীকুমার দত্ত, 'ডন' সম্পাদক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাগ্মী মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা ইঁহারা সে যুগের বাঙ্গালীসমাজের নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই প্রতিভাশালী সাধু ও সত্যনিষ্ঠ মনীষীরা ছিলেন বিজয়কৃষ্ণের মন্ত্রশিষ্য। বিজয়কৃষ্ণ যদি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা অবশ্যই সে-কথা বলিতেন।

বাগ্মী বিপিনচন্দ্রপাল মহাশয়,—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ সম্পর্কে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাও অনুধাবনযোগ্য। তিনি ছিলেন বিজয়কৃষ্ণের সাক্ষাৎ মন্ত্র-শিষ্য। বিপিনবাবু বিজয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—'I have myself had the supreme good fortune of sitting at the feet of a holyman, Pandit Bijoykrishna Goswami' (The Soul of India P.52) তিনি এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইঁহারা উভয়েই সমসাময়িক এবং ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। এই ব্রহ্মনির্ব্বাণ অবস্থাকে পাশ্চাত্য দেশে ইদানিং 'beyond good and evil' বলিয়া অভিহিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। "Pandit Bijoykrishna Goswami like his saintly con temporary *Paramhansha Ramkrishna* ···had attamied this state of '*Brahma Nirvana.* শ্রীঅরবিন্দ "The Ideal of the Karmayogin-গ্রন্থের ২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—"The work that was begun at Dakshineshwar is far from finished, it is not even understood. That which Vivekananda received and strove to develop, has not yet materialised. The truth of the future that Bejoy Goswami hid within himself, has not yet been revealed utterly to his disicIples. A less discrete revelation prepares, a more concrete force manifests, but where it comes, when it comes, none knoweth." ইহার ভাবার্থ এই যে, জাতির জীবনে ও চিন্তাধারায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী স্বামীবিবেকানন্দ যে প্রেরণা ঢালিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহা অপরের কি কথা, তাঁহাদের শিষ্যরাই ভালমতে বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মধ্যে ভবিষ্যতের জন্য যে সত্য লুক্কায়িত ছিল, তাহা তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে এখনো প্রকাশিত হয় নাই। ভবিষ্যতে এই সত্য প্রকাশিত হইবে, উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবে, পরিপুষ্ট হইবে, তার নাম "Concrete force।" আগে সুর পরে রূপ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনও এই কথাই বলিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দের পরিষ্কার অভিমত এই যে, স্বদেশীযুগেরও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরে ভবিষ্যৎ বিকাশের মধ্যে শ্রীবিজয়কৃষ্ণের জীবনের অন্তর্নিহিত সত্য আরও বেশী প্রকাশ পাইবে, পরিপুষ্ট হইবে, এখনো শেষ হয় নাই। *"

ভ্রাম্যমাণ সাধক বিজয়কৃষ্ণ আবার পূর্ব্ববঙ্গে যাত্রা করিলেন।

গোস্বামী মহাশয় বরিশাল আসিয়া রাখালবাবুর বাসাতেই অবস্থান করিতেছিলেন। রাখাল বাবুর কন্যা দীক্ষার পর সাধন করিতে বসিয়া তাঁহার পরলোকগত মাতাকে দর্শন করিয়া কাঁদিয়া ছাদের উপরে ও নীচে ছুটাছুটি করিতেছিল। তাঁহার পিতা তাহাকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া কন্যাকে এরূপ করিবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলে সে তদ্বিষয়ে কোন উত্তর না দিয়া একটি ঘরে যাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া রহিল এবং ক্রন্দন করিতে লাগিল। পিতার ডাকাডাকিতেও কন্যা চারু দরজা খুলিল না।—গোস্বামী মহাশয় সে সময়ে বাহিরে গিয়াছিলেন,—বাড়ী আসিলে রাখালবাবু চারুর কথা বলিলেন।—শুনিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, 'চারু তাহার মাকে দেখতে পেয়েছে, কিছু চিন্তা করবেন না এখনই শান্ত হবে।' একথা শুনিয়া রাখালবাবু কন্যাকে ডাকিতে গেলে, সে তখন দরজা খুলিয়া আসিয়া পিতাকে প্রণাম করিল। রাখালবাবু তাহাকে এবিষয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল,—'বাবা, মা আমাকে দেখা দিয়ে চলে গেলেন। আমি অনেক কাঁদাকাটি করায় আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'কেঁদনা, আমি এখন যাই, আবার কোন সময়ে এসে দেখা দিব।' একথা বলে চলে গেলেন।'

এই সময় রাখালবাবুর বাসায় সন্ধ্যার পর গোস্বামী মহাশয়ের গুরুজী—পরমহংসজী মধ্যে মধ্যে নানা বেশে আসিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করিতেন। সেখান হইতে চলিয়া আসিলে—গোস্বামী মহাশয় একদিন কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—তিনি রাখালবাবুর বাসায় এক এক দিন এক এক বেশে আসিয়া যিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন, তিনিই আমার গুরু পরমহংসজী।

সে সময়ে বরিশালে অনেক স্থানে ও বৃক্ষাদিতে প্রেত আছে বলিয়া যে যে স্থান নির্দ্দেশ করেন, সেখানে নাম কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছিলেন।

বরিশাল হইতে মাদারীপুরে আসিলেন। মাদারীপুরে গোস্বামী মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিবার জন্য নদার ঘাট হইতে দ্বারিকানাথ রায় মহাশয় তাঁহার বাসাবাড়ী পর্য্যন্ত দুইধারে কদলীবৃক্ষ রোপণ করিয়া নানাবিধ পত্র ও ফুলফলে সুশোভিত করিয়াছিলেন। বরিশালের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হেমেন্দ্রনাথ সস্ত্রীক

---

* প্রভুপাদ শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী—॥০ ॥৵০।

ম. বি.—১৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং তাঁহার শ্বশুর হরকান্ত সেন মহাশয়ও গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। দ্বারিকানাথ রায়—হেমেন্দ্রনাথের পিতা। তাঁহার অনুরোধেই গোস্বামী মহাশয় মাদারিপুর গিয়াছিলেন। দ্বারিকানাথ পরম যত্নের সহিত তাঁহাদের আহার, শয়ন, বিশ্রাম প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বাগ্মী মনোরঞ্জন গুহ মহাশয় মাদারীপুর বাজারে ওজস্বিনী ভাষায় একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। দ্বারিকাবাবু স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সহ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা লাভ করেন।

স্থানীয় ব্রাহ্মদের সহিত গোস্বামী মহাশয়ের 'যোগসাধন' সম্বন্ধে অনেক আলাপ ও আলোচনা হয়। সেই সব প্রশ্ন ও উত্তরগুলি তাঁহাদের সঙ্গী মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহা মাণিকদহের জমিদার বিপিনবাবুর অর্থ সাহায্যে 'ঢাকাযন্ত্রে' 'যোগসাধন' নামে প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

মাদারীপুর হইতে গোস্বামী মহাশয় মাণিকদহ বিপিনবাবুর বাড়ী আসিলেন। সে উৎসবে কলিকাতা হইতেও অনেকে যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। উৎসবের কয়েকদিন সৎপ্রসঙ্গ ও ধর্ম্মালোচনায় সকলেই আনন্দিত হইয়াছিলেন। জমিদার বিপিনবাবু পরম যত্নের সহিত নানাবিধ উৎকৃষ্ট খাদ্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের তৃপ্তি সাধন করেন।—একদিন গোস্বামী মহাশয় ও অন্যান্য সাধকবৃন্দ বসিয়া আছেন—এমন সময় নৃত্য নামে একটি পাগলিনী গোস্বামী মহাশয়ের নিকট হাততালি দিয়া গান ও নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল—সেই গানটি এই—

দেখ্ দেখ্ জলের মাঝে মেঘ লুকায়ে রয়েছে সখি।
আমার ইচ্ছা হয় যে ঐ মেঘেরে সদা হৃদয়ে রাখি॥
আমি যা দেখিলাম এই চিত্রপটে,
তাই দেখিলাম জল আনিতে যমুনার ঘাটে,
আমার ঘাটে পটে সমান হল'
এখন প্রাণ বাঁচানের উপায় কি?

মাণিকদহে বিপিনবাবু সপরিবারে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

গোস্বামী মহাশয় যখন মাণিকদহে অবস্থান করিতেছিলেন সে সময়ে কাকিনিয়ার জমিদার মহিমারঞ্জন বাবুর প্রেরিত এক ভদ্রলোক গোস্বামী মহাশয়কে কাকিনিয়া যাইবার জন্য আহ্বান করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহিমারঞ্জন বাবুর অনুরোধে গোস্বামী মহাশয় সপরিবারে কাকিনিয়া যাত্রা করিলেন। তাঁহারা মাণিকদহ হইতে নৌকাযোগে গোয়ালন্দ আসিলেন গোয়ালন্দে অনেক গুর্খা প্রহরী ছিল। যোগমায়া দেবী তাহাদিগকে দেখিয়া মনোরঞ্জন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এরা সব কে?

মনোরঞ্জন বাবু বলিলেন—ভুটিয়া।

যেমন বলা অমনি তাহারা ছোরা বাহির করিয়া মনোরঞ্জন বাবুকে মারিতে আসিল।

গোস্বামী মহাশয় তাহাদের মধ্যে দুই হাত তুলিয়া আসিয়া পড়িলেন ও মনোরঞ্জন বাবুর ভুল ধারণা স্পষ্ট ভাবে মিষ্ট ভাষায় বুঝাইয়া দিলে, তাহাদের ক্রোধ দূর হইল।

রাজা মহিমারঞ্জন বাবু ১২৯০ সালের বৈশাখ মাসে কাকিনিয়ার একটি সমাজ মন্দির প্রস্তুত করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠার জন্য গোস্বামী মহাশয়ের উপস্থিতির জন্য মাণিকদহ লোক পাঠাইয়াছিলেন।

এই মন্দির প্রতিষ্ঠা কার্য্যে আদি, নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকমণ্ডলী এবং কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদকে তাঁহার গায়কসহ আসিতে অনুরোধ করিয়া রাজা পত্র দিয়াছিলেন।

মাণিকদহ হইতে সত্বর গোয়ালন্দ পৌছিবার জন্য এবং পদ্মা বক্ষে যাত্রা যাহাতে নিরাপদ হয় সেই জন্য বিখ্যাত ছাঁদি নৌকার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বিদায়কালে বিপিন বাবু এবং তাঁহার পরিবারের অনেকে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন।

দুই দিনের মানুষ যে কেমন করিয়া আপনার হয় তাহা এই ধর্ম্ম জীবনেই দেখা যায়। গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে শ্রদ্ধেয় শ্যামাকান্ত পণ্ডিত, মনোরঞ্জন গুহ সেকালের সাধারণসমাজের বিখ্যাত গায়ক ব্রজ গাঙ্গুলি মহাশয় এবং নবকুমার বিশ্বাস সহ আট নয় জন ছিলেন। পদ্মার তরঙ্গ-ভঙ্গে নাচিতে নাচিতে চলিয়াছিল বৃহৎ তরণী। ব্রজবাবুর মধুর কণ্ঠে গীত, সঙ্গীত ধারায় পুলকিত মনে—ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ ভাব সমাধিতে ডুবিয়া থাকিতেন।

—গোয়ালন্দ পৌছিবার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেখান হইতে তাঁহারা রঙ্গপুর হইয়া কাকিনিয়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজার লোকেরা রঙ্গপুরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। এই যাত্রা পথে মনোরঞ্জন বাবু অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় পরমস্নেহে তাঁহাকে সুস্থ করিবার চেষ্টায় গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রঙ্গপুর হইতে রওনা হইয়া বেলা ১০ টার মধ্যে তিস্তা পার হইয়া কাকিনিয়ায় পৌঁছিলেন। গোস্বামী মহাশয় পৌঁছিবার পূর্ব্বে নববিধান ও সাধারণব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারক দুই চারিজন উপাসক এবং কাঙ্গাল হরিনাথ তাঁহার গায়ক দল সহ উপস্থিত হইয়াছিলেন।

মহাসমারোহে—পরম উৎসাহের ও ভক্তি-প্রবণ হৃদয় লইয়া ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণ ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। যেদিন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বেদীর কার্য্য নির্ব্বাহ করেন সে দিন যে মহিমময় দৃশ্যের উদ্ভব হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝান চলে না।

সেদিন বিরাট মিছিল সহ নগরকীর্ত্তন বাহির হইয়াছিল। রাজা মহিমারঞ্জন নগ্নপদে কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।—কাকিনিয়ার সমস্ত অধিবাসী আশেপাশে পল্লীর অনেক লোক দলবল সহ কীর্ত্তনে যোগদান করিয়া এক বিরাট ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছিলেন। লোকে লোকারণ্য, সমস্ত পথেই লোকের জনতা। কীর্ত্তন রাজপথ ঘুরিয়া মন্দিরের সম্মুখে আসিল।

দুই দরদী বন্ধু গোস্বামীদেব ও কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের ভাবোন্মত্ত নৃত্যে ও সঙ্গীতে-কীর্ত্তনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। কাঙ্গাল ও গোস্বামীদেব প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া দুইজনে বাহুতে বাহুতে আবদ্ধ হইয়া ভগবৎপ্রেমিক পুরুষদ্বয় রাজপথের ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

উৎসবের মধ্যে একদিন ঘটিল এক আশ্চর্য্য ঘটনা। কাঙ্গাল গানের পর গান গাহিয়া চলিয়াছেন। গোস্বামী মহাশয় কি জানি কোন্ অমৃতসাগরে ডুব দিয়াছেন। আহার প্রস্তুত। তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াও কেহ তাঁহাকে খাওয়াইতে পারিতেছেন না। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ভক্ত বিজয় বলিতেছেন—মা আনন্দময়ী আজ যে প্রাণ ভরে প্রেমামৃত পান করিয়েছেন; আর আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই। আহারের কোন প্রয়োজন নাই। অন্যান্য সকলে তাঁহার আদেশে একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আহার করিতে গেলেন।—ভাববিভোর গোস্বামী মহাশয় প্রেমে গদগদ ভাবে টলিতে টলিতে উঠিয়া সকলের পাত্র হইতে দুটি দুটি অন্ন মুখে দিয়া অশ্রুধারায় ভাসিতে লাগিলেন। ক্রমে জ্ঞানশূন্য হইলেন; তাঁহার সমাধি হইল।

এই উৎসবে তাঁহার পীড়িত শিষ্য মনোরঞ্জন বাবু ৫।৬ দিন শয্যাগত থাকিয়া সেই দিন মাত্র ভাত খাইয়াছিলেন। প্রায় পাঁচহাজার লোকের সম্মুখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিন ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কি সপক্ষ কি বিপক্ষ পাত্র মিত্র সকলেই সাধু সাধু ধ্বনি করিয়াছিলেন।

রাজা মহিমারঞ্জন বক্তৃতা শুনিয়া বলিয়াছিলেন :—'আমি সমস্ত রাত্রি জেগে থেকে এরূপ বক্তৃতা শুনতে পারি।' বক্তা মনোরঞ্জন বাবু বলিয়াছেন—'দাঁড়াইবার মত শক্তি ছিল না আমার, কোথা হতে শক্তি আসিল জানি না।'

একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলিয়াছেন :—গোস্বামী মহাশয় ও কাঙ্গাল হরিনাথ সদলে একটি 'বাগানবাড়ীতে ছিলেন। সেখানে ২৪ ঘণ্টা উৎসবানন্দ চলিতেছিল। কাঙ্গালের সংগীত, গোস্বামী মহাশয়ের ভাবের খেলা এবং গোস্বামী মহাশয়ের সংসর্গে কাঙ্গালের উৎসাহ উত্তেজনা উভয় মিলিয়া চন্দ্রালোক—প্রতিফলিত সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় একটি উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ১২৯১ সনের চৈত্রমাস হইতে কয়েক বৎসর ঢাকার কর্ম্মক্ষেত্রে ছিলেন। ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে যে কয়বৎসর আচার্য্য পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তখন পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজে এক নূতন জীবনের উন্মেষ হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে ঢাকা আসিয়া তিনি "সাধারণের নিকট নিবেদন" বলিয়া একখানি পত্র প্রকাশ করিয়া তাহাতে যে কথা বলিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই :

লোকপরম্পরায় অবগত হইলাম যে, নানাকারণে অনেকে মিথ্যারূপে অন্যায় করিয়া মনে করিতেছেন যে আমি পৌত্তলিক হিন্দু হইয়া গিয়াছি এবং এই অসত্য কথা চারিদিকে প্রচার ও করিতেছেন। সত্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে একথা সম্পূর্ণ অসত্য। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলের জন্যই তাহার সহিত বাহিরের সম্বন্ধমাত্র পরিত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু যে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম এতকাল জীবনে অবলম্বন ও প্রচার করিয়া আসিয়াছি তাহা হইতে একচুলও অপসৃত হই নাই, কখনও হইব না। যাহা কিছু সত্য তাহা যেখানেই থাকুক আমার পবিত্র পূজনীয় ব্রাহ্মধর্ম্ম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, নববিধানসমাজ, আদিসমাজ, হিন্দুসমাজ, খৃষ্টসমাজ, মুসলমান সমাজ, আমি সকল সমাজেরই সেবক। আমার কোন সম্প্রদায় নাই, অথচ সব সম্প্রদায়ই আমার। যেখানে যতটুকুই আমার ব্রাহ্মধর্ম্ম, কিন্তু কোন সম্প্রদায় মধ্যে যাহা কিছু অসত্য আছে তাহার সহিত আমার কোন সংস্রব নাই।

আমি জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতা অসত্য বলিয়া মনে করি এবং আমি তাহার বিরোধী। আমি একমাত্র পরমেশ্বরকেই উপাসনার লক্ষ্য ও সাধন বলিয়া জানি। তিনি একমাত্র গুরু এবং বিশ্বসংসারের সকল পদার্থের মধ্য দিয়া যেমন ধর্ম্মশিক্ষা করি সেইরূপ মনুষ্যের নিকটও শিক্ষা করি। ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথোচিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা উচিত মনে করি। রাধাকৃষ্ণের বা কালীদুর্গার নাম কি সজনে কি নির্জ্জনে কখনও জপ করি না। রাধাকৃষ্ণের পৌরাণিক অশ্লীল ভাব অত্যন্ত ঘৃণা করি, কিন্তু উহার মধ্যে সাধক ও পরমেশ্বরের প্রেম সম্বন্ধীয় যে আধ্যাত্মিক রূপক আছে, তাহার ভাব অতি উচ্চ বলিয়া মনে করি। সত্য-দেবতা নিরাকার পরব্রহ্মকেই উদ্দেশ করিয়া যে কেহ যে নামে ডাকে সেই নামই সে পাইবে মনে করি। কেননা, নাম কিছুই নহে। তাঁহার কোন নামই নাই। কিন্তু যে স্থলে কোন নাম ব্যবহার করিলে ঈশ্বর ব্যতীত কোন দেবদেবী বা বস্তু বা ব্যক্তিকে বুঝায় সেখানে ঐ নাম ব্যবহার করা উচিত মনে করি না। সকল প্রকার অবতারবাদ, অভ্রান্ত গুরুবাদ ও মধ্যবর্ত্তীবাদে মানবাত্মার অধোগতি হয়, বিশ্বাস করি।

ঢাকা ব্রাহ্মপ্রচারক নিবাস
২৪শে জৈষ্ঠ ১৮০৮ শক

নিবেদক
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

বিজয়ের লিখিত এই পত্রখানি ১৮০৮ শব্দের, ১লা শ্রাবণ সংখ্যার 'তত্ত্বকৌমুদী' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ঢাকাতে আসিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে পর ১২৯৩ সন জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে আশ্বিন মাস এবং অগ্রহায়ণ হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ঢাকায় থাকিয়া নিয়মিত উপাসনা এবং 'জীবনের লক্ষ্য' 'প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা' উপাসনা পরকাল সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তাঁহার এ-সমুদয় বক্তৃতা 'তত্ত্বকৌমুদী' পত্রে পরে প্রকাশিত হইয়াছিল।

সে সময় ঢাকাতে বেদী হইতে তিনি যখন ব্যাকুল কণ্ঠে উপাসনা করিতেন, তাঁহার সেই মর্ম্মস্পর্শী প্রার্থনায় ধর্ম্মের জন্য সকলের হৃদয় ব্যাকুল হইত।

ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ৺রজনীকান্ত ঘোষের সহধর্ম্মিণী বলিয়াছেন ঃ "গোস্বামী মহাশয়ের ঢাকার প্রচারাশ্রমে অবস্থানকালে দুই বেলা আশ্রমে কীর্ত্তন, আলোচনা ও উপাসনা হইত। গৃহে লোক ধরে না, বারান্দায় পাদুকারাশি স্তূপাকারে একত্র হইয়াছে। পুরুষ মহিলারা কীর্ত্তনে অজ্ঞান হইয়া পড়িতেছেন এরূপ ঘটনা অনেক সময় ঘটিত। আমরা প্রায়ই কীর্ত্তনে উপস্থিত হইতাম। গাড়ী হইতে নামিতেই শরীর কণ্টকিত হইত ; ব্রহ্মনামের জয়ধ্বনিতে গৃহ প্রাঙ্গণ সমস্ত যেন জীবন্ত সত্তাতে পূর্ণ রহিয়াছে অনুভব করিতাম। প্রচারনিবাসে অহর্নিশি মহোৎসব চলিত ; সমস্ত নরনারী বৈষয়িক চিন্তা ভুলিয়া সমস্তক্ষণ ভগবচ্চিন্তায় বিভোর থাকিতেন। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান, গৃহী, ফকির,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদাসীন ইত্যাদি নানাশ্রেণীর লোক সর্ব্বদা দলে দলে গোস্বামী মহাশয়ের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য, কীর্ত্তনের সময় তিনি ভাবে বিহ্বল হইয়া যে বাহু সঞ্চালন করিয়া মধুর হরিবোল হরিবোল করিতেন, তাহা শুনিবার জন্য ছুটিয়া আসিত। মন্দিরের উপাসনায় ও কীর্ত্তনে অনেক সময় এমন ভাবের তরঙ্গ উঠিত যে তাহাতে যুবকগণও স্থির থাকিতে পারিতেন না, অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন। অনেক সময় তাঁহাদিগকে তুলিয়া বারান্দায় লইয়া গিয়া সুস্থ করিতে হইত, সময় সময় তাঁহারা এমন গম্ভীর নাদে ব্রহ্মনামের ধ্বনি করিতেন যে তাহা শুনিয়া প্রাণ উদাস হইয়া যাইত।"

'তত্ত্বকৌমুদী'তে একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছিলেন :—তাঁহার গৃহে সর্ব্বদা ভগবানের নাম ও গুণানুকীর্ত্তন হইতে থাকে ; হিন্দু, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান ভেদ নাই, সকলে আসিয়া তাহাতে যোগ দেয় ; বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণ, চৈতন্য নানা বিষয়ক গান হইতেছে, ব্রহ্ম মহিমা কীর্ত্তনও কীর্ত্তিত হইতেছে, তিনি সেই সমুদয়ের মধ্যে অচল, অটল ; সমুদয়ের মধ্য হইতেই তিনি তাঁহার গ্রহণীয় ও প্রয়োজনীয় বিষয় বাছিয়া লইতেছেন।'

সে সময়ে লেখকের মাতুল গোস্বামীমহাশয়ের প্রিয়তম ভক্ত শিষ্য ও কীর্ত্তনীয়া রেবতীমোহন সেন মহাশয় ঢাকাতে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করেন এবং এফ. এ. পড়িতেছিলেন জগন্নাথ কলেজে। সেই সময়কার ব্রাহ্মসমাজের বিষয় বিজয়কৃষ্ণ ও রেবতীবাবুর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বিষয় জানিতে চাহিলে—তাঁহার এক বৃদ্ধ বন্ধু স্বর্গত প্রিয়কান্ত সেন মহাশয় আমাকে লিখিয়াছিলেন—"রেবতীবাবু যখন ঢাকাতে পড়াশুনা করিতেন (১৮৮৪-১৮৮৯ খৃঃ) তখন শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ঢাকা সাধারণব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ সংলগ্ন উত্তর দিকস্থ দোতলা ব্রাহ্ম প্রচার আশ্রমে গোস্বামী মহাশয় সপরিবারে বাস করিতেন। তিনি প্রত্যহ বিকালে গীতা, পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন। রেবতীবাবু রীতিমত ভাবে তাহাতে যোগদান করিতেন। গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশাদি ও শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন। প্রায় প্রতিদিনই আসিতেন। গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রমবাটীর দেয়ালে কালী, দুর্গা, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি দেবদেবীর ছবি লটকান ছিল। তখনকার দিনে খোলকরতাল এবং হরিনাম প্রভৃতি ব্রাহ্ম মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ ছিল। উহা পৌত্তলিকতার প্রতীক বলিয়া। তখনকার দিনের গোঁড়া ব্রাহ্মরা উহা ব্রাহ্ম মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিতেন না। একদিন উক্ত আশ্রমে দুপুর বেলা গোস্বামী মহাশয় জগন্নাথ কলেজের তদানীন্তন প্রিন্সিপাল স্বর্গীয় কুঞ্জলাল নাগ প্রভৃতি কতিপয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তবৃন্দসহ আহার করিতে বসিয়াছেন। আহার করিতে করিতে নাগ মহাশয় সুললিত কণ্ঠে 'শ্রীবাসের আঙ্গিনা মাঝে আমার গৌর নাচে হরিবোলে।' এই গানটি ধরিলেন। এঁটো হাতেই খোল করতাল বাজাইয়া ভক্তবৃন্দসহ গান করিতে লাগিলেন। গোস্বামী মহাশয় ভাবাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের শাশুড়ী ঠাকুরাণী ও স্ত্রী সমস্ত ভক্তগণের এঁটো হাতমুখ ধোয়াইয়া দিতে লাগিলেন। এই মহোৎসবের সংবাদ পাইয়াই রেবতী বাবুসহ আমরা সকলে আসিয়া উৎসবে যোগদান করিলাম। রেবতীবাবু কুঞ্জবাবুর হাত হইতে খোল নিয়া বাজাইতে ও গান করিতে লাগিলেন। গোস্বামী মহাশয় সমাধিস্থ হইলেন। অল্পকাল মধ্যেই আশ্রমটি 'শ্রীবাসের আঙ্গিনায়' পরিণত হইল। প্রায় ঘণ্টা তিন ঐ গান হইয়াছিল। অনেকক্ষণ পরে গোস্বামী মহাশয়ের সমাধি গানের মধ্যে ভঙ্গ হইয়াছিল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে খোল করতাল বাজাইয়া কীর্ত্তন করাতে গোঁড়া ব্রাহ্মগণ চটিয়া গেলেন এবং অচিরে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আহ্বান করিয়া গোস্বামী মহাশয়ের কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিলেন এবং তাঁহাকে উক্ত ব্রাহ্ম আশ্রমবাটী ত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন। গোস্বামী মহাশয় গেণ্ডারিয়াতে আশ্রম স্থাপন করিয়া সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে বহু লোক তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তৎকালে রেবতীবাবুও গোস্বামী মহাশয়ের কাছে সম্ভবতঃ মন্ত্র গ্রহণ করেন। তিনি তীব্র সাধনাতে ও চরিত্র মাধুর্য্যে গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার কণ্ঠ অতি সুমধুর ছিল। আমি তাঁহাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খোল বাজাইয়া কীর্ত্তন করিতে দেখিয়াছি। রেবতীবাবু ধর্ম্মার্থেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুলদাব্রহ্মচারী গোঁসাইজীর নিকট গেণ্ডারিয়া আশ্রমে দীক্ষালাভ করেন।*

এদিকে কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় এখানকার ব্রাহ্মেরাও তাঁহার বিরুদ্ধে সমাজবাড়ীতে মাদকদ্রব্যসেবী সাধু সন্ন্যাসীদের আফিম, গাঁজা প্রভৃতি আনাইয়া দেওয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধে কথা বলা, তাঁহার চরণে পড়িয়া থাকা, রাধা-কৃষ্ণের লীলা গান, শ্যামাসঙ্গীত ও অন্যান্য পৌত্তলিক ভাবোদ্দীপক সঙ্গীত ইত্যাদির জন্য অভিযোগ করিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার উপাসনা গৃহের প্রাচীরে কয়েকখানি হিন্দু দেবদেবীর ছবি রাখিয়াছিলেন, এসব ছিল সমাজের নিয়মবিরুদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ গোস্বামী মহাশয় সকল

---

* লেখকের নিকট প্রিয়কান্ত সেন লিখিত পত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্প্রদায়ের লোককে যোগসাধনে দীক্ষা দেন, গুরুবাদ সমর্থন করেন—এই সব কারণে তাঁহার পূর্ব্বতন বিশিষ্ট বন্ধু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রচারক নিবাস সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়মাবলী গঠন করিয়া তাহার একখণ্ড গোস্বামী মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করেন এবং পত্রে অনুরোধ করা হয়, যদি তিনি কোন অংশের পরিবর্ত্তন প্রয়োজন মনে করেন তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া জানান।

তিনি তদুত্তরে কলিকাতা হইতে সম্পাদককে নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করেন।

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার,

আপনার পত্র এবং পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত প্রচারনিবাস সম্বন্ধে পাণ্ডুলিপি পাঠ করিলাম। এ বিষয়ে আমি অধিক কিছু লিখিতে চাহি না। তবে এই মাত্র বলিতেছি যে আমি যে নিয়মে প্রচার নিবাসে চলিয়া থাকি আমার বিশ্বাসমতে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের প্রতিবন্ধকতা করে না। বরং ঐ প্রণালীতে সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশেষরূপে প্রচারিত হইতেছে। আপনারা যদি আমার প্রচার প্রণালী মনোনীত না করেন আপনাদের বিশ্বাসমত নিয়মাবলী প্রস্তুত করিতে পারেন; কিন্তু উক্ত নিয়মাবলীতে সম্মত হইয়া আমি প্রচারনিবাসে বাস করিতে পারি না। সুতরাং আমাকে ভিন্ন বাসা করিয়া থাকিতে হইবে। ভিন্ন বাসা করিলেই যে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যোগ থাকিবে না তাহা নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার আমার জীবনের ব্রত; যেখানে থাকি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াই জীবন শেষ করিব। আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার জীবনের ব্রত পালন করিয়া যাইতে পারি।

২৫শে কার্ত্তিক,   নিবেদক
১৮০৯ শক   শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

অতঃপর আর তিনি প্রচারনিবাসে বাস করেন নাই। স্বতন্ত্র বাসায় বাস করেন।

পরে তাঁহার সম্বন্ধে সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার স্থির সিদ্ধান্ত জানাইয়া পত্র লিখিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন:

"আপনার পত্র প্রাপ্ত হইলাম। সত্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতে পারি তাহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম জ্ঞানে পালন করিয়া থাকি। আমার কার্য্য লইয়া কেহ প্রতিবাদ করিয়া আলোচনা করিলে তাহার উত্তর দিতে ইচ্ছা হয় না। কারণ পরমেশ্বর সত্যস্বরূপ। সত্যই তিনি, সুতরাং সত্য অজর ও অমর। যাহা সত্য তাহা প্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে। অসত্য বায়ুরাশিতে মিশিয়া যাইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাঁহারা আমার কার্য্য লইয়া আন্দোলন করিতেছেন, আমার ভ্রম বাহির করিতে চেষ্টা করিতেছেন, আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদের সহিত প্রণাম করি। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন চিরদিন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

নিবেদক
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

ইহার পর ঢাকা আসিয়া তিনি প্রচারনিবাসে বাস করেন নাই। ঢাকা একরামপুরে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া সেখানে বাস করিতে আরম্ভ করেন।—এতদিনে গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন—বিধাতা তাঁহার সম্মুখে মুক্ত করিয়া দিলেন ধর্ম্মজগতের উদার মুক্ত প্রসন্ন অনন্ত আকাশ। বাধা, সঙ্কোচ, সব দূর হইয়া গেল,—দেখিলেন জ্যোতির্ম্ময় নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ করিতেছেন জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম—অমৃতের আলয়, অমৃত সিন্ধু।

ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িবার পর গোস্বামী মহাশয় শান্তিপুর হইতে তাঁহার মাতাঠাকুরাণীকে ঢাকা লইয়া আসিলেন।

এদিকে গোস্বামী প্রভু ব্রাহ্মসমাজের সহিত পৃথক্ হইলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত যে পত্র বিনিময় হইয়াছিল নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম তাহা হইতেই পাঠক উভয়ের ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মজীবনের অবস্থা অতি সুন্দর ভাবে জানিতে পারিবেন।

মহর্ষির প্রথম পত্র

স্নেহাস্পদেষু,

তোমার মূর্ত্তি যেমন সৌম্য, তোমার প্রকৃতি যেমন ধীর, তোমার ঈশ্বরপ্রেম তাহারই সদৃশ। তুমি একদিন শুভক্ষণে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান শুনিতে শুনিতে আকৃষ্ট হইলে এবং কত কঠোর ত্যাগ স্বীকার করিয়া তুমি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ ও প্রচার করিলে। ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রতি আমার সমধিক আশা ছিল, কিন্তু তিনি পরম পিতার আহ্বানে অল্প বয়সেই পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তোমাদের প্রতিই আমার সকল আশা ভরসা নিহিত। তন্মধ্যে তুমি ধার্ম্মিক প্রচারকদিগের অগ্রণী হইয়া এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের সেবায় মনপ্রাণ অর্পণ করিয়া খাটিতেছ। "নামান্যনন্তস্যহতত্রপঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঠন্ গুহ্যানি ভদ্রাণি কৃতানিচ স্মরন্ গাং পর্য্যটন্ তুষ্টমনাঃ গতস্পৃহঃ কালং প্রতীক্ষন্ নমদো বিমৎসরঃ।” তোমাকে এই যে উপদেশ দিয়া প্রচারকের আদর্শ দেখাইয়াছিলাম, তুমি সেই আদর্শকে ধ্রুব লক্ষ্য করিয়া প্রচারকের নির্দ্দিষ্ট পথে থাকিয়া বঙ্গদেশের সকল স্থানে বীজ ছড়াইয়া বেড়াইতেছ। তোমার নিষ্কাম ভক্তি ও ঈশ্বরেতে প্রীতি তোমার আত্মাকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। তোমার উৎসাহ জীবন্ত; যে উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তুমি আমার নিকটে সাধারণব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলে, তাহা আমার এখনও স্মরণ আছে। তোমাদের মধ্যে আমি আর অতি অল্প দিনই আছি। যখন আমি এই পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব, তখন ব্রাহ্মসমাজ তোমাদেরই জীবন হইতে আলো পাইয়া উজ্জ্বল হইবে এবং তোমাদেরই আত্মা হইতে জ্ঞানধর্ম্ম লাভ করিয়া বর্দ্ধিত হইবে, ইহাই আমার শেষ জীবনের আশা ও আনন্দ। এই আনন্দেই আমার শরীর সবল হয় ও ইন্দ্রিয় সতেজ হয়। কিন্তু বর্ত্তমান মাসের তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকাতে তোমার উপরে কতকগুলি ব্রাহ্মধর্ম্মবিরোধী মতের আরোপ দেখিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ চিত্ত হইয়া আমার এই জরাজীর্ণ দুর্ব্বল শরীরেও তোমাকে পত্র লিখিতেছি। ‘সাধুদিগের পদধূলি গ্রহণ ও অঙ্গে মাখা ও পদে পড়িয়া থাকা এবং প্রসাদ গ্রহণ ইত্যাদি কার্য্য ধর্ম্মসাধনের উপায়; শক্তিসঞ্চার দ্বারা পৌত্তলিকধর্ম্মবিশ্বাসী ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী ব্যক্তি ও শিশুদিগকে দীক্ষাপ্রদান করা; ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে আপনা-আপনি পৌত্তলিকতা জাতিভেদ ইত্যাদি কুসংস্কার চলিয়া যাইবে, পূর্ব্বে ঐ সকল ত্যাগ না করিলে ব্রহ্মোপাসনার ক্ষতি নাই, অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে ধর্ম্ম সরল ভাবে বিশ্বাস করে, সেই ধর্ম্ম সাধন করিতে করিতে সেই ব্যক্তি কালে সত্য লাভ করিবে; সিদ্ধযোগীর সূক্ষ্ম শরীরে আগমন আলাপাদি করা এই সকল কথা তোমার মত বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের মত বা বিশ্বাসকে এই সকল অযথাবাদ ও কুসংস্কারযুক্ত করিয়া প্রচার করিতে হইলে তাহার গতিরোধ করা হয়। একমাত্র পৌত্তলিকতা পরিহারের জন্যই এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্ভব এবং রামমোহন রায় হইতে এখনকার নবীন প্রচারক অবধি সকলের এত চেষ্টা ও যত্ন। এই চেষ্টা ও যত্নের পরিণাম কি এই হইবে যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিতে হইবে না? আত্মার সহিত পরমাত্মার যে যোগ তাহা স্বাভাবিক যোগ এবং ঋষিদিগের আত্মা অবধি আমাদিগের প্রত্যেকের আত্মার স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয়। এই আত্মপ্রত্যয়ের স্থানে কি এখন সাধুর পদে পড়িয়া না থাকিলে, সাধুর পদধূলি অঙ্গে না মাখিলে এবং অন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ত্তৃক শক্তি সঞ্চারিত না হইলে মনুষ্যের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে না, এই প্রত্যয়কে হৃদয়ে স্থান দিতে হইবে? এই প্রত্যয়কে যদি হৃদয়ে স্থান দিতে হয়, তবে গায়ত্রী মন্ত্রের মূল্য থাকে না, "হৃদা মনীষা মনসাভিক্লপ্তঃ।" অর্থাৎ হৃদ্গত সংশয় রহিত বুদ্ধির যোগে মনন করিলে ব্রহ্ম প্রকাশিত হন, এই ঋষি বাক্য মিথ্যা হয় এবং আধ্যাত্মিক যোগের শিক্ষা ও ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলবিশ্বাস বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়।

ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য ধ্রুবসত্য। তাহা প্রথম যুগে যেমন, শেষ যুগেও তেমনি। দ্যুলোকেও যেমন ভূলোকেও তেমন। তাহার রূপান্তর হয় না, পরিবর্ত্তন হয় না। তাহা সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত এবং সাগরের ন্যায় গম্ভীর, তাহা মধুময়, প্রাণময়। এই সত্য তোমার হৃদয়ে অবিচলিত থাকুক; তোমার প্রতি আমার এই শুভ আশীর্ব্বাদ। প্রার্থনা করি যে, তোমাদের মধ্যে ধর্ম্মগত বিভিন্নতা তিরোহিত হইয়া সাম্য বিরাজ করিতে থাকুক। তোমরা সকলে এক হৃদয় একপ্রাণ হইয়া সত্য প্রচারে ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব রক্ষা কর এবং ব্রহ্মযোগে যুক্ত হইয়া অনন্ত উন্নতির পথে আনন্দে পদনিক্ষেপ কর। ইতি ১৭ই পৌষ ১২৯৪ সাল।

নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণঃ

গোস্বামী মহাশয়ের প্রদত্ত উত্তর

ওঁ

প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদনম্,

মহাশয়ের ১৭ই পৌষ তারিখের পত্র পাইয়া সন্তুষ্ট ও আপ্যায়িত হইলাম। দুর্ব্বল শরীরে এতাদৃশ অনুগ্রহ প্রকাশ দ্বারা আমার প্রতি আপনার অবিচলিত স্নেহেরই পরিচয় দিয়াছেন। প্রার্থনা করি যেন আপনাদের অনুগ্রহ ও আশীর্ব্বাদের উপযুক্ত থাকিয়া জীবনে সত্যস্বরূপ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পারি।

যাহা সত্য, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম, আমার এইরূপ বিশ্বাস এবং সত্য আমি চিরদিন প্রচার করিয়া আসিতেছি। কোন বিশেষ সময়ের মধ্যে কোনও সমাজ বা ব্যক্তি যে সকল সত্য প্রচার করেন, তদতিরিক্ত কোনও নূতন বা অপ্রকাশিত সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে না, ইহা বোধ হয় কেহই মনে করিতে পারিবেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রাহ্মসমাজের নিকট হয়ত এখনও এমন অনেকগুলি সত্য অপ্রকাশিত রহিয়াছে, যাহা সহস্র সহস্র বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্ম সাধকের জীবনের মূল হইয়া দাঁড়াইবে। আর আমি যে পথে চলিতেছি, তাহা ঋষি প্রবর্ত্তিত পথ, অতি পুরাকাল হইতে তদবলম্বনে অনেক মহাপুরুষ কৃতার্থতা লাভ করিয়া গিয়াছেন। আপনার ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যাখ্যান গ্রন্থেও তাহার অনেক আভাস পাওয়া যায়। "হৃদা মনীষা মনসাভি ক্লৃপ্তঃ" এই শ্লোক শিরোধার্য্য করিয়া আমি বিশ্বাস করি এবং ধ্রুব সত্য বলিয়া জানি যে নিঃসংশয় বুদ্ধিযোগে মনন করিলে ব্রহ্ম প্রকাশ ও লাভ হয়; কিন্তু বুদ্ধির অসংশয়তালাভ অনায়াসসাধ্য নহে। তাহার জন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। যদি তাহা না হয়, ধর্ম্মপ্রচারের ও উপদেশের আবশ্যকতা থাকে না। মনের সেই উন্নত অবস্থা লাভের জন্য বিবিধ উপায় থাকিতে পারে। যিনি যাহাতে ফল লাভ করেন, তিনি তাহা অবলম্বন করুন। আমি এমন কথা বলি না যে, আমার প্রণালী ভিন্ন অন্য প্রণালী নাই। কিন্তু যে উপায় আমার ব্রহ্মযোগ লাভের পক্ষে আমাকে সহায়তা করিয়াছে ও করিবে; তাহা আমার প্রাণের বস্তু, অতি আদরের ধন। সে ধনের মর্য্যাদা বুঝিতে পারি, আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন। ধর্ম্মসাধনের উপায় সম্বন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থেই এইরূপ উপদেশ দেখিতে পাই, 'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায় যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্।" ইহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, সদ্‌গুরু সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতেই হইবে। পৌত্তলিক ও ধর্ম্মবিশ্বাসী লোকদিগকে গ্রহণ করা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, ব্রাহ্মসমাজে এইরূপ লোকেরই আধিক্য। যাঁহারা ব্রাহ্মমতে ধর্ম্ম চর্চা করেন, অথচ নিজ নিজ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা সরল বিশ্বাসী সাকারোপাসকের অবস্থা আমি শ্রেষ্ঠ মনে করি। আর প্রকৃত বস্তু লাভ করিলে যখন সর্ব্বপ্রকার পদ্ধতিও সাম্প্রদায়িকতা সর্পকঙ্কবৎ স্বতঃ স্খলিত হইয়া পড়ে, তখন ধর্ম্ম জীবনের প্রারম্ভে আচারগত পার্থক্য আছে বলিয়াই তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, আমি এরূপ মনে করি না এবং প্রাণের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সহসা তাহার গ্রহণশক্তির অতীত সত্য তাহার সম্বন্ধে প্রচার করিলে তাহার হিত অপেক্ষা অনিষ্টেরই অধিক সম্ভাবনা এবং আমার এই বিশ্বাস যে ঋষিগণ ও অধিকারীভেদে ধর্ম্মগ্রহণের বিভিন্ন উপায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি অনন্ত জীবনে অনন্ত সত্য লাভ করিয়া সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পারি, আপনার পদপ্রান্তে বিনীতভাবে এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা। 'যোগসাধন' নামে একখানি পুস্তিকা প্রেরিত হইল। কাহারও দ্বারা উহা পড়াইয়া শ্রবণ করিলে আমার মতামত অনেক বিষয়ে জানিতে পারিবেন।

ঢাকা
১২৯৪ সন, ২০শে পৌষ

প্রণত
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

মহর্ষির দ্বিতীয় পত্র

স্নেহাস্পদেষু

তোমার ২০শে পৌষ দিবসের পত্র পাইয়া অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি বহু অন্বেষণ, বহু সাধন করিয়াছ। যাহা সত্য বলিয়া তোমার প্রতীতি হইয়াছে, তাহা তুমি চিরদিন ব্রাহ্মসমাজে প্রচার করিয়া আসিতেছ। তুমি অবশ্য অবগত আছ যে সকল যোগ অপেক্ষা আধ্যাত্মযোগ আত্মজ্ঞানী ব্রাহ্মের পক্ষে নিতান্ত শ্রেয়স্কর। তোমার প্রতি আমার এই অনুরোধ, তুমি ব্রাহ্মদিগকে এই যোগের শিক্ষা দাও, ব্রাহ্মসমাজের হিতসাধন কর।

যদি জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি অপর বিদ্যাশিক্ষার জন্য আচার্য্যের আবশ্যক হয়,- তবে কি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মবিদ্যার জন্য আচার্য্যের আবশ্যক হইবে না? এমন কখনই হইতে পারে না। নিপুণরূপে ব্রহ্মজ্ঞান শিখিতে হইলে বিদ্বান্ গুরুর নিতান্ত আবশ্যক। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে এই উপদেশ আছে; "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।" সদ্‌গুরুর নিকট শিক্ষা ব্যতীত তাঁহার পদে পড়িয়া থাকা, প্রসাদগ্রহণ প্রভৃতি কার্য্যের কিছুই মাহাত্ম্য নাই। ইহা কখনও ধর্ম্মসাধনের উপায় নহে। সদ্‌গুরুর নিকট শিক্ষা লাভ করাই একমাত্র উপায়।

পৌত্তলিককে নিরাকার ব্রহ্মোপাসক করাই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য। পৌত্তলিককে তাহার ভ্রান্তি বুঝাইয়া দিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ কর। কিন্তু একথা বলিও না যে; 'যাহার যাহা বিশ্বাস, তিনি তাহাই সরলভাবে সাধন করুন; কালে সত্যলাভ করিবেন।" একথা বলিলে কালেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়; আচার্য্য কর্তৃক উপদেশের আবশ্যক থাকে না। এইরূপ বাক্যে নিরাকার নির্ব্বিকার ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর চৈতন্যের উদ্রেক করা দূরে থাকুক, বরং তদ্বিরুদ্ধে সাকার দেব দেবীর প্রতিই তাহার সংস্কারকে দূর করিয়া দেওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়। অতএব ইহাতে সাবধান থাকিয়া তুমি ব্রাহ্মধর্ম্মের সেবায় যেরূপ মন প্রাণ দিয়া কর্ম্ম করিতেছ, সেইরূপই করিয়া ব্রাহ্মসমাজের হিতসাধন কর। ইতি ২৬শে পৌষ, ব্রহ্মাব্দ ৫৮।

নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা

আমরা গোস্বামী প্রভুর জীবনের এই যুগসন্ধিক্ষণে অতীতের কথা কিছু বলিব। এই মহাপ্রাণ ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি যৌবনের প্রথম আরম্ভ কালে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সমুদ্রের তরঙ্গমালা যেমন একটির পর একটি আসিয়া বেলা-ভূমি আঘাত করিয়া আবার চলিয়া যায়, তেমনি বিজয়কৃষ্ণের জীবনে আঘাতের পর আঘাত আসিয়াছে। কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। দীর্ঘকাল, প্রৌঢ় বয়সে অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক, উপাচার্য্য এবং আচার্য্যের কাজ করিয়াছেন। এই সাধক মহাপুরুষের সঙ্গে তুলনায় বর্ত্তমান সময়েও ব্রাহ্মসমাজে সেইরূপ প্রচারকের আবির্ভাব হয় নাই। অনাহারে থাকিয়া, সমাজে নির্য্যাতিত হইয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় তিনি দেহ মন প্রাণ ঢালিয়া 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্' এই মহামন্ত্র প্রচার করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টির মূলে ছিলেন।—দারিদ্র্যের কশাঘাত সহ্য করিয়াছেন, মৃত্যু ভয় উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্মের জন্য, ভীষণ ঝড়ঝঞ্ঝা ও বন্যার প্রবল প্লাবনে সাঁতরাইয়া গিয়াছেন ব্রহ্ম-মন্দিরে উপাসনা করিতে। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দ্বারাই তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা বুঝিতে পারি। কত বন্ধুবিচ্ছেদ হইয়াছে, প্রিয়জন কত উপহাস করিয়াছেন, বিদ্রূপ করিয়াছে—তবু অটল অচল হিমাদ্রি-শিখরের ন্যায় দাঁড়াইয়াছিলেন, বিচলিত হন নাই তাঁহার কর্ত্তব্য পথ হইতে বিজয়।

নিঃস্বার্থ পরিশ্রম, প্রগাঢ় নিষ্ঠা, কঠোর ত্যাগ—পরিবার পরিজনের অভাব অভিযোগ, কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া—চট্টগ্রামের গিরিশিখর হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গদেশের পূর্ব্ব সীমা হইতে অকূল বঙ্গোপসাগরের ঘন নীলাম্বু রাশি মধ্যে সূর্য্যের সন্ধ্যাবগাহন দেখিয়াছেন। বিজয় দেখিয়াছেন, শত শত তরঙ্গায়িত নদনদীর উত্তাল তরঙ্গ মালা। চলিয়াছেন ভীষণা পদ্মা-কীর্ত্তিনাশার বুক দিয়া প্রচার কার্য্যে; ক্ষুদ্র নৌকায় একবার পদ্মা পার হইতে গিয়া জলমগ্ন হইল তরী। পদ্মার তীব্রস্রোতে উত্তালতরঙ্গভঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে চলিলেন,—মৃত্যুর আলিঙ্গন বদ্ধ হইয়া বহুদূরে; এক চড়ায় গিয়া পৌছিলেন—অবসাদগ্রস্ত,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্বাসরুদ্ধ, এমন অবস্থায় কোনরূপে মাথা তুলিয়া চড়ায় আশ্রয় পাইলেন। চড়ায় পৌছিয়াই তাঁহার জ্ঞান লুপ্ত হইল। যখন গোস্বামী মহাশয়ের নৌকা পদ্মার বুকে ডুবিতেছিল তখন কয়েকজন জেলে তাহা দেখিতে পাইয়া দ্রুত চড়ার দিকে চলিয়া আসিল এবং তাহারা গোস্বামী মহাশয়কে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাহাদের নৌকায় তুলিয়া লইয়া তাহাদের বাড়ীতে লইয়া গেল এবং আগুন জ্বালিয়া তাঁহার দেহে উত্তাপ দিয়া এবং পরিধেয় ও গাত্রবস্ত্র প্রদান করিল। গোস্বামী মহাশয় তাহাদের সেবা-শুশ্রূষায়, যত্ন ও দয়ায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া ধীবরদের নিকট শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া নৌকাযোগে পুনরায় প্রচারস্থানে চলিয়া গেলেন।

বিজয়কৃষ্ণ ছিলেন ভক্ত সাধক, মনে-প্রাণে-দেহে যথাসর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়াছিলেন—পরম মঙ্গলময় বিধাতার চরণে।—তাঁহার ভক্তি ও ঈশ্বরলাভের বাসনা ছিল অলৌকিক। সেই সাধনা, সেই ধর্ম্মব্যাকুলতা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে।

একদিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের প্রচারনিবাসের দোতলার বারান্দায় গোঁসাইজী এবং শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ধর্ম্মালোচনা করিতেছিলেন। এমন সময় গোস্বামী মহাশয় বলিয়া উঠিলেন,—"ধর্ম্মের জন্য না করিতে পারি, এমন কাজ নাই। যদি কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে, এই দ্বিতল হইতে লম্ফ প্রদান করিলে ধর্ম্মলাভ হইবে, তবে আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এই মুহূর্ত্তে লম্ফ প্রদান করিতে পারি।" এই কথাগুলি বলিতে গিয়া তাঁহার এমন মুখশ্রী হইল যে, শাস্ত্রী মহাশয় অবাক্ হইয়া গেলেন। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন,—"ঐরূপ সরল অন্তরে সমুদয় হৃদয়ে মনপ্রাণের সহিত কাহাকেও ধর্ম্ম অনুসন্ধান করিতে দেখিয়াছি কিনা, মনে হয় না। এমন ভক্তি ও বিনয় অতি অল্পই দেখিয়াছি। এই কারণে তিনি আমার বন্ধু হইয়াও আমার গুরুস্থানীয় হইয়া রহিয়াছেন। আমি তাঁহার ভক্তি ও বিনয় যদি পাই, তাহা হইলে কৃতার্থ হইয়া যাই। তিনি তাঁহার পবিত্র জীবনে ব্রাহ্মসমাজকে ভক্তি পথ যাহা দেখাইয়া গিয়াছেন, সেজন্য ব্রাহ্মসমাজকে তাঁহার নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিতে হইবে।"

আমরা যে-সমুদয় পত্রাবলী প্রকাশ করিয়াছি, কলিকাতা সাধারণব্রাহ্মসমাজের তাঁহার প্রতি অভিযোগও তাঁহার উত্তর, পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের অভিযোগও তাঁহার পদত্যাগপত্র এবং মহর্ষি ও তাঁহার পত্রাবলী, তাহা হইতেই বিজয়কৃষ্ণের চরিত্র, নিষ্ঠা, ভগবদ্‌ভক্তি, আত্মপ্রতীতি এবং ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ ও তাঁহার ধর্ম্মমত সমুদয়েরই বিশদ বিবরণ পাঠকগণের হৃদয়ে উপলব্ধি হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এক সময়ে বলিয়াছিলেন—'ব্রাহ্মধর্ম্মের মৌখিক প্রচার আর কি করিব? গোঁসাইজীকে একখানি আসনে বসাইয়া দ্বারে দ্বারে দেখাইলেই ব্রাহ্মধর্ম্মের যথেষ্ট প্রচার হয়। যেখানে গোঁসাই সেখানেই উৎসব। যে গৃহে তিনি, সে গৃহই সরস। কি সহর, কি মফঃস্বল সকল স্থানের ব্রাহ্মনরনারী-গণের মনের আকর্ষণ তাঁহার দিকে ছিল।'

মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছিলেনঃ 'গোস্বামী মহাশয় যে একদিন এখানে ছিলেন, তাঁহার সহবাসে কি পর্য্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার সহিত ছাড়াছাড়ি হইবার সময় কষ্ট হইতে লাগিল। আমি তাঁহাকে প্রকৃত সাধু পুরুষ বলিয়া মনে করি। মতবিভেদসত্ত্বেও ঐরূপ মনে করি।'

তারপর একদিন এই তেজস্বী মহাপ্রাণ সাধক সমাজের সর্ব্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন। প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গেল—বিজয়ের কণ্ঠে জাগিল কি যে মধুর বাণী! কি যে নব জাগরণের নবধর্ম্মের উদাত্ত সঙ্গীত। তাহা উপলব্ধির-প্রকাশের নহে।

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সর্ব্বদাই বলিতেন—"আমার মনে হয় ধর্ম্মের জন্য একেবারে ক্ষ্যাপা হইয়াছে এরূপ লোকের অভাব হইয়াছে। এরূপ লোক আমি দেখি না। একটি লোক দেখিয়াছিলাম, তিনি সাধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। আমি তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুলাত্মা দেখি নাই।" ঊনবিংশ শতাব্দী ধন্য হইয়াছে এইরূপ মহাপুরুষের আবির্ভাবে।

ঠাকুর য্যায়সা নাম তুহারা।
প্রভুজী য্যায়সা নাম তুহারা॥
পতিত পবিত্র লিয়ে কর আপনা, সফল করত নমস্কারা॥
জাতবরণ কো পুছে নাহি, যাবত চরণার ধারা॥
সাধু সঙ্গ নানক বুধ গাই, হরিকীর্ত্তন জীয়াধারা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষোড়শ অধ্যায়

নবধর্ম্ম, ধুলট উৎসব,—ঢাকা টর্নেডো,—কাকিনিয়া,—কামাখ্যা

প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয় সুখ, স্বার্থ এবং আসক্তিহীন হইয়া অনন্যমনে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারে যে মহত্ত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা হয় না। একদিন কথাপ্রসঙ্গে বড় দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"পুত্র অপেক্ষাও বন্ধু শ্রেষ্ঠ। পুত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজনাৎ। বন্ধু চিরদিনই বন্ধু, সর্ব্বক্ষণ বন্ধু। বন্ধুর স্বার্থ নাই, প্রয়োজন নাই, বন্ধু সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, তৃপ্তিতে তৃপ্ত। এমন বন্ধু যাহার নাই, সেই বন্ধুহীন। পূর্ব্বকালে বন্ধু সকলেরই দুই একজন অবশ্যই থাকিত। এখন বন্ধু পাওয়া অতি অসম্ভব। মতে মতে মিলনে বন্ধু হয় না। এক উদ্দেশ্য, এক প্রয়োজন, এক বাণিজ্য, বাস্তবিক বন্ধুলাভ অসম্ভব হইয়াছে।"

'বন্ধু পাওয়া দূরের কথা যাহাকে মনের কথা বলিয়া প্রাণ খোলসা করা যায়, এমন বিশ্বাসী লোক বড়ই দুর্ল্লভ। বিশ্বাস করিয়া গোপনে যাহা বলিয়াছ, তাহা বাজারে শুনিতে পাইবে। তাহা লইয়া উপহাস চলিতেছে, দেখিবে। ইহাই কালের অবস্থা।'

গোস্বামী প্রভু, তাঁহার জীবনে বারবার অনুভব করিয়াছেন এইরূপ প্রিয়জন বিড়ম্বনা। সেজন্য এই অভিজ্ঞতাপ্রসূত কথা তাঁহার মুখে শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। প্রিয়তম বন্ধু অঘোর পূর্ব্বেই অমৃতলোকে চলিয়া গিয়াছিলেন।

ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের পদত্যাগ করিয়া গোস্বামী মহাশয় শান্তিপুর গিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার পরিবার পরিজন ঢাকা আশ্রম নিবাসেই ছিলেন। শান্তিপুর হইতে পৃথক বাসা করিবার জন্য যোগমায়াদেবীকে পত্র লিখিলেন। তদনুসারে প্রথমে পাতলাখাঁর গলিতে শিকওয়ালা বাটী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু গোস্বামী মহাশয় শান্তিপুর হইতে তাঁহার মাতাঠাকুরাণীকে লইয়া যখন ঢাকা আসিলেন তখন পাতলাখাঁর সেই শিকওয়ালা বাড়ী ছাড়িয়া এক্রামপুরে একটী বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছিল। এই বাসাতে একদিন ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও স্বনামখ্যাত আনন্দমোহন বসু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। আনন্দমোহন বাবু, গোস্বামী প্রভুকে প্রশ্ন করিলেন,—'বলুনত কিভাবে ধর্ম্ম লাভ হইতে পারে?' গোস্বামী প্রভু উত্তর দিলেন তাঁহাকে—'যদি যথার্থই ধর্ম্মলাভের ইচ্ছা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে তবে কুতর্ক ছেড়ে দিন, শ্রীচৈতন্যভাগবত, চরিতামৃত এই সকল ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করুন।

এখানে থাকিতে মাঝে মাঝে বেশ কৌতুকজনক ঘটনা ঘটিত। হাসির সুযোগ মিলিত।

একদিন মাতা স্বর্ণময়ী দেবী পাক করিতে গিয়াছেন। গোস্বামী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার আত্মীয় নবকুমার বাবুকে, 'নবকুমার বাবু আজ আপনাদের রান্না করতে কে গিয়েছেন?'

'আপনার মাঠাকুরুণ।'

শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন—'তবে তো আপনাদের বেশ আহার হবে?'

মাতাঠাকুরাণী রান্নাঘর হইতে একথা শুনিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন,—"হাঁরে, অতবড় হয়েছিস্ কার রান্না খেয়ে? মুক্তকেশী ভাদুড়ী বামনীর রান্না খেয়ে নাকি রে?'—সকলেই জানেন মুক্তকেশী দেবী গোস্বামী মহাশয়ের শাশুড়ী। উপস্থিত সকলে হাসিতে লাগিলেন, গোস্বামী মহাশয়ও দিব্য কৌতুক অনুভব করিলেন।

গোস্বামী মহাশয়ের মাতার রান্নার প্রক্রিয়ার বিশেষত্ব ছিল। তিনি হাঁড়িতে যেই ফোড়ন দিয়া তরকারী মসলা দিয়া জল দিতেন অমনি ছ্যাৎ করিয়া উঠিল এবং একটু পরেই নামাইয়া রাখিতেন। তরকারি যে সিদ্ধ হইল না, কাঁচাই রইল, সেদিক ভ্রূক্ষেপও তিনি করিতেন না। যদি কেহ বলিতেন,—ও কি করলেন ঠাকুরমা, তরকারী ত সিদ্ধ হলনা, সব যে কাঁচা রয়ে গেল?'

'যা যা, আমি রান্না করে খেয়ে এক ঘুম দিয়ে উঠি, তবে দেখি পাড়ার লোকেরা রান্না করছে।'

কাহারো সাধ্য ছিলনা যে তাঁর রান্না খারাপ বলে।

গোস্বামী মহাশয়ের প্রিয় শিষ্যগণের মনে এ সময়ে একটা আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল—ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ যখন ছাড়িলেন, তখন বোধ হয় আর ঢাকায় থাকিবেন না। তাঁহারা এক সভা আহ্বান করিলেন এবং সভায় স্থির হইল যে ঢাকাতে গোস্বামী মহাশয়ের জন্য আশ্রমবাটী নির্ম্মাণ করিতে হইবে। কিছুতেই তাঁহাকে ঢাকা ছাড়িয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।

আন্তরিক আগ্রহের সহিত শিষ্যগণ সকলে তাঁহার বাটী নির্ম্মাণ করিবার জন্য প্রত্যেকে নিজেদের এক মাসের আয় দিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। সেইদিন পাঁচ-ছয় হাজার টাকার চাঁদা সহি হইয়া গেল। গেণ্ডারিয়ায় একটী স্থানও মনোনীত করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ সময়ে ধূলট উৎসবের আয়োজন হইল। অদ্বৈত প্রভুর জন্মদিন উপলক্ষে শান্তিপুরে প্রতি বৎসর ধূলট উৎসব হয়। গোস্বামী মহাশয় বাল্যকালে ধূলট উৎসব করিতেন, সে ছিল এক আনন্দের দিন। ধূলট উৎসব তিন দিন হয়। ধূলটের শেষদিন নগর কীর্ত্তন বাহির করিয়া সকলে পরস্পরের গায়ে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। এই ধূলি বর্ষণের জন্য এই উৎসবের নাম হইয়াছে ধূলট। এক্রামপুরের বাসাতে ধূলট উৎসব মহাসমারোহে করিলেন গোস্বামী প্রভু।

এই উৎসবে এক অন্ধ বৈষ্ণব বাবাজী আসিয়াছিলেন। বাবাজীকে এক বেণের দোকানে গান গাইতে শুনিয়া তাহাকে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট নবকুমার বাবু লইয়া আসিলেন। তাঁহার অনুমতি পাইয়া বাবাজী গান আরম্ভ করিলেন, বিমোহিত হইলেন ভক্ত বিজয় সেই অন্ধ বাবাজীর মনমাতানো, প্রাণভুলানো সঙ্গীতে। তারপর পথে বাহির হইয়া আসিলেন বাবাজীর সঙ্গে গোস্বামী প্রভু। আরম্ভ হইল নগর সঙ্কীর্ত্তন। পথের পাশে গোস্বামী মহাশয়ের বাড়ীর সম্মুখেই ছিল বীরভদ্র গোস্বামীর আশ্রম। আমরা ঢাকা থাকিতে কতদিন সেখানে গিয়াছি। একটি কদম্ব গাছের নীচে বাঁধানো বেদীতে, খোদিত লিপিতে রহিয়াছে আশ্রমের বিষয়।—সেই পবিত্র কদম্ব মূল হইতে আরম্ভ হইল নগর সঙ্কীর্ত্তন, বাবাজী মহাশয় গান ধরিলেন—

'হরি বলব মুখে যাব সুখে ব্রজধাম।
কলিতে তারকব্রহ্ম হরিনাম॥
(এনাম) শিব বলেছেন পঞ্চমুখে
নারদ করে বীণায় গান।
(এবার) গুরুনামে দিয়ে ডঙ্কা
রাধা নামে দাও বাদাম।
(কলিতে তারকব্রহ্ম হরিনাম)

সেদিন মৃদঙ্গ ও করতালধ্বনি ভক্তকণ্ঠধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া ব্রজধামকে ধরাধামে মূর্ত্তিমান্ করিয়াছিল। যেমন অলিকুল মধুর গুঞ্জন করিতে করিতে মধুচক্রের চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া থাকে, তেমনি ভক্ত মধুকরগণ গোস্বামী প্রভুকে ঘিরিয়া শ্রীহরিনাম গুঞ্জন করিয়াছিলেন। ভাবে বিভোর কীর্ত্তনানন্দে মত্ত আত্মহারা প্রেমিক পুরুষ যখন ঊর্দ্ধবাহু হইয়া হরিনামের উচ্চধ্বনিতে দশদিশি প্রতিধ্বনিত করিতেছিলেন তখন যে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা কে বুঝিবে ভক্ত ব্যতীত! গোস্বামী প্রভু যখন প্রেমাকুল অরুণ নয়নে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, তখন শত শত কণ্ঠ হরিবোল হরিবোল ধ্বনিতে উৎসব ক্ষেত্র পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছিল। দলে দলে নানাস্থান হইতে ভক্ত কীর্ত্তনিয়ার দল আসিয়া উৎসবকে করিয়াছিলেন সার্থক মধুময় ভক্ত লীলাভূমি। ঢাকাবাসী নরনারীর তৃষার্ত্ত প্রাণ পাইয়াছিল ভক্তির অমৃত সাগর। সে অমৃতসিন্ধু হইতে অমৃত পান করিয়া সকলের প্রাণ জুড়াইয়া গেল। ধূলট উৎসবে ঢাকাবাসী বুঝিতে পারিয়াছিলেন, চিনিতে পারিয়াছিলেন, কত বড় মহান্ পুরুষ তিনি! কত বড় অলৌকিক মহাশক্তির অধিকারী বিজয়কৃষ্ণ, সকলে বিস্মিত পুলকিত, রোমাঞ্চিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন এই ধূলট উৎসবে।

একরামপুরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী মহাশয় বিশ্রাম করিয়াছিলেন। সেই পবিত্র স্থানে যাহাতে প্রতি বৎসর ধূলট উৎসব হয়, সেজন্য গোস্বামী মহাশয় স্থানীয় ভক্ত ডাক্তার বিহারী মালাকরের উপর সে ভার অর্পণ করেন। তিনি কয়েক বৎসর চাঁদা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার উপদেশ মত কার্য্য করেন।

এদিকে গোস্বামী মহাশয়ের অভিপ্রায় অনুসারে গেণ্ডারিয়া আশ্রম প্রস্তুত হইতে লাগিল।

গোস্বামী মহাশয় যখন এসময়ে ঢাকা নগরীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ইংরাজী ১৮৮৮ (বাংলা ১২৯৪) খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের ২৬শে তারিখ সেখানে যেরূপ ঝড় হয় এরূপ মহাপ্রলয়ঙ্কর ঝড় ঢাকা সহরে, বিক্রমপুর অঞ্চলে সেকালের প্রাচীনেরাও কেহ প্রত্যক্ষ করেন নাই। সমগ্র বাঙ্গলাদেশে ঢাকার টর্নেডো নামে উহা পরিচিত। প্রথমে ঈশানকোণে একটুকু লোহিতবর্ণের মেঘ দেখিতে পাওয়া যায়; ক্রমশঃ উহা সারা আকাশে বিস্তৃত হইয়া ভয়ানক ঝড় ও বৃষ্টির আকারে প্রলয়ের ধ্বংসের মূর্ত্তি ধারণ করে। এই ভীষণ ঘূর্ণীবায়ু যে পথে চলিয়াছিল, সে পথ একেবারে উৎসন্ন করিয়া গিয়াছিল। সেই ঝড়ে দালান-কোঠা, বাড়ী-ঘর, গাছ-পালা, গোরু-বাছুর, লোকজন, নৌকা, জাহাজ পর্য্যন্ত উড়াইয়া লইয়া বিধ্বস্ত করিয়াদিয়াছিল। 'ঘূর্ণীবায়ু আরম্ভ হইলে গোস্বামী মহাশয় চীৎকার করিয়া মহাবীরজীর স্তব করিবার পর ঘূর্ণীবায়ুর নিবৃত্তি হইল। ঘূর্ণীবায়ু থামিয়া গেলে গোস্বামী প্রভু বলিলেন, মহাবীরজী আগুনের গোলা লইয়া খেলিতে খেলিতে যে দিক্ দিয়া যাইতেছিলেন, সে দিক্ একেবারে ছারখার হইয়া যাইতেছিল। আমি স্তব করাতে তিনি শান্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন।' আমরা তখন নিতান্ত শিশু—আমার অতি বৃদ্ধা মাতামহী আমাদের কাছে এই ঝড়ের গল্প বলিতেন, এবং বলিয়াছেন যে তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যেন এক ভীষণাকার পুরুষ একটি অগ্নিগোলক লইয়া লুফালুফি করিতেছেন!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—এই ঘূর্ণীবায়ুতে অনেকের গৃহ ভগ্ন হইয়াছে, বহুলোকের প্রাণনাশ হইয়াছে, বিস্তর নৌকা জলে ডুবিয়া বহুলোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। একটি গ্রামে বহু নরনারীকে পুষ্করিণীর জলে ডুবাইয়া মারিয়াছিল। ঢাকার ঘরে ঘরে হাহাকার ধ্বনি এবং ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছিল। ঢাকার প্রসিদ্ধ নবাব গণিমিঞা সাহেবের প্রাসাদ পর্য্যন্ত ধ্বংস হইয়াছিল।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরে গোঁসাইজী সপরিবারে কাকিনিয়া ও সেখান হইতে কামাখ্যাধামে গমন করেন। রাজা মহিমারঞ্জন তাঁহাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় সমাদরে গ্রহণ করিলেন। এখানে রাজা মহিমারঞ্জনের দ্বারপণ্ডিত মহাশয়ের পুত্র গোস্বামী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। দীক্ষান্তে পিতার নিকট গেলে পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—'একি! আজ তোর এমন পরিবর্ত্তন দেখ্‌ছি কেন? তোর মুখে, চোখে, শরীরে যে সকল লক্ষণ ও জ্যোতিঃ দেখতে পাচ্ছি, কোন সদ্‌গুরুর আশ্রয় না পেলে এমন হয় না। তুই কি কোথাও দীক্ষা গ্রহণ করেছিস?" পুত্র বলিলেন,—"হাঁ বাবা, আমি প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছি।' তখন পিতা অতিমাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিলেন :—'আমাকে সেখানে নিয়ে চল। আমিও তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করবো।'

তখন পুত্র পিতাকে বলিলেন, তবে তাড়াতাড়ি স্নান করে আসুন। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"দেখ বাবা, সদ্‌গুরু লাভ বহু সৌভাগ্যে মানুষের ঘটে। এ বিষয়ে আর ক্ষণকাল বিলম্ব করা উচিত নয়।'

পুত্র তখন পিতাকে সহ গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে আসিলেন। গোস্বামী মহাশয় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সে বাসায় দীক্ষাদানের অসুবিধা হইবে বলিয়া মধ্যাহ্নে প্রখর রৌদ্রের মধ্যে দ্বারপণ্ডিত মহাশয়ের বাসায় গিয়া সস্ত্রীক তাঁহাদের দীক্ষা দিলেন।

সকলে কাকিনিয়া হইতে কামাখ্যা যাত্রা করিলেন। তাঁহার অনেক শিষ্য ও পরিবারবর্গ সঙ্গী হইলেন। রাজা মহিমারঞ্জনের জামাতা ও একজন বন্ধু ও একটি ভৃত্য সহ গোস্বামী মহাশয়ের তীর্থযাত্রীর সাথী হইলেন।

তখন তিস্তার পুল হয় নাই। পরদিন সকালে গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে তিস্তা পার হইয়া যাত্রাপুর আসিলেন। যাত্রাপুর ছোট একটি বন্দর—ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত। সেখানে বেশী দোকান পশারী ছিল না।—কাজেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যবস্থা হইল দই, চিড়া মুড়কীর ফলারের। সম্মুখে ব্রহ্মপুত্রের বিরাট বিস্তার। আর তীরে রৌদ্রকর ঝলসিত বালুকাকীর্ণ বিশাল চর। চরের উপর আহারের ব্যবস্থা হইল।—গোস্বামী মহাশয়ের সেকি আনন্দ! তিনি সকলের কাছে ঘুরিয়া ফিরিয়া ফলার খাওয়াইতে লাগিলেন।—ষ্টীমার যথাসময়ে যাত্রাপুর আসিলে গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে সকলে ষ্টীমারযোগে ধুবড়ী পৌঁছিলেন।

ধুবড়ী ছোট সহর। ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত। আমি বহুবার ধুবড়ী গিয়াছি, ষ্টীমারপথে কামাখ্যা দেবীর দর্শনের জন্য ধুবড়ী হইতে ষ্টীমারে গিয়াছিলাম। ধুবড়ীতে যে সব বাঙ্গালী বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা পরম সমাদরে গোস্বামী মহাশয়কে সদলে অভ্যর্থনা করিলেন। একদিন সেখানে উপাসনাও কীর্ত্তন হইল। সেখানে ব্রহ্মপুত্রের তীরে একটি গুরুদ্বার বা শিখদের ধর্ম্মমন্দির আছে। গ্রন্থসাহেব তথায় পূজিত হইয়া থাকেন। গোঁসাইজী সেখানে ভক্তিভরে প্রণত হইয়া ভক্তি নিবেদন করিলেন।

পরদিন ষ্টীমারযোগে সকলে কামাখ্যাপীঠ দর্শনে রওয়ানা হইলেন। ষ্টীমারে সারা রাত্রি থাকিতে হয়। সেজন্য ধুবড়ীর বন্ধুগণ তাঁহাদের জন্য সঙ্গে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য দিয়াছিলেন। ভক্তদল ভোজনপটু ছিলেন, সে সমুদয় খাদ্যদ্রব্য নিঃশেষিত হইয়াছিল অতিঅল্প সময়ের মধ্যে; তখন আবার ষ্টীমারেই খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। পরদিন বেলা নয়টার সময় গৌহাটি পৌঁছিলেন। গৌহাটিতে তাঁহাদের আহার ও থাকিবার সমুদয় ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তদানীন্তন একৃষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিশনার শরৎবাবু।

সকলে কামাখ্যা মায়ের মন্দিরে গিয়া পৌঁছিলেন। রাজা মহিমারঞ্জনের পাণ্ডা উপস্থিত ছিলেন। গোস্বামী প্রভু সকলের আগেই দেবীপীঠে গিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। কামাখ্যা মন্দিরের অর্থশালী পাণ্ডার গৃহে থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

কামাখ্যা দেবীর মন্দির প্রস্তর নির্ম্মিত। পাহাড়ের পাদদেশ হইতে উঠিবার অতি সুন্দর প্রশস্ত পাষাণ সোপানশ্রেণী আছে। মন্দিরের চূড়া গম্বুজাকৃতি। এখানে কুমারীরা আসিয়া সকলকে বিব্রত করিতেছিল।

কামাখ্যা মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করিলে ক্রমে পাঁচ ছয় ফিট নীচে নামিয়া পীঠস্থানে উপস্থিত হইতে হয়। একটি ভিন্ন দ্বার নাই, কি দিন, কি রাত্রি আলো ব্যতীত কিছুই দেখা যায় না। অন্ধকার দূর করিবার জন্য ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতে থাকে। গৌরীপট্টে পীঠস্থান আবৃত। এখানে গোস্বামী মহাশয়ের শ্বাশুড়ী মুক্তকেশী দেবী, যোগমায়া দেবী সকলে দেবীপীঠ দর্শন, স্পর্শন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং পূজা ও জপ ইত্যাদি করিলেন। যাত্রিগণ মহানন্দে দ্বারে দোদুল্যমান বৃহৎ ঘণ্টা বাজাইলেন! মন্দিরের একটু নীচে অল্প দূরে একটি ঝরণা কুল কুল রবে বহিয়া যাইতেছিল, চারিদিকের প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্য্যে গোস্বামী-মহাশয়ের প্রাণ অপূর্ব্ব ভক্তিভরে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি ঝরণার জলেই স্নান করিতেন এবং সেই জলই ব্যবহার করিতেন।

গোস্বামী প্রভু, মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমাধিমগ্ন হইলেন। অচৈতন্য হইয়া পড়িতে না পড়িতেই তাঁহাকে সকলে পতন হইতে রক্ষা করিলেন। মন্দিরের মধ্যে স্থান সংকীর্ণ, তাই অতি সাবধানে তাঁহাকে মন্দিরের বাহিরে আনা হইল। এই অবস্থায় কতক সময় অতিবাহিত হইল। পরে ধীরে ধীরে সংজ্ঞা লাভ হইল। একটু সুস্থ হইয়া সকলে কামাখ্যা দেবীর মন্দির হইতে ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্দির অভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

কামাখ্যা মায়ের মন্দির হইতে ভুবনেশ্বরীর মন্দির আরও উচ্চ পাহাড়ে অবস্থিত! কিন্তু সে পাহাড়ে উঠিতে বিশেষ কোন কষ্ট নাই। দুইদিকে নিবিড় বন, মধ্য দিয়া পথ কখনও নীচে, কখনও উপরে। এইভাবে সকলে গোস্বামী-মহাশয়ের সহিত ভুবনেশ্বরীর মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। অল্প একটু দূর হইতেই দেখা গেল—স্বামী অচলানন্দের আশ্রম। ইনি পূর্ব্বাশ্রমে ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারক রামকুমার বিদ্যারত্ন। উদাসীন সত্যশ্রবার শ্বশুর ছিলেন। স্বামীজী একজন উচ্চ তান্ত্রিক সাধক। তৎকালে সশিষ্যে আশ্রমে বাস করিতেছিলেন। স্বামীজী গোস্বামী মহাশয়কে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তাঁহার শিষ্যগণ সকলে গোস্বামীজীকে প্রণাম করিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের নিকট অচলানন্দ স্বামী কামাখ্যাপীঠের অনেক মাহাত্ম্যের কথা বলিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন একদিন কামাখ্যায় অচলানন্দ স্বামী আসনে বসিয়া আছেন, নিকটে একটি জলাশয়। স্থানীয় কয়েকজন ব্রাহ্মণ তথায় পূজা আহ্নিক করিতেছেন, এমন সময়ে একটী বাঘ সেখানে জল খাইতে আসিল। ব্রাহ্মণেরা ভীত হইলেন। তাহা দেখিয়া তিনি বলিলেন, "মাভৈঃ মাভৈঃ" তোমরাই ত বলিয়াছ কামাখ্যায় হিংসা নাই। তবে আবার ভয় কেন? ব্রাহ্মণেরা শঙ্কিত হইয়া রহিলেন, ব্যাঘ্রটি জল পান করিয়া চলিয়া গেল।

গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে 'মন্ত্রশক্তি' সম্বন্ধে আলাপ ও আলোচনা হইল। অচলানন্দ স্বামী বলিলেন, "বাল্যকালে তিনি একজন সাধুর কাছে এক মন্ত্র প্রাপ্ত হন। একটি কচু পাতায় আতপ চাউল রাখিয়া উক্ত মন্ত্র জপ করিয়া পানের পাতা কচুর পাতাটিতে মুড়িয়া রাখিয়া দিতে হইবে, সাতদিন পরে স্নান করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

উক্ত মন্ত্র জপ করিতে করিতে কচুর পাতা খুলিয়া যদি অঙ্কুর দেখা যায়, তবে কোন ব্যক্তি নিরুদ্দেশ অবস্থায় থাকিলে শুভ, অঙ্কুর না হইলে অশুভ জানিতে হইবে। স্বামীজী কয়েকটি ঘটনায় ইহার ফলাফল ঠিক্ জানিতে পারিয়াছিলেন। এইরূপ কয়েকটি মন্ত্রের কথা তিনি বলিয়াছিলেন। পরে পরিণত বয়সে যখন শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিলেন, তখন সে বিশ্বাসও অন্তর্হিত হইল, আর মন্ত্রের কোন ফল পান নাই। মন্ত্রে বিশ্বাস ও নিষ্ঠার প্রয়োজন।

মন্ত্রশক্তির প্রসঙ্গে আমাদের যুগপ্রবর্ত্তক ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের কথা বলিতে হইতেছে, তিনি মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের কালীনাথ দত্তকে তিনি খুব স্নেহ করিতেন। কালীনাথবাবু গোস্বামী মহাশয়ের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। কালীনাথ বাবু লিখিয়াছেন ঃ—"বঙ্কিমবাবু একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে "এখন সিদ্ধযোগী পাওয়া যায় কিনা ?" উত্তরে বলিলাম সিদ্ধযোগী অবশ্যই পাওয়া যায়, কিন্তু সকলের ভাগ্যে তাঁহাদের দর্শনলাভ বা তাঁহাদের উপদেশ লাভ ঘটে না। তজ্জন্য পাত্রের সৌভাগ্য ও সুকৃতির উপর নির্ভর করে।

তিনি একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'কালীনাথ! তুমি কোন মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস কর কিনা? "আমি খুব বিশ্বাস করি।" উত্তর দিলেন কালীনাথ এবং বলিলেন "আমার একজন বিশ্বস্ত বন্ধু আছেন, তিনি ময়মনসিংহের একজন জমিদার। কামাখ্যা হইতে একটি ব্রাহ্মণ-তনয় অনেক মন্ত্র শিখিয়া আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আমার বন্ধুটি তাঁহার কাছে তৎ শিক্ষিত কোন মন্ত্রের শক্তির সাক্ষাৎ পরিচয় দেখিতে চান। তাহাতে ব্রাহ্মণ তনয় একটি উদ্ভিদ্ লতার উপর তাঁহার শিক্ষিত মন্ত্রের শক্তি প্রয়োগ করিলেন। মন্ত্রশক্তি বলে লতাটি যে দিকে ছিল, ঠিক্ তাহার বিপরীত দিকে, সকল বাধা অতিক্রম করিয়া আসিয়া সুস্থির হইল।

আমার কথা শেষ হইবামাত্র বঙ্কিমবাবু বলিয়া উঠিলেন যে তিনি ঠিক্ ঐ মন্ত্রটি জানেন ।সেই মন্ত্রটি কোন মানুষের প্রতি প্রয়োগ করিলেও মানুষের মন মন্ত্রপ্রযোক্তার ইচ্ছায় বশীভূত হয়।

তিনি এই মন্ত্রটির কোন বিপরীত ফল ফলিবার আশঙ্কায় সকলকে মন্ত্রের প্রয়োগ শিখাইতেন না, একবারমাত্র তিনি কোন হতভাগিনী স্ত্রীলোককে তাহার অননুরক্ত স্বামীকে বশীভূত করিবার জন্য মন্ত্রটীর প্রয়োগ শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে সেই হতভাগিনী সেই মন্ত্রটি তদীয় স্বামীর প্রতি প্রয়োগ না করিয়া তাহার অপব্যবহার করে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্ত্রশক্তির সম্বন্ধে আরও অনেক কথা হয়। সন্দেহ ও অবিশ্বাসে মন্ত্রশক্তির ফলোপকারিতা যেরূপ নষ্ট হয় আমি তাহার একটি ঘটনা বর্ণনা করিলাম। কালীনাথ বাবু বলেন: ঘটনাটি আমি শ্রীমৎ অচলানন্দ তীর্থস্বামীর মুখেই শ্রবণ করি।

মন্ত্রবিশ্বাসে ও নিষ্ঠার যে প্রয়োজন তাহা তিনি অচলানন্দ তীর্থস্বামী গোস্বামী মহাশয় ও তাঁহার শিষ্যগণের নিকট বলিয়াছিলেন। তাহা উল্লেখ করিয়াছি।

স্বামীজীর পূর্ব্বাশ্রম উত্তরপাড়ার সন্নিহিত কোৎরং গ্রাম, সেই আশ্রমখ্যাত নাম রামকুমার বাবাজী। 'বাবাজী' শব্দ লোকে তাঁহার পদবী স্থানে প্রয়োগ করিত। স্বামীজী যখন সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, তখন তাঁহার পিতৃদেবের নিকট বৃশ্চিক দংশনের আরোগ্যের একটি মন্ত্র পান। সেই মন্ত্রটি পাইবার জন্য স্বামীজী পূর্ব্ব হইতেই আগ্রহান্বিত ছিলেন। কিন্তু পিতৃদেবের নিকট সে আগ্রহ প্রকাশ করিতে কখনও সাহসী হন নাই। তাঁহার পিতৃদেব মন্ত্রোচ্চারণান্তে দষ্ট স্থানে থু থু করিয়া তিন বার ফুৎকার দিতেন। সেই অব্যর্থ মন্ত্রশক্তি বলে যাহারা আসিত সকলেই সকল সময় আরোগ্য লাভ করিত। দৈবযোগে একদিন স্বামীজীর মাতামহী বৃশ্চিকদষ্টা হন। সেই দংশন বা হুলাঘাতে মাতামহী অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করিতে লাগিলেন। দংশন গোপনীয় স্থানে হওয়ায় স্বামীজীর পিতৃদেব আপনার শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর দষ্ট স্থানে ফুৎকার সহিত মন্ত্র প্রয়োগ করিতে না পারিয়া অগত্যা স্বামীজীকে ডাকিয়া প্রয়োগের কৌশল সহিত মন্ত্র দীক্ষা দিলেন এবং স্বামীজীকে তাহা তাহার মাতামহীর দষ্টস্থানে যথাবিধানে প্রয়োগ করিতে আদেশ করিলেন। মাতামহীর অসহ্য যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইল। স্বামীজী তৎপরে শত শতলোককে সফুৎকারে মন্ত্রবলে আরোগ্য করেন।

একদিন মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে কলেজের অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হয়। তিনি তাঁহার পিতৃদেবের সফুৎকার বৃশ্চিক দংশন আরোগ্যের সফলতার কথা বলেন। তাহাতে ছাত্রদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে হয়ত শুদ্ধ ফুৎকারে আরোগ্য হয়, মন্ত্র তন্ত্র কিছুই নহে। এই কথাতে স্বামীজী পরে তাঁহার মন্ত্র সম্বন্ধে নিজের মূঢ় বিশ্বাস পরীক্ষা করিবার জন্য কোন ব্যক্তির দষ্ট স্থানে বিনা মন্ত্রোচ্চারণে কেবল শুদ্ধ ফুৎকার দিলেন; তাহাতেও ব্যথা নিবারিত হইলনা দেখিয়া সেবার তিনি যথারীতি মন্ত্রোচ্চারণ কবিয়া ফুৎকার দিলেন, তাহাতেও কোন উপকার দর্শিল না; তারপর স্বামীজীর সে মন্ত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিরকালের তরে অসিদ্ধ হইয়া গেল। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার মন্ত্র প্রয়োগ কদাপি ব্যর্থ হয় নাই।

স্বামীজী একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক। বাস্তবিক পথ কিছুই নহে, তিনি বিশ্বাসী হইয়া যে পথ অবলম্বনে সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার ভেদবুদ্ধি অন্তর্হিত হইয়াছে।

গোস্বামী প্রভু কামাখ্যা পাহাড় হইতে আসিবার দিন নামিবার পথে কয়েকবার সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। শিষ্যেরা পূর্ব্ব হইতে সাবধান ছিলেন, সে জন্য কোন বিপদ ঘটিতে পারে নাই।—সেদিন গোস্বামী মহাশয় হঠাৎ পথিমধ্যে ভাববিভোর হইয়া পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাইয়া সমাধিস্থ হইলেন। পরে কীর্ত্তনের গুণে ধীরে ধীরে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল। সে সময়ে তিনি আধ আধ ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় বলিয়াছিলেন যে কামাখ্যা দেবী বিশেষ দয়া করিয়াছেন। কামাখ্যা আসিয়া অনেক কৃপা লাভ করিলাম।

এইরূপ অবস্থায় গোস্বামী প্রভু প্রকাশ করিয়াছিলেন—"সাধক যে স্থানে সাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন লোকান্তরে অবস্থান করিলেও সে স্থানের মমতা তাঁহারা ভুলিতে পারেন না। অনেক সময় লিঙ্গ শরীরে সূক্ষ্ম দেহে স্বীয় সিদ্ধ স্থানে আসিয়া থাকেন, এবং প্রয়োজন বোধে সাধনপথাবলম্বী অন্য সাধকের সাধন পথের সহায় হইয়া থাকেন। তিনি কামাখ্যা পীঠের কয়েক স্থানে এইরূপ সাধন শক্তি অনুভব করিয়াছেন। গোস্বামী মহাশয়, তাঁহার শিষ্যগণও পরিবারস্থ সকলে কয়েকদিন গৌহাটিতে থাকিয়া পরে ব্রহ্মপুত্র নদী মধ্যস্থিত উমানন্দ ভৈরবের মন্দির দর্শন করিলেন। কামাখ্যা পীঠের ভৈরব উমানন্দ মহাদেব প্রস্তর নির্ম্মিত। একটি পর্ব্বত শৃঙ্গের উপর উমানন্দ ভৈরবের মন্দির। চারিদিকে ব্রহ্মপুত্রের কলস্রোত ভীষণ বেগে কলকল্লোলে বহিয়া চলিয়াছে।

একদিন গোস্বামীদেব এবং পরিবারস্থ সকলে ঘোড়ার গাড়ীতে এবং শিষ্যদের মধ্যে সকলে বশিষ্ঠাশ্রমের দিকে যাত্রা করিলেন। গৌহাটি হইতে বশিষ্ঠাশ্রমের দূরত্ব তিন ক্রোশ ব্যবধান।

এই স্থানটি দর্শন করিয়া গোস্বামী মহাশয় ভাবে বিভোর হইলেন। আশ্রমের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি মনোরম। একটি পার্ব্বত্যনদী প্রবল বেগে বহিয়া চলিয়াছে। স্ফটিকনিভ অনতিগভীর নির্ম্মল স্রোত তর তর বেগে প্রস্তরের উপর দিয়া গুরু গম্ভীর রবে চলিয়াছে। তাহার পাশেই বশিষ্ঠাশ্রমের মন্দির। কথিত আছে বশিষ্ঠ মুনি ঐ স্থানে সাধনা করিতেন। পরম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রমণীয় এই আশ্রম। পূর্ব্বদিন অমাবস্যা ছিল, অচলানন্দ স্বামীর একজন বাঙ্গালী শিষ্য তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি গোস্বামী দেবের আগমনে নিতান্ত আহ্লাদিত হইলেন। আশ্রমের এক পাষাণ খণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া গোস্বামী মহাশয় সমাধিতে মগ্ন হইলেন। তাঁহার মন প্রকৃতির রূপ সাগরে ডুব দিল।

শিষ্যগণের সঙ্গে চাউল, ডাল, আলু, ঘৃত ইত্যাদি ছিল। করুণহৃদয়া যোগমায়া দেবী একটি শিলাখণ্ডের উপর পাক আরম্ভ করিলেন। খেচরান্ন প্রস্তুত হইলে পর সকলে স্রোতস্বিনীর নির্ম্মল জলে স্নান করিয়া খেচরান্ন ভোজনের জন্য প্রস্তুত হইলেন—কিন্তু গোস্বামী মহাশয় তখনও ছিলেন ধ্যানমগ্ন। কে করিবে তাঁহার ধ্যানভঙ্গ? কতক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সকলে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন! সেই নির্জ্জন স্থানে প্রকৃতির রম্য পরিবেশের মধ্যে ভক্তগণের কীর্ত্তন ধ্বনি জলকল্লোলের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া বনে বনে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বিহঙ্গ কণ্ঠে যেন সেই ধ্বনিই দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত হইল। ধীরে ধীরে গোস্বামী প্রভুর ধ্যান ভঙ্গ হইল। 'অরুণ আঁখি ভাবে বিভোর; গোস্বামীদেব আহারের জন্য ইঙ্গিত করিলেন এবং তিনি নিজেও কিছু গ্রহণ করিলেন। তার পর—যানবাহন প্রস্তুত ছিল। সন্ধ্যাসমাগমে গোস্বামীদেব সহ মহা আনন্দে শিষ্যবৃন্দ সকলে মন্দির প্রাঙ্গণ প্রদিক্ষণ ও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

গৌহাটিতে একদিন ধামরাইনিবাসী জজকোর্টের উকীল দীননাথ সেন মহাশয় সদলবলে গোস্বামী মহাশয়কে সাগ্রহে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইলেন। তখন ধামরাই নিবাসী গোস্বামী প্রভুর ভক্তিমান্ শিষ্য অনাথবন্ধু মৌলিক কুঞ্জবিহারী ঘোষ, কালীকিশোর নন্দী প্রভৃতি অনেকেই সেখানে ছিলেন।

সেখান হইতে তাঁহারা পুনরায় কাকিনিয়া আসিলেন। এবং তথা হইতে অনেকে ষ্টীমার যোগে গোয়ালন্দ হইয়া ঢাকা চলিয়া গেলেন। গোস্বামী প্রভুর পরিবারবর্গও তাঁহাদের সঙ্গে গেলেন।

এ সময়ে কাকিনার রাজা গোস্বামী মহাশয়ের নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে—তাঁহার সঙ্গে তীর্থ ও সাধু দর্শনে যাইবেন, তিনিও সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন। রাজাও সমুদয় আয়োজন করিতেছিলেন, কিন্তু পীড়িত হইয়া পড়ায় তাঁহার যাওয়া হইল না। গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে বলিলেন যে, "এ যাত্রায় যখন বাধা পড়িল, আর তাঁহার যাওয়ার প্রয়োজন নাই। অন্য সময়ে দেখা যাইবে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতঃপর কাকিনিয়া হইতে গোস্বামীপ্রভু রওয়ানা হইয়া ঢাকা একরামপুরের বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

একদিন একরামপুরের বাসায় গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যা বরিশাল নিবাসী হরকান্ত সেন মহাশয়ের স্ত্রী আসিয়া তাঁহার মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় উপস্থিত থাকিয়া বলিলেন :—'আপনি ত সকলি করিতে পারেন, আমার অবস্থা খুলে দিন না ?'

উত্তর দিলেন বিজয়কৃষ্ণ—সময় হলে হবে, অকালে কিছু হয় না। সময় হলে হবে। এক সেকেণ্ড আগেও নয়, পরেও নয়। যা বলে দিয়েছি, তাই নিষ্ঠার সঙ্গে করতে থাকুন।

এই উত্তরে মহিলা সন্তুষ্ট হইলেন না। তখন গোস্বামী মহাশয় একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, বলিলেন :—"দেখুন, পাখীরা ডিম পাড়ে ও তাহার উপর বসে। পক্ষী ও পক্ষিণী ক্রমাগত উহাতে তা দিতে থাকে। কিন্তু অসময়ে তাহারা ঐ ডিমে চঞ্চু আঘাত করে না। তা করতে গেলে তাহাদের বাচ্চা বাঁচে না। ঠিক সময় হলে ভগবানের কৃপার বলে তাহারা বুঝতে পারে ও ঠিক্ সময়ে চঞ্চুর আঘাত করে। তাতে তাহাদের বাচ্চা বের হয়ে বেঁচে থাকে। সাধন সম্বন্ধেও তাই, সময়ে অবস্থা লাভ হয়, অসময়ে হয় না।

মহিলা নির্ব্বাক্ হইলেন। গোস্বামী মহাশয়কে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তদশ অধ্যায়

গেণ্ডারিয়া আশ্রম—ভজন কুটির—পুত্রকন্যার বিবাহ, উৎসব—

ঢাকা প্রাচীন সহর। এক সময়ে হিন্দুরাজাদের প্রভাবান্বিত শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্রস্থান ছিল ঢাকা। দেবী ঢাকেশ্বরী—ঢাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে অধিষ্ঠিতা আছেন। মোগলআমলে ঢাকার নাম জাহাঙ্গীরনগর ছিল। মোগল শাসনের প্রভাবের পরিচয় এখনও ইসলামপুর, বড়কাট্‌রা, ছোটকাট্‌রা, রমণা, চক্‌বাজার, নবাবপুর, মোগলটুলি, এবং পথঘাটের নামে এবং লালবাগের কেল্লা ও বহু মসজিদ বিদ্যমান থাকিয়া সেকালের কথা প্রকাশ করিতেছে। ঢাকার ভাগ্যপরিবর্ত্তন বড় কম নয়—মোগলআমলে দীর্ঘকাল বাঙ্গালার রাজধানী ছিল ঢাকা, পরে রাজধানী গেল মুর্শিদাবাদে। রাজধানীর গৌরব গেল। আবার ইংরাজ আমলে ঢাকা হইল বিভক্ত পূর্ব্ববাঙ্গলা ও আসামের রাজধানী, বর্ত্তমানে বিভক্ত ভারতের পূর্ব্ব-পাকিস্তানের রাজধানী হইয়াছে ঢাকা।

আমাদের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের অনেক দিন ঢাকাতে অতিবাহিত হইয়াছে। সে কালের গেণ্ডারিয়া, রমণার মাঠ, লালবাগ, উয়ারির বনময় স্থান ছিল আমাদের বিচরণ ভূমি—সেই সব স্থানে দল বাঁধিয়া যাইতাম, কুল খাইতে, বেড়াইতে বা এড্‌ভেঞ্চার করিতে! তখনকার দিনের গেণ্ডারিয়া ছিল বিরল বসতি। কবরপূর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ ভয়সঙ্কুল স্থান। না ছিল ভাল পথ, না ছিল ঘাটবাট। এই ভীষণ অরণ্যে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষতলে, গোস্বামী মহাশয় যখন ঢাকা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ছিলেন, তখন এই নির্জন হিংস্রজন্তু পূর্ণ স্থানে করিতেন ধ্যানধারণা। গেণ্ডারিয়াতে আশ্রম নির্ম্মাণের অভিপ্রায় বোধহয় ঐ সময়েই তাঁহার মনে উদ্ভুত হইয়াছিল। সে সময়ে গেণ্ডারিয়া এমন জঙ্গলাকীর্ণ স্থান ছিল যে লোকে দিনে যাইতেও সেখানে ভয় পাইত। গোস্বামী মহাশয়ের ঢাকার নানাস্থান দেখিয়া পছন্দ হইল না—তিনি গেণ্ডারিয়া জঙ্গলের একটী নিভৃত গোরস্থানই আশ্রম নির্ম্মাণের জন্য নির্ব্বাচন করিলেন।

গেণ্ডারিয়া ঢাকার পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। ফরাসগঞ্জ, সূত্রাপুর, একরামপুর হইতে দোলাইখাল গেণ্ডারিয়াকে পৃথক করিয়াছে। গোস্বামী মহাশয়ের প্রিয়ভক্ত শিষ্য, স্বর্গত বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গেণ্ডারিয়া আশ্রমের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিষ্ঠা ও সেকালের আশ্রমের পরিচয় অতি সুন্দরভাবে দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—"অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বেও এই পল্লীটি ভীষণ অরণ্যে পরিণত ছিল। পশ্চিমে ও উত্তরে খরস্রোতা দোলাই নদী, দক্ষিণে পূতসলিলা বুড়ীগঙ্গার তটবর্ত্তী স্থান, পূর্ব্বে বিস্তৃত মাঠ ; ইহারই অভ্যন্তরস্থ এই অতি পবিত্র স্থানটি, ঠিক্ যেন একটি আত্মগোপন-প্রয়াসী কঠোর তাপসের ন্যায়, সাধারণের চক্ষুর অগোচরে থাকিয়া স্বীয় গাম্ভীর্য্য, ভীষণতা ও পবিত্রতার মহিমায় বিরাজিত ছিল। প্রচুর পরিমাণে ছন, কুশ, কাশ প্রভৃতি জন্মিয়া এই স্থানটিকে সাধারণ লোকের অগম্য করিয়া রাখিয়াছিল। ইহার তদানীন্তন অবস্থা কল্পনায় আনিলে মনে হয় সেই সংস্কৃত কবির উক্তি,—"কুশাঃ কাশাঃ' বিরাজন্তে বটবঃ সামগা ইব।" তখন এখানে গৃহীরা বাস করিতেন না, মাত্র বিরল-সাধক, মহাতাপস ফকীর-গণ, মাঝে মাঝে বড় বড় বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া, আস্তানা করিয়া, অতি নির্জ্জনে সাধন-ভজন করিতেন। তাঁহাদের সঙ্গী ছিল শার্দ্দূল, বরাহ, হরিণ প্রভৃতি শ্বাপদগণ। এই স্থানকে লোকে ফকীরের স্থানও বলিত ; কারণ এত বড় জনপদের নিকট এত সন্নিকটে, এমন সাধনোপযোগী নিভৃত স্থান পাইয়া, এখানে ফকীরগণই মাত্র বাস করিতেন। কিন্তু হায়! এখন সেই গেণ্ডারিয়া তদ্রূপ নাই। এই স্থানে বহু লোক হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিতেছে।"

'যখন শ্রীশ্রীগুরুদেব গোস্বামী প্রভু আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মগণের সমাজবন্ধনী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন, তখন সঙ্গীয় শিষ্যগণ সহ দিগ্‌বাজার ও এক্রামপুরে কিছুকাল বাস করিয়া এবং শেষোক্ত স্থানে মহাসমারোহে প্রসিদ্ধ ধূলট উৎসব সম্পন্ন করিয়া কিয়ৎকাল পরে, সাধন ভজনের উপযোগী এই গেণ্ডারিয়ার জঙ্গলময় পল্লীতেই আশ্রম নির্ম্মাণের অনুমতি প্রদান করেন। যেই স্থানে পূর্ব্বে তাপসগণ তপস্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আশ্রমের উপযুক্তস্থান ; স্থানমাহাত্ম্যের প্রভাব অনুভব করিয়াই নিঃসন্দেহে তিনি এস্থান মনোনীত করেন।'

'তখনও এই স্থানে হিংস্রজন্তুর উপদ্রব ছিল। গভীর রাত্রিতে প্রসিদ্ধ তাপস শা সাহেব ঠাকুরের সহিত দেখা করিতেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাঘ আসিত।'

সে-সময়ে প্রথম অবস্থায়, আশ্রম কিরূপ ছিল এবং কাহাদের যত্ন ও শ্রমে আশ্রমবাটী নির্ম্মিত হইয়াছিল—সে কথাও বরদাকান্ত বলিয়াছেন :—

'আশ্রমে প্রাচীর-বেষ্টন ছিল না। শ্বাপদসঙ্কুল, অরক্ষিত এই বনভূমিতেই দিদিমাতা ৺মুক্তকেশী দেবী, মাতাঠাকুরাণী যোগমায়াদেবী, পুত্র যোগজীবন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কন্যা শান্তিসুধা, প্রেমসখা, শিষ্য শ্যামাকান্ত পণ্ডিত, নবকুমার বিশ্বাস, লালাজী, এবং শ্রীধর ঘোষকে লইয়া গোঁসাই বাস করিতে আসিলেন। আর আসিলেন আশ্রমসংলগ্ন পূর্ব্বপার্শ্বস্থ ভূমিতে, কুঞ্জবিহারী ঘোষ এবং কিছুকাল পরে, পশ্চিমপার্শ্বস্থ ভূমিতে, রাধারমণ গুহ। আশ্রমে এই সময়ে, পূবের ভিটিতে একখানি খড়ের ঘর, পশ্চিমে একখানি ছোট কোঠা ঘর, ভাণ্ডার ও রান্নাঘর, একটি কূপ ও একটি পায়খানা মাত্র ছিল।'

এই আশ্রম নির্ম্মাণ কার্য্যে যাঁহারা অর্থ দিয়া ও প্রাণপাত পরিশ্রমে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন—তাঁহাদের কথাও বলিয়াছেন।—নবকুমার বিশ্বাসের পরিশ্রম ও প্রধানতঃ রাধারমণ গুহের যত্ন ও অর্থানুকূল্যেই এই আশ্রম প্রস্তুত হয়। কিছুকাল পরে দক্ষিণের ভিটিতে বড় একখানি খড়ের ঘর উঠান হয় এবং ঠাকুরের ইচ্ছা ও নির্দ্দেশমতে অগ্নিকোণে, আশ্রমের সর্ব্বাপেক্ষা নিভৃতস্থানে, কুঞ্জবিহারী ঘোষ নিজ ব্যয়ে ঠাকুরকে একটি ভজন কুটির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, সেই সময় হইতে এ পর্য্যন্ত তিনিই এই কুটিরের রক্ষণাবেক্ষণ ও জীর্ণ সংস্কারাদি সম্পন্ন করাইয়া আসিতেছেন। আশ্রমের আর সমস্ত গৃহাদি অল্পাধিক রূপান্তরিত হইয়া থাকিলেও, কুঞ্জবাবুর যত্নে ও আগ্রহে এই কুটিরটি পূর্ব্বাবস্থায়ই রক্ষিত হইয়া পূর্ব্বস্মৃতি জাগ্রত রাখিয়াছে। ইহাই ঠাকুরের "ভজন কুটির।"

'এই ভজন-কুটীরের ভিত্তি ও প্রাচীর মাটির, চালা খড়ের, ইহা ঠাকুরের পরম যত্ন ও আদরের সাধন স্থান।"

এই কুটিরের অভ্যন্তরস্থ পূবদিকের প্রকোষ্ঠে দক্ষিণদিকে, তিনি যে আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার একমাত্র আসন বলিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠিত আসন ভিন্নও ঐ কুটীরের পশ্চিম প্রকোষ্ঠে তাঁহার আর একটি বসিবার স্থান ছিল। কাহাকেও দীক্ষা প্রদান বা কাহারও সহিত নিভৃত আলাপ উপলক্ষে অথবা যখন যখন ইচ্ছা হইত, সেই স্থানের আসনে বসিতেন।

'এই কুটিরে অবস্থানকালেই, কোনও যোগীপুরুষ সর্পমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, কখনও আসনের নিম্নে, কখনও বা মস্তকের উপর অবস্থান করিতেন। একদা একটি বৃহদাকার বিষধর সর্প, কুটিরে প্রবেশ করিলে, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও ইঁহার তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া, অবিলম্বে পলায়ন করেন। ঠাকুর ইঁহার জন্য দুধ কলার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কোন কোন সময়ে ইন্দুরাদি ও তাঁহার ক্রোড়ে ও আশেপাশে উপস্থিত হইয়া কিচিমিচি করিত, আহার দিলে খাইয়া প্রস্থান করিত।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আসনটি পরে উইমাটি দ্বারা আবৃত হইয়া যায়। ক্রমে আসন স্থান এবং তৎসম্মুখস্থ ধুনীর স্থান আবৃত করিয়া, যখন উই মাটির স্তূপ বৃদ্ধি পাইয়া উপরের দিকে উঠিতে লাগিল, তখন ঠাকুরের নিকট কুঞ্জবাবু বলাতে তিনি, ঐ স্তূপের উপর হাত চাপা দিয়া একটু সময় দাঁড়াইয়া রহিলেন, পরে চলিয়া আসিলেন, তদবধি উহা সেই ভাবেই রহিয়াছে। এই কুটিরের বহিঃগাত্রে তিনি নিজ হস্তে চক্ দিয়া যে কয়টি কথা ও নিশান এবং কুটিরাভ্যন্তরে যে কয়টি উপদেশ লিখিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ওঁ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ

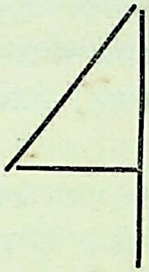

এইসা দিন নাহি রহেগা

১। আত্মপ্রশংসা করিও না।

২। পরনিন্দা করিও না।

৩। অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ।

৪। সর্ব্বজীবে দয়া কর।

৫। শাস্ত্র ও মহাজনদিগকে বিশ্বাস কর।

৬। শাস্ত্র ও মহাজনের আচারের সঙ্গে যাহা মিলিবে না তাহা বিষবৎ ত্যাগ কর।

৭। নাহঙ্কারাৎ পরোরিপুঃ।

প্রথমতঃ কোন কোন সময়ে স্ত্রীলোক, দীক্ষাকালে বা আবশ্যক বোধে এই কুটিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ ও উপবেশন করিতে পারিতেন, কিন্তু পরে স্ত্রীগণের ইহাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছিল।'

আশ্রমের দক্ষিণ পার্শ্বে পোস্তাও ঘাট বাঁধান সুন্দর একটি পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে উহা একটি ডোবা ছিল। ৺রায়সাহেব বিধুভূষণ মজুমদারের যত্নে ঐ ডোবা পুষ্করিণীর আকারে পরিণত হইয়াছে।

এই সকল ধর্ম্মপরায়ণ ভক্তগণের নাম—গোস্বামী মহাশয়ের জীবনীতে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোস্বামী প্রভু গেণ্ডারিয়ার নির্জ্জন প্রান্তে এই আশ্রম নির্ম্মিত হইলে পর ১২৯৫ সনের ভাদ্র মাসে শুভ জন্মাষ্টমী তিথিতে তথায় প্রবেশ করিয়া সপরিবারে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। ধন্য হইল—গেণ্ডারিয়ার সেই নিভৃত বনভূমি।

তাঁহার প্রত্যেকটি কার্য্য ঘড়ির কাঁটার মত সম্পন্ন হইত। গোস্বামী মহাশয় অতি প্রত্যূষে উঠিতেন, এবং প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া চা পান করিতেন এবং পাখীদিগকে তণ্ডুলাদি দিতেন। সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীরা উড়িয়া আসিয়া খাইত। কিছু সময়ের জন্য ভজন কুটিরে চা পান করিয়া পাঠ শুনিতেন, কুঞ্জবিহারী ঘোষ মহাশয় 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি পাঠ করিতেন। অনন্তর তিনি নিজে গুরু নানকের গ্রন্থসাহেব, মহাত্মা তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস'—হিন্দী রামায়ণ, মধুর স্বরে পাঠ করিতেন। মধ্যাহ্নে আহারান্তে কখনও পূবের ঘরে কখনও আম্রতরুতলে উপবেশন করিয়া শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিতেন।

সময় সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল, কেহ কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া যদি না আসিতেন, তবে অত্যন্ত অশান্তি বোধ করিতেন। গোঁসাইজী যখন বৃন্দাবনে বাস করিতেছিলেন,—একদিন বৃন্দাবনের কয়েকজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন, সকালে ৮ টার পূর্ব্বেই তাঁহাদের আসার কথা ছিল। কিন্তু তাঁহারা আসিতেছেন না দেখিয়া তিনি না আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, একজন শিষ্য বলিলেন যে মহাশয়······তাঁহাদিগকে একটু বিলম্বে আসিতে বলিয়াছেন, কারণ আপনি এই সময় চা খাইয়া থাকেন···মহাশয় ভাবিয়াছেন যে, বৈষ্ণবগণ সকালবেলায় আপনাকে চা খাইতে দেখিলে হয়ত অবৈষ্ণব মনে করিবেন, সুতরাং তাঁহাদের একটু বিলম্বে আসাই ভাল। "তিনি বলিলেন, সে কি ? কথানুরূপই কার্য্য করা উচিত। যখন কথা, তখনই তাঁহাদিগকে আনা উচিত, আমার চা খাওয়া দেখিলে তাঁহাদের অশ্রদ্ধা হইবে বলিয়া আমি কি করিব ? আমি গোপন করিয়া কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি না।"

—অপরাহ্নে, অসাম্প্রদায়িক বিজয়কৃষ্ণের নিকট সর্ব্বসম্প্রদায়ের লোকেরাই আসিতেন। সে সময়ে ঐ আম্রবৃক্ষমূলে পূর্ব্ব মুখে বসিয়াই আলাপ করিতেন। আশানন্দ বাউল নামে এক বাউল প্রায় প্রতিদিনই আশ্রমে আসিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও আসিতেন এবং দুই ভাইয়ে অপ্রীতিকর কলহের সৃষ্টি করিতেন। অনেক সময় গোস্বামী মহাশয়কে কেহ কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে আশানন্দ বাউল গোস্বামী মহাশয় উত্তর দিবার পূর্ব্বেই কথার উত্তর দিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাতে প্রশ্নকর্তা দুঃখিত হইতেন। তখন গোস্বামী মহাশয় নেত্র নিমীলিত করিয়া ধ্যানস্থ থাকিতেন। কোন কোন ভক্ত শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেন—আপনার কি এতে মনে উদ্বেগ ও অশান্তি জন্মে না। হাসিয়া উত্তর দিতেন গোঁসাইজী,—আমার কাণের কাছে ঢাক ঢোল বাজালেও অশান্তি হয় না।

আশ্রমে তখন চলিতেছিল আকাশবৃত্তি। কোন নির্দ্দিষ্ট আয় ছিল না। এই যে কথায় বলে—"কভী ঘি দুধ ছানা, কভী চানা ভি মানা।" কাজেই দুধত মিলিতই না, সময় সময় অন্নের ও হইত অভাব! বেশীর ভাগ দিনই কাটিত অভাব অনটনে। আশ্রমের কোন পাচক ছিল না। কখনও আশ্রম-বাসিনী মহিলারা রন্ধন করিতেন, কখনও শিষ্যেরা রান্না করিতেন। এমন দিন গিয়াছে, যখন মোরগফুল ভাজা, ঐ গাছের পাতার শাক দ্বারাই সকলে পরমানন্দে আহার সমাপন করিয়াছেন। বাজার করিতেন শিষ্যবৃন্দ।

কুঞ্জবিহারী ঘোষ মহাশয় ছিলেন "ঠাকুরের অতি প্রিয় সহচর ও দরদী শিষ্য—তাঁহার গুরুসেবা ছিল আদর্শস্থানীয়। নিরহঙ্কারী এই সাধু ভক্তের গুরুসেবার সম্বন্ধে ভক্ত বরদাকান্ত বলেন: "ঠাকুরের কোনক্লেশ না হয়, এই দিকে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। কখনও ভৃত্যের কার্য্য পাদ-প্রক্ষালন, গাত্র সম্মার্জ্জন, স্নাপন, রোগক্লিষ্ট দেহ সংবাহন কখন বা চা প্রদান, আহার্য্য দান গ্রন্থ পঠন ইত্যাদি সমস্ত কার্য্যই করিতেন। আশ্রমের এই অভাবের সময় তিনি মাত্র ২৫৲ টাকা বেতনে শিক্ষকতার কার্য্য করিতেন। নিজে না খাইয়াও মাঝে মাঝে নিজের বা শিশুসন্তানের ভাগের খাদ্য ২।১ খানা রুটি দ্বারা গুরুদেবের ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা পাইতেন। এমন দিনও গিয়াছে, বেলা ১॥ ২টা বাজিয়া গিয়াছে, আশ্রমে কিছুই নাই, তিনি স্কুল হইতে আসিয়া অস্থির মনে আশ্রমের ব্যবস্থা করিতে ছুটাছুটি করিতেছেন। একমাত্র গুরুদেবের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, মনের কোন্ অবস্থায় হৃষ্টমনে ও পূর্ণ উৎসাহে, আপনহারা হইয়া, লোকে, এই ভাবে, একাগ্রচিত্তে গুরুসেবা করিতে পারে? কেবল কুঞ্জবাবু নহেন, বিধু ঘোষ, কুলদাব্রহ্মচারী, অশ্বিনীবৈরাগী প্রভৃতি গুরুর জন্য অকাতরে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে পারেন, এমন আরও শিষ্য তাঁহার নিকট অবস্থান করিতেন।"

আশ্রমে সেই সময়ে নিম্নলিখিত কয়টি ভজন গান গীত হইত:

১। ললিত—ঠুংরি

হরিসে লাগি রহ রে ভাই।
তেরা বনত বনত বনি যাই॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তেরা বিগড়ি বাত বলি যাই ॥
ওঙ্কা তারে, বঙ্কা তারে, তারে সুজন কসাই।
শুয়া পড়ায়কে গণিকা তরে, তরে মীরাবাই ॥
দৌলত দুনিয়া মাল খাজানা, বেণিয়া বয়েল চড়াই।
এক বাতমে ঠাণ্ডা লাগে, খোঁজ খবর নাহি পাই।
ঐসে ভক্তি, কর ঘট ভিতর, ছোড় কপট চতুরাই ॥
সেবাবন্দন, আউর দীনতা, সহজে মিলয়ে রঘুরাই ॥

২। খাম্বাজ—একতালা

সদাই হরিবোল, মধুর হরিনামের নাই তুলনা।
যদি বিষয়েতে সুখ হ'ত রে, তবে লালাজী ফকির হ'ত না ॥
নামে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেলরে, তাঁরে যমদূতে ছুঁতে পেল না ॥
নামে জগাই মাধাই ত'রে গেলরে, (হরিনামের গুণে রে)
নামে রূপ সনাতন ফকির হলো রে,
ও ভাই, অপার নামের মহিমা ॥

৩। কীর্ত্তনের সুর—একতালা

নাচে আর হরি বলে গৌর নিতাই।
গৌর নিতাই নাচে অদ্বৈত গোঁসাই ॥ (হরি বোল ব'লে রে)
এমন দয়াল ঠাকুর আর দেখি নাই।
(গৌর নিতাইএর মত রে) (সীতানাথের মত রে)।

৪। কীর্ত্তনের সুর—একতালা

তোরা কে নিবি লুট লুটেনে, নিতাইচাঁদের প্রেমের বাজারে।
হাটের রাজা নিত্যানন্দ, পাত্র হলেন শ্রীচৈতন্য,
মুন্সিগিরি দিল অদ্বৈতেরে।
হরিদাস খাজাঞ্চি হয়ে লুট বিলাল সবারে ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, তারা ভেবে নিরন্তর,
ধ্যান করিয়ে না পেল যাহারে।
নারদ ঋষি মগ্ন হ'য়ে বীণাযন্ত্রে গান করে ॥

কীর্ত্তন শেষ হইলে গোস্বামী মহাশয় হরিলুট দিতেন। পরে রাত্রিতে সামান্য মাত্র আহার করিয়া আসনে ধ্যানী মৌনভাবে বসিয়া থাকিতেন। শেষ রাত্রিতে অল্প সময়ের জন্য নিদ্রা যাইতেন। প্রতি দিন প্রত্যেকটি কার্য্য তিনি ঘড়ি ধরিয়া সম্পন্ন করিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'তাঁহার একজন ভক্ত শিষ্য গেণ্ডারিয়া আশ্রমের সে সময়ের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন :—"গেণ্ডারিয়া অবস্থানকালে তিনি যে অপূর্ব্ব চাঁদের হাট বসাইয়াছিলেন, তাহা যিনি দর্শন করিয়াছেন তাঁহার জীবন ধন্য হইয়াছে, তিনি আর তাহা জীবনে ভুলিতে পারিবেন না।"

১২৯৫ সালের ২৬শে ফাল্গুন শুক্রবার গোস্বামী মহাশয়ের পুত্র যোগজীবন ও কন্যা শান্তিসুধার শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইল। ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী রুকুনী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু মৈত্রের সহিত শ্রীমতী শান্তিসুধার এবং জগদ্বন্ধু বাবুর ভগিনী শ্রীমতী বসন্তকুমারী দেবীর সহিত পুত্র যোগজীবনের বিবাহ সম্পন্ন হয়।

এ বিবাহ ব্রাহ্মপদ্ধতি মতে সম্পন্ন হয়। পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন সম্পাদক রজনীকান্ত ঘোষ মহাশয় পুত্রের বিবাহ এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কন্যার বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করেন; এবং এই উভয় বিবাহ ১৮৭২ সনের ৩ আইন মতে রেজেষ্টেরী হইল। রজনীবাবু পুরোহিতের কার্য্য করিবেন বলিয়া অনেকে অমত প্রকাশ করিলেন। এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা বিবাহ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে—গোস্বামী মহাশয় বলিলেন :—আমি ইঁহাকে ব্রাহ্মণ মনে করি। রজনীবাবুর সহিত তাঁহার বিশেগ সৌহার্দ্দ ছিল। এ সম্বন্ধে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেছি। গোস্বামী মহাশয়ের নিকট বহু লোক দীক্ষা গ্রহণ করিতেছিলেন, অথচ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত রজনীবাবু দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই দেখিয়া একদিন গোঁসাইজীর শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী, রজনী বাবুকে দীক্ষা গ্রহণ করিতে বলিলেন। এই সময় রজনী বাবু প্রায়ই গোঁসাই জীর নিকট গিয়া ধর্ম্ম ও কীর্ত্তনাদিতে যোগ দিতেন। রজনীবাবু নীরব প্রকৃতির লোক, তিনি কোন উত্তর না করিয়া নীরব রহিলেন। বৃদ্ধা ঠাকুরাণী তখন গোঁসাইজীর নিকট গিয়া রজনীকান্ত বাবুকে দীক্ষা দিয়া শিষ্য করিতে বলিলেন। তাহাতে তিনি বলিলেন, ইঁহার পক্ষে আর দীক্ষার প্রয়োজন নাই। রজনীবাবুর সহধর্ম্মিণীর মুখে শ্রুত এ বিষয়টি বঙ্কবাবু তৎ প্রণীত মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

রজনীবাবু আমাদের শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সুশিক্ষক, মিষ্টভাষী অমায়িক ব্যক্তি জীবনে বড় কম দেখিয়াছি। তাঁহার মধুর ভাষা এবং শিক্ষা দান প্রণালীর পদ্ধতি ছিল অতি সুন্দর। কোন ছাত্রের প্রতি কোন কঠোর শব্দ কখনও প্রয়োগ করিতেন না, কিন্তু সকলে তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভয় করিতেন। নীরবে তাঁহার পঠন শুনিতেন। আমরা অনেক দিন ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপাসনা শুনিয়া আনন্দ বোধ করিয়াছি—যদিও আমাদের বয়স ছিল অতি অল্প। কুঞ্জবিহারী ঘোষ মহাশয় ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের একজন শিক্ষক ছিলেন। এ—প্রসঙ্গে তাঁহাদের স্মৃতি আমার হৃদয়পটে উজ্জ্বল রূপে প্রতিভাত হইতেছে।

গোস্বামী মহাশয় বিবাহ দিবসেই যোগজীবনকে এক বৎসরের জন্য ব্রহ্মচর্য্য ব্রত প্রদান করেন। এই বিবাহ উপলক্ষ্যে গয়ার আকাশগঙ্গা নিবাসী মহাত্মা রঘুবর দাস, ধামরাই নিবাসী ভক্ত পরশুরাম, রমণার ফকির সাহেব ও আলিজান ফকির এবং ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই বিবাহোৎসবে যোগদান করিয়া এই বিবাহ উৎসব আনন্দপূর্ণ করিয়াছিলেন। উভয় বিবাহেই গোস্বামী মহাশয় নববিবাহিত দম্পতিকে উপদেশ দিয়াছিলেন।

বিবাহের পর দিন প্রাতঃকালে মহা সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। গোস্বামী প্রভু মহাভাবে উন্মত্ত হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন এবং হরিনামের উচ্চধ্বনিতে চারিদিক ধ্বনিত হইতে লাগিল। গোস্বামী প্রভুর অঙ্গে মহাভাবের মহাপুলক ও অন্যান্য সাত্ত্বিক ভাব দর্শন করিয়া সমাগত নরনারী আত্মহারা হইলেন। এই সময় শ্রীমতী যোগমায়াদেবী ভাবে বিভোর হইয়া এক পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার জননী মুক্তকেশীদেবী, কুঞ্জ ঘোষ মহাশয়ের শ্বশ্রূঠাকুরাণী তাঁহাকে গোস্বামী মহাশয়ের বামপার্শ্বে স্থাপন করিলেন। অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি হইল। অনেকের মনে জাগিয়াছিল উমামহেশ্বরের কথা। যেন কৈলাসপতি ভগবান্ শূলপাণির বামে নগেন্দ্রনন্দিনী জগজ্জননী দেবী পার্ব্বতী। এই সময় গোস্বামী প্রভু গভীর সমাধিমগ্ন হইলেন। সকলে এই অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া ভক্তিতে গদ গদ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভক্ত পরশুরাম গোস্বামী প্রভুর মধ্যে দেখিতে পাইলেন তাঁহার মাধবকে, পড়িলেন লোটাইয়া তাঁহার চরণে, ভাববিহ্বল চিত্তে বলিলেন—ও গোঁসাই! তুমি কেমন মানুষ গো? তুমি আমার মাধবকে সঙ্গে লইয়া বেড়াও! বুঝেছি সব বুঝেছি! গোস্বামী মহাশয়ের পদতলে পড়িয়া পুনঃ পুনঃ পবিত্র পদরেণু মস্তকে ও সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে লাগিলেন!

এমন সময় হইল এক অভিনব দৃশ্য। নগেন্দ্রবাবুর পত্নী মাতঙ্গিনীদেবী ভাবে মত্তা হইয়া গাগরী কক্ষে অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া তাঁহাদের উভয়কে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে সুস্বরে গাহিতে লাগিলেন :—

খাম্বাজ—একতালা

হরি বলব আর মদনমোহন হেরিব গো।
যাব ব্রজেন্দ্রপুর গোপী পায় হব নূপুর,
(আমি) রাঙ্গাপায়ে রুনু ঝুনু বাজিব গো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

তোমরা সব ব্রজবাসী, আমায় কর এই আশীষি,
(আমি) নিতুই নিতুই শ্যামের বাঁশী শুনিব গো ॥

সঙ্কীর্ত্তন শেষে সকলে মহা আনন্দে ভোজনে বসিলেন—আচার্য্য নগেন্দ্র বাবু বলিলেন :—"গোঁসাই আমাদের দই দিবেন না ?"
নগেন্দ্র বাবুর কথা শুনিয়া, গোস্বামী মহাশয় যোগমায়া দেবীর দিকে চাহিয়া বলিলেন :—'এদের দই দাও।' 'তাঁহার কথা শুনিয়া যোগমায়া দেবী সঙ্কুচিত ভাবে বলিলেন, 'এক হাঁড়ি দই আছে মাত্র তাতে ত সমস্ত লোকের কুলুবেনা।'

গোস্বামী মহাশয় বলিলেন—"দইয়ের হাঁড়ি এনে আমায় দেখাও। দইয়ের হাঁড়ি লইয়া আসিলেন যোগমায়া, তাঁহার নিকট হইতে হাঁড়ি লইয়া সকলকে পরিবেশন করিলেন গোস্বামী প্রভু ; এক হাঁড়ি দধিতে পঞ্চাশ ষাট জন লোককে পরম পরিতোষের সহিত ভোজন করাইলেন।

ভক্ত শ্রীধর ঘোষ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট সঙ্কীর্ত্তন শেষে প্রার্থনা করিলেন,—আপনি আমাকে এই আশ্বাস দিন যে আপনি আমাকে কখনও ত্যাগ করিবেন না, আমি সর্ব্বদা আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকব। কখনও আপনার সহবাস থেকে বঞ্চিত করবেন না।'

'না শ্রীধর, আমি তোমাকে কখনও ত্যাগ করব না। অনন্তকাল আমার সঙ্গে বাস করবে।'

সে সময়ে গেণ্ডারিয়া আশ্রমে লালবিহারী নামে গোস্বামী প্রভুর এক বালক শিষ্য বাস করিতেন। তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ১৪।১৫ বৎসর। সাধন গ্রহণের পরে এই বালকের অতি উন্নত অবস্থা লাভ হইয়াছিল। বয়সে কিশোর হইলেও শাস্ত্রের অনেক জটিল প্রশ্নের সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিতেন। গোস্বামী মহাশয়ের কীর্ত্তনের সঙ্গে যখন কিশোর লালবিহারী নৃত্য করিতেন, তখন এক অপূর্ব্ব শোভা হইত, সে কথা আমি বিজয়কৃষ্ণের বহু ভক্ত শিষ্যের কাছে শুনিয়াছি।

একদিন গেণ্ডারিয়াআশ্রমে কথা-প্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রশ্ন করিলেন :—'গোঁসাই আপনার কি কাম গিয়েছে ?' উত্তর দিলেন বিজয়কৃষ্ণ, 'এখন উহা সুদীর্ঘকাল অবিরত প্রগাঢ় চিন্তা করিলে উদ্রিক্ত হওয়ার সম্ভব আছে।'

ব্রাহ্মসমাজের অনেক সম্ভ্রান্ত ধর্ম্মপরায়ণ সাধু ব্যক্তি গোস্বামী মহাশয়ের নিকট ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। একবার সে কালের মুন্সেফ 'টম্‌কাকার কুটির', 'মহারাজা নন্দকুমার', 'অযোধ্যার বেগম' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রণেতা 'আলো ও ছায়া' রচয়িত্রী কবি কামিনী রায়ের পিতা চণ্ডীচরণ সেন মহাশয় বিজয়কৃষ্ণকে প্রশ্ন করিলেন, 'কি করলে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ হয় বলতে পারেন ?'

'ঋষি প্রণীত শাস্ত্র মেনে চললেই হয়।'

ব্রাহ্মেরাত তা গ্রহণ করেছে।

গোস্বামী প্রভু বলিলেন—ঋষি প্রণীত শাস্ত্র সাকল্যে মানতে হবে। এক চরণ, তুই চরণ, তিন চরণ ছেড়ে দিয়ে নিজের মনের মত গড়ে তুললেত চলবেনা ?

ঢাকা সহরে থাকিতে তাঁহার তুইজন ভক্ত সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। একজনের নাম পরশুরাম। অপরের নাম শাসাহেব তুইজনেরই বাড়ী ছিল ঢাকার কিছু দূরে ধামরাই গ্রাম। সে ছিল জাতিতে তন্তুবায়। ইঁহার অনেক গুলি ছেলে মেয়ে ছিল। দৈববশে তিনি অন্ধ হইলেন, অর্থ সম্পত্তি সব বিনষ্ট হইল। এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দয়া করিয়া আশ্রয় দিলেন। এইরূপ তুরবস্থায় ধামরাইয়ের মাধবের মন্দিরে দিবানিশি পড়িয়া থাকিতেন। ভক্তিভাবে সকাতর মিনতি জানাইতেন মাধবের কাছে। ভক্তবৎসল মাধব পরশুরামের প্রার্থনায় সহায় হইলেন। মাধব প্রসন্ন হইয়া ভক্তকে দর্শন দিলেন, মাধবের কৃপায় তাঁহার অন্ধত্ব ঘুচিয়া গেল।

গোস্বামী মহাশয় পরশুরামকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। বিবাহ উৎসবে সেও যোগ দিয়া উৎসবের আনন্দ বাড়াইয়াছিলেন।

শা সাহেব ছিলেন মুসলমান ফকির। সিদ্ধ পুরুষ। গোস্বামী মহাশয় ধামরাই গিয়া এই তুই মহাপুরুষ ও সাধককে দর্শন করিয়া তৃপ্ত হইয়াছিলেন। এই গ্রামের শিষ্যদের মধ্যে অনাথবন্ধু মৌলিক, হরিমোহন চৌধুরী ছিলেন বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। হরিমোহন চৌধুরী পরে সন্ন্যাসী হইয়া সচ্চিদানন্দ স্বামী নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। ব্রজমোহন দাস বাঁকিপুরের উকীল ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মনোমোহন দাস। পশ্চিমাঞ্চলে সরকারি ডাক্তার ছিলেন। "শ্রীশ্রীবিজয়কথামৃত" প্রণেতা গোস্বামী মহাশয়ের আত্মীয় ও শিষ্য নবকুমার বাগচি বিশ্বাস মহাশয়ও ছিলেন ধামরাই গ্রামের অধিবাসী।

ঢাকা অবস্থানকালেই বারদীর মহাপুরুষ লোকনাথ ব্রহ্মচারীর সহিত তাঁহার মিলন হইয়াছিল। এখানে তাঁহার কথা বলিলাম।

আমরা যখন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে পড়ি সে সময় ত্রৈলোক্যচন্দ্র নাগ নামক আমার এক সহাধ্যায়ীর মুখে বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারীর কথা শুনি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রৈলোক্যের বাড়ী ছিল বারদী। তাঁহার নিকট হইতে আমি বারদীয় ব্রহ্মচারীর জীবনী বই কিনি। আকারে ক্ষুদ্র। দাম ছিল দুই আনা মাত্র। ছাত্র-জীবনের পর ত্রৈলোক্যের সহিত আমার এ পর্য্যন্ত আর দেখা হয় নাই। জানিনা সে জীবিত কি মৃত। সে সময় বারদীর ব্রহ্মচারীর বিষয়ে অনেক কাহিনী শুনিয়াছি। অনেকের রোগমুক্তি, অর্থলাভ, এবং বহু দুশ্চরিত্র ব্যক্তি সাধু, সত্যনিষ্ঠ গৃহস্থ হইয়াছিলেন তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া এমন কথা জনসমাজে প্রচলিত ছিল।

গোস্বামী মহাশয়ের সহিত তাঁহার সম্মিলন হইয়াছিল বারদী গ্রামে—ব্রহ্মচারী আশ্রমে! সিদ্ধপীঠ চাঁচরতলা গ্রামে রাত্রি বাস করিয়া পরদিন প্রাতে তাঁহারা বারদীর ব্রহ্মচারী দর্শনে গিয়াছিলেন। মাণিকদহ হইতে প্রভুজীর পরিবারের সকলে ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হন—বুড়ী ঠাকুরাণী যোগমায়া বা কন্যা শান্তিসুধা, কুতুবুড়ি ও মাঝিদের পাঁচজন ছিলেন শয্যাগত। গোস্বামী মহাশয় ও তাঁহার পুত্র যোগজীবন, পণ্ডিত শ্যামাকান্ত, নবকুমার বিশ্বাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত কয়েকজন সুস্থ ছিলেন।

বারদী গ্রামনিবাসী অধ্যক্ষ ও সুপণ্ডিত কুঞ্জলাল নাগ মহাশয় গোঁসাইজীর শিষ্য ছিলেন। তিনিই লোকনাথ ব্রহ্মচারীর কথা তাঁহাকে বলেন। সে কথা শুনিয়াই গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে দেখিবার জন্য বারদী গ্রামে গিয়াছিলেন। আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং ব্রহ্মচারীকে দর্শন করেন। তথায় পৌছিয়া তাঁহাকে দর্শন করায় তিনি তাঁহার লেঙ্গট ও বহির্ব্বাস গোস্বামী মহাশয়কে প্রদান করিলেন, তিনি তাহা মাথায় চূড়ার মতন করিয়া বাঁধিয়া আসনে ধীর ও স্থির ভাবে বসিলেন। এই দুই মহাপুরুষের মিলনের দৃশ্য যাঁহারা দেখিয়াছেন, সকলেই অন্তর মধ্যে ভগবদ্ভক্তির প্রেরণা অনুভব করিয়াছিলেন।

ঢাকা থাকিতে গোস্বামী মহাশয়ের পরিবারবর্গকে লোকনাথ অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। বিজয়কে তিনি 'জীবনকৃষ্ণ' নামে সম্বোধন করিতেন, গোঁসাইজীর সহিত পরিচিত হইবার পর হইতে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের অলৌকিক যোগশক্তির প্রভাব চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

লোকনাথ ব্রহ্মচারীর জীবনকথা রহস্যময়। কেহ ভাল করিয়া কিছুই বলিতে পারেন নাই। অনেক বিভিন্ন রূপ মত ও কাহিনীই তাঁহার সম্বন্ধে প্রচলিত আছে।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী বারদী গ্রামে প্রায় চব্বিশ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন, বাঙ্গলা ১২৯৭ সালে দেহ রক্ষা করিয়া নিত্যধামে চলিয়া গিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি প্রথমে নিম্নভূমিতে অবতরণ করিয়া চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে আসেন এবং সেখান হইতে চলিতে চলিতে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত দাউদকান্দী গ্রামে আসেন। এবং এক বৃক্ষতলে উলঙ্গ অবস্থায় ছিলেন। সে সময় বারদী গ্রামের ডেঙ্গু কর্ম্মকার নামে এক জন লোক বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে সেখানে বাস করিতেন এবং একবার একটা ফৌজদারী মোকদ্দমায় বিপন্ন হইয়া পড়েন সহসা তাঁহার চক্ষে পড়িল বৃক্ষতলে যোগাসনে উপবিষ্ট উলঙ্গ লোকনাথকে, ডেঙ্গু তাঁহার পায়ে লোটাইয়া পড়িয়া চাহিল বিপদ হইতে রক্ষার জন্য আশীর্ব্বাদ ও করুণা।

লোকনাথ তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন। মোকদ্দমায় ডেঙ্গু জয়ী হইল। 'ডেঙ্গু তাঁহাকে অলৌকিকশক্তিশালী মনে করিয়া ব্রহ্মচারীকে নিজ বাসপল্লী বারদীতে নিয়া আসিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলে, তিনি সম্মত হন এবং বারদী গ্রামে আগমন করেন। প্রথমে তিনি ডেঙ্গুর বাড়ীতেই ছিলেন। তিনি উলঙ্গ অবস্থায় পথে বাহির হইলে বালকগণ তাঁহাকে উন্মাদ মনে করিয়া ধূলা গায়ে দিত এবং ঢিল ছুঁড়িত। একদিন পরিচয় দিলেন তাঁহার অলৌকিক যোগ শক্তির—তুইটি ব্রাহ্মণ একস্থানে বসিয়া যজ্ঞোপবীত গ্রন্থি দিতেছিলেন, সহসা তাঁহাদের যজ্ঞোপবীত জড়াইয়া যাওয়ায় তাঁহারা তাহা খুলিতে না পারিয়া অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়েন। এমন সময় উলঙ্গ ব্রহ্মচারী বাবা সেস্থানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "তোমরা কি প্রকার ব্রাহ্মণ যে যজ্ঞোপবীতের পেঁচ খুলিতে পার না? আচ্ছা আমি খুলিতেছি। এই বলিয়া গায়ত্রী পাঠ করিলেন এবং বলিলেন তোমরা সূত্রের তুই প্রান্ত ধরিয়া তুইজনে টান, দেখি সূত্র সরল হয় কিনা।' সেরূপ কার্য্য করাতে সহজেই যজ্ঞোপবীতের পেঁচ খুলিয়া গেল। ব্রাহ্মণদ্বয় চমৎকৃত হইলেন এবং উলঙ্গ পুরুষকে অলৌকিক শক্তিশালী মহাপুরুষ মনে করিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। তখন হইতে বহুলোক নানাদেশ হইতে তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিতে লাগিল।'

কিছুদিন পরে ডেঙ্গুর মৃত্যু হইলে তাহার বাড়ীর লোকেরা ব্রহ্মচারী বাবাকে স্থানান্তরে যাইতে বলেন। জমিদার নাগবাবুগণ লোকনাথের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন শুনিয়া, তাঁহাকে সেগ্রামে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবার জন্য অনুরোধ করেন।

লোকনাথ বলিলেন—'যদি আমাকে এখানে এমন একটু স্থান দিতে পার যে স্থানের জন্য তোমরা কোনও কর পাওনা, তবে আমি সেখানে আশ্রম করিয়া থাকিতে পারি'। বারদীর বাজারের পূর্ব্বদিকে পাঁচ হিস্যার ঐরূপ একটু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থান ছিল। মালিকগণ ঐ স্থানটুকু ছাড়িয়া দিলেন। লোকনাথ বাবাও সেখানে আশ্রম প্রস্তুত করাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিশেষ এক ভক্ত ছিলেন ৺কালীকান্ত বাবু, কাশীকান্ত ও বরদাকান্ত প্রভৃতি নাগবাবুগণ।

'সদ্‌গুরু কথামৃত' প্রণেত্রী স্বর্গতা শরৎকামিনী বসু মহোদয়া তাঁহার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বিবরণ হইতে লিখিয়াছেন ঃ—

'আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন ব্রহ্মচারী মহাশয়ের বয়স দেড়শত বৎসরের অধিক। মহাপুরুষদের ভিতর বোধ করি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক আকর্ষণ আছে যাহার ফলে একই সময় ব্রহ্মচারী মহাশয় এবং ঠাকুর পরস্পরের সর্ব্বজনের জন্য আকাঙ্খিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। একদিন ব্রহ্মচারী মহাশয় কোনও এক ভক্তকে বলিলেন "ওরে, জীবনকৃষ্ণ (তিনি ঠাকুরকে এই নামে সম্বোধন করিতেন) ঢাকায় আছে। দেখতে বড় ইচ্ছা হয়। বুড়ো হয়েছি নৌকায় যাবার সামর্থও নেই।" এদিকে ঠাকুরও হঠাৎ সকলকে লইয়া নৌকাযোগে বারদী রওয়ানা হইলেন। অন্তর্য্যামী লোকনাথ এক ভক্তকে বলিলেন, "জীবনকৃষ্ণ আসছেরে।" ভক্তটি অবাক্ হইয়া বলিলেন, 'কৈ তিনিত কোন সংবাদ পাঠান নাই।' অল্প সময়ের মধ্যেই ঠাকুরের নৌকা ভিড়িবামাত্র ঠাকুর আশ্রমের দিকে ছুটিলেন, এবং ব্রহ্মচারী বাবাকে দেখিয়া ভাবাবেশে বলিতে লাগিলেন, "একি দেখচি! প্রতি লোমকূপ থেকে অগ্নি নির্গত হচ্চে। লোমকূপে কোষে কোষে দেবতা বর্ত্তমান। একি দেখচি, অপূর্ব্ব! অপূর্ব্ব!"

লোকনাথ বাবার প্রকাণ্ড নেত্রযুগল হইতে অপূর্ব্ব তেজোরাশি বহির্গত হইয়া ঠাকুরের দেহে প্রবেশ করিল, এবং লোকনাথ বাবা দুইবাহু প্রসার করিয়া ঠাকুরকে বক্ষে টানিয়া বলিলেন, "চুপ্ কর, চুপ্ কর। এতদিন এখানে গোপনে ছিলাম, তুই প্রকাশ কল্লি।"

ঠাকুর বলিলেন, "এতদিন আমার প্রতি দয়া হয় নাই কেন?" ব্রহ্মচারী বলিলেন "তুইওত পাষাণ।"

পরে পরস্পরের মধ্যে আলাপ হইতে লাগিল। আমরা বেলায় বসিয়া দুইটি অগাধ সিন্ধুর অপূর্ব্ব সম্মিলন নয়ন ভরিয়া দেখিতে লাগিলাম। ব্রহ্মচারীবাবাকে অগ্রে প্রণাম করিলাম। তিনি বলিলেন, "গুরু সাক্ষাতে এ নিয়ম নয়! আগে গুরুকে প্রণাম করে পরে অপরকে। ইহার একটু পরে গোয়ালিনী মা আসিয়া ব্রহ্মচারীবাবাকে ঠাকুরের কথা জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মচারীবাবা বলিলেন, "এটি ঘরের ছেলে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরদিন মাঠাকুরাণী (গোস্বামী মহাশয়ের স্ত্রী) ধীরে ধীরে আশ্রমে আসিতেছিলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিলেন, "বলি গজেন্দ্রগামিনি! একটু হেঁটেই এসো না।' মা ঠাকুরাণী লজ্জিতা হইয়া কাছে আসিলেন, এবং তাঁহার পায়ের উপর একখানি গরদের কাপড় রাখিয়া প্রণাম করিলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিলেন, "একি পরতে হবে নাকি।"

তিনি গরদখানি ছিঁড়িয়া চারি টুক্‌রা করিলেন। এক টুক্‌রা কৌপীন করিলেন, একখণ্ড মাথায় বাঁধিলেন, তুইখণ্ড দান করিলেন। দিদিমা আসিয়া প্রণাম করিলে, ব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়ের নাম কি রেখেছ?"

দিদিমা বলিলেন, "যোগমায়া"।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "ঠিক্ হয়েচে। যোগমায়ার অর্থ কি জান?"

দিদিমা বলিলেন, "না এত তলিয়ে দেখিনি।"

ব্রহ্মচারী বাবা বুঝাইয়া দিলেন, যে অপ্রাকৃত মায়া আশ্রয় করে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন লীলা করেছিলেন তিনিই হচ্চেন যোগমায়া। ঠিক্ নাম রাখা হয়েছে।

তিনি মাঠাকুরাণীকে বলিলেন, "আমাকে রেঁধে খাওয়াবি?" মাতা-ঠাকুরাণীর রন্ধন শেষ হইলে, ব্রহ্মচারী বাবা বলিলেন, "আমাকে নিজ হাতে খাইয়ে দিতে হবে।" মাঠাকুরাণী ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, কিন্তু ঠাকুরের আদেশে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের ভোজনপাত্রের নিকট যাইয়া বসিলেন, ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিলেন, "বাঁ হাতে ঘাড় ধরে ডান হাতে খাইয়ে দাও,—মা যেমন করে ছোট্টছেলেকে খাওয়ায়। বল, বাছা খাও, নৈলে মারবো, তবে খাব।"

স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা মাঠাকুরাণী মহা ফাঁপরে পড়িলেন, কিন্তু নিরুপায়। অবশেষে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নির্দ্দেশমত কার্য্যে তাঁহাকে করিতেই হইল। বাবাও বালকের মত খাইতে খাইতে বলিলেন, "মা, অমিও খাই, তুইও খা।" মাঠাকুরাণী তু' এক গ্রাস নিজের মুখে দিলে ব্রহ্মচারী মহাশয় তৃপ্ত হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, এখন আমি নিজ হাতে খাই।" কয়েক গ্রাস খেলে হাত চেপে ধরে বলবে, 'বাছা আর খেও না, অসুখ কর্‌বে।' মা ঠাকুরাণী যন্ত্র-চালিতের মত তাহাই করিলেন। ব্রহ্মচারী তু'চারি গ্রাস আহার করিতেই তিনি মাতৃভাবে প্রণোদিত হইয়া ব্রহ্মচারীর হাত ধরিয়া কহিলেন, "আর খেও না, অসুখ করবে" এবং ব্রহ্মচারী বাবা তৎক্ষণাৎ "অহো, অহো, ধ্বনি করিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাধি অন্তে তিনি আমাকে বলিলেন, "তুই খাওয়াবি না, আমি লজ্জায় ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন, "দেখাদেখি কিছু করিস না। যখন প্রাণে চায় তখন খাইয়ে দিস্।"

একটু পরে বলিলেন, "বল্‌ত যোগমায়াকে এত ভালবাসি কেন?"

বলিলাম, "সবাই ভালবাসে।"

তিনি সুখী হইয়া বলিলেন, "ঠিক্ বলেছিস্।".

আখ্‌ড়ার মহাপ্রভু দর্শনে যাইয়া ঠাকুর গৌর-নিতাই মূর্ত্তি দেখিয়া ভাবে ডগমগ হইলেন। বহুক্ষণ করযোড়ে দাঁড়াইয়া অশ্রুমোচন করিলেন। পরদিন নাগবাবুদের কেহ কেহ ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিলেন। ব্রহ্মচারী বলিলেন' "শ্রীনন্দের নন্দন আমার একার নয়। তোকে দেখবার জন্য সবাই লালায়িত, তুই যা।"

ঠাকুরের দর্শন লাভ করিয়া সকলে কৃতার্থ হইলেন। আখড়ার মোহন্ত ঠাকুরকে দেখিতে আসিলে ব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "ওহে মোহন্ত, আমাদের মহাপ্রভুকে দেখেছ?'

মোহন্ত প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তোমাদের মহাপ্রভু কথা কন না।

আমাদের মহাপ্রভু কথা কন।"

মোহন্ত বলিলেন, "আমাদের মহাপ্রভু ভক্তের সঙ্গে কথা কন।"

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "কিন্তু আমাদের মহাপ্রভু সকলের সঙ্গেই কথা ক'ন।"

অপর দিকে ঠাকুরও দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন যে তিনি কত পাহাড় পর্ব্বত ভ্রমণ করিয়াছেন কিন্তু এমন শক্তিধর সিদ্ধ মহাপুরুষের সাক্ষাৎ আর পান নাই, এই শ্রেণীর মহাপুরুষগণ নিম্নভূমিতে বড় আসেন না।

এক সময় ঠাকুর চন্দ্রনাথ পর্ব্বতের সানুদেশে সাধনমগ্ন ছিলেন, এমন সময় চতুর্দ্দিকে ভয়ঙ্কর দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, এবং সহসা এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া ঠাকুরকে অগ্নির গ্রাস হইতে নিরাপদস্থানে রাখিয়া অন্তর্হিত হন।

শুনিয়াছি ব্রহ্মচারী বাবাকে প্রথমবার দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে, শ্রীশ্রীলোকনাথ বাবাই সেই মহাপুরুষ।"*

---

* শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু-কথামৃত—শ্রীমতী শরৎকামিনী বসু

৪৩-৫১ পৃষ্ঠা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোঁসাইজী তাঁহার শিষ্যা শরৎকামিনীকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। এবং নিজে উদ্যোগী হইয়া ঢাকা নিবাসী কামিনীমোহন বসু ও শরৎকামিনীর কন্যা শৈবলিনীর সহিত দ্বারভাঙ্গা নিবাসী রাধাকৃষ্ণ দত্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় রাধাগোবিন্দ দত্তের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্তের সহিত বিবাহ দেন। এই বিবাহের বরকর্ত্তা ও কন্যা কর্ত্তা দুই-ই ছিলেন গোস্বামী মহাশয়। বিবাহ হইয়াছিল হুগলী জেলার অন্তর্গত থৈপাড়া গ্রামে।

এই বিবাহের পর একদিন মধ্যাহ্নে আহারান্তে এক প্রবল ভাবস্রোতে গোস্বামী মহাশয়ের সমাধি হইল, সেই অবস্থায় তিনি বলিতে লাগিলেন, একটি ভাবনা গেল নিশ্চিন্ত হইলাম।

আচার্য্য নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন ব্যাপার কি!

গোস্বামী প্রভু বলিলেন—"আজ সমস্ত মহাপুরুষ একত্র হইয়া ভারতবর্ষের দুঃখ দুর্গতি দূর করিবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন। ভগবান্ অতিশয় উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত হইলেন। তাঁহার প্রকাশে নক্ষত্র সকল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সমুদ্র উদ্বেলিত হইল, পর্ব্বত সকল কাঁপিতে লাগিল। তাঁহাকে দর্শন করিয়া কেহ নাম সঙ্কীর্ত্তন, কেহ নৃত্য, কেহ স্তব করিতে লাগিলেন। কেহ ভাবে বিভোর হইয়া অজ্ঞান হইলেন। ইহার পর "শীঘ্রই দেশের দুর্গতি দূর হইবে" ভগবানের এই বাণী শুনিতে পাওয়া গেল। গোস্বামী মহাশয়ের কথা শুনিয়া সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত ও আশ্বস্ত হইলেন।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

অষ্টাদশ অধ্যায়

দ্বারভাঙ্গা, পীড়া, পদ্মা-বক্ষে, শান্তিপুর, মহর্ষির সাক্ষাৎ

গোস্বামী প্রভুর ভ্রমণ ছিল অতি প্রিয়। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে গেণ্ডারিয়া আশ্রম প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে তিনি একবার নবকুমার বাগচী, শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীধর ঘোষকে সঙ্গে লইয়া বিহার অঞ্চল ভ্রমণ করিয়া দ্বারভাঙ্গায় উপনীত হন, এবং সেখানকার প্রসিদ্ধ ব্যক্তি শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থান করেন, সেখানে অত্যন্ত গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। একদিন ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য শেষ করিয়া গোঁসাইজী পীড়িত হইয়া পড়িলেন। এবং অল্প দিনের মধ্যেই দেখিতে দেখিতে একেবারে শয্যাশায়ী হইলেন। শরীর দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। সে সময়ে শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, নবকুমার বাগচী এবং শ্রীধর ঘোষ যে সেবা করিয়াছিলেন তাহা বলিয়া বুঝানো যায় না। তাঁহারা স্বহস্তে মলমূত্রাদি পরিষ্কার করিতেন। শ্যামাকান্তবাবুর সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া গোস্বামী মহাশয় আরোগ্যলাভের পর বলিয়াছেন— 'পণ্ডিতমহাশয় আমার পিতা যেমন স্নেহের সহিত পুত্র সন্তানের সেবা করেন, পণ্ডিত মহাশয় ঠিক সেইভাবে আমার সেবা করিয়াছেন।

তাঁহার পীড়ার সংবাদ প্রচারিত হইলে চিন্তিত হইয়া যে সকল ভক্ত ও সদাশয় মহাপুরুষগণ অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম এখানে উল্লেখ করিতেছি ঃ—

শ্রদ্ধাস্পদ শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়, ৫০৲ পাঠাইয়া দিয়া শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতিকে লিখিয়াছিলেন ঃ—"টাকার জন্য আপনারা কোন চিন্তা করিবেন না। গোস্বামী মহাশয় কেমন থাকেন জানাইবেন। শীঘ্রই আরোও কিছু টাকা পাঠাইতেছি। যাহাতে চিকিৎসার ত্রুটি না হয় তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।" বরিশাল হইতে রাখাল বাবু ৪০৲, কাকিনিয়া হইতে মহিমা-রঞ্জনবাবু ৫০৲ বাঁকিপুরের উকীল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় ডাক্তার ভিজিট শুদ্ধ প্রায় ২০০৲ টাকা, কলিকাতা হইতে ষ্টার থিয়েটারের নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১০৲ টাকা পাঠাইয়াছিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় পাঁচ-ছয় শত, কি ততোধিক টাকা আসিয়াছিল। ঢাকা হইতে যোগমায়াদেবী তাঁহার মাতা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুড়া ঠাকুরাণী গোস্বামী মহাশয়ের শ্বাশুড়ী, কন্যা শান্তিসুধা, কনিষ্ঠা কন্যা প্রেমসখা (কুতুবুড়ী) আসিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় চিকিৎসা ও সেবাগুণে আরোগ্য লাভ করিয়া সপরিবারে ও সদলবলে বৈদ্যনাথধাম আসিলেন। সেখানে তাঁহার ভায়রাভাই নবকুমারী দেবীর স্বামী মুক্তকেশী দেবীর দ্বিতীয় জামাতা শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বাগচী মহাশয়ের বাসায় উঠিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় বৈদ্যনাথধাম দর্শন করেন এবং রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সঙ্গে নানা আলোচনা করিয়াছিলেন।

বৈদ্যনাথ হইতে কলিকাতা আসিয়া গুরুচরণ মহলানবীশ মহাশয়ের বাসায় উঠিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার মাতার উন্মাদঅবস্থার সংবাদ পাইয়া মাতুলালয় গমন করিলেন। পরে ঢাকা আসিলেন। ঢাকা আসিলে পর চিকিৎসকদের পরামর্শে, তিনি বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের জন্য কিছু দিন পদ্মানদীর বুকে নৌকাতে বাস করেন। এই সময়ে তিনি একদিন বিক্রমপুর অঞ্চলের প্রসিদ্ধ চাঁচরতলা বা চাচুরতলা কালীবাড়ী দর্শন করিবার জন্য সেখানে যান। সেখানে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল।

চাঁচুরতলা লেখকের বাসগ্রাম মূলচর হইতে কয়েক মাইল দূরে মাত্র। আমরা শৈশবে মেলা, এবং অন্যান্য ধর্ম্মানুষ্ঠান, পালপার্ব্বণ 'গলইয়ার মেলা উপলক্ষে বহুবার সেখানে গিয়াছি। অদূরে পদ্মানদীর বিচিত্র শোভা। তীরে তীরে ধানক্ষেতের শ্যামলরূপ। বট-অশ্বত্থ,-পাকুড় প্রভৃতি বড় বড় গাছ। একটি খালের পারে ছিল কালীমন্দির বিরাজিত। তখন বহুদূরে ছিল পদ্মানদী। অনেক সময় সাধু-সন্ন্যাসীরা আসিয়া সেখানে ধূনি জ্বালিয়া বসিতেন। ক্ষুদ্র ইষ্টক মন্দিরে বিরাজিতা ছিলেন কালীমাতা। পূর্ব্বে এখানে নরবলি হইত। হিন্দু-মুসলমান সকলেরই প্রিয়স্থান ছিল এই কালীবাড়ী। অনেকে পূজা করিতেন। এখানে কোন বিগ্রহ ছিল না। ঘট স্থাপিত ছিল। ঘটের উপরে কালীমাতার মুখ মাত্র ছিল। ঘটের উপরে ছিল নারিকেল।—আমার মাতুল রেবতীবাবুর সঙ্গেও কয়েকবার কালীবাড়ী গিয়াছি। গোস্বামী মহাশয় কালীবাড়ী আসিয়াছিলেন সে কথা তিনি আমাদের কাছে বহুবার বলিয়াছেন। এবং বলিয়াছিলেন নিম্নলিখিত ঘটনাটি!

গোঁসাইজী নিজে বলিয়াছেন, "ঢাকায় অবস্থানকালে একবার চাচুর-তলা কালীবাড়ী গিয়াছিলাম। সেখানে যাইয়া আমরা অনেকেই প্রথমে জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। কিন্তু পুরোহিত বলিলেন—'এখানে কোন বিগ্রহ নাই, ঘট স্থাপন মাত্র আছে। পরে তাহাই দেখিলাম।'—সন্ধ্যার সময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

পুরোহিত বাড়ী চলিয়া গেলেন। তাঁহারা কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে ঢেপের খৈয়ের মত একরূপ ছোট ছোট ফুল অজস্র পড়িতে আরম্ভ করিল। সমস্ত স্থান ফুলে সাদা হইয়া গেল। তাহার অদ্ভুত সৌরভ। স্থানীয় লোকেরা বলিল, যে গাছটি হইতে ফুল পড়িল তাহা কেহ চিনে না এবং ঐ গাছে কেহ কখনও ফুল ফুটিতে দেখে নাই। এসময়ে সুমিষ্ট সুরে একরূপ পাখীর গানও শ্রুত হইয়াছিল। কীর্ত্তনকারীরা বলিল, আজ আমরা সকলে গান করিতেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ সকলের মনে হইল, মায়ের বাড়ী গিয়া গান করি। এই কথা একসময় সকলের মনে হওয়াতে কাহারও আপত্তি হইল না। তাই এখানে আজ কীর্ত্তন করিতে আসিয়াছি।

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জের উকীল শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র দে মহাশয় এ বিষয়টি গোস্বামী মহাশয়ের মুখে শুনিয়া তাঁহার খাতাতে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

মাতুল রেবতীমোহনের সহিত একবার চাঁচুরতলা কালীবাড়ী গেলে তিনি আমাদিগকে পূর্ব্বোক্ত কাহিনী বলিয়াছিলেন।

পদ্মা দেবীকে স্তবস্তুতি করায় গোস্বামী মহাশয়ের হস্ত হইতে—দিব্য লাবণ্য যুক্ত, দিব্য ভূষণে বিভূষিত একখানি হস্ত পদ্মা গর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া গোস্বামী প্রভুর হস্ত হইতে নৈবেদ্য গ্রহণ করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। কন্যা প্রেম সখী তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। এ কাহিনীও প্রচলিত আছে।

পদ্মা ভ্রমণের ফলে তিনি হৃত স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। পুত্র কন্যার বিবাহোৎসব শেষ হইলে গোস্বামী মহাশয় শান্তিপুর হইয়া কলিকাতা আসেন। শান্তিপুরের নির্ম্মল গঙ্গার নীরে প্রতিদিন স্নান করিতেন। স্নানান্তে বাড়ী আসিয়া চা পান করিতেন। এবং শাস্ত্র পাঠ করিতেন। অপরাহ্ণে গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতেন। এই ভ্রমণ ছিল তাঁর অতি প্রিয়।

একদিন শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিত নিশীথে গোঁসাইজী ছাদে শুইয়া আছেন। সে সময় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জগদ্বন্ধু গোস্বামী মহাশয় ছাদে গিয়া দেখিলেন—একটা প্রকাণ্ড গোখরো সাপ গোস্বামী মহাশয়ের মাথার উপর ফণা বিস্তার করিয়া আছে।—ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া যোগমায়া দেবীকে বলিলেন—'খুড়িমা দেখ এসে কি বিপদ! খুড়ামশায়ের মাথার উপর একটা ভয়ঙ্কর সাপ ফণা ধরে রয়েছে। এসগো এস কি করবো ?'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগমায়া দেবী হাসিয়া বলিলেন—'পাগল ছেলে, ওরে তোর খুড়োকে যে সাপেরা ভালবাসে; ওঁর মাথায় গায়ে অনেক সাপ উঠে থাকে, খেলা করে, ওঁর কথা শোনে। কামড়ায় না। যোগীন্, তুমিত আর আগে দেখনি তাই ভয় পেয়েছ।'

বিজয়কৃষ্ণ ছাদ হইতে উভয়ের কথা শুনিতে পাইয়া সাপকে বলিলেন—'যোগিন্ ভয় পেয়েছে। এখন চলে যাও, তাঁহার কথা শুনিয়া সাপ চলিয়া গেল।

তিনি কয়েক মাস শান্তিপুরে জননী স্বর্ণময়ী দেবীর নিকট তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়া সপরিবারে কলিকাতা আসিলেন, এখানে তিনি ভক্তমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া পরমানন্দে ছিলেন। ভক্ত-সাধক শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী সর্ব্বদা গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সেবা দ্বারা সন্তোষ বিধান করিতেন। পূর্ব্বে গোঁসাইজী সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও কোন দিন বহির্ব্বাস গ্রহণ করেন নাই। এইবার তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া হইলেন অন্তরেও বাহিরে বেশভূষায় প্রকৃত সন্ন্যাসী। এসময়ে ৫০নং সুকিয়া ষ্ট্রীটে অবস্থান করিতেন।

মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ

একদিন গোস্বামী মহাশয় অনেক শিষ্য লইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। মহর্ষি তখন নির্জ্জনে ভজন সাধন করিবার জন্য যোড়াসাঁকোর বাড়ী ত্যাগ করিয়া পার্কষ্ট্রীটে বাস করিতেন। এবিষয়ে প্রত্যক্ষদশী শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁহার শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ নামক গ্রন্থে মহর্ষির সহিত সাক্ষাতের বিষয় লিখিয়াছেন ঃ

গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক মহর্ষির চরণদ্বয় স্পর্শ করিয়া নমস্কার করিবার সময়, কি জানি কি ভাবে অভিভূত হইয়া গোস্বামী প্রভু কাঁদিয়া ফেলিলেন। এতদ্দর্শনে মহর্ষির মুখমণ্ডল রক্তিম হইতে লাগিল। তিনি গদ গদ স্বরে—

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়া প্রতি নমস্কার করিলেন। উচ্চারণ করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন অশ্রুজলে তাঁহার গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কিয়ৎকাল অতীত হইলে উভয়েই ভাব সংবরণ করিয়া কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহর্ষি কথা প্রসঙ্গে বলিলেন—মানুষ যখন একটা উৎকৃষ্ট খাবার পায়, তখন কেবল নিজে খায় না অন্যকেও দিয়া খাইতে তাহার ইচ্ছা হয়। তুমিও সেইরূপ যাহা নিজে ভোগ করিতেছ তাহা তোমার শিষ্যদিগকে দিচ্ছ। তুমি ধন্য, তুমিই শিষ্যদিগের যথার্থ সন্তাপহারক। অতঃপর মহর্ষি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বোলপুর শান্তিনিকেতনের উৎসবে যোগদান করিবার জন্য সশিষ্য গোস্বামী মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করিলেন।

তাহাতে মহর্ষিদেবকে গোস্বামী মহাশয় বলিলেন:—শান্তিনিকেতন যদি সাধু সন্ন্যাসী, ফকির, দরবেশাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের সাধকদিগের শান্তির স্থান হয়, তবে দেশের একটা যথার্থ মঙ্গল হয়। অসাম্প্রদায়িক ভাবের আশ্রম কোথাও দেখা যায় না। দেশে এটির বড় অভাব। মহর্ষি গোস্বামীপ্রভুর কথা শুনিয়া অতীব সন্তুষ্টচিত্তে বলিলেন—সাধু—সাধু। যাঁহাদের হৃদয়ে প্রেম, তাঁহাদের কথায় অন্তরস্পর্শ করে। নতুবা কথা উপরে উপরে ভাসিয়া যায়। তুমি যাহা বলিলে তাহাই ঠিক্, তাহাই সত্য।'

মহর্ষিদেব ও গোস্বামী মহাশয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে—সাহিত্যিক শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় "দাসী' পত্রিকায় ও বিশদভাবে লিখিয়াছিলেন। তাহা এই—

"কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভক্তিভাজন পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় যখন ঢাকা নগরীতে অবস্থান করিতেন, তখন প্রয়োজন বশতঃ কলিকাতায় উপস্থিত হইলেই, ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দর্শন করিতে যাইতেন। আমরা অনেকেই দুই তিনবার গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে মহর্ষিকে দেখিতে গিয়াছি। মহর্ষি একবার গোস্বামী মহাশয়কে দর্শন করিবামাত্র ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ, ইত্যাদি শ্লোক উচ্চারণ পূর্ব্বক পরম সমাদরে গোস্বামী প্রভু ও তাঁহার সহগামী শিষ্যগণকে অভ্যর্থন করিলেন। গোস্বামী প্রভু তাঁহার চরণে পড়িয়া প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইয়া বলিলেন—'আপনাকে দেখিলে আমার ব্রহ্মদর্শনের ফল হয়, "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি।" গোস্বামী প্রভুর শিষ্যগণ মহর্ষির পদস্পর্শ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন আসনে উপবিষ্ট হইলেন। প্রেমিকের নিকটই প্রেমিকের প্রাণ খুলিয়া যায়, রসিকের কাছেই রসিকের স্ফূর্ত্তি হয়। সাধুদর্শন করিতে হইলে মানুষ যেন সাধুর সঙ্গেই সাধু দর্শনে যায়, জহুরি না হইলে রতন চেনে কে? মহর্ষির মনোহর উদ্যানবেষ্টিত সুরম্য দ্বিতল গৃহের একটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে এই সাধু সমাগম হইয়াছিল।

—গোস্বামী প্রভু স্থিরদৃষ্টিতে তাঁহাকে দর্শন করিতে করিতে আপনার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভিতর ডুবিয়া গেলেন। নিমীলিতনেত্রে উভয়েই কিয়ৎকাল নীরবে রহিলেন। পাছে আমাদে সম্মুখে সাধনের গূঢ়তত্ত্ব সকল প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই জন্যই যেন উভয়ে ধ্যানমগ্ন হইয়া প্রাণে প্রাণে আলাপ করিতে লাগিলেন। তখন গৃহটি গভীর নিস্তব্ধতায় পরিপূর্ণ হইল। তাঁহাদের সেই মগ্নাবস্থা দেখিয়া প্রাচীনকালের পূজ্যপাদ ঋষিদিগকে স্মরণ হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা আবার কথা আরম্ভ করিলেন। মহর্ষি গোস্বামী প্রভুকে বলিলেন—"তোমাকে দেখিয়া আমার প্রাণ খুলিয়া গেল।' গোস্বামী প্রভু করযোড় বিনীত ভাবে বলিলেন—"আপনিত আমার সব।" আপনার কৃপায়ই আমার গুরু লাভ হইয়াছে।"

মহর্ষি কহিলেন—পাঠশালার গুরুর শিক্ষাধীন থাকিয়া ছাত্র পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করে। তখন পাঠশালার গুরুকে গুরু বলিলে যেরূপ হয় সেইরূপ হইতেছে। ধর্ম্মপ্রচারে অনেক লোকই প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু তিনি স্বয়ং যাঁহার হাত ধরিয়া এ কার্য্যে নিযুক্ত করেন, তাঁহার সমস্ত বাধাবিঘ্ন আপনা হইতেই সরিয়া যায়। একটু পরে গোস্বামী প্রভুর শিষ্যগণকে লক্ষ্য করিয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক, মহর্ষি এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—"তুমি যে সকল বীজ বপন করিয়াছ, আশীর্ব্বাদ করি তাঁহার কৃপায় ইঁহারা সফল কাম হউন।' মহর্ষি গোস্বামীপ্রভুর দিকে আবার ফিরিয়া বলিলেন—'পূর্ব্বে যে সকল কথা বিশ্বাস করিতাম না, এখন নিজের জীবনেই তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমি তাঁহার কাছে যাইতে প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে বলিলেন—'তুই আরও পবিত্র হ, আরও নির্ম্মল হ, আমার নিত্য সহবাসের উপযুক্ত হইলে আমি তোকে ডাকিব। তখন মহর্ষিকে প্রশ্ন করা হইল—' আপনি এ সকল কথা কিরূপে শুনিলেন?' তিনি উত্তর করিলেন—'একটা বাণী শুনিলাম, সে বাণী অতি স্পষ্ট, অতি পরিষ্কার; সেই বাণী শুনিয়া অবধি আমি তাঁহার ডাকের অপেক্ষা করিতেছি। তিনি আমার চক্ষু কর্ণ আদি ইন্দ্রিয় সকলই লইয়াছেন, আমি এখন সম্পূর্ণভাবে তাঁহার হাতের পুতুল, কি খাইব, কি পরিব, নিজে কিছুই জানি না। এই কথা বলিতে বলিতে মহর্ষির প্রশান্ত মূর্ত্তি জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠিল; তাঁহার আরক্তিম শ্রীমুখমণ্ডলে দুই এক বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। প্রভাতকালের প্রস্ফুটিত স্থলপদ্মের উপর শিশিরবিন্দু পড়িলে যেরূপ অপূর্ব্ব শোভা হয়, মহর্ষির শুভ্র শ্মশ্রুতে অশ্রুবিন্দু পড়িয়াও সেইরূপ অতুল শোভা ধারণ করিল। গোস্বামী প্রভুর স্বাভাবিক সৌম্যমূর্ত্তি হইতে প্রেমভক্তির সুস্নিগ্ধরশ্মি বিকীর্ণ হইতে লাগিল, এক অপূর্ব্ব ব্রহ্মজ্যোতিঃ তাঁহার মুখমণ্ডলে ফুটিয়া উঠিল। আমরা সেই অতুল শোভা, অপূর্ব্বভাব, অদ্ভুত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমছবি, প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিলাম। মহর্ষি গোস্বামী প্রভুর দিকে তাকাইয়া আবার বলিতে লাগিলেন—"আজ তোমাকে অনেক বলিয়া ফেলিলাম, তাঁহার জন পাইলে কথা বলিতে আমার উৎসাহ জন্মে। প্রাণের কথা আর কাহাকেই বা বলি, আর কেই বা বুঝিবে? ভুক্তভোগী না হইলে প্রাণের কথা বুঝিতে পারে না, বুঝিবেই বা কি প্রকারে? আমি নিজেই দেখিতেছি এতদিন যাহা নোট করিয়া রাখিয়াছিলাম, এখন তাহা ক্যাস ভাঙ্গাইয়া নগদ টাকা খাইতেছি।'

মহর্ষির এই কথার গূঢ়মর্ম্ম বুঝিলেন গোস্বামী প্রভু, অপরে তাহার মর্ম্ম কি বুঝিবে?

—পুনরায় মহর্ষিদেবের পাদবন্দনা করিয়া সকলে বাসভবনে ফিরিয়া গেলেন।

গোস্বামী মহাশয় স্থকিয়া ষ্ট্রীটের বাসায় থাকিতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কন্যা বিখ্যাত লেখিকা শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁহার নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে গোস্বামী প্রভু আবার ভ্রমণে বাহির হইলেন। তাঁহার পরিবারবর্গ শান্তিপুরে বাস করিতেছিলেন। সেখানে কিছুদিন অবস্থানের পর শান্তিপুর হইতে কলিকাতা হইয়া কাশীধামে চলিয়া যান। যাত্রাকালে শ্রীধরের পাথেয় রাণাঘাট শান্তিপুরের খেয়াঘাটের মাঝির নিকট রাখিয়া আসিয়াছিলেন। শ্রীধর সেই মাঝির নিকট টাকা লইয়া গোস্বামী মহাশয়ের সহিত কাশী চলিয়া যান। তার কয়েকদিন পরে যোগমায়া দেবী যোগজীবনকে লইয়া কাশীধামে গেলেন—বুড়া ঠাকুরাণী, শান্তিসুধা ঢাকা চলিয়া গেলেন।

—পূর্ণানন্দ স্বামী নামে একজন তান্ত্রিক সাধু সে সময় বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে খ্যাতিও অখ্যাতি দুই-ই ছিল। গোস্বামী মহাশয় পূর্ণানন্দ স্বামীকে দর্শন করেন। যোগজীবনকে দেখিয়া স্বামীজী প্রশ্ন করিলেন,—'ওরে তোর কি পৈতে হয়েছে?'

যোগজীবন বলিলেন 'না, আমার পৈতা হয় নাই।' 'আমি তোর পৈতে দিয়ে দিব।—তোর এত বয়স হয়েছে, তবু পৈতে হয় নাই। আমি তোর পৈতা দিয়া দিব। বাসায় আসিয়া যোগজীবন পিতামাতাকে এ কথা বলিলে তাঁহারা সম্মতি দিলেন তদনুসারে যোগজীবন তথায় গিয়া স্বামীজীর নিকট পৈতা গ্রহণ করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একদিন, বিশ্বেশ্বর দর্শনে যাইয়া এমনভাবে বিভোর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে শ্রীবিগ্রহের উপর পড়িয়া গিয়াছিলেন।

গোস্বামী মহাশয় কাশী অবস্থান সময়ে তাঁহার অন্যতম শিষ্য ময়মনসিংহের বিখ্যাত মোক্তার স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুহরায় সেস্থানে ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—"আমি যখন কাশীতে যাই, সে সময়ে তথায় কৃষ্ণানন্দ স্বামীর অত্যন্ত প্রতিপত্তি। আমাদের গ্রামবাসী শ্রীনাথ বাবু তখন কাশীবাস করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত স্বামীজীর অত্যন্ত প্রণয় ছিল আমি তাঁহার সহিত মধ্যে মধ্যে স্বামীজীর আশ্রমে যাইতাম। একদিন বিকালবেলা আমি আশ্রমে বসিয়া স্বামীজীর সহিত আলাপ করিতেছি, এমন সময়ে সেখানে কয়েকজন নব্য উকীল ও বি এ ক্লাসের কয়েকটি ছাত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা সকলেই স্বামীজীর শিষ্য। তাঁহারা স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া বসিলেন। ইহার কিছুকাল পরে আর একটি ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন—প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কাশীতে আসিয়াছেন। তাঁহার কথা শুনিয়া উকীল ও ছাত্রবাবুগণ একটু বিদ্রূপের ভাব প্রকাশ করিলেন। তিনিত প্রথমে হিন্দু ছিলেন, পরে ব্রাহ্ম হন ; এখন আবার পরম বৈষ্ণব হইয়াছেন! তাঁহাদের এই বিদ্রূপবাক্য শুনিয়া আমি প্রাণে অত্যন্ত ব্যথা পাইলাম। কিছু বলিলাম না, পরে ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিয়া গুরুদেবের ঠিকানা জানিয়া লইলাম এবং তখনই তাঁহার নিকট চলিয়া গেলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী, যোগজীবন ভায়া, শ্রীধর, হরিমোহন……মাণিকতলার মা ও তাঁহার স্বামীকে ও তথায় দেখিলাম।"

"কিছুদিন পরে কাশীর ধর্ম্মসভার বাৎসরিক উৎসব উপস্থিত হইল। দেখিলাম কৃষ্ণানন্দ স্বামীই সভার কর্ত্তা ও উৎসবের সর্ব্বেসর্ব্বা। উৎসবে গুরুদেবের নিমন্ত্রণ হইল। সেদিন তাঁহার শরীর একটু অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও আমাদের অনুরোধে তিনি সভায় গমন করিলেন। সন্ন্যাসীদিগের বসিবার জন্য পৃথক স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। স্বামীজী ও আর সকলে অত্যন্ত সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া গুরুদেবকে সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে বসাইলেন। সভার কার্য্য শেষ হইলে গুরুদেব উঠিবার উপক্রম করিতেই স্বামীজী তাঁহাকে কীর্ত্তনে উপস্থিত থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তখন আমি তাঁহার নিকট যাইয়া কীর্ত্তনে থাকিবার জন্য কাতর ভাবে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলাম। তিনি দয়াময়, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। দুই একটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গান হইতেই গুরুদেব মহাভাবে মাতোয়ারা হইয়া মত্ত সিংহের ন্যায় উন্মত্ত নৃত্য ও হরিনামের মধুর ধ্বনিতে আকাশমণ্ডল পূর্ণ করিতে লাগিলেন। অশ্রু, কম্প, পুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাব সকল তাঁহার অপ্রাকৃত লাবণ্যমণ্ডিত দেহে প্রকটিত হইয়া অপূর্ব্ব স্বর্গীয় শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। তাঁহার এই অপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন। ভক্তির পূতরসে সকলের হৃদয়ক্ষেত্র আর্দ্র হইয়া গেল। কৃষ্ণানন্দ স্বামীর সভায় যাঁহারা গুরুদেবকে উপহাস করিয়াছিলেন, তাঁহারাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারাও গুরুদেবের এই অভূতপূর্ব্ব মহাভাব দেখিয়া সকলে একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন। গুরুজীর মুখে হরিনাম শ্রবণ করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, কে ঐ লোকটি বিদ্যুৎপ্রবাহের ন্যায় সকলের মধ্যে হরিনাম প্রবেশ করাইয়া দিতেছেন। এমন হরিনাম ত কখনও শুনি নাই। এমন অদ্ভুত ব্যাপারও ত কখনও দেখি নাই। তাঁহাদের এইরূপ ভাব দেখিয়া এবং তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া আমার প্রাণে অত্যন্ত আনন্দ হইল।”

কৃষ্ণানন্দ স্বামীর গৃহস্থাশ্রমের নাম শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন। ইঁহার নিবাস ছিল গুপ্তিপাড়া। হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের জন্য ইঁহার বাগ্মীতা, প্রচার, এক সময়ে আমাদের দেশে স্বদেশের সেবায় ও স্বধর্ম্মের উদ্দীপনায় এক নবযুগের সৃষ্টি করিয়াছিল। ১২৫৬ সালের ঝুলন দ্বাদশীর দিনে গুপ্তিপাড়ায় ইনি জন্মগ্রহণ করেন। এক সময়ে পরিব্রাজক সত্য সত্যই অচেতন ভারতে চেতনার সঞ্চার করিয়াছিলেন। পরিব্রাজক গোস্বামী মহাশয় হইতে আট বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। কৃষ্ণানন্দ স্বামী ৺মদনগোপালের নাটমন্দিরে বক্তৃতা প্রসঙ্গে গুপ্তিপাড়ার ৺বৃন্দাবন চন্দ্রের কথা বলেন। কেমন করিয়া শান্তিপুরস্থ সূত্রাগড় নামক স্থানে একজন ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া একটি মনোহর অঙ্গসৌষ্ঠবযুক্ত কি ভাসিয়া আসিতেছে দেখিতে পাইয়া দেখিতে পাইলেন এক নীলোজ্জ্বলবর্ণ শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ। আরম্ভ করিলেন নিজ গৃহে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া সেই বিগ্রহের সেবা। কালক্রমে ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পুত্রদের মৃত্যুর পরে ব্রাহ্মণের এক বিধবা কন্যা নিত্যপূজা ও অর্চ্চনা করিতেন, এমন সময় স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী ঠাকুরকে শ্রীমৎ স্বামী সত্যদেব ব্রাহ্মণ তনয়ার নিকট হইতে সেই বিগ্রহ ভোজন দক্ষিণা স্বরূপ চাহিয়া আনিয়া গুপ্তিপাড়া প্রতিষ্ঠা করেন। শান্তিপুরের গঙ্গার পর পারে এই বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির দেখা যায়। বিজয় ঐ মন্দিরে যাইতে এবং সেবকের মুখেও বিগ্রহের আবির্ভাব কাহিনী শুনিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরে যাইয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাধি হইত—বিজয়কৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণানন্দ স্বামীর পরিচয় বহু পূর্ব্ব হইতেই ছিল।

কাশীর বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত। তাঁহার আশ্রমে গেলে, স্বামী পরম আনন্দে প্রভুজীকে অভ্যর্থনা করিলেন। পাশে তারক নামে একজন বাঙ্গালী শিষ্য বসিয়াছিলেনঃ—স্বামীজী বলিলেন "আজ এক বাঙ্গালী সাধু আয়া, হাম বহুত সাধু দর্শন কিয়া, পরন্তু অ্যায়সা সাধু কভি নাহি দেখা। তোম উন্‌কো খবর কর।"

ভাস্করানন্দ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি প্রেমের সহিত গুরুদেবের পৃষ্ঠদেশে দুই তিন বার চাপড় মারিয়া সহাস্যবদনে বলিলেন, "বাবা! আনন্দ রহ।" গুরুদেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং প্রেমভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন! স্বামীজীও প্রেমবাহু বিস্তার করিয়া গুরুদেবকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিলেন। উভয়ের মধ্যে প্রেমের বন্যা, ভাবের তরঙ্গ বহিতে লাগিল। আমি অবাক্ হইয়া দুই মহাপুরুষের এই অপূর্ব্ব মিলন ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিলাম। স্বামীজীকে পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, সুতরাং চিনিতে পারি নাই। কিন্তু গুরুদেব আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। উঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলে ইনিই তিনি, দয়া করিয়া দর্শন দিয়া ধন্য করিলেন। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে ইনিই বারাণসীধামের ভূষণ— আরাধ্য ভাস্করানন্দ স্বামী।"

কাশীধামের সাধুসন্তদের সঙ্গলাভ করিয়া সপরিবারে গোঁসাইজী ফয়জাবাদ আসিয়া শব সাধনে সিদ্ধ লেঙ্গাবাবা প্রভৃতিকে দর্শন করিয়া অযোধ্যা হইয়া আসিলেন শ্রীবৃন্দাবনধাম।

এ সময়ে তাঁহার গুরুদেব পরমহংসজী তাঁহাকে আদেশ করেন—"তোমাকে তৈলধারার ন্যায় এক বৎসর কাল শ্রীবৃন্দাবনধামে বাস করিতে হইবে। প্রতিদিন লীলাতত্ত্ব দর্শন করিতে হইবে।

গোস্বামী মহাশয় কয়েকদিন অযোধ্যায় থাকিয়া পরিজনবর্গের সহিত শ্রীবৃন্দাবনধামে আসিলেন। পুত্র যোগজীবন ও তাঁহার মাতা যোগমায়া দেবী কয়েকদিন সেখানে থাকিয়া যোগজীবনের এলাহাবাদে কাজ হাওয়ায় তাঁহার সাথে এলাহাবাদে আসিলেন এবং সেখান হইতে শিষ্য মহেন্দ্রনাথ মিত্রকে সঙ্গে লইয়া ঢাকা চলিয়া গেলেন।

এদিকে গোস্বামী মহাশয় কয়েকটি শিষ্যসহ শ্রীবৃন্দাবনে গোপীনাথের বাগে দাউ-জীর কুঞ্জে দামোদর পূজারীর বাড়ীতে কয়েকটি শিষ্যসহ বাস করিতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

ঊনবিংশ অধ্যায়

শ্রীবৃন্দাবনপরিক্রমা—যোগমায়াদেবীর আগমন ও তিরোধান—

বৃন্দাবনের মত পুণ্যস্থানে আসিয়া গোস্বামী প্রভু সর্ব্বদা ধ্যানধারণা লইয়াই থাকিতেন। তাঁহার ও শিষ্যদের সেবার জন্য শিষ্যেরা টাকা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইতেন। তিনি সে মনিঅর্ডার দস্তখত করিয়া রাখিতেন মাত্র। পূজারী ঠাকুর যাহা কিছু টাকা আসিত তাহা সমস্ত লইতেন। গোস্বামা মহাশয়ের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য হইতনা। তাঁহার শিষ্যেরা গোঁসাইজীর সুখসুবিধার জন্য ব্যবস্থা করিতে গেলেও তাহা তিনি গ্রহণ করিতেন না। তিনি বলিতেন—শ্রীবৃন্দাবনে থাকিয়া কাহারো অনুগ্রহপ্রার্থী হইব না—অনুরোধ উপরোধের আহারের ব্যবস্থা কেন ? যখন জুটিবেনা তখন মাধুকরী করলেই হবে। তাঁহার এক অনুগত শিষ্য ডাক্তার মনোমোহন দাস তখন মথুরা সরকারি হাসপাতালের কার্য্যভার প্রাপ্ত ছিলেন—তিনি তাঁহার গুরুজীর সুবিধার জন্য যে চিঠি দিতেন, তাহার কোনখানিই কোথাও দেন নাই সে সব চিঠি গোঁসাইজী ধূনির আগুনে ফেলিয়া দিতেন।

গোস্বামী প্রভু শ্রীবৃন্দাবন হইতে মথুরা ও গোকুলে গেলেন। কোনরূপ সুখসুবিধার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ছিলনা। এ সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যে অসংখ্য শাখার উদয় হইয়াছিল। শ্রীবৃন্দাবনে এই শ্রেণীর বহু বৈষ্ণব সে সময়ে বাস করিতেন, তাঁহারা গোস্বামী মহাশয়ের গৈরিক বসন, জটা, কমণ্ডলু, দণ্ড তুলসী, রুদ্রাক্ষ ও মালা ধারণ করিতে দেখিয়া তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠিলেন। গোস্বামী মহাশয় তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি শাস্ত্র ও সদাচারের বিরুদ্ধে কিছুই করেন নাই। তখন তাঁহারা নীরবে রহিলেন। তিনি তাঁহাদের বুঝাইয়া দিয়াছিলেন—"সন্ন্যাসীদিগের মুণ্ডন বা জটাধারণ চির প্রসিদ্ধই আছে। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু স্বয়ং গৈরিক ও দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মণি-মুক্তা প্রবাল রুদ্রাক্ষ ও বিভাক্ষ ধারণ করিয়াছিলেন।' বিরুদ্ধবাদীগণ নীরবে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনের রাজপথ দিয়া ভক্তমণ্ডলী কীর্ত্তন করিতে কারতে চলিয়াছেন প্রভুজী আর কি স্থির থাকিতে পারেন ? অমনি দ্রুতপদে ছুটিয়া বাহির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেন, তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিতেন। বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। একদিন গৌর শিরোমণি তাঁহাকে বলিলেন :—"প্রভো! ঠিক্ হয়েছে, আপনি যে ব্রাহ্মসমাজে গিয়েছিলেন,—নিষ্ফল হয়নি। ব্রহ্মজ্ঞানী না হলে ভক্তির অধিকারী হয় না।' এই জন্য মহাপ্রভু আপনাকে ব্রাহ্মসমাজে নিয়ে গিয়েছিলেন।"

জন্মাষ্টমীর পরবর্ত্তী দশমী হইতে শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমের সময় উপস্থিত হওয়ায় গোস্বামী মহাশয় পরিক্রমায় বাহির হইলেন এবং পাণ্ডা বেণীমাধব ও ভক্ত ছোট সতীশকে সহ একে একে মথুরার ভূতেশ্বর মহাদেব, জন্মস্থলী, ধ্রুববিলাস, বিশ্রামঘাট দেখিলেন। দেখিলেন মধুবন, কুমুদবন, শান্তনু কুণ্ড,—কুণ্ডে ফুটিয়াছিল শত শত সুরভি কমলদল।—বেহুলা বনে কাটাইলেন রজনী। পরদিন অতি প্রত্যুষে পরিক্রমায় আবার চলিলেন—মুখে তাঁর 'জয়রাধে শ্রীরাধে,—উপস্থিত হইলেন রাধাকুণ্ডে। এই কুণ্ডের সহিত জড়িত রহিয়াছে শান্তিপুর—গৌরব গোস্বামী মহাশয়ের আদি পুরুষ—শ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুর।

সূর্য্যকুণ্ডে অবগাহন করিয়া ধীরে ধীরে ভাববিহ্বল গোঁসাইজী মধ্যাহ্নকালে শ্রীরাধাকুণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুগ্ধ হইলেন রাধাকুণ্ড দর্শনে। শ্রীমতী যোগমায়া দেবী শ্রীধর ঘোষকে সঙ্গে লইয়া এইস্থানে আসিয়া গোস্বামী প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। দ্বাপরে প্রেমময়ী রাধারাণীর ও শ্রীগোবিন্দের বিলাসস্থল ছিল এই পবিত্র স্থান। কবি মোহনদাস গাহিয়াছেন :—

চারিবর্ণ পদ্ম জলে, তাহে মধুকর বুলে,
কুমুদ কহ্লার শোভা করে।
হংস সারস ডাকে, ডাহুকিনী চক্রবাকে,
ধ্বনি করে কানু মন হরে॥
সুবলের সনে কৃষ্ণ, কুঞ্জ-শোভা দেখি তৃষ্ণ,
রাধা লাগি করয়ে বিষাদে।
মোহন প্রবোধে তাই, এখনি আসিবে রাই
যাইবে সকল পরমাদে॥

এই সেই রাধাকুণ্ড যেখানে ভক্ত শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর ভজন কুটির বিরাজিত। দেখিলেন সে কুটির, সেখানেই ভক্ত বিজয় ভাবে বিভোর হইলেন। শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড প্রদক্ষিণ করিয়া আত্মহারা ভক্ত চলিলেন গিরিগোবর্দ্ধন! গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিলেন বহু যাত্রীদল সঙ্গে। দেখিলেন পথিমধ্যে দাউজীর চরণচিহ্ন, দর্শন করিলেন সেই কৃষ্ণশিলা, যেখানে একদিন শ্রীকৃষ্ণ বসিয়াছিলেন সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলদেবকুণ্ড ও গোবিন্দকুণ্ড দেখিলেন—দেখিলেন ভক্ত বিজয় শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর প্রতিষ্ঠিত গোপাল মন্দির। শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের মন্ত্রগুরু ছিলেন এই মহাপুরুষ। চরিতামৃতে আছে ঃ—

"শান্তিপুর আইলা অদ্বৈতাচার্য্যের ঘরে ;
পুরীর প্রেম দেখি আচার্য্য আনন্দ অন্তরে।
তাঁর ঠাই মন্ত্র লৈল যতন করিয়া,
চলিলা দক্ষিণে পুরী তাঁরে দীক্ষা দিয়া।"

এই গোবিন্দকুণ্ডে আসিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব ভাবোচ্ছ্বাস হইয়াছিল। তিনি গোবিন্দকুণ্ডের পথে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। পরে লোকসমাগমে ভাবসংবরণ পূর্ব্বক—বনভূমির প্রাকৃতিক শোভা দেখিতে লাগিলেন—দেখিলেন শ্যামল তরুশ্রেণী সারি সারি শোভা পাইতেছে, হরিণ চরিতেছে নির্ভয়ে, ময়ূর-ময়ূরী হরষে নাচিতেছে। ফুলে, ফুলে অলিকুল গুঞ্জরণ করিতেছে! কত পাখী সঙ্গীত করিতেছে, কোথাও মল্লিকা, বেল, চামেলী, যূঁথী পরিমল বিতরণ করিতেছে।

দিব্যলতা সুশোভিত মধু বৃন্দাবন।
প্রতি লতা কুসুমিত মন বিমোহন।
অলিকুল গুঞ্জরণ কুসুম নিকরে
মধুকর মধুব্রত আনন্দে ঝঙ্কারে॥

আসিলেন মানগড়।

সেখানে তরুপত্রগুলি দোনা বা টোকার ন্যায়, কোথাও পত্রগুলি নূপুরের মত। পরে গোস্বামী মহাশয় সেই বন, মহাবন—নন্দমহারাজার বাড়ী প্রভৃতি দর্শন করিলেন। গোস্বামী প্রভু সেখানে একদিন রজনী যাপন করিলেন। তারপর ব্রহ্মাণ্ডঘাটে স্নান করিলেন—কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণছলে এস্থানে মা যশোদাকে মুখমধ্যে দেখাইয়াছিলেন নিখিলব্রহ্মাণ্ড! এখানেও দধিমন্থন ; যমলার্জ্জুন, দর্শন করিয়া যমুনা পার হইয়া আসিলেন মথুরাধামে। একাদশীতিথিতে বৃন্দাবনে আসিয়া দ্বাদশী তিথিতে বৃন্দাবন পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনপরিক্রমা শেষ করিলেন।

এই সময়ে পরম বৈষ্ণব গোস্বামী মহাশয়ের অন্তরঙ্গ সাধক শ্রেষ্ঠ গৌর-শিরোমণি মহাশয় নিত্যধামে গমন করিয়াছিলেন। গোস্বামী প্রভু গম্ভীরভাবে সেই শোকব্যথা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমতী যোগমায়াদেবী পতি-বিরহকাতরা প্রাণ লইয়া ঢাকাতে অবস্থান করিতেছিলেন। গোস্বামী-পত্নী স্বামীকে ছাড়িয়া কোথাও থাকিতে পারিতেন না। না জানি গোস্বামী মহাশয়ের সর্ব্ববিষয়ে কত ক্লেশ হইতেছে, কে তাঁহার আহার বিহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য করে? ঢাকার আশ্রম তাঁহার ভাল লাগিতেছিলনা। কিসের সংসার! কিসের গৃহ! পতি বিহনে! যোগমায়া গেণ্ডারিয়াআশ্রমের কুটীরে, আম্রবৃক্ষতলে সাধন করিয়া কাটাইতেন। পৌষমাসে ঢাকা আসিয়াছিলেন। আষাঢ়মাসে শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেন। এ সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে ঝুলনযাত্রা হয়।

একদিন ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে গোপালভট্ট গোস্বামীর তিরোধান উপলক্ষে কীর্ত্তন হইতেছে। সেই নগর-সঙ্কীর্ত্তনে গোস্বামী মহাশয় তাহার মধ্যে যোগজীবনকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কিরে, তুই হঠাৎ কোথা থেকে এলি? তোর মা কোথায়? কি ব্যাপার বল্‌ত?' যোগজীবন বলিলেন—আমি মা ও কুতুবুড়ীকে সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবনে এসেছি।'

কীর্ত্তন শেষে গোস্বামী প্রভু কুঞ্জে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু কোথায় পত্নীর প্রীতি সম্ভাষণ! যোগমায়াদেবী স্বামীর নিকট আসিলেন, কিন্তু উদাসীন, সন্ন্যাসী স্বামী বৃন্দাবনে, যমুনাতীরে, গোপীনাথকুঞ্জে একাকী বেড়ান। এমন ভাব দেখাইতে লাগিলেন যেন কোন সম্বন্ধ তাঁহার নাই। গোস্বামী প্রভু দর্শনে গেলে শ্রীধর অধিকাংশ সময় যোগমায়াদেবী ও কুতুবুড়ীর সঙ্গে বাসায় থাকিতেন।

অভিমানিনী যোগমায়ার কাতর অনুনয়, বিনয়ে যখন প্রভুজী তাঁহাকে তাঁহার কাছে রাখিতে চাহিলেন না, তখন তাঁহার মনে জাগিল, দারুণ অভিমান ও বেদনা! একদিন বেলা পাঁচটায় গোস্বামী মহাশয় দাউজীর কুঞ্জ হইতে দর্শনে বাহির হইলে এতদিন মনের যে দুঃখ—যে অভিমান, বাহিরে প্রকাশ করেন নাই—সেদিন কিন্তু অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া শ্রীধরকে বলিলেন—"দেখ শ্রীধর, আমি আকাশগঙ্গা পাহাড় থেকে ওঁকে নিয়ে এসেছি, তারপর একসঙ্গে সাধন ভজন করে এসেছি, আমাকে বলেছেন আমি তোমাকে ত্যাগ করতে পারবোনা। কিন্তু এখন যেভাব দেখাচ্ছেন, তাতে মনে হয় আমাকে ছেড়ে সন্ন্যাসী হবেন! দেখ শ্রীধর, স্ত্রীজাতির স্বামীই একমাত্র আশ্রয়; সেই স্বামী সন্ন্যাসী হলে স্ত্রীর কি অবস্থা হয়, তা পুরুষ বুঝতে পারেনা।— আমি বলছি, আমাকে ছেড়ে সন্ন্যাসী হলে ওঁর কোন ফল হবেনা। এইকথা বলিতে বলিতে হঠাৎ যোগমায়াদেবীর ক্রোধের সঞ্চার হইল, তাঁহার চক্ষু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং তিনি বলিলেন—'আমাকে ছেড়ে সন্ন্যাসী হলে ইনি অভিলষিত স্থান লাভ করতে পারবেননা। এমনকি আবার সংসারে এসে জন্ম নিতে হবে।"

শ্রীধর বলিলেন :—আপনি উতলা হবেন না। গোস্বামী মহাশয় কাশীতে আপনার সম্বন্ধে বলেছিলেন, আপনাকে নিয়ে তাঁর ধর্ম্ম সাধনের বিঘ্ন হয় না। 'আপনি শান্ত হউন।' পরে শ্রীধর তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দর্শন করিয়া সন্ধ্যায় কুঞ্জে ফিরিয়া আসিলেন।

সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিলেন গোস্বামীপ্রভু, দর্শনাদি শেষে। তিনি আসনের ঘরে প্রবেশ করিলে—যোগমায়া দেবী সেই ঘরের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং দুই এক কথার পর ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন 'দেখ, আমি তোমার নিকট এসেছি, তুমি বল আমি এখন কোথায় যাব ?'

প্রভুজী ধীর গম্ভীরভাবে দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন,—'তুমি একটি ভিন্ন বাসা করে থাক। আমার কাছে থাক্‌তে পারবে না।'

'তা হবে না, আমি তোমার নিকটই থাকবো।'—সংযত কণ্ঠে অভিমানের সুরে বলিলেন দেবী যোগমায়া।

'সে কেমন করে হবে ? আমি যে আশ্রম গ্রহণ করেছি তার মর্য্যাদা রক্ষা করা কর্ত্তব্য।'

স্বামীর মুখে এই কথা শুনিয়া তিনি ব্যথিত-চিত্তে আহতা হরিণীর মত ক্রুদ্ধভাবে পৃথক্ একটি ঘরে চলিয়া গেলেন। তাঁহার ঘরে তাঁহার সঙ্গে পুত্র যোগজীবন, ও কনিষ্ঠাকন্যা কুতুবুড়ী থাকিত। রাত্রিতে যোগজীবনকে বলিলেন :—'যোগজীবন, তুই কুতুবুড়ীকে নিয়ে ঢাকায় চলে যাস্।'

শ্রীধর প্রত্যহ প্রভাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়া শুনাইতেন। চরিতামৃত পাঠের পর দেখিলেন যে যোগমায়া কুঞ্জে নাই।—শ্রীধর, যোগজীবন, পণ্ডিত-শ্যামাকান্ত, কুলদা ব্রহ্মচারী, হরিমোহন, সতীশ সকল শিষ্য বৃন্দাবনের কুঞ্জে-কুঞ্জে, পথে-ঘাটে যমুনাতীরে সন্ধান করিলেন—তাঁহার সন্ধান মিলিল না।—এইভাবে সেদিন চলিয়া গেল। সকলে ভাবনায় পড়িলেন—কোথায় গেলেন তিনি ?—হঠাৎ কুলদা ব্রহ্মচারী 'হরিবংশ' পাঠ করিতে করিতে সেই গ্রন্থের মধ্যে—যোগমায়া দেবীর হস্তলিখিত এক টুকরা কাগজ দেখিতে পাইলেন, তাহাতে লেখা "আমার অনুসন্ধান করিও না।"

সকলে মনে করিলেন—বুঝি অভিমানিনী যোগমায়া মনের দুঃখে যমুনাতে আত্মবিসর্জন করিয়াছেন। গোস্বামী মহাশয় সব কথা শুনিলেন—ধীর ব্যথিত-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কণ্ঠে পুত্র যোগজীবনকে বলিলেন 'তুই কুতুবুড়ীকে নিয়ে ঢাকা যা, একটি বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণের ছেলের সঙ্গে কুতুর বিয়ে দিস্ আর তোর মার বস্ত্রাদি ও একতারা নিয়ে একটি সমাধিমন্দির প্রস্তুত করে তাঁর নামে ভোগ দিবি।'

একদিন দাউজীর মন্দিরের পূজারী দামোদর ব্রজবাসী আসিয়া গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন :—'মাঠাকুরাণীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, চলুন সেখানে যাই।'

সকলে দামোদর পূজারীর সঙ্গে আসিলেন—। অন্ধকারের মধ্য দিয়া সকলে গোবিন্দজীর পাড়াতে একটি অতি গোপনীয় নিভৃত বৈষ্ণবের কুঞ্জে গমন করিলেন; গিয়া দেখেন একটি ছোট ঘরে মাঠাকুরাণী বসিয়া আছেন। শ্রীধরাদি সকলে গিয়া তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গ হইয়া পড়িলেন; কেহ কেহ কাঁদিতে লাগিলেন। যোগমায়াদেবী তখন অবগুণ্ঠন দিয়া দর্শন করিলেন, তাঁহার স্বামী আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ক্রমে ধীরে ধীরে সেই গৃহ হইতে বাহির হইলেন। গোস্বামী মহাশয় অগ্রে অগ্রে আসিতে লাগিলেন। যোগমায়া দেবী তাঁহার পশ্চাতে আসিতে লাগিলেন। গোস্বামী মহাশয় সহ সমুদয় শিষ্যমণ্ডলী যোগমায়া দেবীকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন।—

যোগমায়া দেবীকে সঙ্গে করিয়া গোস্বামী মহাশয় তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে আহারের সময় হওয়াতে দাউজীর প্রসাদ গোস্বামী মহাশয়কে দেওয়া হইল, যোগমায়া দেবাকে আহার করিতে বলাতে তিনি আহার করিলেন না। তখন গোস্বামী মহাশয় তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া আহার করিতে অনুরোধ করিলেন; তাহাতে ও তিনি সেবা করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন গোস্বামী মহাশয় আগ্রহ ও বিনয়ের সহিত বলিলেন, তোমার কাছে আমার যে অপরাধ হইয়াছে তাহা ক্ষমা কর, প্রসাদ পাও। স্বামীর এই কথায় যোগমায়া দেবীর মন প্রসন্ন হইল। তিনি প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। সেই রাত্রিতে তাঁহারা উভয়ে সেই ঘরে রহিলেন।

এই ঘটনার সম্বন্ধে আমাদের একটি কথা বলিবার আছে। এই বিষয়ে জামাতা জগদ্বন্ধু মৈত্র লিখিয়াছেন :—"তিনি—গোস্বামী মহাশয় তাঁহার নিকট বলিয়াছিলেন—যে মাতাঠাকুরাণী বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সমস্ত দিন এক জায়গায় লুকাইয়াছিলেন। গভীর রাত্রিতে তিনি যমুনায় ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিলেন। তিনি যমুনায় ঝাঁপ দিবেন এমন সময় পরমহংসজী আসিয়া বাধা দেন। পরে তাঁহাকে সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ দিয়া ফিরাইয়া দেন। পরমহংসজীর কথায় আত্মহত্যার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া তিনি অলঙ্গ বৈষ্ণবীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আখড়ায় গিয়াছিলেন। সন্ধান পাইয়া সেইস্থান হইতে তাঁহাকে আশ্রমে আনা হয়।" মৈত্র মহাশয় পাদটিকায় লিখিয়াছেন—"ঘটনাটি প্রভুপাদের মুখে যেরূপ শুনিয়াছি সেইরূপ লিখিলাম। এই সময়ে পরমহংসজী মাঠাকুরাণীকে মুক্তিনাথে লইয়া গিয়াছিলেন এইরূপ একটা কথা কহিয়াছিলেন; আমি প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি তাঁহার মুক্তিনাথ যাওয়ার কথা জানি না।"

এই প্রসঙ্গে 'শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ (দ্বিতীয় খণ্ডে) ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ 'মা ঠাকুরাণীর অদ্ভুত অন্তর্দ্ধান' নামে যে বিবরণ দিয়াছেন ২০-২৩ পৃষ্ঠা। তাহা সম্পূর্ণ অন্যরূপ অলৌকিক কাহিনী! পরস্পর সামঞ্জস্যবিহীন এই সব বর্ণনার দ্বারা প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন।

একদিন কয়েকজন শিষ্যকে গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছিলেন—"যে তত্ত্ব যে প্রত্যক্ষ না করে সে বিষয়ে তাহার কাহাকেও বলা উচিত নহে, উহাতে মিথ্যা বলা হয়! বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু গুরু-মুখে শুনা তত্ত্বও মনে মনে মনে রাখিতে হইবে। যতদিন উহা নিজে প্রত্যক্ষ না হইব, ততদিন কাহাকেও বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে।" গোস্বামী মহাশয়ের এ উক্তি স্মরণীয়।

সে সময়ে ঢাকাতে কন্যা শান্তিসুধার একটি পুত্র সন্তান জন্মিল। গোস্বামী মহাশয় দৌহিত্রের নাম রাখিলেন—দাউজী, যোগমায়া দেবী তাহার নাম রাখিলেন বৃন্দাবনচন্দ্র।

শ্রীবৃন্দাবনে—গোস্বামী প্রভু অনেক অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়াছেন। কোথাও বৃক্ষরূপী মহাপুরুষের দর্শন লাভ হইয়াছে, কোথাও তাঁহাকে লাঞ্ছিত করিবার প্রচেষ্টা হইয়াছে। এই সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে গোস্বামী মহাশয়ের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, শাশুড়ী ঠাকুরাণী প্রভৃতি আসিয়া বাস করিতেছিলেন বলিয়া বৃন্দাবনের বৈষ্ণবগণ অনেকে মহাসাধক কাঠিয়াবাবার নিকট অভিযোগ করিলে বাবাজী বলিয়াছিলেন:—"উয়ত সামর্থী পুরুষ হায়, উন্‌কা ক্যা দেখা হায়? দেখ্‌তা নেই অগ্নিকা মাফিক জ্বল্‌তা হ্যায়, দিন্‌রাত আসন ঘর বৈঠকে সমাধিমান্ হ্যায়। কৈ ঐসা একরোজ বৈঠত হাড্ডি চুর হো যায়গা।—অর্থ এই:—আরে, উনি ত সমর্থ পুরুষ; উহার তোমরা কি দেখিবে? দেখিতেছ না অগ্নির ন্যায় জ্বলিতেছেন। দিবারাত্রি একাসনে সমাধিস্থ থাকেন। কেহ যদি একদিন ঐরূপ বসিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার হাড় গোড় চূর্ণ হইয়া যাইবে।' ইনি ঊর্দ্ধরেতা নিষ্কাম পুরুষ। তিনি নিষ্কাম ভাবে পত্নীর সহিত একত্র বাস করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃন্দাবনের বহু প্রাচীন সমাধি যমুনাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। একটি সমাধির অর্দ্ধেক ধসিয়া পড়িয়াছিল, সেই অস্থিখণ্ডে গৌর শিরোমণি দেখিতে পাইলেন যে তাহাতে—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

এই শ্লোকটি অতি সুস্পষ্ট ভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে।

এখানে ঘটিল এক শোকাবহ মর্ম্মন্তুদ ঘটনা—১২৯৫ সালের ১০ই ফাল্গুন দারুণ বিসূচিকা রোগে আক্রান্তা হইয়া যোগমায়া দেবী নিত্যধামে প্রমাণ করিলেন। সেদিনও গোস্বামী প্রভু দেবদর্শনে ও সাধুদর্শনে বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহার কুঞ্জে আসিবার পূর্ব্বেই যোগমায়া দেহত্যাগ করেন। তাঁহার দেহান্তে গোস্বামী মহাশয় একাদশ দিবসে মহোৎসব করেন। ঢাকাতে কুঞ্জবিহারী ঘোষের নিকট পত্রদ্বারা এসংবাদ জানানো হইয়াছিল। যোগজীবন শ্রাদ্ধাদি করিয়াছিলেন। গোস্বামী প্রভু আশ্রমে আসিয়া তাঁহার মৃতদেহের সৎকারের আয়োজন করিয়াছিলেন। যমুনার তীরে সোণার প্রতিমা চিতার অনলে সমর্পিত হইল। তাঁহার অস্থি চয়ন করিয়া রক্ষা করা হইয়াছিল। তাহার কিয়দংশ হরিদ্বারে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করা এবং অবশিষ্ট অংশ ঢাকায় মন্দির প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তথায় স্থাপন করেন। যোগমায়া দেবীর মৃত্যু সংবাদ ঢাকাতে কুঞ্জবিহারী ঘোষ মহাশয়কে গোস্বামী প্রভু নিজে লিখিয়া জানাইয়াছিলেন।

প্রভুজী হরিদ্বারের মেলার অবসানে যখন গেণ্ডারিয়া আশ্রমে আগমন করেন, সেই সময় যোগমায়ার সমাধি মন্দির প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ১২৯৮ সালের আশ্বিন মাসে মহাষ্টমীর দিন মন্দিরে অস্থিস্থাপনপূর্ব্বক নামব্রহ্ম স্থাপন করিয়াছিলেন। নাম ব্রহ্মের অক্ষরাত্মক মূর্ত্তি এই ঃ—

ওঁ হরি ঃ
নাম ব্রহ্ম।
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্তেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা

সে সময় শ্রীবৃন্দাবনে কুম্ভমেলার অধিবেশন চলিতেছিল। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু সাধু সন্ন্যাসী সেখানে আসিলেন। ইহা ভারতব্যাপী সাধুগণের সম্মিলনী। লক্ষ লক্ষ সাধুরা আসেন। কেহ তাঁহাদের আহ্বান করেন না। কোন বিধিব্যবস্থাও হয় না। এমন বিচিত্র যে তবু সমস্ত কার্য্য সুন্দর ভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্ব্বাহ হয়। সূর্য্যের কুম্ভরাশিতে সংক্রমণকালে কুম্ভস্নান করিতে হয়। এজন্যই ইহা কুম্ভমেলা নামে প্রসিদ্ধ। তিন বৎসর অন্তর হরিদ্বারে, প্রয়াগে, পঞ্চবটী ও উজ্জয়িনী এই চারিটি প্রধান তীর্থস্থানে কুম্ভমেলার অধিবেশন হইয়া আসিতেছে। শ্রীবৃন্দাবনে পূর্ব্বে কুম্ভমেলার অধিবেশন হইতনা উহা, শ্রীরূপ সনাতন প্রভৃতি বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবদিগের আগ্রহে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বৈষ্ণবসাধুগণ হরিদ্বারে কুম্ভমেলার পূর্ব্বে একমাস কাল বৃন্দাবনে থাকিয়া হরিদ্বার গমন করেন।

গোস্বামী মহাশয় প্রত্যহ আহারান্তে সাধুদর্শনে যাইতেন, সেদিনও সেইরূপ গিয়াছিলেন, এইরূপে একমাস কাল বৃন্দাবনে কাটাইলেন।

মাঘ মাস যমুনার চড়ায় অতিবাহিত করিয়া বৈষ্ণব সাধুগণ হরিদ্বারে চলিয়া গেলেন। হরিদ্বারের সুবিস্তৃত গঙ্গাতীরে লক্ষ লক্ষ সাধু সমবেত হইয়াছিলেন। এখানে বহু সাধু সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। একদিন একটি পূর্ব্বপরিচিত সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় গোঁসাইজী পরম আনন্দিত হইলেন। গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছিলেন—সাত বৎসর পূর্ব্বে এই সাধুর সহিত হিমালয়ের বুকে কৈলাস দর্শনে গিয়াছিলেন। সেখানে বৌদ্ধলামাদিগের মঠ ও সাধন-প্রণালী দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন।

হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় কিছুদিন থাকিয়া মেলা দর্শনের পর কলিকাতা হইয়া পুনরায় গেণ্ডারিয়া আশ্রমে গমন করিলেন। গেণ্ডারিয়া আশ্রম তাঁহার অনুপস্থিতিতে পোড়োবাড়ীর ন্যায় জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিংশ অধ্যায়

গেণ্ডারিয়াআশ্রম, কলিকাতা, নবদ্বীপ,—প্রয়াগ—

গোস্বামী মহাশয় গেণ্ডারিয়া আশ্রমে আসিবার পর শান্তিসুধা পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন—'বাবা, মা কোথায় ?'

গোস্বামী মহাশয় শান্তিদেবীকে কোলের কাছে নিকটে টানিয়া আনিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন :—'শান্তিসুধা, তোমার মা শ্রীবৃন্দাবনেই রইলেন তিনি আর আসিলেন না।'

মাতৃহারা কন্যা পিতার ক্রোড়ের উপর আঃ বলিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। গোঁসাইজী অসাধারণ শক্তিপ্রভাবে তাঁহাকে শান্ত করিলেন। কিছুকাল পরে শান্তিসুধা যখন তাঁহার স্নেহময় কোল হইতে উঠিলেন তখন তাঁহার মুখে ও চোখে কোথাও শোকের চিহ্ন মাত্র দেখা গেল না।

যোগমায়াদেবীর দেহত্যাগ উপলক্ষে ঢাকার আশ্রমেও আদ্যশ্রাদ্ধ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ও কাঙ্গালীদের পরিতোষসহকারে ভোজন করাইলেন গোস্বামী মহাশয়।

সেকালের ঋষিদের তপোবনে যেমন হিংস্র পশু, হিংসা ভুলিত, ব্যাঘ্র ও হরিণ একসঙ্গে বিচরণ করিত, গেণ্ডারিয়ার আশ্রমও ছিল সেই ঋষিদের তপোবন সদৃশ। তেমনি শান্ত স্নিগ্ধ পবিত্র ছিল আশ্রম। এখানেও হিংস্রজন্তু হিংসা ভুলিয়াছিল। একটি বিষাক্ত সর্প তাঁহার গায়ে ও জটামণ্ডলে উঠিত—একটি কুকুর সঙ্কীর্ত্তনের সময় নীরবে বসিয়া শুনিত কীর্ত্তন। যে আম্রবৃক্ষচ্ছায়ায় বসিতেন ভক্ত বিজয়, সেই সহকারতরুর পত্রপল্লব হইত হইত মধুবর্ষণ। আমি দেওঘরে এইরূপ মধুবর্ষী সহকার তরু প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

—গোস্বামী মহাশয়ের পুত্রবধূ এই আশ্রমেই কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করিলেন। শ্বাশুড়ী যোগমায়া দেবীর মৃত্যুর শোকে তাঁহার প্রাণে বড় আঘাত লাগিয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে গোঁসাইজী পুত্রবধূর মস্তকে পদ রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং দেহত্যাগ হইলে আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে নানা অভাব অনটনের মধ্য দিয়া দিন যাইতেছিল। কোন দিন খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের জন্যও অর্থ মিলিত না। প্রভুজীর ছিল আকাশবৃত্তি। ঈশ্বরের উপরই ছিল তাঁর সম্পূর্ণ নির্ভর। যখন যেমন মিলিত তাহাই আহার করিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে একদিন কুঞ্জবিহারী ঘোষ মহাশয় চা তৈরী করিয়া সকলের কাছেই চা আনিয়া দিলেন। যাঁহারা চা খাইতেন না তাঁহারা বলিলেন "আমরা চা খাইনা।' কুঞ্জবাবু বলিলেন :—"প্রভুজীর হুকুম তিনিই যে আপনাদের চা দিতে বলেছেন। পরের দিন কুঞ্জবাবু বলিলেন আজ আপনাদের সকলকে গুরুদেবের নিকট যেতে বলেছেন—যান। শিষ্যেরা সকলে তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলেন। যাইবামাত্র গোঁসাইজী সকলকে বসিতে বলিলেন।

নবকুমার বাবু তাঁহাকে বলিলেন :—'আপনি দেখছি আমাদের চা না ধরিয়ে ছাড়বেন না। এর পরে চা কোথায় পাব ?' হাসিয়া বলিলেন গোস্বামী প্রভু—'ভাত কাপড় জুটলে কি আর চা-টুকু জুটবে না ? বসুন, বসুন, ইয়ার না হলে চা খেতে মজা নেই। সেদিন হইতে শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেই চা ধরিলেন। গোস্বামী প্রভুর শিষ্যদের কাছে যখনই গিয়াছি তখনই 'চা খেয়ে যাবেন' এই অনুরোধ শুনেছি।

শিশুরা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। রাধারমণ গুহ মহাশয়ের পুত্র ওয়াই ছিল তাঁর বড় প্রিয়, সে গরুকে ঘাস খাওয়াইতে গিয়া বলিত, গোঁসাই গরুটাকে দেখো। গোঁসাই বলিতেন, আচ্ছা তুমি যাও।

অদ্ভুত ছিল তার প্রকৃতি। সে বাজার করিতে বড় ভালবাসিত—মা বাবার কাছ হইতে টাকা, আধুলি, সিকি যে দিন তাঁহারা যা দিতেন তাই নিয়ে বাজার যাইত। দোকানদারদের নিকট জিনিষ কিনিতে গেলে দোকানী যদি বলিত তিন পয়সা এর দাম।

ওয়াই বলিত কেন সাত পয়সায় দিবেনা ?

আচ্ছা। দোকানীর কথায় তাহার সঙ্গে সিকি, আধুলি পয়সা যা থাকিত তাই দোকানীকে দিত। দোকানী উচিত মূল্য রাখিয়া বাকী পয়সা তার কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া দিত। বাজারের সকলেই তাহাকে চিনিত এবং ভালবাসিত। কেহ তাহাকে ঠকাইত না। বাজারে গেলে দোকানীরা সকলে আদর করিয়া বলিত—"কি চাই ওয়াই পণ্ডিত।' হায় ! এই সরল বালক শৈশবেই পরপারে চলিয়া গেল।

গোস্বামী মহাশয় গেণ্ডারিয়া আশ্রমকে বলিতেন গুপ্তবৃন্দাবন। গেণ্ডারিয়া আশ্রমকুটিরে পুত্র যোগজীবন তাঁহার কাছে রাত্রিতে শুইতেন। গোস্বামী প্রভু রাত্রিতে সেই কুটিরে সাপকে দুধ এবং ইন্দুরকে রুটি দিতেন। রাত্রিতে মাঝে মাঝে একটি সাপ তাঁহার আসনের নিকট আসিয়া কিছুক্ষণ ফণা ধরিয়া তাঁহার পানে চাহিয়া থাকিত। তার পর ধীরে ধীরে চলিয়া যাইত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগমায়া দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে সেই মাসের শেষ-ভাগে গোস্বামী মহাশয় নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, জীবন সংশয় ব্যাধি। চিকিৎসকেরা ভীত হইলেন। গোস্বামী মহাশয় একদিন পূর্ব্বাহ্নে বলিলেন—আমি দধি খাব। আশ্চর্য্য হইলেন সকলে। চিকিৎসকেরা রাজী হইলেন না। কিন্তু গুরু অনুগত রাধারমণ বাবু দধি আনিয়া দিলেন। গোস্বামী মহাশয় দধি ভোজন করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিলেন। এই পীড়া আরোগ্যের পর তিনি আর শয্যায় শয়ন করিতেন না। দিবারাত্র সর্ব্বক্ষণ আসনে বসিয়া থাকিতেন। শেষ রাত্রিতে অল্প কিছু সময়ের জন্য ঘুমাইতেন। এই পীড়ার সময় যোগজীবনকে একদিন বলিয়াছিলেন :—'দেখ্ যোগজীবন আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছি। আমার দেহত্যাগ হলে আমাকে সমাধিস্থ করিস্। তুই এ কথা কাকেও বলবি না। আর একটা কথা বলি গুরুভাইদের মধ্যে কখনও তারতম্য করিস্ না। ছোট বড় করলে গুরুস্থানে অপরাধ হয়। মনে রাখিস্।'

মধ্যে মধ্যে একটি শ্বেতবর্ণ সর্প আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিত। সে আসিয়া ঝোপের নিকট ফণা বিস্তার করিয়া থাকিত। গোঁসাইজী তাহাকে একটি প্রণাম করিলে সে চলিয়া যাইত।

রাত্রিতে আশ্রমের পূর্ব্ব ভিটার চৌচালার ঘরে আসনে বসিয়া রজনী অতি বাহিত করিতেন। যোগজীবন সকল সময় সে স্থানেই পিতার নিকট শুইতেন।

গভীর রাত্রিতে অনেক মহাপুরুষ গোস্বামী প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া নানা ধর্ম্ম প্রসঙ্গ করিয়া- অদৃশ্য হইতেন। অনেক ফকিরের সমাধিস্থান সেখানে ছিল।

তাঁহার শিষ্য ও ভক্ত নবকুমার বলেন—যে কখন কখন অধিক রাত্রিতে করতাল বাজাইয়া গোঁসাই এমনই মধুর স্বরে গান করিতেন যে, তা শুনিয়া মন প্রাণ শীতল হইয়া যাইত। সে গান কয়টি এই :

চল সবে ভার ল'য়ে যাই (আজ) অযোধ্যায় রাম রাজা হবে।
দিব তার চরণে ভার, রাম বিনে ভার আর কে ব'বে॥
পাপেতে হয়েছি ভারি, এ ভার আর বহিতে নারি।
বিনে সেই ভূভারহারী, এ পাপ ভার আর কে লবে॥
দিয়ে ভার লইয়ে শরণ, বলব দুটি ধরে চরণ,
ঠাকুর এবার ভার বইলেম যেমন, এ ভার আর দিওনা ভবে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার কি গো ফলের অভাব, তোরা এলি বিফল ফল যে লয়ে।
পেয়েছি যে ফল, জনম সফল, মোক্ষ ফল আমার রাম হৃদয়ে॥
শ্রীরাম কল্পতরু-মূলে রই, যে ফল বাঞ্ছা মনে সে ফল প্রাপ্ত হই।
ফলের কথা কই, ধনি গো, তোরে ফলের কথা কই ও ফলগ্রাহক নই॥
যাব তোদের প্রতিফল বিলায়ে॥

সুরট মল্লার—কাওয়ালী

সইগো, ডুবিলাম ঐ রূপসাগরে, গোকুলনগরে ঐ রূপসাগরে।
আছে কে হেন সুহৃদ্
আসি তরঙ্গে রাধারে ধরে॥
মরি কিরূপ-মাধুরী, নীলোৎপল বল হরি নিল,
দিল লাজ নীলগিরি বরে;
কত দেখিলো! কালো সখিলো! একি কালো!
দেখি, অখিল ভুবন আলো করে;
ভবে, এ নীলধন কে আনিলে, বিনি মূলে তরুমূলে,
ও নীলরতন কিনিলে মোরে।
আমি একা কোথা রাখি, ধরগো ধরগো সখি!
ও রূপ আমার আঁখিতে না ধরে;
কোটি আঁখি দিলে বিধি, কিছুকাল ঐ কালানিধি হেরিলে আঁখির দুঃখ হরে।
ঐ কালরূপ, বিশ্ব রূপের রূপ, দাশরথি কয় শ্রীমতী দেখ নয়ন মুদে অন্তরে॥

গেণ্ডারিয়া আশ্রমে অনেকে গোঁসাইজীর নিকট সাধন লাভ করেন।

গোস্বামী প্রভু এ সময়ে শান্তিপুরে তাঁহার মাতার সহসা উন্মাদরোগ বৃদ্ধি হওয়ার সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে শান্তিপুর হইতে গেণ্ডারিয়া আশ্রমে লইয়া আসিলেন। উন্মাদিনী মাতা এবারে নানাভাবে নানা অপ্রিয় কার্য্য করিতেন, মাতৃভক্ত পুত্র অম্লানবদনে সব দেখিতেন, শুনিতেন, তবু গোঁসাইজী যেন একখানি পাথরের শিব তেমনি ভাবে নিশ্চল অবস্থায় বসিয়া থাকিতেন। তাতে বাক্‌শক্তি আছে কিন্তু চাঞ্চল্য নাই। সহস্র উপদেশ অপেক্ষা এই দৃশ্যটি লোকের মন প্রাণ আকর্ষণ করিত। এইরূপ স্থির অবস্থা জগতে দুর্লভ। অতঃপর ১২৯৯ সালের চৈত্র মাসে গোস্বামী মহাশয়ের মাতাঠাকুরাণী দেবী স্বর্ণময়ী পরলোক গমন করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোস্বামী মহাশয়, যোগজীবন, বুড়াঠাকুরাণীও কুতুকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতা আসিলেন। সন্ন্যাসী পুত্র গঙ্গায় কোমর জলে নামিয়া তিন অঞ্জলি জল দ্বারা তর্পণ করিলেন। পুত্র যোগজীবন গঙ্গাতীরে অচিন্ত্য চক্রবর্ত্তী নামক বিক্রমপুরবাসী একজন পণ্ডিত মহাশয়ের পৌরোহিত্যে পিতামহীর শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করাইলেন এবং নিজেও গঙ্গায় নামিয়া তর্পণ ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

মাতার পারলৌকিক কার্য্যে বহু ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও আত্মীয়স্বজন ও কাঙ্গালী পরিতোষসহকারে ভোজন করাইয়াছিলেন। সকলের ভোজন দর্শনে গোস্বামী মহাশয় অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেন। তাঁহার বন্ধু সিটি-কলেজের অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ও নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন।

এবার গোস্বামী মহাশয় অভয় বাবুর বাসাতে ছিলেন। এস্থানে অনেক সাধু ভক্তের সমাগম হইত। সকলে একসঙ্গে ভোজন করিতেন। অনেকে এখানে তাঁহার নিকট হইতে সাধন লাভ করিয়াছিলেন। সর্ব্ববিধ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া ঢাকা গমন করিলেন। কিন্তু এবার আর ঢাকাতে বেশী দিন ছিলেননা। পুনরায় ১৩০০ সালের শ্রাবণ মাসে কলিকাতা আসিলেন, সঙ্গে আসিলেন কন্যা শান্তিসুধা ও জামাতা জগদ্বন্ধু মৈত্র মহাশয় প্রভৃতি ও শিষ্যেরা আসিয়াছিলেন। এবার তাঁহারা জমিদার রাখালবাবুর বাড়ী সুকিয়া স্ট্রীটে আসিয়া অবস্থান করেন। তৎকালে তাঁহার গলায় একটি ক্ষত হইয়াছিল। সেই গলার ঘায়ের জন্য সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে একজন পরলোকগত কবিরাজ তাঁহার ক্ষতস্থানে কালকচুর রস লাগাইলে আরোগ্য হইবেন বলায়—কলিকাতা আসিয়া কিছুদিন কালকচুর রস লাগাইলেন তাহাতেই তাঁহার ক্ষত আরোগ্য হইল।

রাখালবাবু ছিলেন প্রকৃত ভক্ত ও অনুগত শিষ্য। তিনি গোস্বামী প্রভুর সেবা, যত্ন ও সুবিধার জন্য সর্ব্বদা লক্ষ্য করিতেন। সে বাড়ী থাকিতে ভক্ত-শিষ্যগণ সর্ব্বদা কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন থাকিতেন। এ-বাটীতে অবস্থানকালে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোধান উৎসবে, পরমহংসদেবের শিষ্য রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে গোঁসাইজী সেখানে গিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন।

কলিকাতা উল্টাডাঙ্গানিবাসী মনোহরদাস বাবাজী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের আদেশে তিনি তাঁহাদের আশ্রমে গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহারা চৌদ্দটি খোল বাজাইয়া মহাসঙ্কীর্ত্তন করেন। গোস্বামী প্রভুর কীর্ত্তন ও নৃত্যে সেখানে আনন্দের সিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একবিংশ অধ্যায়

প্রয়াগধামে কুম্ভমেলা—সাধুসঙ্গম—কন্যা প্রেমসখীর বিবাহ—

পুণ্যতীর্থ প্রয়াগ। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর মিলনক্ষেত্র প্রয়াগধাম। সরস্বতী এখন অবলুপ্ত। এক সময়ে এই তিনটি স্রোতস্বতীর সঙ্গমস্থলের নাম ছিল ত্রিবেণী। গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থল। গঙ্গার শুভ্র নির্ম্মল পবিত্র ধারার সহিত নীলকান্তমণির মত নীলসলিলা যমুনা মিলিত হইয়াছে। আমরা যখন এলাহাবাদে ছিলাম, তখন এই পুণ্যসঙ্গমে কতদিন বেড়াইতে আসিয়াছি। প্রাণ কোন্ সুদূর অতীতের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। দক্ষিণবাহিনী গঙ্গা ও পূর্ব্ববাহিনী যমুনা আসিয়া মিলিত হইয়াছেন—সেই সমকোণ ক্ষেত্রেই প্রয়াগ দুর্গ অবস্থিত। যমুনার সেতুর উপর হইতেই দুর্গ ও সঙ্গমস্থলের নয়নাভিরাম দৃশ্য চোখে পড়ে। প্রয়াগেই ছিল ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম। তুলসীদাসের হিন্দী রামায়ণের বালকাণ্ডে আছে :

ভরদ্বাজ মুনি বসহি প্রয়াগা। দেবদনুজ কিন্নর নরশ্রেণী।
জিনহি রামপদ প্রতি অনুরাগা॥ সাদর মজ্জহি সকল ত্রিবেণী॥
তাপস শম দম দয়া নিধানা। পূজহি মাধবপদজলজাতা।
পরমারথ-পথ পরম সুজানা॥ পরশি অক্ষয় বট হরষিত গাতা॥
মাঘমকরগত রবিযব হোই। ভরদ্বাজ আশ্রম অতি পাবন।
তীরথপতিহিঁ আওসব কোঁই॥ পরম রম্য মুনিবর মন ভাবন॥

এই পবিত্র স্থানে মুনি ঋষি সমাজ মিলিত হইয়া তীর্থরাজ সঙ্গমে তাঁহারা স্নান করিতেন।

য়িহি প্রকার ভরি মকর নহাহী।
মুনি সব নিজ নিজ আশ্রম জাহি।
প্রতি সম্বৎ অস হোই আনন্দা।
মকর মজ্জ গয়োনাহি মুনি বৃন্দা॥

তারপর মকর সংক্রান্তিতে মুনি ঋষিগণ সমবেত হইয়া অক্ষয়বট স্পর্শ, স্নান ও পূজা এবং শ্রীভগবানের পাদপদ্ম পূজা করিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান শেষে সেই ঋষিসমাজ—পরস্পরে হরিগুণগান, ব্রহ্ম-নিরূপণ, তত্ত্ববিভাগ ধর্ম্মবিধি প্রণয়ন এবং জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত ভগবদ্‌ভক্তির আলোচনা করিতেন।

১৩০০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে গোস্বামীপ্রভু সপরিবারে পুত্রকন্যা ও শিষ্যসহ বাঁকিপুর, শোণপুর হরিহরছত্রের মেলা প্রভৃতি দর্শন করিয়া প্রয়াগধামে আসিয়া সাগঞ্জ নামক পল্লীতে একটি ভাড়াটিয়া বাটিতে বাস করেন এবং সেখানকার অক্ষয়বট, বেণীমাধব, ভরদ্বাজআশ্রম, কোটিশ্বর মহাদেব, আরাইল গ্রাম, সোমেশ্বর মহাদেব প্রভৃতি দর্শন করেন। তারপর পৌষ মাসের শেষভাগে গোস্বামী মহাশয় গঙ্গা-যমুনার চড়ায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। গঙ্গার পশ্চিমতীরে প্রয়াগ, পূর্ব্ব পারে ঝুঁসি বা প্রাচীন প্রতিষ্ঠানপুরী অবস্থিত।

গোস্বামী মহাশয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর মধ্যে আপনার আসন স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে গোয়ালিয়রের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী স্যার দিনকর রাও বাহাদুর একটি প্রকাণ্ড তাঁবু বাস করিবার জন্য দিয়াছিলেন। সেই চড়ায় একমাস কাল শিষ্যগণ ও পরিবারবর্গসহ প্রভুজী বাস করিয়াছিলেন।

নাম ব্রহ্ম নাম ব্রহ্ম নাম ব্রহ্ম বল ভাই।
হরি নাম বিনা জীবের আর গতি নাই॥ (এই কলিযুগে রে)

তাঁহার আশ্রমে প্রতিনিয়ত এই নাম ব্রহ্মের কীর্ত্তন হইত। গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রমে গৌর-নিতাই মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সেখানে সঙ্কীর্ত্তন ও আরতি হইত।—যে ভাবে যে প্রেম-প্রেরণায় বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনময় ছবির প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, প্রয়াগ চড়ায়, গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রমে ও সেই অনুরাগে গৌরনিতাই মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। যে প্রয়াগধামে মহাপ্রভু, শ্রীযুক্ত রূপ গোস্বামী মহাশয়কে দীক্ষা ও শিক্ষাপ্রদান করিয়াছিলেন, সেই প্রয়াগবাসীরা শ্রীচৈতন্য কি চৈতন্যধর্ম্মের নাম জানে না বলিলেই হয়। কতকাল পরে আবার সেইস্থানে গৌরনিতাইয়ের নাম ধ্বনিত হইল—প্রচারিত হইল শ্রীচৈতন্য ভক্তিধর্ম্ম।

মকরসংক্রান্তিকে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি বলে। ঐ শুভ মুহূর্ত্তে ত্রিবেণী স্নান চির প্রসিদ্ধ। মকরসংক্রান্তি দিন প্রাতঃকাল হইতেই স্নানের জন্য সকলে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া পড়িলেন। নাগা সন্ন্যাসী, দশনামা সন্ন্যাসিগণের পশ্চাতে সন্ন্যাসিনীগণ—তাঁহাদের পরে বৈষ্ণবগণ—নানকপন্থীগণ স্নান করিলেন।—বহুসংখ্যক গৃহস্থ নরনারী স্নান করিয়াছিলেন। গোস্বামী প্রভু শিষ্যগণ পরিবৃত হইয়া—বৈষ্ণব সাধুদিগের সহিত মিলিত হইয়া স্নান করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার আশ্রমদ্বারে বড় বড় অক্ষরে লিখিত ছিল—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্‌।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

'দিবারাত্রি চলিয়াছিল অন্নসত্র। যে আসিত সেই আহার পাইত। দৈনিক যাহা আসিত, তাহা প্রতিদিনই খরচ হইয়া যাইত, পরের দিন যখন জুটিত, তখন আবার আহারের আয়োজন হইত। গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রমে যখন যিনি আসিয়া যে অভাব জানাইয়াছেন, প্রায় তখনই তাহা পূর্ণ হইয়াছে। কেহ আসিয়া বলিলেন, আমার কম্বল নাই, দাও উহাকে দু'টাকা; কেহ বলিলেন ঘটি নাই, দাও উহাকে এক টাকা, কেহ বলিলেন, রেল ভাড়া নাই, দাও যাহা প্রয়োজন। যতক্ষণ টাকা নিঃশেষ না হইতেছে, ততক্ষণ অনবরত এইরূপ চলিতেছে। টাকা ফুরাইয়া গেলে, নিজের গাত্রবস্ত্র ও আসনের কম্বল পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে।'

একদিন এলাহাবাদ সহরের একজন ধনী গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আসিয়া জোড়হস্তে দাঁড়াইলেন। আমরা ভাবিলাম ব্যাপার কি? দেখিলাম, কয়েকজন লোক প্রকাণ্ড গাঁটুরী সঙ্গে করিয়া তাঁবুর দ্বারে উপস্থিত হইল।

ঐ ধনী ব্যক্তি উক্ত গাঁটুরিতে জামা লইয়া আসিয়াছেন। ইচ্ছা গোস্বামী মহাশয় তাহা গ্রহণ করিয়া ইচ্ছামত বিতরণ করেন। তাঁহার দান গৃহীত হইল এবং এক ঘণ্টার মধ্যেই এক হাজার জামা বিতরণ হইল।

ভক্ত মনোরঞ্জন গুহ মহাশয় লিখিত 'প্রয়াগধামে কুম্ভমেলা', গ্রন্থে ও জামাতা জগদ্বন্ধু মৈত্রেয় এবং হরিদাস বসু মহাশয় প্রভৃতি শিষ্যগণ স্বচক্ষে দেখিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠকদিগকে পড়িতে অনুরোধ করি।

কুম্ভমেলায় যে সকল সাধুসন্ত আসিয়াছিলেন এবং যে সকল মহাপুরুষের সহিত গোস্বামী মহাশয়ের পরিচয় হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে রামদাস কাঠিয়া বাবা— ইঁহার আশ্রম ছিল বৃন্দাবন। তিনি কাঠের কৌপীন পরিধান করিতেন বলিয়া সাধারণের কাছে কাঠিয়াবাবা নামে পরিচিত ছিলেন। ইনি গোস্বামীপ্রভুর সম্বন্ধে বলিতেন—'বাবা প্রেমী হ্যায়, উন্‌কা বহুত প্রেম হ্যায়।' মহাত্মা ভোলানন্দ গিরির নাম বাঙ্গালীসমাজে বিশেষ পরিচিত। তাঁহার বহু ভক্ত শিষ্য বাংলাদেশে আছেন। ইঁহার আশ্রম ছিল হরিদ্বার। নাগা সন্ন্যাসিগণ তঁহাকেই অগ্রে করিয়া কুম্ভস্নান করিয়াছিলেন। ইনি গোস্বামী প্রভুকে "আশুতোষ" বলিয়া পরম প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিতেন। ইনি দণ্ডী সন্ন্যাসী। মেলার মধ্যে স্বামী ভোলানন্দ গিরি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একজন বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। ৩। মহাত্মা ছোট কাঠিয়াবাবা। ইনি বৈষ্ণবসন্ন্যাসী। প্রয়াগে মাঘ মাসের দারুণ শীতে ইনি অনাবৃত গাত্রে অহোরাত্র চড়ায় বসিয়া থাকিতেন। ৪। মহাত্মা মাধবদাস ছিলেন বাঙ্গালী সাধু। গোস্বামী মহাশয়ের ছিলেন অধ্যাত্ম ভ্রাতা। ইনি গুরুজীর আদেশে আসন পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাইতেন না। এজন্য গোস্বামী মহাশয় ইঁহার আশ্রমে যাইতেন। মাধবদাস বাবাজী—গোস্বামী মহাশয়কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। একদিন ইনি সশিষ্য গোস্বামী মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করিয়া পরম সমাদরে বিবিধ উপচারে ভোজন করাইয়াছিলেন। ৫। খাঁ সাহেব। ইনি একজন মুসলমান সাধক। ইনিও গোস্বামী মহাশয়ের সতীর্থ। এক সময়ে রাধাকৃষ্ণের ছবি দেখিয়া ইনি উহা ভক্তিপূর্ব্বক মস্তকে স্থাপনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—"দেখ বাবা! যো বৃন্দাবনমে গৌ চরায়া, ওহি আরবদেশমে বখরী চরায়া। ৬। মহাত্মা নরসিংহ দাস বাবাজী বা পাহাড়ী বাবা। ইনি সর্ব্বদাই ধ্যান-নিরত থাকিতেন। ইঁহার আশ্রম ছিল মানসসরোবর। ৭। মহাত্মা গম্ভীরনাথ। ইনি নাথ যোগীদের মোহন্ত। গোরক্ষপুর গোরখনাথজীউর মঠে ইঁহার আশ্রম। পূর্ব্বাশ্রমে ইনি সারস্বত ব্রাহ্মণ ছিলেন।

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সঙ্গ 'প্রণেতা—শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী তাঁহার গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডের ২৭৯ পৃষ্ঠায় গম্ভীরনাথজী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—"আজ ঠাকুরের সঙ্গে মহাত্মা গম্ভীরনাথজীর দর্শনে চলিলাম। দূর হইতে স্বামীজীকে দর্শন মাত্রে তাঁর অসাধারণ প্রভাব অনুভব হইতে লাগিল। প্রবল ফোয়ারার মত নামটি চেষ্টার অপেক্ষা না করিয়া সতেজে ভিতর হইতে বাহির হইতে লাগিল। ঠাকুর বাবাজীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। বাবাজী অত্যন্ত আগ্রহের সহিত একখানা শতছিদ্রযুক্ত মলিন বস্ত্রের খণ্ড ঠাকুরকে বসিবার জন্য পাতিয়া দিলেন। ঠাকুর উহাতে স্থির হইয়া বাবাজীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। বাবাজীও কথাবার্ত্তা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। বাবাজীর তপদীপ্ত কলেবরটি অসাধারণ দীর্ঘ। পরিধানে কৌপীন। কোমরে একখানা কাল কম্বলের টুক্‌রা জড়ান রহিয়াছে। নাসিকা উন্নত, ললাট দীর্ঘ। চক্ষু দুটি অত্যন্ত উজ্জ্বল রক্তবর্ণ। অবিশ্রান্ত তাহাতে অশ্রু বর্ষণ হইতেছে। শরীর একেবারে নিস্পন্দ, নিক্তির কাঁটার মত স্থির। যে আসনে বসিয়া আছেন, তাহা আসন না বলিলেও চলে। ছেঁড়া একখানা চেটাই ধূলা, বালি, ধূনির ভস্মে তাহা পরিপূর্ণ। বাবাজী ঠাকুরকে চা খাওয়াইতে ইচ্ছা করিয়া সেবকদের বলিলেন। অবিলম্বে বাবাজীর ব্যবস্থামত চা প্রস্তুত হইয়া আসিল। মাটির কুলিয়াতে করিয়া বাবাজী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বহস্তে চা দিলেন। পেস্তা, বাদাম, আখরোট প্রভৃতি উপাদেয় কাবুলি মেওয়া দ্বারা প্রস্তুত করা চা, খাইতে যেমনই সুস্বাদু—গুণে ও তেমনিই গরম। খাওয়া মাত্র শরীর আগুন হইয়া উঠিল। ঠাকুর বলিলেন—"এমন উৎকৃষ্ট চা কখনও তিনি পান করেন নাই।"

অনেকক্ষণ ঠাকুর গম্ভীরনাথজীর নিকটে বসিয়া তাঁবুর দিকে আসিতে লাগিলেন। পথে জিজ্ঞাসা করিলাম—'ইনি কে?' ঠাকুর বলিলেন—'ইনি নাথ যোগীদের মোহন্ত। চারিদিকে যে সকল ভয়ঙ্কর আকৃতি সাধুদের দেখলে—তারা গোরখপন্থী কানফাট্টা যোগী। উহাদের ভিতরে অঘোরীও আছেন, ইনি ঐশ্বর্য্য পথে অতি কঠোর সাধন ক'রে সিদ্ধ হন, পরে মহাসিদ্ধ অবস্থা লাভ করেন। হিমালয়ের নীচে এমন শক্তিশালী সাধু আর নাই। ইনি পলকে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করতে পারেন। কিন্তু এখন ইনি মাধুর্য্যে একেবারে ডুবে গেছেন ইঁহার সঙ্গে আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। বরাবর পাহাড়ে যে চারিটি মহাপুরুষ দর্শন করেছিলাম, তার মধ্যে ইনি একজন—গোরখপন্থী। আলেখী, কানফাট্টা অঘোরী এঁরা সকলেই তান্ত্রিক যোগী—এঁদের সাধন বড়ই কঠিন।

আমরা চড়াতে আসিয়া এ পর্য্যন্ত যত সাধু মহাপুরুষ দর্শন করিলাম, গম্ভীর নাথের মত কিন্তু কাহাকেও লাগিল না। গায়ে শীত লাগার মত ইঁহার প্রভাব আসিয়া দেহ মন স্পর্শ করিতে লাগিল।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভূ যেমন দেশে দেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন তেমনি মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ ভারতবর্ষের নানা দেশবাসী নানা আশ্রমের সাধু মহাজনদের নিকট বাঙ্গালার শচীদুলালকে পুনরায় পরিচিত করিয়া গিয়াছেন এবং বাঙ্গালাদেশের জনসাধারণের সহিত বহু সাধক ও সিদ্ধ পুরুষের অখণ্ড যোগসূত্র স্থাপন করিয়া গিয়াছেন—তাহা চির শরণ্য এবং চির বরেণ্য হইয়া থাকিবে।

এতদ্ব্যতীত দাক্ষিণাত্য পঞ্চবটি নিবাসী অমরেশ্বরানন্দ পুরীস্বামী, সিদ্ধাবধূত শ্রীমৎ মহাত্মা দয়ালদাস স্বামী কুম্ভমেলায় ছিলেন। ইনি একজন প্রধান সাধু। গরিবদাসী নামে একটি সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। সিদ্ধবক্তা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয়—কৃষ্ণানন্দ স্বামী দয়ালদাসের মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন। ইঁহার দানযজ্ঞ ছিল অদ্ভুত ব্যাপার। প্রত্যহ চার পাঁচ হাজার সাধু ও কাঙ্গালী ইঁহার আশ্রমে সেবা পাইত। মহাত্মা অর্জ্জুনদাস ক্ষেপাচাঁদ ছিলেন—'জড়োন্মত্ত পিশাচবৎ' ইনি সর্ব্বদা পাগলের ন্যায় আত্মগোপন করিয়া চলিতেন। যাঁহাকে দেখিতেন, তাঁহাকেই হাত ঘুরাইয়া আরতি করিতেন ও বলিতেন "আহা! মেরি রাম হ্যায়!" গোস্বামী প্রভুকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লক্ষ্য করিয়া বলিতেন—'এসা মহাত্মা হাম্ কভি নেহি দেখা, হাম উন্‌কা নকরকা নকর।'

মাঘ মাস শেষ হইল, কুম্ভমেলারও পরিসমাপ্তি ঘটিল। মেলার অবসানে গোস্বামী মহাশয় কিছুদিন এলাহাবাদ বাস করেন এবং সেখানেই ১৫ই ফাল্গুন নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাণীনাথ বাগচির সহিত তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা প্রেমসখীর বিবাহ হইল। এই বিবাহ হিন্দুমতে হইয়াছিল। গোস্বামী প্রভু সন্ন্যাসী বলিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে যোগজীবন নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ, কন্যাদান প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন করেন। বিক্রমপুরনিবাসী একটি ব্রাহ্মণ এই বিবাহে পৌরোহিত্য করেন।

সে সময়ে প্যারীলাল ঘোষ নামে একজন ধার্ম্মিক ভদ্রলোক সৈদপুর এণ্ট্রান্স স্কুলের মাষ্টারী কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সংসারের নিকট বিদায় গ্রহণ করেন। তিনি চিত্রকূট এবং ওঙ্কারনাথে বহুকাল তপস্যা করেন, এই সময় মৌনী অবস্থায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত করায় তাঁহাকে লোকেরা "মৌনীবাবা" বলিত।—মৌনীবাবা ধর্ম্মলাভার্থ নিষ্ঠার সহিত তপস্যা করিয়াছিলেন—তপস্যাকালে তাঁহার দেব দর্শন হইত। বলা বাহুল্য যে তিনি অতিশয় গোঁড়া ব্রাহ্ম ছিলেন, দেব-দেবীর অস্তিত্ব কল্পনা তাঁহার মনে আসার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। ওঙ্কার-নাথ হইতে মৌনীবাবা তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর কুঞ্জলাল ঘোষকে লিখিয়াছিলেন —"মানুষের শক্তিতে যতদূর করা যায়, তাহা করিয়া দেখিলাম, কিন্তু গুরু ভিন্ন আমি আর অগ্রসর হইতে পারিতেছি না, তাই ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া আমি শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে গুরুত্বে বরণ করিয়াছি, আমার শরীরের অবস্থা এরূপ নয় যে, আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি। (একাসনে ধ্যানে বসিয়া মৌনীবাবার পদদ্বয় অসাড় হইয়া গিয়াছিল) তুমি সংসার সম্পর্কে আমার সহোদর, তোমার নিকট আমার এই প্রার্থনা যে, তুমি আমার এই সংবাদ (গুরুত্বে বরণের সংবাদ) গোস্বামী মহাশয়কে জানাইবে।

মনোরঞ্জন বাবু ও সতীশবাবু সেই পত্র লইয়া এলাহাবাদ কুম্ভমেলায় গেলেন এবং সেখানে পৌছিইয়া গোঁসাইজীকে পত্রখানা দিলেন তিনি কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ থাকিয়া বলিলেন, "তা হবে।" আমরা ভাবিলাম তিনি হয়ত ওঙ্কারনাথ যাইয়া মৌনীবাবাকে দীক্ষা প্রদান করিবেন এবং আমরাও তাঁহার সঙ্গে সেখানে যাইব। কিন্তু কয়েকদিন পরে শ্রীগুরুদেব বলিলেন, "সেখানে যাইতে হইবে না।" আমরা বুঝিলাম, যেরূপেই হউক, তিনি মৌনীবাবাকে দীক্ষা প্রদান করিয়াছেন। ইহার পরে মৌনীবাবা বোধ হয় দীর্ঘ দিন জড়দেহে বাস করেন নাই। এ একটি আশ্চর্য্য ঘটনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বাবিংশ অধ্যায়

কলিকাতা, শ্রীনবদ্বীপধাম, ঢাকা—শেষ ধুলট—

কুম্ভমেলার অধিবেশন শেষে—গোস্বামী মহাশয় কলিকাতা আসিলেন এবং প্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের বাড়ীতে শিষ্যবর্গ এবং পরিবার-পরিজন সহ বাস করিলেন। এ বাড়ীতে থাকিতে সে সময়কার বিখ্যাত বেঙ্গল ফোটোগ্রাফারের মালিক নীলমণি বাবুর অনুরোধে-উপরোধে পড়িয়া ১৩০০ সালের ১৭ই শ্রাবণ একখানি আলোকচিত্র গৃহীত হইয়াছিল।

পরে কখন কখন ফটোতোলা প্রসঙ্গে বলিতেন :—"অত্যন্ত লজ্জার কথা, ধুলি, কীট অপেক্ষাও হীন হইয়া এই নশ্বর দেহের এত গুমান কেন? পূর্ব্বে বুঝিতে না পারিয়া পাঁচ জনার পরামর্শে যে ফটো উঠানো হইয়াছে, তাহাই এক্ষণে অপরাধ বলিয়া বোধ হইতেছে। মুখে বিনয় করিয়া ফটো তোলা ঘোর কপটতা।

যে ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই পূর্ণিমা তিথি আসিয়া উপস্থিত হইল। সে উপলক্ষে আহিরীটোলার ঘাট হইতে ষ্টিমার যোগে শিষ্যগণসহ কালনা হইয়া নবদ্বীপে গিয়া উপনীত হইলেন। সেখানকার প্রধান স্মার্ত্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মথুরানাথ পদরত্নের টোলবাড়ীতে কয়েক দিন বাস করেন।

যে শুভ পূর্ণিমা তিথিতে প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্যদেব নদীয়ায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—১৩০০ সালের ফাল্গুনী পূর্ণিমা—৪০৮ বৎসর পরে সেই শুভক্ষণ লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। এই তিথির বন্দনা করিয়া কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন :—

সর্ব্বসদ্‌গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুনপূর্ণিমাম্।
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ ॥

ফাল্গুন পূর্ণিমাসন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়।
সেইকালে দৈবযোগে চন্দ্রগ্রহণ হয় ॥
হরি হরি বলে লোক হরষিত হঞা।
জন্মিল চৈতন্যপ্রভু নাম জন্মাইয়া ॥'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩০০ সালের সেই ফাল্গুন পূর্ণিমা দিবস, গোস্বামীপ্রভু শিষ্যগণপরিবৃত হইয়া—টোলবাড়ী হইতে কীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গার ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। চারিদিক হইতে কীর্ত্তনের দল আসিয়া হরিবোল হরিবোল ধ্বনিতে আকাশ বাতাস ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছিল। মধুর হরিনাম—চারিদিকে মধু বর্ষণ করিতেছিল। গোঁসাইর শিষ্যেরা ও কীর্ত্তন করিতে করিতে সর্ব্বদলের সহিত মিলিত হইয়া আসিলেন গঙ্গার ঘাটে। গঙ্গার তীর লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। পূর্ণচন্দ্র দেখা দিলেন নীল আকাশে, কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জয় শচীনন্দন! জয় শচীনন্দন! ধ্বনি করিতে করিতে গোস্বামী মহাশয় মনভুলানো—প্রাণমাতানো নৃত্য করিতে লাগিলেন। যে দেখিল সেই মুগ্ধ হইল। ঐ দেখ, ঐ দেখ বলিয়া আকাশে পূর্ণচন্দ্র উদিত দেখিতে পাইয়া শিশুর মত আনন্দে হাসিতে লাগিলেন-নাচিতে লাগিলেন। গ্রহণ শেষে গোস্বামী প্রভু গঙ্গায় অবগাহন করিলেন। ভক্তগণ তাঁহার সহিত জলক্রীড়া করিলেন। শিষ্যগণকে পুনরায় কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। বরিশাল বানরিপাড়ানিবাসী ৺কালাচাঁদ গুহ মহাশয় গান ধরিলেন ঃ

কীর্ত্তনের সুর—একতালা

গোরা শচীর দুলাল যাচেরে।
যাচে প্রেম রাধাভাবে বিভোর হ'য়ে রে।
উত্তম অধম নাই, যারে দেখে আপন ঠাঁইরে,
ধরিয়া প্রেম করে।
(গোরা) গোলোক হ'তে অবনীতে, জীবে প্রেম বিলাইতে,
উদয় হ'ল রে।
পতিত হেরিয়ে কাঁদে, গোরার হিয়া নাহি স্থির বাঁধে রে,
সুরধুনী বহে দু'নয়নে।
যাচে বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত প্রেম, বলে কে নিবি নেরে,
আয় রে তোরা আয় রে॥
এবার বিনা মূলে বিলাইব।

গান গাহিতে গাহিতে চলিলেন শিষ্যগণ সহ কীর্ত্তনরঙ্গে—কোন শিষ্য মাটিতে পড়িয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন—কেহ নাচিতে লাগিলেন—কেহ খোল বাজাইতে বাজাইতে চলিলেন—এইভাবে সেই দিনের মহাকীর্ত্তন শেষে সকলে বিশ্রাম করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারপর নবদ্বীপের পুণ্যতীর্থ শ্রীবাসের আঙ্গিনা, প্রসিদ্ধ তপস্বিনী রাইমাতা, মহাপ্রভুর বাড়ীতে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া রোমাঞ্চিত কলেবর হইলেন। প্রসিদ্ধ তপস্বিনী রাইমাতা একদিন গোস্বামী মহাশয়কে সশিষ্য নিমন্ত্রণ করিলেন। মাতাজী মহানন্দে সকলকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইলেন।

দেখিতে দেখিতে নবদ্বীপের উৎসব-লীলা শেষ হইল। দর্শনে-স্পর্শনে সেবা ভক্তি ও কীর্ত্তনে নবদ্বীপের কার্য্য শেষ হইল। নবদ্বীপের উৎসবান্তে নৌকাযোগে শান্তিপুরে আসিলেন। এইবার শান্তিপুরবাসী সকলে তাঁহাকে পরম সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। একদিন গোস্বামী মহাশয় শান্তিপুর হইতে এক ক্রোশ দূরে অদ্বৈতমহাপ্রভুর ভজনস্থান দর্শন করিয়া আসিলেন। সেখানে বালেশ্বর নিবাসী একজন ভক্ত বৈষ্ণব একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। অদ্বৈত মহাপ্রভু ও শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ সে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। পূজার ও সেবার ব্যবস্থা আছে।

শান্তিপুর হইতে কলিকাতা সুকিয়া ষ্ট্রীটে লাখুটীয়ার জমিদার রাখাল বাবুর বাড়ীতে বাস করিবার সময় গোস্বামী প্রভুর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী প্রেমসখি কঠিন জ্বররোগে দেহত্যাগ করিলেন।—সেকি শোকাবহ দৃশ্য। শাশুড়ী কাঁদিয়া গলা ভাঙ্গিতেছেন, জ্যেষ্ঠাকন্যা শান্তিসুধা শোকে মগ্না। পুত্র, শিষ্যা ও শিষ্যগণ সকলে শোকমগ্ন। ধীরে ধীরে সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন গোঁসাইজী, একবার শুধু সমস্ত পরিবারের দুলালি সেই কন্যারত্নের দিকে চাহিলেন। শিষ্যগণকে বলিলেন কীর্ত্তন কর! আরম্ভ হইল কীর্ত্তন। মৃত্যুর মধ্যে দেখা দিল অমৃত। শোকের মধ্যে দেখা দিল ভক্তির উচ্ছ্বাস। মৃত কন্যার মুখখানি বিমলিন শতদলের মত শোভা পাইতেছিল। নৃত্য করিতে লাগিলেন গোস্বামী প্রভু! কোথায় গেল শোকের দহন জ্বালা!—পরে নৃত্য ও আরতি হইতে বিরত হইয়া কন্যার মৃতদেহের মস্তকে আপনার চরণ কমল অর্পণ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন, এবং প্রতিদিনকার মত দৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। কে বুঝিবে তাঁহার হৃদয়ের ভাষা! কে বুঝিবে তাঁহার অন্তর বেদনা ঃ

—সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাড়ী হইতে শ্যামবাজার কম্বলীটোলার বাড়ী আসিলেন—এখানে কুম্ভমেলার ক্ষেপাচাঁদ প্রভুজীর নাম ভুলিয়া গিয়া 'গৌর নাচা বাবার' নাম বলিতে বলিতে কলিকাতার পথে পথে ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে গোস্বামী মহাশয়ের বাটীতে আসিয়াছিলেন।

কম্বলিটোলা হইতে তাঁহারা ১৪।২ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে একটি বাড়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাড়া করিয়া আসিলেন।—কম্বলিটোলারবাড়ীতে সকলের স্থান সংকুলান হইতেছিল না। এ বাড়ীতে স্থানের অভাব হইল না। প্রত্যহ সঙ্কীর্ত্তন হইত।—অনেকদিন তিনি এই বাড়ীতে ছিলেন, প্রভাতকালে প্রতিদিন ভজন গান করিতেন ভক্ত শিষ্য বেণীবাবু—

ভৈরোঁ—ঠুংরি

হরে মুরারে মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ গাও রে।
গাও শ্রীমধুসূদন, যশোদানন্দন, কৃষ্ণ গোপীজনবল্লভরে।

সন্ধ্যায় হইত সঙ্কীর্ত্তন। গান করিতেন রেবতীমোহন সেন। ব্রাহ্মচারী কুলদানন্দ লিখিয়াছেন: "ঠাকুরের একান্ত প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন মহাশয় যখন খোলে তালি দিয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করেন—গৃহস্থিত বিক্ষিপ্ত, চঞ্চলচিত্ত শ্রোতৃগণ্ডলীর অন্তর ক্ষণকালের জন্য যেন স্তম্ভিত হইয়া পড়ে; তখন তাঁহারা উৎকণ্ঠার সহিত অনিমেষনয়নে ঠাকুরের পানে তাকাইতে থাকেন। রেবতী বাবুর কণ্ঠনাদের সহিত ঠাকুরের অন্তরের কি যোগাযোগ আছে জানি না। তাঁহার সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইলেই ঠাকুরের স্থির কলেবর চঞ্চল হইয়া পড়ে এবং উহা দক্ষিণে বামে হেলিতে দুলিতে থাকে।—রেবতী বাবুর ভাবোদ্দীপক অসাধারণ কণ্ঠধ্বনি ঠাকুরের শ্রীচরণ বন্দনায় পরিপুষ্ট হইয়া, অলক্ষিত সূত্রে ভক্তবৃন্দের চিত্ত ঠাকুরের দিকে আকৃষ্ট করিয়া ভাবাবেগে প্রমত্ত করিয়া তোলে।" এক ছুটির দিন রেবতীবাবু গাহিলেন:

তব শুভ সম্মিলনে, প্রাণ জুড়াব হৃদয় স্বামী।
কবে বসিব একান্তে প্রাণকান্ত, তোমায় নিয়ে আমি॥

মধুর শ্রীবৃন্দাবনে, গোপীকাগণ সনে,
তোমার নৃত্যপদসেবি প্রভু, কৃতার্থ হইব আমি॥

হৃদয়ে ধরি' শ্রীপদ, বিপদ ঘুচাব হে,
আমার পাপ-পরিতাপ যাবে, জুড়াব তাপিত প্রাণী॥

অখিল লীলারসে, ডুবাব মানস হে,
আমি সকল ভুলিব, কেবল হৃদয়ে জাগিবে তুমি॥

(আমার আঁধার ঘরের মাণিক হ'য়ে)

পিরীতের সেজ, হৃদয়ে বিছাব হে
রসে মিশামিশি হ'য়ে, হব আমি তুমি, তুমি আমি।

গানের দুই এক পদ গাইতেই ঠাকুরের চেহারা অন্যপ্রকার হইয়া গেল। তাঁহার প্রেম-বিহ্বল মুখমণ্ডল রক্তিমাভ হইল, ওষ্ঠাধর ঘন ঘন কম্পিত হইত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

উজ্জল তাম্রবর্ণ শরীরটি হইল গৌরবর্ণ, হর্ষ-পুলকে সর্ব্বাঙ্গ শিহরিতে লাগিল।”

একদিন গোস্বামী প্রভু রেবতী বাবুর মধুময় সঙ্কীর্ত্তনে মোহিত হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন,—“তোমার কণ্ঠ মধুময় হউক।” প্রভুজী রেবতীমোহনকে বেহালাযন্ত্রের সহিত গান করিতে আদেশ করেন ও বলেন তাহাতে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে। তদনুসারে রেবতীমোহন গোস্বামী প্রভুর নিকট বেহালা আনয়ন করিলে তিনি মঙ্গলাচরণস্বরূপ স্বহস্তে একবার বাজাইয়া রেবতীবাবুকে অর্পণ করেন। এই বেহালাটির দাম তাঁহাকে হাজারীবাগের এক বন্ধু দিয়াছিলেন। রেবতী বাবু তাঁহার জীবিতকাল পর্য্যন্ত সেই বেহালাটিকে অতি যত্নে রাখিয়াছিলেন এবং উহারই সংযোগে সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। কীর্ত্তন-শেষে গোস্বামী প্রভু যে দুটি শ্লোকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মঙ্গলাচরণ পয়ারে মধুর কণ্ঠে আবৃত্তি করিয়া হরিলুট দিতেন, তাহা এই :

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের বাড়ীতে অনেক সাধুসন্ত, ধনী-নির্ধন আসিতেন। অনেকে দীক্ষা গ্রহণ করিতেন। এই সময় অনেক শিষ্য তাঁহার নিকট অবস্থান করিতেন—সকলের প্রতি সমভাবে আহার ও থাকিবার ব্যবস্থা ছিল। কোন দিন হয়ত বাজারের পয়সা পর্য্যন্ত অনটন হইত। পুত্র যোগজীবন অনেক সময় বাজার খরচের টাকা না রাখিয়াই প্রার্থীদিগকে দান করিতেন। একদিন এইরূপ ঘটনা উপস্থিত হইলে, গোঁসাইজী যোগজীবনকে বলিলেন—“দেখ এখানে যাঁহারা আছেন, ভগবান তাঁহাদের জন্যই টাকা পাঠান। সে টাকা তোমার নিকট গচ্ছিত মাত্র থাকে। ইঁহাদের আহারের ব্যবস্থা না রেখে দেওয়া তোমার সঙ্গত হয় নাই। এতগুলি লোক অনাহারে থাকবেন, তুমি দান করলে কি করে? ইহা তোমার একবার ভেবে দেখা উচিত ছিল। দয়া ন্যায়ের অধীন না হলে তাহা সমীচীন কার্য্য হয় না।”

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোস্বামী মহাশয়ের নিকট শিষ্যেরা থাকেন, তাহা লইয়া একদিন বুড়াঠাকুরাণীর সহিত একজন শিষ্য সমালোচনা করিতেছিলেন। গোস্বামী-প্রভু নিজ কর্ণে সেই কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের বলিলেন :—"এখানে যাঁরা থাকেন, সকলেই ভদ্রলোক। খেতে না পেয়ে কেউ ত এখানে থাকেন না। আমার প্রতি অনুগ্রহ করেই থাকেন। আপনারা এ বিষয় নিয়ে কখন আর সমালোচনা করবেন না। এখানে আর টাকাও দিবেন না! বুড়াঠাকুরাণী মুখ বন্ধ করিয়া রহিলেন। শিষ্যটি সামনে থতমত খাইয়া রহিলেন।

অতঃপর কয়েকজন শিষ্যসহ পুনরায় গোস্বামী প্রভু বৃন্দাবন গিয়াছিলেন। বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছেন, এমন সময় বাড়ীর মেথরটি তাঁহাকে প্রণাম করিলে, গোস্বামী মহাশয়ও তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন—"আশীর্ব্বাদ করুন, যেন রাধারাণীর দর্শন পাই।'

কাঁদিয়া ফেলিল মেথর, বলিল, বাবা, এমন ভাবে কেহ ত কোনদিন আমাদের কেউ বলে না। জয় হউক বাবা! জয় হউক! শিষ্যেরা বিস্মিত হইলেন! এমন বিনয়-এমন দীনতা কি তাঁহাদের আছে?

বৃন্দাবনে আসিয়া বড় আনন্দে কাটিতে লাগিল দিন। বুঝি এখানে আসিয়া বিরহিণী রাধার ব্যাকুল অন্তরের বিরহ-ব্যথা তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল। বুঝি সতীহারা মহেশ্বরের মত যোগমায়ার কথা জাগিয়াছিল গোপন-মনে—যমুনার তীরে সেই একদিন সন্ধ্যায় যমুনার নীল জলে প্রজ্জ্বলিত চিতাগ্নির যে লোহিতশিখা প্রতিফলিত হইয়াছিল—দেবী যোগমায়ার, শ্মশানশয্যার সেই চির বিরহের ব্যথা বুঝি জাগিয়াছিল তাঁহার স্মরণে ও মননে।

সাধুসঙ্গে দিন যাইতেছিল। সন্ধ্যা হইলে প্রয়াগের কুম্ভমেলার মহাত্মা কাঠিয়াবাবার সঙ্গে দেখা হইত—তাঁহার আশ্রম ছিল এই বৃন্দাবনধামে। তিনি নিম্বাদিত্য বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত ও ব্রজবিদেহী বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের প্রায়ই যাওয়া আসা হইত। সদালাপে পরমানন্দ অনুভব করিতেন। ব্রজধামের ময়ুরমুকুট বাবাজীর সহিত হইল সাক্ষাৎ, ইনি গেণ্ডারিয়াআশ্রম দেখিবার জন্য ঢাকাও গিয়াছিলেন। অনেকে সেখানে তাঁহার নিকট দীক্ষা লাভও করিয়াছিলেন।

এইবার শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানকালে আশ্রমের আয়-ব্যয় পর্য্যালোচনার ভার লইয়াছিলেন তাঁহার এক সাধু-চরিত্র শিষ্য পণ্ডিত ভারতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি ত্রিশ বৎসর কাল দক্ষতার সহিত ঢাকা নর্ম্যাল স্কুলের কার্য্য শেষে পেনসন্ লইয়া জীবনের শেষ পনেরো বৎসর রাধাকুণ্ড তীরে সাধন ভজন করিয়া ৭০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

এ সময়ে গোস্বামী মহাশয় প্রতিদিন অপরাহ্নে কাঠিয়াবাবা, জগদাশ বাবু, দয়ালদাস বাবাজীর আশ্রমে এবং শেঠের মন্দিরে ব্রহ্মচারীর কুঞ্জে যাইতেন। এখানে বহু দুঃখী তাপিতজনের প্রাণে দিয়াছেন শান্তি-উপদেশ ও সান্ত্বনা। তখন শ্রীবৃন্দাবনে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট প্রতিদিন দুই তিন শত টাকার মনিঅর্ডার আসিত। সে সময়ে একদল গুণ্ডা ভরতপুর হইতে আসিয়া নানা ভাবে বৃন্দাবনে লুঠপাট করিত—কিন্তু তাঁহাদের কুঞ্জে কোন উৎপাত হয় নাই।

নবকুমার বাবু সে সময়ে বৃন্দাবনে ছিলেন, তিনি কেশীঘাটের উৎকৃষ্ট খরমুজা প্রায় প্রত্যহ ৪।৫ গামলা পূরিয়া শ্যামসুন্দরের ভোগ লাগাইয়া গোস্বামী মহাশয়ের বাসায় পাঠাইয়া দিতেন। গ্রীষ্মের সময় এই খরমুজা পান করিয়া গোস্বামী প্রভু ও শিষ্যগণ তৃপ্তিবোধ করিতেন।

এবারও গোস্বামী মহাশয়ের পরিক্রমায় যাইবার কথা ছিল কিন্তু শরীর অসুস্থ ছিল তাই বৃন্দাবন হইতে শীঘ্র চলিয়া আসিলেন এবং সেই সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের বাসায়ই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে আসিবার পর আসিল শরৎকাল। আশ্বিন মাস। এ-সময়ে নিত্য চণ্ডী পাঠ হইত। কীর্ত্তন হইত—আনন্দের ফোয়ারা ছুটিত।

একদিন একজন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন গোঁসাইকে—বলুনত পুনর্জ্জন্ম আছে কিনা? দৃঢ়তার সহিত উত্তর দিলেন প্রভুজী—'আছে'।

একজন বাউল আসিয়া কিছুদিন গোস্বামী মহাশয়ের নিকট ছিলেন এবং তাঁহাকে অনেক গান শুনাইয়াছিলেন। তিনি নিজে তাঁহার অনেক গান লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। কে জানে সে-সব গান এখন কোথায়? বাবাজীর একটি গান 'শ্রীশ্রীবিজয়-কথামৃতে' আছে। তাহা এই :

"মনের মানুষ পেলে এবার কইতেম কথা দিল খুলে।
বে-দরদীর সঙ্গে কথা কবনা এ প্রাণ গেলে॥
মন মিলে মানুষ মিলে না, রইল দুখ কইতে পেলাম না।
আমার দিবানিশি ঐ ভাবনা, ঐ দুঃখে প্রাণ যায় জ্বলে;
এসব কথার কথা নহে, তথাপি ক্ষ্যাপা বাউলে কহে,
ধর্‌বি যদি প্রাণ জুড়ান ধন, সাধু সঙ্গে যা মিলে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোস্বামী প্রভু ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে হরি-সঙ্কীর্ত্তনের পরে হইত শ্যামাসঙ্গীত। মুসলমানদের ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণ-শরীফ, খৃষ্টানদের বাইবেল যত্নের সহিত তিনি পাঠ করিতেন। খৃষ্টান ও মুসলমানদের গীর্জ্জা ও মসজিদে এবং হিন্দুর দেবালয়ে যাইতেন। সর্ব্বত্রই ছিল তাঁহার ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিবেদন। বিশ্বজনীন প্রেমের-ধর্ম্মের ছিলেন অধিকারী।

এমনিভাবে দিন যাইতেছে—একদিন বলিলেন, চলুন এবার ঢাকা গিয়া শেষ ধূলট করে আসি। ঢাকায় পত্র গেল। রেলে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত আসিলেন। গোয়ালন্দঘাটে বজ্‌রা লইয়া আসিয়াছিলেন ভক্ত কামিনীমোহন বসু।—'পদ্মা বক্ষে তরণী ভাসিল'—ঢাকার দিকে। সকলে গেণ্ডারিয়া আশ্রমে পৌছিয়া দেখিলেন—আশ্রমের বাড়ী জঙ্গলময়, একখানা ঘরেও বেড়া নাই।—নবকুমার বাবুকে কুলদা ব্রহ্মচারী, শ্রীধর, অশ্বিনী প্রভৃতি সকল শিষ্যেরা বলিলেন—ভাঙ্গা ঘরের বেড়া না দেওয়া হলে যে আমরা মারা পড়িব। কার্য্যকুশলী নবকুমার ঘরে বেড়া দেওয়া, জঙ্গল পরিষ্কার করা ও খাদ্যাদির ব্যবস্থা করিলেন।

শান্তিসুধা দেবী ও তাঁহার স্বামী জগদ্বন্ধু বাবু কলিকাতা রহিলেন। কয়েকমাস পরে তাঁহারাও ঢাকা আসেন। বুড়োঠাকুরাণী গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে আসিয়াছিলেন।—এ সময়ে একটি বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যার পুত্রের অন্নপ্রাশনের জন্যও প্রভুজী পঁচিশ টাকা দিয়াছিলেন।—ধূলট উৎসব আসিল। দেখিতে দেখিতে আশ্রমের শ্রী ফিরিয়া গেল। ঘর, উঠান, পরিচ্ছন্ন, তাম্বু, সামিয়ানা, পাল, ত্রিপল খাটানো হইল—আলোকমালা শোভিত আশ্রম হইল যেন ইন্দ্রপুরী।

মহোৎসবের জন্য পৃথক রান্নাঘর উঠিল। উঠানে ২০।২৫টা চুল্লীতে রন্ধন কার্য্য হইত এক একবার প্রায় দুই তিন শত লোক আহার করিত। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। বারান্দায় বসিয়া গোস্বামীপ্রভু আহার দর্শন করিতেন এবং সকলকে উৎসাহ দিয়া দই মিষ্টান্ন প্রভৃতি দেওয়াইতেন। কাঙ্গাল, গরীব, দীন-দরিদ্র সকলেই যাহার যত ইচ্ছা ভোজন করিয়াছিল। প্রত্যহ দুইবেলা বড় বড় পিত্তলের হাঁড়িতে চা প্রস্তুত হইত।

সেদিন গোস্বামী মহাশয়ের একজন প্রায় শতবর্ষ বয়স্ক শিষ্য আমার কাছে সেকালের কথা বলিতে গিয়া দুঃখ করিয়া বলিলেন—'এমন দিন জীবনে আর দেখবো না।'

মহোৎসবের দুই তিন দিন পরে ধূলট শেষ হইল। সেকি অদ্ভুত দৃশ্য—রাস্তায় রাস্তায় হরিলুট ও হরিধ্বনি, এবং মহিলাদের শঙ্খ ও উলুধ্বনি, চারিদিকে আনন্দ যেন উছলিয়া পড়িতেছিল। দিকে-দিকে হরি হরি ধ্বনি। গোস্বামী মহাশয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসুস্থতাবশতঃ পথে গাড়ীতে যাইতেছিলেন—ঠিক্ সেই সময়ে—শিখ ও গুর্খা সৈন্যগণ রমণার মাঠ হইতে কুচকাওয়াজ করিয়া তথায় আসিয়া গোস্বামী মহাশয়ের গাড়ীর ডাইনে ও বামে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহাদের হস্তস্থিত বন্দুক ও সঙ্গীনের ও পোষাকের চাকচিক্যে, সূর্য্যরশ্মি পতিত হওয়ায় এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই গোস্বামী মহাশয়কে মস্তক অবনত করতঃ অভিবাদন করিলেন। ইহারা মধ্যে মধ্যে গেণ্ডারিয়াআশ্রমে গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আসিয়া গুরু নানকের গ্রন্থ সাহেব পাঠ শ্রবণ করিতেন। কেহ কেহ তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠ করিতেন।

তারপর উৎসবান্তে গোস্বামী মহাশয়—দলবল ও পরিজন সহ কলিকাতা যাত্রা করিলেন। দুইখানি বোট নৌকা ও একখানা ঘাটের নৌকা প্রস্তুত হইল। সকলকে লইয়া গোস্বামী-প্রভু নৌকায় উঠিলেন। সে এক করুণ দৃশ্য! মনে পড়ে সে অতীত দিনের কথা,—যেদিন শ্রীকৃষ্ণ চলিলেন অক্রুরের রথে ব্রজভূমি পরিত্যাগ করিয়া মথুরা ধামে, সেদিন বিরহিণী রাধিকার ব্যাকুল নয়নধারার সঙ্গে ব্রজগোপিগণের অন্তর-বেদনা যেরূপ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল সেদিন সেইরূপ শিষ্য ও শিষ্যাগণের অন্তরে তেমনি করুণ বিষাদের ছায়া হইয়াছিল প্রতিভাত। গোস্বামী মহাশয়ের নৌকা তীরের একটু দূরে ছিল, যাঁহারা তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকে অন্য ডিঙ্গি নৌকায় উঠিয়া গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন। গেণ্ডারিয়ার আশ্রম পড়িয়া রহিল স্তব্ধ নীরবতা লইয়া।—এই প্রভুজীর শেষ ধূলট—এই প্রভুজীর শেষ ঢাকায় আসা। ঢাকাবাসী ভক্তগণ অশ্রুনীরে বুক ভাসাইয়া বিদায় দিলেন প্রাণের নিধিকে—চির বিরহের ব্যথায়।—ঢাকা গেণ্ডারিয়া আশ্রমের লীলা খেলা ফুরাইয়া গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

বাসা পরিবর্ত্তন—হ্যারিসন রোড—পুরীযাত্রার উদ্যোগ

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের মোড়ে ৪৫নং হ্যারিসন রোডের বাড়ী অবস্থিত। এ বাড়ীর পাশ দিয়া যখনই কোথাও যাই, মনে পড়ে অতীতের স্মৃতি। এইখানেই কয়েকদিন আমার কিশোরবয়সে—মাতুল স্বর্গত রেবতীমোহন সেনের সঙ্গে আসিয়া মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণকে দর্শন ও তাঁহার পাদস্পর্শ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। সে আনন্দ-মেলা—গোঁসাইজীর ভাববিভোর অপূর্ব্ব নৃত্য, দেখিয়াছিলাম। দেখিয়াছিলাম কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মাথার জটা খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। দেখিয়াছিলাম, সেই ঢল ঢল লাবণ্যভরা মুখ। ভক্ত-শিষ্যগণের প্রাণোন্মাদকারী সঙ্কীর্ত্তন। আমি তখন কিছুদিন কলিকাতাতে ছিলাম। রেবতীমোহন থাকিতেন অখিল মিস্ত্রীর লেনে। আমরা থাকিতাম আমার পীড়িত জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও মাতাঠাকুরাণী সহ হিদারাম ব্যানার্জ্জীর লেনের একটি বাড়ীতে। সে কত দিন আগের কথা, তবু মনে হয় যেন সেদিনের ঘটনা। সে স্মৃতি কি ভুলিতে পারি?

সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট হইতে প্রভুজী এখানে হ্যারিসন রোডের বাড়ী আসিলে নিত্য ভজন-কীর্ত্তন, নিত্য পূজা ও পাঠ হইত! আমি যেদিন প্রথম তাঁহার দর্শনে যাই, গোস্বামী প্রভু আসনে বসিয়াছিলেন। তখন 'মহাভারত' পাঠ করিতেছিলেন শ্রদ্ধাভাজন পান্নালাল ঘোষ মহাশয়। গোস্বামী প্রভুকে আমি প্রণাম করিবার পর, রেবতীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি—এ ছেলেটি কে রেবতী?

আমার ভাগনে!

তখন আমার দিকে একটু মধুর হাসিভরা মুখে চাহিয়া বলিলেন—বেশ!

আমার কিশোর-মন সেই একটি কথায়ই সেদিন পাইয়াছিল—দেব-আশীর্ব্বাদ।

হ্যারিসন রোডের বাড়ীটি ছিল খুব খোলামেলা। তখন দুই পাশে অনেক কৃষ্ণচুড়ার গাছ ছিল, থোপা থোপা লালফুল ফুটিয়া চারিদিকে যেন বসন্তের অপূর্ব্ব পুলক-শিহরণ জাগাইয়া দিত।

ঢাকাতে তাঁহার কিছুদিন থাকিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য রহিলেন না। হ্যারিসন রোডের নূতন বাড়ীতে আসিয়া বেশ ভাল বোধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে লাগিলেন এবং প্রফুল্ল চিত্তে নিজের মনে সাধন ভজন করিতেন। প্রাতে ও সন্ধ্যায় কীর্ত্তন, বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ, দীক্ষার্থীগণকে দীক্ষা প্রদান করিতেন। হাসি-খেলা ও আনন্দে দিন যাইতেছিল।

গোস্বামী মহাশয়ের জীব-জন্তুদের প্রতি প্রীতি ছিল অসাধারণ, সেকথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। এইখানে ছাদের উপর পাখীদের খাদ্যাদি ও গামলা পুরিয়া জল রাখা হইত, পাখীরা ছাদে ঘুরিয়া ফিরিয়া খাবার খাইত এবং জলপান করিয়া আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইত। যিনি খাদ্য দিতেন—কিছুকাল পরে তাঁহারা নির্ভয়ে তাঁহার গায়ে আসিয়া বসিত। বেশীর ভাগ আসিত ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রার দল, কোথায় তাহারা সংবাদ পাইত কে জানে? এখানে প্রতিদিন সন্ধ্যায় গোস্বামী-প্রভু ছাদে উঠিয়া বসিতেন। যে সময়টুকু ছাদে থাকিতেন সেখানেও হইত ভক্তসমাগম, নানা জটিল বিষয়ের মীমাংসা ও ধর্ম্ম বিষয়ে হইত বিবিধ গভীর তত্ত্বের আলোচনা। তারপর ধীরে ধীরে নীচে আসিয়া বসিতেন। কীর্ত্তন ও হরির লুট হইত। ক্রমে রাত্রি বাড়িত। অনেকে বাড়ী চলিয়া যাইতেন,—শুধু একান্ত ধর্ম্মানুরাগী কেহ কেহ সেখানে থাকিয়া নানা বিষয়ে করিতেন তত্ত্ব জিজ্ঞাসা।

সঙ্কীর্ত্তন করিতে অগ্রণী ছিলেন—রেবতীমোহন, গোষ্ঠ বাবু, সূর্য্য বাবু, বিধু ঘোষ, সঙ্গে যোগ দিতেন প্রায় শিষ্য সকলেই। এ-সময়ে গোস্বামী মহাশয় দিবারাত্র আসনে বসিয়া থাকিতেন। নিদ্রা যাইতেন না বা শয়ন করিতেন না।—মাঝে মাঝে সেকালের বিখ্যাত কীর্ত্তন-গায়ক গণেশ, মুকুন্দ ঘোষ আসিয়া কীর্ত্তন করিতেন। সে-সময়ে পঞ্জাবী নানকপন্থী অনেক সাধু-সন্ন্যাসী আসিতেন, একবার এক সাধুবেশী জুচ্চোর তিন শত টাকা তীর্থযাত্রা করিবে বলিয়া লইয়া অন্তর্ধান হইল—।

গোস্বামী প্রভুর কাছে এক সাধুবেশী লোকে আসিয়া অর্থের প্রার্থী হইলে—তোমার ঐ বাক্সে যে টাকা আছে ইঁহাকে দেও বলিলেন যোগজীবনকে।

যোগজীবন বলিলেন—এ যে বাড়ী ভাড়ার টাকা। আমি বাড়ীওয়ালাকে দেওয়ার জন্য টাকা ধার করে এনেছি।

গোস্বামী প্রভু বলিলেন-দাও তুমি, সে পরে দেখা যাবে। নিরুপায় যোগজীবন তিনশো টাকা সেই অসাধু সাধুর হাতে তুলিয়া দিলেন। পরের দিনের বাসার খরচও রহিল না।

পরদিন প্রাতে আবার সাধু আসিয়া বলিলেন :—আমাকে মদ খাওয়াও। প্রার্থী সে, গোস্বামী মহাশয় মূল্যবান এক বোতল মদ আনাইয়া দিলেন। তাহার সঙ্গে দুইজন সহচর ছিল। গোঁসাইর নিকট বসিয়াই বিনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিধা সঙ্কোচে সেই সাধুবেশী লোকটা মগু পান করিতে লাগিল। যাবার সময় বলিয়া গেলেন—তোমার সঙ্গে দু'জনে আমরা বেলা একটা দেড়টার মধ্যেই আসব এবং ভোজন করবো। কিন্তু সে আর আসিল না। গোস্বামী মহাশয় সারাদিন রহিলেন অনাহারী। পরে শিষ্য মহেন্দ্রনাথ ঘোষ আসিয়া বলিলেন—সে সাধু নয় জুচ্চোর। অল্পদিন হইল কটক জেল হইতে খালাস হইয়াছে। কতকগুলি বদমায়েস লোক লইয়া মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে এক ঘর ভাড়া করিয়া আছে।

এ বাড়ীতে থাকিতে প্রতিদিন গোস্বামী মহাশয়ের নির্দ্দেশে কাঙ্গালীদিগকে নিয়মিত চাউল বিতরণের ব্যবস্থা ছিল। এই বাসায় শ্রীধর ঘোষ ও অন্যান্য কয়েকজন শিষ্যের বসন্ত রোগ হইল।

বুড়োঠাকুরাণী বলিলেন :—ছোঁয়াচে রোগ কখন কাহার হয়, এদের হাসপাতালে পাঠালে ভাল হয়, নইলে যার যার বাড়ী যেতে বললে হয়। অনেকে তাঁহার কথার সমর্থনও করিলেন। গোঁসাইজী শুনিয়া বলিলেন :—আজ যদি যোগজীবনের বসন্ত হইত, কি করতেন বলুন ত!

সকলে নীরব হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁহারা নিরাময় হইলেন। এই রোগীদের চিকিৎসা, সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা নিজে উদ্যোগী হইয়া করিয়া দিয়াছিলেন।

শিষ্য নবকুমার বাবু হ্যারিসন রোডের বাসায় থাকিতে, একবার সুযোগ পাইয়া—পুরী যাইবার অনুমতি চাহিলেন। গোস্বামী মহাশয় বলিলেন 'শুভস্য শীঘ্রম্'। তাঁহার সঙ্গী হইলেন—বাবু অমৃতলাল সেন মহাশয় ও শ্রীধর। তাঁহারা ষ্টীমারে যাত্রা করিলেন। গঙ্গাসাগর ও বৈতরণী দর্শন করিয়া পুরীধামে পৌছিলেন। সেখানে পাঁচদিন থাকিয়া দর্শন, স্পর্শন, সমুদ্র-স্নান প্রসাদ ভক্ষণ প্রভৃতি করিয়া পরম তৃপ্তমনে ফিরিলেন—কলিকাতা।

গোস্বামী মহাশয়কে ও ভক্তমণ্ডলীকে তাঁহারা আসিয়া প্রসাদ বিতরণ করিলেন, কিন্তু প্রসাদের অবস্থা এমন হইয়াছিল যে গলাধঃকরণ করা যাইতেছিল না। সকলের মুখ বিকৃত! অথচ প্রসাদ! ৫।৭ দিনের প্রসাদ, তাহাতে আবার কলাপাতা দিয়া হাঁড়ির মুখ বন্ধ ছিল কাজেই অবস্থা সহজেই অনুমেয়!

সকলে প্রসাদ পাইলে পর—গোঁসাইজী বলিলেন—'প্রসাদ কেমন খেলেন আপনারা?' এই কথা বলিয়াই মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতে লাগিলেন। তারপর বলিতে লাগিলেন :—'দেখুন, আমিও প্রথমতঃ খুব আগ্রহের সহিত প্রসাদ নিয়েছিলাম, কিন্তু আর গলাধঃকরণ করতে পারছিলাম না পরে অনেক কষ্টে গলাধঃকরণ করেছি।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন নিজ নিজ মনের কথা বলিলেন এবং সকলে হাসিতে লাগিলেন। গোঁসাইজীও তাহাতে যোগ দিলেন।

'নবকুমার বাবু বলুনত—পুরী কেমন দেখে এলেন?'. গোস্বামী মহাশয়ের এই প্রশ্নের উত্তরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে জগন্নাথধামের মাহাত্ম্য কথা বলিলেন নবকুমার। তাঁহাদের যে খুবই ভাল লাগিয়াছিল সেই কথা পুনঃ পুনঃ বলায় নিবিষ্টচিত্তে সব শুনিয়া বলিলেন গোঁসাইজী:

'দয়া করে আমাকে নিয়ে চলুন নবকুমার বাবু'—সে কি ব্যাকুল আগ্রহ!

গোঁসাইজীর শিষ্য কুলীন-গ্রামনিবাসী বোলপুরের উকীল শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু মহাশয়কে পত্রদ্বারা এই সংবাদ জানাইলে, তিনি লিখিলেন:—"প্রভু নীলাদ্রি যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, আনন্দের কথা। আমি যথাসাধ্য অর্থ লইয়া যাইতেছি।" সংবাদে উৎফুল্ল হইলেন প্রভুজী!

হরিদাস বাবু কলিকাতা আসিয়া পাঁচশত টাকা দিলেন। ভক্ত শিষ্যবৃন্দ এই উদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তিন হাজার টাকা সংগৃহীত হইল। পুরীধামে যাইবার সাড়া পড়িয়া গেল।—গোস্বামী মহাশয়ের আদেশে বাসাবাড়ী ঠিক্ করিবার জন্য কটক জজকোর্টের বিখ্যাত উকীল হরিবল্লভ বাবুকে লিখিলে, তিনি উত্তর দিলেন, আপনারা পুরী গিয়া বড় পাণ্ডা নীলমণি বর্মণের বাড়ীতে থাকিতে পারিবেন। ভাড়া ২০।২৫ টাকা লাগিবে: বাড়ীটি ভাল।

তাঁহার সহিত অনেকে শ্রীজগন্নাথধামে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। —কিন্তু কেহ কেহ আপত্তিও তুলিলেন—সে কথা বলিতেছি।

মাতৃভক্ত বিজয় একবার মাতা স্বর্ণময়ীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—মা, তুমি ত আমার কাছে থাক না, আমার ভালমন্দ কোন কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি না। প্রসন্নমুখে মা হাসিয়া বলিলেন:—'ওরে তুই যে এখন বড় হয়েছিস্, নিজেইত সব বুঝে-সুঝে কাজ করতে পারিস্, আমাকে আর কি জিজ্ঞেস করবি। তারপর গম্ভীরভাবে বলিলেন: আমি শুধু তোকে একটা কথা বলি, তুই কখনো শ্রীক্ষেত্র যাস্‌নে।'

পুত্র বলিলেন—মা, যে পুরীধামে মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতপ্রভু বৎসর বৎসর যেতেন, থাকতেন, যেখানে স্বয়ং ত্রিভুবন-পালনকর্তা শ্রীশ্রীজগন্নাথ প্রভু রয়েছেন, সেখানে যেতে আমাকে নিষেধ কর কেন?'

মাতা বলিলেন—নিষেধ করি এই জন্য যে তুই শ্রীক্ষেত্রে গেলে আর ফিরবি না। যদি নিতান্তই যেতে চাস্—ইচ্ছে হয় তবে শেষ বয়সে যাস্।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একথা জানিতেন বুড়োঠাকুরাণী, তিনিও গোঁসাইজীকে বলিলেন—না গেলে কি হয় না বাবা পুরী? আরও অনেকে নানা আপত্তি তুলিলেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ গোঁসাইজী কহিলেন,—'শুনুন আপনারা তখন আমার মার অবস্থা স্বাভাবিক ছিল না। উন্মত্ত অবস্থায় ছিলেন আর তিনি পুরী গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, সেজন্যই আমাকে পুরী যেতে মানা করেছিলেন।'

তবু ভক্ত শিষ্যেরা আপত্তি তুলিলেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিজয় গম্ভীরভাবে বলিলেন:—আমি কারু সঙ্গী নই, একাকী এসেছি, একাকী চলে যাব, কে হবে আমার সঙ্গী? ভেবে দেখুন—আমার বাবা ও পিসীমা, একজন মাত্র ভৃত্য সঙ্গে পুরী তীর্থ যাত্রা করেছিলেন। শান্তিপুর হতে সাষ্টাঙ্গ দিতে দিতে গিয়েছিলেন জগন্নাথধামে।

ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল তাঁর পদযুগল, বুক ভেসে গিয়েছিল রক্তে,—কিছুতে তিনি নিরস্ত হননি, কোন ক্লেশ, কোন যন্ত্রণায় তাঁকে নিরস্ত করতে পারে নাই। পায়ে ছালা জড়িয়ে, বুকে কাঁথা বেঁধে গিয়েছিলেন তাঁরা! আর আমি ত তাঁদেরই ছেলে। যদি আমাকে বাধা দেন, আমিও যাব সেই ভাবে, পায়ে ন্যাকড়া বেঁধে লাঠি ভর দিয়ে রওয়ানা হব পুরীধামে।'

সকলে নির্ব্বাক্ হইলেন।

ঠিক্ হইল—তাঁহারা একখানা ষ্টীমার ভাড়া করিয়া চাঁদবালী হইয়া পুরী যাইবেন। গোস্বামী-প্রভুও সম্মতি দিলেন। সেকালে পুরী পর্য্যন্ত রেল হয় নাই।

বিজয় পুরীধামে যাইতেছেন শুনিয়া, শান্তিপুর হইতে কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী তাঁহাদের বংশের পাণ্ডার গোমস্তা গণেশ ঠাকুরকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। গণেশ ঠাকুর শান্তিপুরেই থাকিতেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের পত্র পাইয়া গোস্বামী মহাশয় আনন্দিত হইয়া বলিলেন:—বড় ভাল হল, আমি আমাদের বংশের পাণ্ডার নাম জানতাম না, ছোটদাদা জানিয়ে খুবই ভাল করেছেন।

গণেশ ঠাকুর পূর্ব্বে চলিয়া গেলেন। গণেশের মনিব শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ খুটিয়ার পুরীতে একখানি ভাল বাড়ী ভাড়া মাসিক ২০৲, ২৫৲ টাকায় ঠিক্ করিয়া রাখিলেন।

পুরীযাত্রার সাড়া পড়িয়া গেল।

গোস্বামী প্রভুর সহযাত্রী হইবার জন্য ভক্তশিষ্যমণ্ডলী এবং অন্যান্য অনেকে প্রস্তুত হইলেন।

সকলের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল 'জয় জগন্নাথজীর জয়!' জয় 'জগন্নাথজীর জয়!'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

পুরুষোত্তম যাত্রা—যাত্রা-পথে, বানরবধ নিবারণ, পট্টডুরি প্রদান, ঋণ পরিশোধ—দান-যজ্ঞ—লীলা অবসান

কুম্ভমেলার পরে গোঁস্বামী মহাশয় সশিষ্য নবদ্বীপ গিয়াছিলেন। সেখানে নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ স্মার্ত্ত পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোঁসাইজী যেখানে যাইতেন সেইখানেই আনন্দবাজার ও প্রেমের হাট বসিত। শ্রীপুরুষোত্তমধামে তিনি তাঁহার শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। ৪৫নং হ্যারিসন রোডের বাড়ী হইতে গোঁসাইজী ১৩০৪ সালের ২৪শে ফাল্গুন সশিষ্যে পুরুষোত্তম-যাত্রা করেন। একখানা ছোট ষ্টীমার ভাড়া করিয়া তাহার সঙ্গে দুইখানি বোট জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। অনেক অনুগত স্ত্রী-পুরুষ তাঁহার সহযাত্রী হইয়াছিলেন। তিন বৎসর কলিকাতায় থাকিয়া কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাত্রা করিলেন পুরুষোত্তম ধামে।

গোঁসাইজী যখন গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হইলেন, তখন শিষ্যগণ গাড়ী হইতে ষ্টীমার পর্য্যন্ত-সমস্ত রাস্তায় তাঁহাদের গাত্রবস্ত্র পাতিয়া দিলেন, তিনি অনুগতগণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া সেই সকল বস্ত্রের উপর চরণকমল অর্পণ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। ষ্টীমার ছাড়ার সময় হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে ছাড়িয়া কেহ উঠিতে পারিতেছেন না। এমন সময় গোঁসাইজী দণ্ডায়মান হইয়া করজোড়ে কোন একজন শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আপনারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন"। শিষ্য মনোরঞ্জন গুহ সজলনয়নে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাকে আমরা কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব?" তিনি বলিলেন, "এই আশীর্ব্বাদ করুন, জগন্নাথদেব যেন আমাকে গ্রহণ করেন।" এই কথায় শিষ্যবর্গের মধ্যে ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল। একজন ভক্ত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। এইভাবে গুরুদেবকে বিদায় দিয়া শিষ্যবর্গ শূন্যহৃদয়ে ঘরে ফিরিলেন, যাঁহারা তাঁহার সঙ্গী হইলেন, তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না।

ষ্টীমার যখন কেনাল পথে যাইতেছিল, একদিন কতকগুলি ভিখারী বালক পয়সার জন্য ষ্টীমারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল, গোঁসাইজীর আজ্ঞানুসারে ষ্টীমার হইতে তাহাদিগকে পয়সা ছুড়িয়া দেওয়া হইল। কয়েকটি লোক পয়সা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পায় নাই, তাহারা পেছনে পড়িয়াছে, "গোঁসাইজী বলিলেন "আহা! ইহারা পাইল না!" তৎক্ষণাৎ বীর শিষ্য শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ঘোষ চলন্ত ষ্টীমার হইতে লম্ফ দিয়া জলে পড়িলেন এবং সাঁতারিয়া তীরে উঠিয়া সেই ভিখারীদিগকে পয়সা বিতরণ করিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। গোঁসাইজী তাঁহাকে "রামদাস" বলিয়া সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিলেন। যে গুরুর ইচ্ছা-পালনের জন্য শিষ্য অম্লানবদনে জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে পারে, তিনি কিরূপ স্নেহ-ডোরে শিষ্যগণকে বাঁধিয়াছিলেন তাহা ভাবিবার বিষয়।

কলিকাতা হইতে শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছা পর্য্যন্ত গোঁসাইকে লইয়া যাত্রিগণ যেরূপ আনন্দ সম্ভোগ করিলেন, তাহার বর্ণনা হয় না। সকলেই দিবারাত্র তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া ভগবৎ-ভক্তিতে ডুবিয়াছিলেন। যাত্রাপথে দোল পূর্ণিমার উৎসবে ভক্তেরা তাঁহাকে আবির-রঞ্জিত করিয়া আনন্দ করিয়াছিলেন। পথের প্রাত্যহিক বিবরণ বলিবার স্থান আমাদের নাই।

তাঁহার ভাব, ভক্তি, আচার, আচরণ, দয়া ও বদান্যতা দেখিয়া পুরীর লোকেরা মুক্তকণ্ঠে বলিলেন যে, তিন চারি শত বৎসরের মধ্যে পুরীধামে এরূপ মহাপুরুষের আগমন ঘটে নাই। সেখানকার সাধুগণ তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন **"জটিয়াবাবা"**। আমরাও এখন হইতে তাঁহাকে "জটিয়াবাবা"-ই বলিব।

জটিয়াবাবার পুরীধামে অবস্থানকালে তথাকার মিউনিসিপালিটি বানর-বধের ব্যবস্থা করিলেন। বানরগণ গৃহস্থদিগের অনিষ্ট করে, এই অজুহাত দেখাইয়া বানর-বধের আদেশ করা হইল এবং অবাধে এই নৃশংস হত্যা ব্যাপার সংসাধিত হইতে লাগিল। একদিন মিউনিসিপালিটির নিযুক্ত এক শিকারী একটা বানরকে গুলি করিয়া মারিয়াছে, উহার মৃতদেহ রক্তাক্ত হইয়া রাস্তায় পড়িয়া আছে, বানরী সভয়ে দূর হইতে উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া সেই মৃতদেহ দেখিতেছে, ভয়ে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। সমুদ্র-স্নান করিয়া ফিরিবার সময় জটিয়াবাবা এই দৃশ্য দর্শন করিয়া, সেইখানে ফুঁকরাইয়া ফুঁকরাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ইহার পরে বাসায় আসিয়া বানর-বধের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে শিষ্যগণকে অনুমতি করিলেন। শিষ্যগণ ইংরাজী, বাংলা, সমস্ত সংবাদ-পত্রে টেলিগ্রাম করিয়া ও প্রবন্ধ লিখিয়া ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। এই কার্য্যের জন্য তাঁহারা অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয়ে বিন্দুমাত্র কৃপণতা করেন নাই।

এই আন্দোলনের ফলে মিউনিসিপালিটীর কর্তৃপক্ষ এইরূপ মন্তব্য প্রকাশিত করিলেন যে, বানর-বধ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কার্য্য কি না তদ্বিষয়ে পণ্ডিতদিগের মত সংগ্রহ করা হইবে। সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত জটিয়াবাবার সন্ন্যাসী-শিষ্য স্বামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবপ্রসাদ সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা করিয়া বানর-বধের বিরুদ্ধে একখানি পাতি লিখিলেন, সেই পাতিতে কাশী, মিথিলা, দ্রাবিড় এবং ভাটপাড়া, বাক্লা ও বিক্রমপুরের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ এবং পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি সংস্কৃত-কলেজের অধ্যাপকগণ ও বহু বিখ্যাত ব্যক্তি স্বাক্ষর করিলেন। কিন্তু কার্য্যকালে মিউনিসিপালিটী কয়েকজন অনুগত উড়িয়্যানিবাসী পণ্ডিতের প্রদত্ত বিরুদ্ধ পাতি উপস্থিত করিয়া আপনাদের জেদ বজায় রাখিলেন। পুনরায় অধিকতর আগ্রহের সহিত বানর-বধ কার্য্য চলিতে লাগিল।

এই কার্য্যে সমুৎসাহী, মিউনিসিপালিটীর এক প্রধান ব্যক্তি, একজন বিখ্যাত উকীল বলিলেন যে, 'বানর এবং সাধু এই উভয়ই জঞ্জাল; এই উভয়কেই বধ করা উচিত।' ইহাতেই বুঝা যায় যে জটিয়াবাবা একটি অসৎকার্য্যে বাধা দেওয়ায় এক শ্রেণীর "শিক্ষিত" আখ্যাধারী লোকের বিদ্বেষ-পাত্র হইয়াছিলেন।

এই বানর বধ সময় অনেক বানর জটিয়াবাবার আশ্রয় গ্রহণ করিল, অনায়াসে তাহারা তাহাদের বন্ধু চিনিয়া লইল। বানর ও বানরীগণ তাঁহার আবাসে ও আসনের নিকট বাস করিতে লাগিল। তিনি অতি যত্নে তাহাদিগকে আহার দিতেন এবং নানাপ্রকার নাম ধরিয়া তাহাদিগকে ডাকিতেন। মিউনিসি-পালিটীর আচরণে সকলেই মনে করিয়াছিল অচিরে পুরীধামে বানর বংশের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে; কিন্তু ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার ভক্তের হৃদয় বেদনায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন না, জটিয়াবাবার চক্ষের জল বিফল হইল না। কিছুদিন পরে পুরীর সদাশয় ম্যাজিষ্ট্রেট ডেল্‌ভিঞ্জ (W. N. Delvinge) সাহেবের যত্নে ও তখনকার ছোটলাট উড্‌বরণ সাহেব মফঃস্বল পরিদর্শনার্থ পুরীধামে উপস্থিত হইলেন এবং অযাচিতরূপে বানর-বধ বন্ধ করিয়া দিলেন। ছোটলাট সাহেব মন্দির-তোরণে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বানর মারা কি উচিত? ভদ্রলোকটি উত্তর দিলেন—না। ইহা শুনিয়া লাটসাহেব বলিলেন—ঠিক্, আচ্ছা বাৎ বলা হ্যায়।'

১৩০৫ সালের ১৯শে কার্ত্তিক ৪ঠা নভেম্বর ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদেশে বানর-বধ নিষিদ্ধ হইল। তখন সমস্ত সজ্জনের মুখে "ভক্তের জয়" ধ্বনি বিঘোষিত হইতে লাগিল।

জগন্নাথদেবের সেবা সম্বন্ধে তখন বড়ই বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল। সেবাইত ও পাণ্ডাগণ নিজ নিজ স্বার্থ ই দেখিতেন, জগন্নাথের সেবার দিকে দৃষ্টি রাখিতেন না। এমন অনেক দিন গিয়াছে যে, সমস্ত দিন জগন্নাথের ভোগ দেওয়া হয় নাই। জটিয়াবাবা ইহাতে অত্যন্ত মর্ম্মবেদনা পাইলেন। একদিন কাঁদিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন তিনি, "হাজার হাজার লোক প্রসাদ পাইতেছে না, জগন্নাথদেব উপবাসী থাকিয়া ঘরে ঘরে ভিক্ষা মাগিতেছেন।" যাহাতে জগন্নাথের সেবার সুশৃঙ্খলা ঘটে সেজন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন ; ভগবানের কৃপায় অল্পদিনের মধ্যেই নূতন ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়া মন্দির সংক্রান্ত সমস্ত বিশৃঙ্খলার প্রতিবিধান করিলেন।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কুলীন গ্রামের বসু-বংশীয় বসু রামানন্দ নামক ভক্তের দ্বারা জগন্নাথের "পট্টডুরী" দেওয়াইয়াছিলেন, সেই হইতে এই নিয়ম চলিয়া আসিয়াছে যে কুলীনগ্রামের বসু-বংশীয় কেহ পট্টডুরী প্রদান করিবেন, তাহাই জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার অঙ্গে বেষ্টন করিয়া "পহুণ্ডি" করা হইয়া থাকে, অর্থাৎ রত্নবেদী হইতে নামানো হয়। বহুকাল কুলীন গ্রামের কেহই পট্টডুরী প্রদান করেন নাই, পুরাতন ডুরির কিছু কিছু ছিন্ন অংশ বাঁধিয়া নিয়ম রক্ষা করা হইতেছিল। জটিয়াবাবা তাঁহার মন্ত্রশিষ্য কুলীন গ্রামের বসু-বংশীয় বোলপুরের উকীল ভক্তবর শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু মহাশয়কে পট্টডুরী প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। পট্টডুরী অর্থে রেশমের দড়া— এই ডুরী প্রস্তুত করার বিশেষ প্রণালী আছে। যাহারা বংশানুক্রমে ডুরী প্রস্তুত করিত, তাহারা বহুকাল ইহা প্রস্তুত করে নাই। বসু মহাশয় বহু অনুসন্ধানে কোন এক বৃদ্ধের নিকট ডুরী প্রস্তুতের প্রণালী অবগত হইয়া নিজের হাতে উহা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। এই ডুরী প্রস্তুত করিতে প্রায় দুইশত টাকা খরচ পড়িল। এখন হরিদাস বসু মহাশয়ের প্রদত্ত পট্টডুরী পরিয়াই জগন্নাথদেব ভ্রাতা ও ভগিনীসহ রথারোহণ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে কি হত জানি না।

জটিয়াবাবার আশ্রমে অনবরতই দয়ার স্রোত বহিতেছিল। তিনি কপর্দ্দক-শূন্য, নানাস্থান হইতে শিষ্যগণ স্বপ্রণোদিত হইয়া যাহা পাঠাইতেন প্রতিদিনই তাহা নিঃশেষ হইয়া যাইত, কল্যকার জন্য চিন্তা করা হইত না। ইহাকেই বলে দানযজ্ঞ। একদিন তিনি বলিলেন যে জগন্নাথদেব আদেশ করিয়াছেন ৺পুরীধামে কাঙ্গাল গরীব, সাধু, সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যে কেহ আসিবে সকলকেই পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজন করাইতে, দক্ষিণা দিতে এবং প্রয়োজনানুরূপ লোটাকম্বল ও বস্ত্র বিতরণ করিতে হইবে। কপর্দ্দকশূন্য সন্ন্যাসীর উপর ভগবানের কি অদ্ভুত আদেশ! এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে অন্যূন ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। ভগবানের আদেশ না পাইলে কোন্ অর্থহীন ব্যক্তি এরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে ?

দীনবন্ধু নামে এক কাপুড়িয়া ছিল, তাঁহার দোকান খুব বড় ছিল না ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া জটিয়াবাবা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই কার্য্যে যত বস্ত্র লাগিবে তাহা দীনবন্ধু সরবরাহ করিতে সাহস করেন কি না? দীনবন্ধু কি যেন এক মহৎ ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই তৎক্ষণাৎ এই অসীম সাহসিক কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু এই কার্য্যে তাঁহার ভ্রাতা যোগ দিতে অস্বীকৃত হইয়া দোকান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। দীনবন্ধুকে জটিয়াবাবা বলিলেন, "দেখ, আমি কপর্দ্দকবিহীন সন্ন্যাসী, আমার কাছে পাওয়ার প্রত্যাশা কিছুই নাই। স্বয়ং জগন্নাথদেব দান করিতেছেন, ইহা বিশ্বাস করিয়া যদি তুমি দিতে পার, তবে দিবে।" দীনবন্ধু বলিলেন, "আপনার আজ্ঞা হইলেই আমি দিতে পারিব।" এইরূপ ঘটিওয়ালা, কম্বলওয়ালা এবং মুদি প্রভৃতি অন্যান্য যে যে দোকানদারকে ডাকিয়া জটিয়াবাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, সকলেই আনন্দের সহিত জিনিষপত্র দিতে রাজী হইল।

লেংটিপরা শিষ্য সরলনাথ গুহের নামে খরচ লিখিয়া দোকানদারগণ সহস্র সহস্র টাকার জিনিষ দিতে লাগিল। সরলনাথ যে দোকানে যেরূপ দ্রব্য যে পরিমাণ দেওয়ার জন্য চিঠি কাটিতেছেন, অম্লানবদনে দোকানদারগণ তাহা পাঠাইতেছেন। সারদাকান্ত ও বেণীমাধবের মারফতে সমস্ত জিনিষ আসিবে; ঠাকুরের এইরূপ আদেশ ছিল। এইরূপ নানাবিভাগে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে নিয়োজিত করিয়া এই সুবৃহৎ ব্যাপারের কর্ম্ম-শৃঙ্খলা বিধান করা হইয়াছিল।

যে কয়েকদিন ধরিয়া এই মহোৎসব চলিয়াছিল, তৎকালে পুরীধামে এমন দুঃখী-কাঙ্গাল সাধু-সন্ন্যাসী কেহই ছিলেন না, যিনি এই দানে বঞ্চিত হইয়াছেন। এরূপ মহোৎসব ও মহাদান পুরীধামে কেহ কখনও দেখে নাই। ক্রমে ক্রমে কাপুড়িয়ার কাপড়, ঘটিওয়ালার ঘটি; কম্বলওয়ালার কম্বল ফুরাইয়া গেল, তাহারা ধার করিয়া নূতন আমদানী করিতে লাগিল। এই কার্য্যটা এমনই ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল যাহা দেখিলে ঘোর বিষয়ীর বিষম বন্ধন ও ছিন্ন হইয়া যায়। এই মহাব্যাপারে জটিয়াবাবার সুবন্দোবস্ত, আচার আচরণ ও কার্য্যকলাপের মধ্যে তিনি যে অসাধারণ শক্তি, নিগূঢ় ধর্ম্মভাব, দয়া ও ন্যায়-পরতা এবং দেবচরিত্র ফুটাইয়া তুলিয়া জনসাধারণের চক্ষুগোচর করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান যুগে সেরূপ কোথাও দৃষ্টিগোচর কি শ্রুতিগোচর হয় নাই। ইহাকেই বলে মহাদান। এ দান-যজ্ঞ যিনি দেখিয়াছেন তিনি ধন্য হইয়াছেন।

গোঁসাইজী কি ভাবে দান করিয়াছিলেন একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। পুরীর সুপ্রসিদ্ধ মোহন্ত জগন্নাথদাস সাধুদের জন্য একটি আশ্রম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। উহার ছাদের কার্য্য বাকী ছিল, তজ্জন্য তিনি জটিয়াবাবার নিকট সাতশত টাকা চাহিলেন। যখন হাজার হাজার টাকা অকাতরে বিতরণ করা হইতেছে, তখন একজন প্রসিদ্ধ মোহন্তের প্রার্থনা যে পূর্ণ হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ করার কারণ ছিল না। কিন্তু জটিয়াবাবা মোহন্তকে বলিলেন—"আমি কিছুই নই, জগন্নাথদেবের হুকুম হইলেই দিতে পারি"। সে হুকুম হইল না।

সেই মহোৎসবের বিবরণ প্রবাদের ন্যায় পুরীধামে আজিও লোকের কণ্ঠে-কণ্ঠে বিঘোষিত হইতেছে। আর যাঁহারা এই ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সেই সৌভাগ্যশালীদিগের হৃদয়ে সেই দৃশ্য জন্মের মতন অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

এই সকল ঘটনার দ্বারা বাহিরের কার্য্যকলাপের কথাই প্রকাশ করা হইল। কিন্তু যে ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি এই সকল কার্য্য করিয়াছেন, পাতালস্থ ভোগবতী গঙ্গার ন্যায় হৃদয়-নিহিত সেই ভাব-স্রোত সাধারণের দর্শনীয় ও স্পর্শনীয় নহে; যাঁহারা সেই পবিত্র স্রোতের কণিকামাত্রও স্পর্শ করিয়াছেন, তাঁহারা কৃতার্থ হইয়া গিয়াছেন। এই সৃষ্ট জগৎ যেমন সৃষ্টিকর্ত্তার অসীম শক্তির সামান্য নিদর্শন মাত্র, সেইরূপ জটিয়াবাবার বাহিরের কার্য্যকলাপও তাঁহার হৃদয়-ভাবের কথঞ্চিৎ বাহ্য-বিকাশ ভিন্ন কিছুই নহে। কোনপ্রকার প্রথা বা নিয়মের অনুরোধে তিনি কিছুই করেন নাই। তাঁহার অতলস্পর্শ হৃদয়ের যে ভাবটুকু বাহিরে উপচিয়া পড়িয়াছে তাহাতেই প্রেমের বন্যায় দয়ার প্রবাহে দেশ ভাসিয়া গিয়াছে।

এই মহাদান মহোৎসবের পরে তিনি শিষ্যগণকে বলিলেন যে তাহাদের কিছুই ভাবিতে হইবে না। এক মাসের মধ্যে সমস্ত দোকান-দেনা পরিশোধ হইয়া যাবে এবং ঋণপরিশোধের পরের দিনই তিনি চলিয়া যাইবেন। তখনও শিষ্যগণ বুঝেন নাই, তিনি কিরূপ চলিয়া যাওয়ার আভাস দিতেছেন।—পাছে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ-পরিশোধ না হইলে ঠাকুরের দুর্নাম হয়, এই ভাব আসিয়া কোন শিষ্যকে একটু চঞ্চল করিয়াছিল।—এই জন্যই বোধ হয় ঠাকুর কয়েকজন বড়লোকের নাম করিয়া তাঁহাদের নিকট যাইতে বলিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কোন ধনী ব্যক্তি এক সময় গোঁসাইজীকে আশ্রম-ব্যয়ের জন্য লক্ষ টাকা দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া বলিয়াছিলেন "আমি ফকীর লোক, আমার যাহা প্রয়োজন; তাহা ভগবানই দিতেছেন।—আমার অন্য প্রয়োজন নাই।" আজ যে তিনি কাহারও কাহারও নিকট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগন্নাথের ঋণ জানাইতে অনুমতি দিলেন, ইহা শুধু শিষ্যবর্গকে শিক্ষাদানের জন্য। গোঁসাই যে অভাব জানাইতে বলিয়াছেন, তাহা উক্ত ধনীগণ বিশ্বাসই করিলেন না। বিশ্বাস জন্মাইলে একজনই হয়ত সমস্ত ঋন-পরিশোধ করিয়া দিতেন।

এদিকে, শক্ত বাঁধন খুলিয়া দিলে জড়ানো সূতাগুলি যেমন আপনি খুলিয়া যায়, গোঁসাইজীর দৃষ্টান্তে তাঁহার অনুগত শিষ্যগণের হাতের বন্ধনও খুলিয়া গেল। কৃপণ দাতা হইলেন, নারী শিষ্যারা অলঙ্কারপ্রাণা হইয়াও, অলঙ্কার পাঠাইলেন, কেহ বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া কেহ বা বাড়ী বন্ধক রাখিয়া অর্থ পাঠাইয়া কৃতার্থ হইতে লাগিলেন। নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে সমস্ত দোকানের-সমস্ত দেনা পরিশোধ করা হইল। শিষ্যগণ বিস্ময়ের সহিত এই শিক্ষালাভ করিলেন যে, মনুষ্যের নিকট প্রার্থনা করিয়া কিছুই হয় না, ভগবান্ অযাচিত ভাবে ভক্তের অভাব পূর্ণ করেন।—তাঁহার এই দান ব্যাপারে তিন মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

মহাপ্রস্থান

ঋণ-পরিশোধের পরেই জটিয়াবাবাকে লইয়া কলিকাতা যাইবেন, শিষ্যগনের মনে এই আশা ছিল। কিন্তু তিনি যে মহাপ্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, তাহা কেহ বুঝিতে পারে নাই। তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। উত্থানশক্তি রহিত প্রায় হইলেন। দেখিয়া সকলের মনে আশঙ্কার উদয় হইল। একজন শিষ্য তাঁহার কলিকাতা যাত্রার প্রস্তাব করিলে বলিলেন—এখানে আমার যে উদ্দেশ্যে আসা তাহা সিদ্ধ হইয়াছে, এখানে আমার আর কোন কর্ম্ম করিবার নাই, এখন আদেশ পাইলেই যাইতে পারি। সব ঋন শোধ হইয়া গেল। যে দিন সমস্ত ঋণ-পরিশোধ করা হইল; তাহার পরের দিনই তিনি দেহরক্ষা করিলেন। সে দুঃখের কাহিনীর বিস্তৃত বর্ণনা করিতে ইচ্ছা হইতেছে না। তিনি সমস্ত জীবন নানাদেশে রোগীর সেবা, দুঃখীর সাহায্য, সত্যের সম্মান রক্ষা, এবং জীবনে ও উপদেশে ধর্ম্মের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়া, নামানন্দ-সুধাদানে তপ্তপ্রাণ জুড়াইয়া মহাতপস্বী ভাস্করের ন্যায় আপনার প্রভায় জগৎকে আলোকিত করিয়া নীলাচলে ২২শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার, রেবতী নক্ষত্রে কৃষ্ণাদ্বাদশী তিথিতে রাত্রি ৯ ঘটিকা ২০ মিনিটের সময় আটান্ন বৎসর বয়সে—সাতান্ন বৎসর ১১ মাস বয়সে ভক্তবৃন্দকে অশ্রুজলে ভাসাইয়া মহাতীর্থ স্থানে মহাসাধক তপস্বী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজয়কৃষ্ণ শ্রীশ্রীনিত্যধামে মহাপ্রস্থান করিলেন। তাঁহার স্থূলদেহ শিষ্যগণের চক্ষুর অগোচর হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাব ও অপার করুণা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করে নাই।

নরেন্দ্রসরোবরের দক্ষিণতীরে বসিয়া পণ্ডিত গদাধর শ্রীমদ্ভাগবৎ পাঠ করিতেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সাঙ্গোপাঙ্গগণসহ তাহা শ্রবণ করিতেন। সেই স্থানে দাঁড়াইয়া একদিন জটিয়া-বাবা সঙ্গীয় শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, নরেন্দ্রের উত্তর তীরে তাঁহারা কিছু দেখিতেছেন কি না? তখন সেই উত্তর তীরটি জঙ্গল-পরিপূর্ণ পতিত-স্থান ছিল, দুই চারি ঘর বাউরী জাতীয় লোক তথায় কুটীর করিয়া বাস করিত। শিষ্যগণ যে যাহা দেখিতেছিলেন, তাহাই বলিলেন। তখন জটিয়াবাবা বলিলেন, "আমি দেখিতেছি মন্দির, সে মন্দিরের সোণার চূড়ো"।

জটিয়াবাবার দেহরক্ষার পরে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোকের চেষ্টায় অত্যল্প সময়ের মধ্যে নরেন্দ্রসরোবরের উত্তর তীরের সেই জঙ্গলময় জমি ১৪০০৲ শত টাকায় খরিদ করিয়া সেইখানে ঠাকুরের দেহ সমাধিস্থ করা হইল। আশ্চর্য্য এই যে, সেই মিউনিসিপালিটির কর্ত্তা উকীল মহাশয়, যিনি সাধু ও বানর উভয়কেই সমান উৎপাত মনে করিয়াছিলেন, তাঁহারই বিশেষ চেষ্টায় এই জমি হস্তগত হইল। তিনি দায়গ্রস্তের ন্যায় এই কার্য্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন, তাঁহার ন্যায় একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ঐকান্তিক যত্ন না করিলে কিছুতেই এই জমি হস্তগত হইত না। উক্ত উকীল মহাশয় নিজের গাভী দোহাইয়া সেই দুগ্ধ প্রথম দিনের সমাধি সেবায় প্রদান করিলেন। যখন এই জমি গ্রহণ করা হয়, তখন জটিয়াবাবার ভবিষ্যদুক্তি, উক্ত জঙ্গলে মন্দির ও সোনার চূড়া দর্শনের কথা কাহারওই মনে ছিল না। নরেন্দ্রসরোবর ও আঠারনালা এই দুই তীর্থের মধ্যস্থ সমস্ত জমি (প্রায় ১২ বিঘা) সমাধিক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সমাধির উপরে প্রস্তর-নির্ম্মিত মনোহর প্রকাণ্ড মন্দির উঠিয়াছে,মর্ম্মর-প্রস্তরে তাঁহার ভিত্তি মণ্ডিত হইয়াছে, সাধকদিগের বাসের জন্য দুই খণ্ডে ইষ্টকালয় এবং অনেকগুলি সাধন-কুটীর উঠিয়াছে। নানাবিধ বৃক্ষলতা ও ফলফুলে সুশোভিত হইয়া সমাধি ক্ষেত্রটি প্রাচীনকালের তপোবনের শ্রী ধারণ করিয়াছে। সেখানে বসিলে কাহারও উঠিতে ইচ্ছা হয় না। বোধ হয় শীঘ্রই মন্দির স্বর্ণ-চূড়ায় শোভিত হইবে। আশ্চর্য্য এই যে, পুরীধামের বুকের উপরে বহু কাল পর্য্যন্ত এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থানটি খালি পড়িয়াছিল। এই আশ্রম ও মন্দির প্রস্তুত করিতে অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। ইহার জন্য বাহিরের লোকের নিকট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জটিয়াবাবার সমাধি মন্দির—পুরী

[বেঙ্গল অটোটাইপের সৌজন্যে]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুই চাওয়া হয় নাই। সমস্ত খরচই ভক্তগণ দিয়াছেন, শিষ্য-পত্নীগণ ও শিষ্যগণ গাত্রালঙ্কার প্রদান করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন।

এই আশ্রম "জটিয়াবাবার সমাধি" বলিয়া বিখ্যাত। প্রতি বৎসর তিরোধান-তিথিতে (চন্দনযাত্রার পরের দিন) এখানে বাৎসরিক উৎসব হয়। তখন নানা স্থান হইতে বহু ভক্তের সমাগম হইয়া থাকে। জটিয়া বাবা দেহে থাকিতে বানরগণকেও অন্যান্য জীব ও কাঙ্গালীগণকে খাদ্য বিতরণ করিতেন, সেবাইতগণ সে সকল যথাশক্তি বজায় রাখিয়াছেন। মুঙ্গের জামালপুরের স্কুলের ভূতপূর্ব্ব এডিশনাল হেডমাষ্টার স্বর্গত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ. মহাশয় চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া বহুকাল হইতে গুরুর সেবা করিতেছিলেন, তিনিই ছিলেন আশ্রমের প্রথম সেবাইত। বর্ত্তমান সেবায়েত হইতেছেন বিজয়কৃষ্ণের কন্যা স্বর্গতা শান্তিসুধা দেবীর পুত্র শ্রীজগদানন্দ মৈত্র।

এই আশ্রমে উপস্থিত হইলে স্থানমাহাত্ম্যে অপূর্ব্ব শান্তিরসে প্রাণ অভিভূত হয়, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী শতশত নরনারী এখানে উপস্থিত হইয়া তাপিত প্রাণ জুড়াইয়া থাকেন। অপলকে চাহিয়া থাকেন ভক্তের সমাধির দিকে।

পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, গোস্বামী প্রভুর তিরোধানের পরে লিখিয়াছিলেন :—"ঐ দেখুন মহাতীর্থ-পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দিরের অদূরে বিজয়-মন্দিরে করধৃত কমণ্ডলু গলবিলম্বিতাক্ষমাল ও পরিহিত গৈরিকবসন ভক্তচূড়ামণি বিজয়কৃষ্ণ ঊর্দ্ধনেত্রে মহাযোগে নিমগ্ন!"

হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান, খৃষ্টান সকলে দ্বেষ বিদ্বেষ ভুলিয়া এই মহাযোগীর সমাধি দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করুন।

* * *

একদিন সন্ধ্যায় অস্তরবির লোহিতরাগরঞ্জিত নরেন্দ্রসরোবরের কৃষ্ণসলিলে প্রতিফলিত জটিয়াবাবার সমাধি-মন্দির দেখিলাম,—স্বর্ণচূড় ঝলমল করিতেছে! সে কি অপূর্ব্ব শোভা! ব্যথিত প্রাণে নয়নজলে অভিষিক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজয়কৃষ্ণের বংশ-পরিচয়

শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য
|
বলরাম
|
দেবকীনন্দন
|
বংশীবদন
|
রামকৃষ্ণ
|
কৃষ্ণমোহন
|
পরমানন্দ
|
আনন্দচন্দ্র

- (১০) ৺ব্রজগোপাল
  - ৺সীতানাথ
    - ৺জগদ্বন্ধু
      - শ্রীশান্তিসখা (উপস্থিত বংশধর)
- ৺বিজয়কৃষ্ণ (১০)
  - ৺যোগজীবন (নিঃসন্তান)

বিজয়কৃষ্ণ শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য মিশ্র হইতে দশম পুরুষ

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণের মাতৃকুলের বংশাবলী

৺রামতনু জোয়াদ্দার
|
৺গৌরীপ্রসাদ জোয়াদ্দার

- বেণীমাধব
- স্বর্ণময়ী—আনন্দচন্দ্র
  - ৺ব্রজগোপাল
  - ৺বিজয়কৃষ্ণ

বিজয়কৃষ্ণের শ্বশুর ৺রামচন্দ্র ভাদুড়ী। শিকারপুরের নিকটবর্ত্তী দহকুল পল্লীতে ইঁহার বাস ছিল। ইঁহারই কন্যা—শ্রীশ্রীযোগমায়া দেবী—গোস্বামী প্রভুর সহধর্ম্মিণী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট

বিজয়কৃষ্ণের বিরচিত কয়েকটি সঙ্গীত গ্রন্থ মধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছি, এখানেও কয়েকটি প্রকাশ করিলাম।

বেহাগ—আড়া

এই দেহের এত অহঙ্কার।
অবশ্য মরিতে হ'বে কিছু দিনান্তর॥
হ'লে দেহ প্রাণহীন, কোথা র'বে অভিমান,
ভূমিতে পড়িয়ে র'বে হয়ে শবাকার;
পিতামাতা বন্ধুগণ, সম্মুখে করিবে রোদন,
গাইবে তোমার গুণ করি হাহাকার।
এখন প্রবোধ মান, ত্যজ কুপথ গমন,
কুৎসিত ভাবে দর্শন নরনারীচয়।
সর্ব্বলোক অপমান, অনাথ অর্থ হরণ,
পরনিন্দা পর পীড়া কর পরিহার॥

দয়ার সাগর পিতা করুণা নিধান;
ভুলনা তাঁহারে মন ভুলনা কখন।
রোগ শোক পাপ দুঃখে, তিনি হে থাকেন সম্মুখে,
ছাড়িয়ে দুর্ব্বল সুতে, নাহি করেন গমন।
হৃদয়-কপাট খুলি, ডাক তারে পিতা বলি,
দাও প্রীতির অঞ্জলি, কর দরশন॥

আমার এই কামনা কর হে পূরণ।
ওহে অনাথনাথ, অধম তারণ॥
যেদিকে ফিরাই আঁখি, সেদিকে তোমারে দেখি,
হৃদয়-মন্দিরে সদা দেও দরশন।
না চাহি বিষয়-সুখ, চাহি তব প্রেম মুখ,
তা হলে যাইবে দুঃখ আনন্দে হব মগন॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাপের যাতনা আর সহিতে না পারি নাথ।
হৃদয় দহিছে সদা জ্বলন্ত অনলে হে॥
মনেতে প্রতিজ্ঞা করি, পাপ-পথ পরিহরি,
কেমন প্রবল অরি ছাড়ে না আমায় হে।
কোথা হে দীনশরণ কর কর ত্রাণ
দরশন দিয়ে পাপ-যাতনা ঘুচাও হে॥

ও দিন গেল দয়াল বল না মনোরসনা।
ও মন দয়াল নাম সাধন হ'লে শমন ভয় আর রবে না।
ওরে শোন্ রসনা সমাচার, দয়াল নামটি কর সার,
যদি ভব হবে পার!
আর মিছে মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে কুপথগামী হইও না।
ওরে ভাই বন্ধু যত হয়, কেবল পথের পরিচয়,
ও মন কেহ কার নয়;
মিছে আমার আমার আমার বল,
আমার কে তা চিন্‌লে না।

বিজয়কৃষ্ণের বিরচিত সমুদয় সঙ্গীত, এখন সংগ্রহ করা কঠিন। নানা বিভিন্ন স্থানে প্রচারকালে মুখে মুখেও তিনি বহু সঙ্গীত রচনা করিয়া গান করিতেন। তাঁহার প্রথম রচনা "শোকোপহার"—বিলুপ্ত হইয়াছে। 'ধর্ম্মশিক্ষা', 'ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা এবং আমার জীবনে ব্রাহ্মসমাজের পরীক্ষিত বিষয় ও কয়েকটি উপদেশ,' 'আশাবতীর উপাখ্যান', 'যোগসাধন', 'বক্তৃতা ও উপদেশ' পুনরায় মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচীন অন্যান্য কোন মুদ্রিত পুস্তক প্রবন্ধ ও পত্রাদি সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: পাঠকগণ নিম্নলিখিত মুদ্রাকর প্রমাদ সংশোধন করিয়া পড়িবেন। ২৫৫পৃষ্ঠা 'পরম পুরুষ রামকৃষ্ণে ধর্ম্ম বিন্যাস স্থলে 'পরম 'পুরুষ রামকৃষ্ণে বর্ণ বিন্যাস' হইবে। ৩১৯ পৃষ্ঠা ৪ পংক্তি 'এইরূপ একটা কথা কহিয়াছিলেন', স্থলে হইবে এইরূপ একটা কথা রটিয়াছিল।']

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত

সাধক কবি রামপ্রসাদ

সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী সমন্বিত—মূল্য ৮৲

দেশ বলেন—………এই রামপ্রসাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ প্রামাণিক গ্রন্থের অভাব ছিল। যোগীন্দ্র বাবু বিস্তর পরিশ্রম করে কবির জীবনের সমস্ত ঘটনা এবং তাহার কাব্যের ও ধর্মমতের বিশদ আলোচনা করেছেন এই গ্রন্থে। বাঙালী যে আত্মবিস্মৃত জাতি নয় এবং ও অপবাদ যে মিথ্যে তার প্রমাণ ভুরি ভুরি আছে। সে তালিকার সঙ্গে এই সুবৃহৎ গ্রন্থটিরও যোগ হলো। এই গ্রন্থের আর একটি আকর্ষণ কবির সমস্ত গ্রন্থের একত্র সন্নিবেশ।……গ্রন্থের প্রচ্ছদপটটি অপুর্ব্ব সুন্দর।

আনন্দবাজার পত্রিকা বলেন—………যোগেন বাবু পুরাতন ও আধুনিক নথিপত্র থেকে বিন্দু বিন্দু রস আহরণ করে এই মধুচক্র রচনা ক'রেছেন বলা যায়। এই বই বাংলার জীবনী-সাহিত্যে একটি সার্থক যোজনা।

যুগান্তর বলেন—………রামপ্রসাদ সম্পর্কে আমাদের বাংলা সাহিত্যে পুর্ব্বে বহু গ্রন্থ, নাটক ও উপাসনা প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লিখিত গ্রন্থ বিরল।……প্রচ্ছদপটটি গ্রন্থের সৌন্দর্য বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে। ছাপা; কাগজ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। উৎসব অনুষ্ঠানে প্রিয়জনকে উপহার দিতে এবং স্কুল, কলেজ ও সাধারণ পাঠাগারের সম্পদ বৃদ্ধি করার পক্ষে সাধক রামপ্রসাদ নিঃসন্দেহে একখানি চমৎকার গ্রন্থ।

সাধক কমলাকান্ত ৪৲

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

পঞ্চমা (গল্প সংগ্রহ) ৩৲ **মুক্তপুরুষ প্রসঙ্গ** ৫৲
হিমালয়ের মহাতীর্থে ৫৲ **অবধূত ও যোগীসঙ্গ** ৫৸৹
যমুনোত্তরী হতে গঙ্গোত্তরী ও গোমুখ ৩৲

রামনাথ বিশ্বাস প্রণীত ভ্রমণ-কাহিনী

মরণবিজয়ী চীন (৩য় সং) ৬৲ **মুক্ত মহাচীন** ২৷৹
মলয়েশিয়া ভ্রমণ ৩৸৹ **সর্ব্ব-স্বাধীন শ্যাম** ২৸৹
দুরন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা ৩৸৹

শ্রীজয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ভ্রমণ-কাহিনী

শ্রীশ্রীকেদারনাথ ও বদরীনাথ ৩৲

দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত রামায়ণ ও মহাভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্করণ

কাশীদাসী মহাভারত ১৬৲ **কৃত্তিবাসী রামায়ণ** ১২৷৹

ভট্টাচার্য্য সন্‌স্ লিমিটেড

১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ : রিপ্রোডাকসন সিণ্ডিকেট, কলিকাতা-৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi